মাসুদ রানা

মৃত্যুদ্বীপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

মৃত্যুদ্বীপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফ্রান্স সরকারের মৃত্যু-পরোয়ানা ঝুলছে মাথার উপর,
হেড অফিসের নির্দেশে তাই লুকিয়ে আছে রানা
আর্কটিকে, গবেষণার ছুতোয়। আচমকা এল বিসিআই
চিফের নির্দেশ: 'রানা, এক্ষুনি রওয়ানা হয়ে যাও।
রাশার পোলার আইল্যাণ্ডে গিয়ে ঠেকাতে হবে
রাফিয়ান আর্মির অ্যাটমোসফেরিক হামলা। নইলে
ভস্ম হয়ে যাবে আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের
বেশিরভাগ দেশ। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বাংলাদেশও।'
ক্যাপ্টেন নিশাত, দুই মেরিন, রানা নিজে ও তিনজন গবেষক–
এই সাতজন চলল শীতল মৃত্যুদ্বীপে। বিপক্ষে দুইশো
বেপরোয়া, খুনি যোদ্ধা। আর ফ্রান্স থেকে আসা কমাণ্ডোরা।
হামলা শুরু হতেই দিশেহারা হয়ে পড়ল রানা।
সফেদ বরফের রাজ্যে কোথাও পালাবার রাস্তা নেই, মৃত্যু
নিশ্চিত। কিছুই পরোয়া না করে পাল্টা আক্রমণে গেল রানা।
কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি, এমন হঠাৎ করে মৃত্যু ঘটতে চলেছে ওর।
কে আছে, যে মরণের ওপার থেকে ফিরিয়ে আনতে
পারবে আমাদের প্রিয়, দেশপ্রেমিক, নিঃস্বার্থ রানাকে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী, শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন. ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি ও বক্স ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-432
PERSIAN TREASURE
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক শ' বারো টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক *পার্শিয়ান ট্রেজার।

এক

এপ্রিলের চার, ভোর হয় হয়।

হিমশীতল আর্কটিক সাগরের মাঝে ধবল তুষার ও নীলাভ বরফ ঢাকা রাশান দুর্গ-দ্বীপ— পোলার আইল্যাণ্ড।

এয়ারস্ট্রিপ থেকে লেজ দাবিয়ে পালাচ্ছে পুরনো বিমানটা, পিছনে ধেয়ে আসছে ভারী মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক উত্তপ্ত বুলেট।

একটু পর আকাশে উঠল উড়োজাহাজ। নীচে বিস্তৃত আর্কটিক সাগর, উত্তরদিকে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে বহু দূরে।

বিমানের পাইলটের বয়স ষাট বছর, পেশায় পাইলট নন তিনি— বিজ্ঞানী, নাম ডক্টর ম্যাকসিম তারাসভ।

তিনি জানেন, বেশিদূরে যেতে পারবেন না এই পুরনো বিমান নিয়ে। রানওয়ে ছাড়বার সময় দেখেছেন, পিছনে লেগেছে দুটো স্ট্রেলা-১ অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ভেহিকেল। উভচর গাড়িগুলো দেখতে প্রায় জিপগাড়ির মতই, তবে প্রতিটির পিঠে রয়েছে চারটে করে ৯এম-৩১ সার্ফেস-টু-এয়ার মিসাইল, যে-কোনও সময়ে ওগুলো লঞ্চ করা হবে।

আর বড়জোর আধমিনিট, তারপরই আকাশ থেকে ফেলে দেয়া হবে তাঁর বিমানটা।

উনিশ শ' ষাট সালে তৈরি সোভিয়েত আমলের কুৎসিততম বিমান বেরিভ বিই-১২। বহুবছর আগে যখন তরুণ রিক্রুট হিসাবে

সোভিয়েত এয়ার ডিফেন্স ফোর্সে যোগ দিয়েছিলেন, তখন এ ধরনের বিমান চালিয়েছেন ম্যাকসিম তারাসভ। তারপর কর্তৃপক্ষ একদিন আবিষ্কার করল, এ ছেলের সত্যিকারের প্রতিভা রয়েছে ভিন্ন বিষয়ে। তখন তাঁকে নতুন কাজ দেয়া হলো স্পেশাল ওয়েপন্স ডিরেক্টোরেটে।

কিছুদিন আগেও এ ধরনের এক বিমানের বরফ-ঠাণ্ডা হোল্ডে বসে তারাসভ ভেবেছেন, এই বেরিভ বিমান আর তিনি ভাল করেই চেনেন পরস্পরকে। তাঁদের ভিতর অনেক মিল— আসলে বুড়ো হয়ে গেছেন তাঁরা, তবুও কাজ করছেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বেচারা বেরিভ বিমান!

সত্যিই, অতি পুরনো।

হারিয়ে গেছে আগের সমস্ত জৌলুস, গর্ব ও সম্মান। এখন উত্তর মেরুর পুরনো প্রায় ভুলে যাওয়া একটা বেসে তাঁদের মত পুরনো সব মানুষকে পৌঁছে দিচ্ছে ধুঁকতে ধুঁকতে। এই বিমানের মতই ফুরিয়ে এসেছেন ম্যাকসিম তারাসভ নিজেও, দিনে দিনে আরও ধূসর হয়ে উঠছে তাঁর ঝোপের মত গোঁফ।

কখনও ভাবেননি আবারও চালাতে হবে বেরিভ বিমান।

কিন্তু আজ ভোরে তাঁর টিম নিয়ে দ্বীপের রানওয়েতে নামতেই শুরু হলো মহাবিপদ।

রাশা থেকে রওনা হয়ে রাতভর একটানা চলার পর নিঃসঙ্গ পোলার আইল্যাণ্ডের উপর দু'বার চক্কর কেটেছে বেরিভ। নীচে দেখেছেন তাঁরা মাঝারি আকারের দ্বীপটা, পাহাড়গুলো ঠেলে উঠে আসতে চাইছিল তাঁদের দিকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সারোভের আরযামাস-১৬ নিউক্লিয়ার রিসার্চ বেস বা কোল্টসোভোর বায়োওয়েপন্স সেন্টার ভেক্টর ইন্সটিটিউটের মতই সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন দেয়া হয়েছিল এক সময় এই দ্বীপকে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত বিশাল দালান ও অন্যসব স্থাপনা।

শুধু স্পেশাল ওয়েপন্স ডিরেক্টোরেট থেকে রাখা হয়েছে তারাসভের মত গুটি কয়েক ক্রু।

আট সপ্তাহের জন্য এই দ্বীপ পাহারা দিতে পাঠানো হয়েছে তারাসভ ও তাঁর সঙ্গে বারোজন স্পেৎন্যায সৈনিককে।

তাঁরা যখন অবতরণ করলেন, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না।

কমে এসেছে প্রচণ্ড শীতের দাপট, এ বছর এই প্রথম আকাশে মুখ তুলেছে সোনালি সূর্য, আর দ্বীপের চারপাশের সাগরে ফাটতে শুরু করেছে জমাট বরফ। সেই সুদূর উত্তর মেরুবিন্দু পর্যন্ত সাগর ছেয়ে থাকা বরফের চাদর হয়ে উঠেছে ধোঁয়াটে, ঠিক যেন হাতুড়ি দিয়ে জোর ঘা দেয়া হয়েছে পুরু কাঁচে। চারপাশে সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটেছে হাজার হাজার ফাটল।

এখনও রয়ে গেছে শীতের কনকনে ঠাণ্ডা। আর পোলার আইল্যাণ্ডের কমপ্লেক্সের উপর রয়েছে পাতলা বরফের আস্তরণ।

তবুও চারপাশ দেখলে জুড়িয়ে যায় মন।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে আকাশে মাথা তুলেছিল বেসের সেণ্টার টাওয়ার, ঠিক যেন দূর-ভবিষ্যতের কোনও কল্প-শহরের স্থাপনা। বিশতলা দালানের সমান উঁচু মস্ত পাথুরে পিলারের মাথার উপর যেন ফ্লাইং সসার বসানো। মেইন ডিস্ক থেকে আরও উপরে উঠেছে খুদে টাওয়ার, ওখানে রয়েছে বেসের কাঁচ ঢাকা গোলাকার গম্বুজের মত কমাণ্ড সেণ্টার।

যেন গোটা দ্বীপের উপর চোখ রাখছে ভবিষ্যতের কোনও মহাকাশ বাতিঘর। পুবে মাথা তুলেছে দুই প্রকাণ্ড একযস্ট ভেণ্ট। দেখলে মনে হতে পারে মস্ত কোনও শিল্পীর নিখুঁতভাবে তৈরি করা টাওয়ার, কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তি ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য যেন সৃষ্টি করা হয়েছে ওই দুই ভেণ্ট। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লাণ্টের ভেণ্ট বা কুলিং টাওয়ারের মতই দেখতে, কিন্তু আকারে দ্বিগুণ।

এককালের ভয়ঙ্কর এই বেসে এখন থাকে অল্প ক'জন ক্রু। জরুরি কিছু জায়গায় কাজ করে তারা— অফিসে, গার্ড হাউসে বা উল্টো পিরিচের মত দেখতে টাওয়ারে।

এ দ্বীপ আসলে এক শক্তিশালী দুর্গ। নানান স্থাপনা ও দ্বীপের ল্যাণ্ডস্কেপ এমনই, সামান্য কয়েকজন সৈনিককে নিয়েই একদল শত্রুর হামলা ঠেকাতে পারবেন তারাসভ। পোলার আইল্যাণ্ড দখল করতে হলে বিরাট এক সেনাবাহিনী লাগবে।

দ্বীপের উপর দিয়ে বিমান যাওয়ার সময় হোল্ডে বসে অবাক হয়েছেন তারাসভ। নীচের ওই প্রকাণ্ড দুই একযস্ট ভেন্টের মুখ দিয়ে ঝিলমিলে গ্যাস বেরোতে দেখেছেন তিনি। আকাশে উঠে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে গ্যাস। বিষয়টি অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তবে চমকে যাওয়ার মত নয়। হয়তো তার টিম নিয়ে জিয়োথারমাল পাইপিঙের বাড়তি বাষ্প বের করে দিচ্ছে সেমেন ইগোরভ।

দ্বীপের এয়ারস্ট্রিপে নামতেই তারাসভের সঙ্গের স্পেৎন্যায সৈনিকরা নেমে পড়েছিল বেরিভ বিমান থেকে, রওনা হয়েছিল হ্যাঙারের দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেমেন ইগোরভ, হাত নাড়ছিল হাসিমুখে। নেমে পড়বার পর কয়েক মুহূর্ত বিমানের আড়ালে ছিলেন তারাসভ, সঙ্গে এক তরুণ সৈনিক। তার দায়িত্ব তারাসভের হয়ে নতুন স্যামোভার-৬ লেসার-অপটিক কমিউনি-কেশন গিয়ার বহন করা।

ওই জিনিস নামাতে গিয়েই দেরি হয়েছে, নইলে অন্যদের মতই মরতে হতো তারাসভ ও তরুণ সৈনিককে।

তারাসভের স্পেৎন্যায টিম টারমাকের অর্ধেক পথ পাড়ি দিতেই পুরো খোলা জায়গায় তাদের উপর শুরু হলো ভারী মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ। শত্রুরা লুকিয়ে ছিল গোপন জায়গায়, স্পেৎন্যায সৈনিকদের কেউ আক্রমণ বা আত্মরক্ষার সামান্যতম সুযোগও পায়নি।

পুরো হত্যাযজ্ঞ দেখবার জন্য অপেক্ষা করেননি তারাসভ, তীরের মত গিয়ে উঠেছেন বিমানের ককপিটে, পাইলটের সিটে বসেই কাজে লাগিয়েছেন অতীতের অভিজ্ঞতা। ইঞ্জিন আবারও চালু করেই পালাতে চেয়েছেন বেরিভ বিমান নিয়ে।

আকাশে উঠেই বিমানের রেডিয়ো ব্যবহার করে রাশান ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেছেন তারাসভ, 'ডিরেক্টোরেট বেস! আমি ডক্টর তারাসভ...'

কানের ভিতর জোরালো খশ্-খশ্ শব্দ শুনলেন তারাসভ।

শত্রুপক্ষ জ্যাম করে দিয়েছে স্যাটালাইট।

টেরেস্ট্রিয়াল সিস্টেম ব্যবহার করতে চাইলেন তারাসভ।

কোনও কাজ হলো না।

ওটাও জ্যাম করা হয়েছে।

ভয়ে দম আটকে আসতে চাইছে ডক্টর তারাসভের। ঝট করে ঘুরেই তুলে নিলেন স্যামোভার রেডিয়ো প্যাক। নতুন যন্ত্রটা এনেছিলেন পোলার আইল্যাণ্ডে বসাবার জন্য। ওটা রেডিয়ো ওয়েভ ব্যবহার না করে সরাসরি লেসার তাক করে স্যাটালাইটে। ফলে কোনও ধরনের জ্যামিং টেকনিক ওটাকে ঠেকাতে পারে না।

ধুপ করে ড্যাশবোর্ডের উপর হাই-টেক রেডিয়ো রাখলেন তারাসভ, লেসার তাক করলেন সরাসরি আকাশে, তারপর চালু করে দিলেন রেডিয়ো।

'ডিরেক্টোরেট বেস, আমি ডক্টর তারাসভ! কাম ইন! কাম ইন!'

কয়েক মুহূর্ত পর জবাব পেলেন তিনি।

'ডক্টর তারাসভ, ডিরেক্টোরেট বেস। স্যামোভার-৬ সিস্টেমের অপারেশনাল এনক্রিপশন প্রোটোকল এখনও চালু হয়নি। এমনও হতে পারে ডিটেক্ট করা হবে এই ট্র্যান্সমিশন। কাজেই...'

'এখন ওসব বাদ দিন! পোলার আইল্যাণ্ডে কারা যেন আছে!

আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল! আমার টিম বিমান থেকে নামতেই হামলা করেছে! টারমাকের উপর পড়ে আছে স্পেৎন্যায সৈনিকদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ! আমার কপাল ভাল, বিমান নিয়ে টেকঅফ করতে পেরেছি! আর এখন আমার বিমান ফেলে দিতে মিসাইল...'

চট্ করে একবার নীচে চাইলেন তারাসভ। দেখলেন দ্বীপের প্রকাণ্ড দুই ভেন্ট দিয়ে ঝিলমিলে ধোঁয়ার মত বেরোচ্ছে গ্যাস। হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে যেতে চাইল তাঁর।

হায় দয়াময় ঈশ্বর, ভাবলেন।

'বেস,' জরুরি সুরে বললেন, 'ইউভি-৪ স্ক্যান চালু করে পোলার আইল্যাণ্ডের উপরের আকাশের পরিবেশ পরীক্ষা করুন! মনে হচ্ছে, কেউ চালু করে দিয়েছে অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইস!'

'কী বললেন, ডক্টর...?'

'আমি ভেন্টগুলো থেকে বাষ্পের মত ধোঁয়া উঠতে দেখছি।'

'হায়, খোদা! কী বলেন...'

আরও কিছু বলতে চাইলেন তারাসভ, কিন্তু ঠিক তখনই বেরিভের পিছনে এসে লাগল স্ট্রেলা-১ লঞ্চার থেকে ৯এম-৩১ সার্ফেস-টু-এয়ার মিসাইল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হলো বিমানের টেইল্ সেকশন। আকাশে একবার চমকে উঠেই নীচের দিকে রওনা হলো বেরিভ।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর সাগর ছেয়ে রাখা বরফের প্রান্তরে আছড়ে পড়ল ওটা। তারাসভের তরফ থেকে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

রাশান আর্মির সিগনাল ডিরেক্টোরেট ঠিকই পেয়েছে তারাসভের সিগনাল, কিন্তু তাদের জানা নেই, আরও কেউ ওই সিগনাল শুনেছে।

ওটা ইউএস ন্যাশনাল রেকোনেসেন্স অফিসের একটা

কেএইচ-১২ 'ইমপ্রুভ্ড্ ক্রিস্টাল' স্পাই স্যাটালাইট।

স্ট্যাণ্ডার্ড প্রোটোকল অনুযায়ী অটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে ওই বার্তা ডাউনলোডের পর ডিকোড করা হলো। নিয়মিত রাশান মিলিটারি সিগনাল ইন্টারসেপ্ট করা হয়। কিন্তু যখন বার্তার ভিতর পাওয়া গেল পোলার আইল্যাণ্ড, ইউভি-৪ স্ক্যান ও অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইস, সঙ্গে সঙ্গে ওটা পাঠিয়ে দেয়া হলো পেন্টাগনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের কাছে।

দুই

আর্কটিক সাগরে পোলার আইল্যাণ্ড থেকে দূরে বেরিভ বিমান ক্র্যাশ করবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর।

তিন এপ্রিল।

বিকেল পৌনে পাঁচটা।

হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুম, ওয়াশিংটন ডি.সি.।

'এখন ওসব বাদ দিন! পোলার আইল্যাণ্ডে কারা যেন আছে!'

মস্ত পাতাল ঘরে এখনও ভাসছে ম্যাকসিম তারাসভের কণ্ঠ। রাশান ভাষায় বলছেন তারাসভ, কিন্তু ইউএস আর্মি লিঙ্গুইস্ট সেসব কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছে।

শীতল নীরবতায় তাঁর ক্রাইসিস রেসপন্স টিম নিয়ে কথাগুলো শুনছেন ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

'আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল! আমার টিম বিমান থেকে নামতেই হামলা করেছে! টারমাকের উপর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে

আছে স্পেৎন্যায সৈনিকদের লাশ!'

ক্রাইসিস রেসপন্স টিমে রয়েছেন আর্মি, নেভি, মেরিন ও এয়ার ফোর্সের সর্বোচ্চ জেনারেল। এ ছাড়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রয়েছেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইযার, এনআরও, সিআইএ এবং ডিআইএ-র সিনিয়ার পারসোনেল। এ ঘরে মহিলা বলতে মাত্র একজন। তিনি ডিআইএ-র রিপ্রেযেন্টেটিভ, ডেপুটি ডিরেক্টর কনি হল।

'আমার কপাল ভাল, বিমান নিয়ে টেকঅফ করতে পেরেছি! আর এখন আমার বিমান ফেলে দিতে মিসাইল...'

ডিজিটাল প্লেব্যাক কন্সোলে কাজ করছে ন্যাশনাল রেকোনেসেন্স অফিসের তরুণ এক অ্যানালিস্ট লুক শর্ট।

'ইউভি-৪ স্ক্যান চালু করে পোলার আইল্যাণ্ডের উপরের আকাশের পরিবেশ পরীক্ষা করুন! মনে হচ্ছে, কেউ চালু করে দিয়েছে অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইস!'

লুক শর্ট অফ করে দিল রেকর্ডিং।

'ইউভি-৪ স্ক্যানটা আসলে কী? আমরাও কি ওটা ব্যবহার করি?' জানতে চাইলেন আর্মি জেনারেল।

প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইযার, প্রাক্তন এক ফোর স্টার মেরিন কর্পস্ জেনারেল কার্টিস উডল্যাণ্ড জবাব দিলেন, 'ইউভি-৪ আসলে মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরের লাইট স্পেকট্রাম, আলট্রাভায়োলেট স্পেকট্রামের চতুর্থ গ্রেড।'

'ওই স্ক্যান আমরা পেয়ে গেছি,' বলল অ্যানালিস্ট লুক শর্ট। চট্ করে দেখল প্রেসিডেন্টকে। 'কিন্তু, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এসব আলোচনার আগে অন্য একটা বিষয় দেখাতে চাই আপনাকে। তাতে আপনার অতীত বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা যখন ইন্টারসেপ্ট করলাম ওই বার্তা, তখন এনআরও রিস্ক্যান করেছে আমাদের সব স্যাটালাইট ইমেজ। সেটা গত দুই মাস আগের

আপার আর্কটিকের ছবি। ব্যবহার করা হয়েছে ইউভি-৪। এর ফলে আমরা পেয়েছি নিখুঁত স্ক্যান। কাজে লাগানো হয়েছে ছয়টি মাল্টি স্পেকট্রাম আইএমআইএনটি রেকোনেসেন্স স্যাটালাইট। ইউভি-৪ স্পেকট্রাম ব্যবহার করে পুরো ছয় সপ্তাহ আগের উত্তর হেমিস্ফেয়ারের তথ্য পাওয়া গেছে।'

এবার স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটি স্যাটালাইট স্ক্যানের দৃশ্য।

তাতে দেখা গেল, নর্থ পোলের উপরের নর্দান হেমিস্ফেয়ার। অপেক্ষাকৃত বড় সব দ্বীপ স্ভ্যালবার্ড, ফ্রান্য্ জোসেফ ল্যাণ্ড ও সেভারনিয়া যেমলিয়া, তারপর ইউরোপ, রাশা, চায়না, জাপান, উত্তর প্যাসিফিক এবং শেষে ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা ও কানাডা।

বলতে গেলে কিছুই নয়, কিন্তু পোলের খুবই ছোট একটা দ্বীপ থেকে বেরোতে শুরু করেছে কালো, ঘন মেঘের মত ধোঁয়া। ওই ধোঁয়া বাস্তবে স্বচ্ছ, কিন্তু ইউভি ফিল্টারের কারণে দেখাচ্ছে কালো।

ধোঁয়ার মত ওই বাষ্প তৈরি হচ্ছে ছোট্ট একটা বিন্দু থেকে। বিন্দুটার নাম পোলার আইল্যাণ্ড।

এবার ব্যাখ্যা দিল লুক শর্ট, 'আমি আগেই বলেছি, এই ইমেজ দেড় মাস আগের। তাতে আপনারা দেখছেন, আর্কটিকের পুরনো সোভিয়েত ওয়েপন্স ল্যাবোরেটরির কমপ্লেক্স বা পোলার আইল্যাণ্ড থেকে তৈরি হচ্ছে ওই ধোঁয়া বা বাষ্প।'

'দেখে মনে হচ্ছে ধোঁয়া আটকে গেছে আকাশে,' বললেন আর্মি জেনারেল। 'ওটা তৈরি হয়েছে আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরি থেকে?'

জবাবে লুক শর্ট বলল, 'অ্যাটমোসফেরিক ডিসপারসাল প্রায় একইরকম হয়। কিন্তু আসলে মেঘের মত নয়। ভলকানিক মেঘ তৈরি হয় ধুলোর মত পাথরের কণার কারণে। কিন্তু এই মেঘ খুদে

গ্যাসের কণা। সব আটকা পড়ছে নিম্ন ও মধ্য অ্যাটমোসফিয়ারে।

'এতই মসৃণ ও মিহি, চোখে পড়ে না। দূরের রাস্তায় সূর্যের তাপের কারণে যেমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়, এটা অনেকটা তেমনই। কিন্তু আলট্রাভায়োলেট স্পেকট্রামে পরিষ্কার চোখে পড়ে। আসলে ওই জিনিস একটা কম্পাউণ্ড থেকে তৈরি— ট্রাইইথাইলবোরেন বা টিইবি। আর ওই টিইবি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উনিশ শ' সত্তর ও আশির দশকে।'

'টিইবি আসলে কী? ওটা নিশ্চয়ই বাতাসে ভেসে ওঠা বিষ নয়?' জানতে চাইলেন নেভির অ্যাডমিরাল।

'তা নয়, বিষাক্ত নয়, তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি বিপজ্জনক,' বললেন এয়ার ফোর্সের জেনারেল। 'টিইবি প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক, সাধারণত জমাট অবস্থায় মজুদ করা হয়। জিনিসটা আসলে রকেট ফিউয়েল। নিজেরাও আমরা ব্যবহার করি। টিইবির পায়রোফোরিক কমপাউণ্ড ব্যবহার করা হয় এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ডের র‍্যামজেট ইঞ্জিনের জন্যে। যখন ট্রাইইথাইলঅ্যালুমিনাম মিক্স করা হয়, ইগনাইটেড হয় স্যাটার্ন-ভি রকেটের ইঞ্জিন।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে দাহ্য পদার্থ,' প্রেসিডেন্টকে জানালেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইযার। 'বিপুল শক্তি নিয়ে জ্বলে উঠে ছারখার করে দেয় চারপাশ।'

সিআইএ এবং ডিআইএ-র পারসোনেলদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমি টিইবির লিকুইড সম্পর্কে জানি, ওটার অন্য রূপ জমিয়ে রাখতে হয় হেক্সোন সলিউশনে— আমার ধারণা রাশানরা হেক্সোন ট্যাঙ্কে জিনিসটা জমিয়ে রাখে।'

'অন্যান্য বেসে তাই করে,' সায় দিলেন ডিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর। 'কিন্তু পোলার আইল্যাণ্ডের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।

ওটা স্পেশাল। আমাদের তথ্য ঠিক থাকলে, আশির দশকে ওই দ্বীপ ছিল স্রেফ আতঙ্ক। পোলার আইল্যাণ্ড ছিল ক্লাসিফায়েড ফ্যাসিলিটি। ওখানে যা খুশি করত সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সব টেস্ট চালাত ওরা। এক্সপেরিমেণ্টাল ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েপন্স, মাংসখেকো পোকা, মলিকিউলার অ্যাসিড, এক্সপ্লোসিভ প্লাযমা, বিশেষ নিউক্লিয়ার ওয়েপন, নানান জাতের হাইপারটক্সিক পয়জন— সবই পরীক্ষা হতো ওখানে।

'কোল্ড ওঅরের শেষ কয়েক বছরে পোলার আইল্যাণ্ডে অন্য সব গবেষণার পাশাপাশি সোভিয়েত রিসার্চ চলছিল ভেনিউসিয়ান অ্যাটমোসফেরিক গ্যাসের ওপর। এসব গ্যাস ছিল হাইলি টক্সিক। ভেনেরা প্রোবের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে সোভিয়েতরা সংগ্রহ করেছিল এসব গ্যাস। আমাদের ধারণা, তারা বেশকিছু ভেনিউসিয়ান গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল টিইবি।

'সোভিয়েতরা এমন অ্যাসিড বৃষ্টি চাইছিল, যেটা মানুষের ত্বক গলিয়ে দেবে। আপনারা হয়তো জানেন, ভেনাসের অ্যাটমোস-ফিয়ারে ওই অ্যাসিড বৃষ্টিপাত হয়। সোভিয়েতদের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার ওপর ওই ধরনের বৃষ্টি ফেলা। কোনও দেশ যদি ভেনিউসিয়ান গ্যাসের মেঘ তৈরি করে তার সঙ্গে মেশাতে পারে টিইবি, এবং ওই মেঘ মিশিয়ে দিতে পারে প্যাসিফিকের জেটস্ট্রিমে, পরিবেশ সঠিক থাকলে ওই মেঘের অ্যাসিড-বৃষ্টি পড়বে আমেরিকার ওপর।

'পোলার আইল্যাণ্ডের অবস্থান কোনও দৈব ঘটনা নয়, ওটা বসে আছে পৃথিবীর মাথার ওপরে। আর ওখান থেকেই শুরু হচ্ছে স্পাইরাল উইণ্ড প্যাটার্ন, আমরা যেটাকে বলি জেটস্ট্রিম। পোলার আইল্যাণ্ডের ওপরের আকাশে কিছু তুলে দিলে ওটা ছড়িয়ে পড়বে ইউরোপ, দক্ষিণ রাশা, চিন, দক্ষিণ এশিয়া, জাপান এবং শেষে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায়। ওই একই বায়ু-প্রবাহ

আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের মেঘ উড়িয়ে আনে ইউরোপে। কিন্তু আমরা যে মেঘ আজকে দেখছি, ওই মেঘ...' চুপ হয়ে গেলেন ডিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর।

না জানি কী ভয়ঙ্কর বিষয়ে শুনতে হয়, সেজন্য নীরবে অপেক্ষা করছেন সবাই।

থমথম করছে সিচুয়েশন রুম।

'সোভিয়েতরা ওই মেঘ তৈরি করতে পারেনি, টিইবি বেয্ড্ অ্যাসিড বৃষ্টি প্রজেক্ট কখনও টেস্ট ফেয পার করেনি। কিন্তু সেসব পরীক্ষা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত সোভিয়েতরা তৈরি করেছিল আরও অনেক ভয়ঙ্কর এক দানব।

'সায়েন্টিফিক ওয়েপন্স কমিউনিটিতে গুজব আছে: টিইবি/ভেনিউসিয়ান গ্যাসের কম্পাউণ্ড দিয়ে অন্য জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল। দাহ্য গ্যাসের মেঘ অ্যাটমোসফিয়ারে মিশে যাওয়ার পর শক্তিশালী বিস্ফোরক দিয়ে ওখানে আগুন জ্বেলে দিলে শুরু হবে "অ্যাটমোসফেরিক ইনসিনারেশন ইভেন্ট।"'

'কী বললেন?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'আকাশ-মাটি জুড়ে নেমে আসবে আগুনের লেলিহান শিখা। সায়েন্স বলছে: গোটা দুনিয়া জ্বেলে দেয়ার জন্যে লাগবে এমন ডিভাইস, যেটা প্রচণ্ড শক্তিশালী হবে। আর তা-ই করতে পারে থারমোবেরিক ওয়েপন বা ফিউয়েল-এয়ার বম। একবার ওই বোমা জ্বলে উঠলেই বাতাসের অক্সিজেনকে রসদ করে জ্বলতে থাকবে সে আগুন। ওয়েপন্স স্পেশালিস্টরা ওটাকে বলেন টেসলা ডিভাইস। শব্দটা এসেছে বিখ্যাত নিকোলা টেসলার নাম থেকে। তিনি এমনই এক অস্ত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যেটা গোটা অ্যাটমোসফিয়ার জুড়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।

'কিন্তু ওরকম অস্ত্র তৈরি করতে হলে অ্যাটমোসফিয়ারে চাই বিপুল পরিমাণের গ্যাস। আরও চাই এমন এক ডিভাইস, যেটা

জ্বেলে দেবে পরিবেশে আগুন। হতে পারে সেটা সেমি-নিউক্লিয়ার বোমা। আমরা আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করে এসেছি, সোভিয়েতরা ওই ধরনের কোনও ডিভাইস তৈরি করতে পারেনি।'

খুক-খুক করে কাশলেন কে যেন।

ভদ্রলোক সিআইএ-র রিপ্রেযেন্টেটিভ।

আরেকবার গলা খাঁকারি দিয়ে প্রথমবারের মত মুখ খুললেন, 'কথাটা বোধহয় সঠিক হলো না।' চারপাশের সবাইকে দেখে নিলেন। 'আসলে কোল্ড ওঅরের সময়ের একটা অতীত রয়ে গেছে পোলার আইল্যাণ্ডে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সে আমলে সোভিয়েতরা ভয়াবহ সব এক্সপেরিমেন্ট করেছিল ওই দ্বীপে। সেসময় কাটিং এজ সায়েন্স নিয়ে চর্চা হয়েছিল। কোনও সীমানা মানা হয়নি। ধর্ম-নীতি-সমাজ-রাজনীতি কিছুই পাত্তা দেয়া হয়নি। রাশার সেরা ফিযিসিস্টদেরকে ওখানে সব ধরনের গবেষণা করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এসব প্রতিভা কাজ করেছে বিপজ্জনক সব বিষয় নিয়ে। বাদ পড়েনি ভেনাস স্যাম্পলও। মোট কথা, সব ধরনের মৃত্যু নিয়ে গবেষণা হয়েছিল ওই দ্বীপে। সোভিয়েত আর্মির স্পেশাল ওয়েপন্স ডিরেক্টোরেটের মাথার মুকুট ছিল আর্কটিকের পোলার আইল্যাণ্ড। ওখানে সায়েন্টিস্টরা যা খুশি করেছে। ওদের পোলার আইল্যাণ্ড আসলে ছিল আমাদের লস অ্যালামসের এারয়া ৫১ আর প্লাম আইল্যাণ্ডের মিশ্রণ।

'কিন্তু উনিশ শ' একানব্বুই সালে ইউএসএসআরের পতনের ফলে বর্জন করা হয় পোলার আইল্যাণ্ডের সমস্ত প্রোগ্রাম। ওখানে রয়ে গেল দানবীয় সব স্থাপনা ও কদর্য জিনিসগুলো। প্রশ্ন উঠল, কীভাবে ধ্বংস করা হবে সেসব? শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো: রাশানরা ওখানে স্কেলিটন ক্রু রাখবে। নিভু নিভু পিদিমের সলতের মত পোলার আইল্যাণ্ডে সামান্য বাতি জ্বেলে রাখা হলো। স্থির হলো, ওখানে আনস্টেবল লিকুইডগুলো যেন বিধ্বংসী হয়ে

না ওঠে, সেজন্য নজর রাখা হবে সেগুলোর ওপর। এককথায়: আজও পোলার আইল্যাণ্ড তেমনি বীভৎস প্রেতের বাসা।'

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইলেন তিনি। 'এবং বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু, স্যর, এটা আপনাকে জানানো আমার ডিউটি—সত্যিই রাশানরা টেসলা ডিভাইস তৈরি করেছিল। ওটা আছে পোলার আইল্যাণ্ডে।

'নাম দেয়া হয়েছিল "অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন"। ওই ডিভাইসে দুটো স্তর আছে। প্রথম স্তর: পোলার আইল্যাণ্ডের প্রকাণ্ড দুই ভেন্টের মাধ্যমে দাহ্য গ্যাস অ্যাটমোসফিয়ারে পৌঁছে দেয়া। এবং দ্বিতীয় স্তর: প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক দিয়ে ওই গ্যাসে আগুন জ্বেলে দেয়া। ওই বিস্ফোরক আসলে প্রায় নিউক্লিয়ার বোমার মতই। তৈরি করা হয়েছে করাপটেড ইউরেনিয়াম-২৩৮ দিয়ে। অনেকে ওটাকে বলেন: "শোণিত ইউরেনিয়াম" বা "লাল ইউরেনিয়াম"। গাঢ় লাল রঙের কারণে ওই নাম হয়েছে। হলদে কেকের ইউরেনিয়ামের সমান পোটেন্ট বা রেডিয়োঅ্যাকটিভ নয় লাল ইউরেনিয়াম। তবে ওটার ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাটমিক গঠনের কারণে টিইবির সঙ্গে অনেক গভীরভাবে মিশতে পারে। সাধারণ থারমোনিউক্লিয়ার ব্লাস্টের চেয়ে খুব কম ক্ষতি করে না। এবং সাধারণ নিউক্লিয়ার বোমা থেকে এত পরিমাণে গ্যাসের মেঘও তৈরি হবে না।

'ছোট হয় লাল ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার, আকারে বড়জোর গলফ বলের সমান। সাধারণ বেরিলিয়াম ব্রিজওয়ায়ার ইমপ্লোসিভ ডেটোনেটার ব্যবহার করলেই চলে। সব নিউক্লিয়ার ওয়েপনে ওই জিনিসই থাকে। লাল ইউরেনিয়ামের ইউনিট মিসাইলের মাধ্যমে গ্যাসের মেঘে ফাটিয়ে দিলেই, সে বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হবে গ্যাসের ভেতর বিপুল তাপ। চেইন রিয়্যাকশনে শুরু হবে ভয়ানক সাদা উত্তপ্ত অ্যাসিডের আগুন। তা আবার বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে

পড়বে নর্দান হেমিস্ফেয়ারে। জ্বলবে গোটা পরিবেশ। জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠির সাহায্যে অকটেন জ্বেলে দেয়ার মতই, কিন্তু ওই দাউ-দাউ আগুনের ঝড় ছেয়ে ফেলবে গোটা দুনিয়াকে।'

অবিশ্বাস নিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'কে তৈরি করেছে ওই জিনিস? যদি ওই ডিভাইসের কারণে সর্বনাশ হয় নর্দান হেমিস্ফেয়ারের, তা হলে তো ধ্বংস হবে রাশানরাও।'

'কথাটা ঠিক, এবং সেজন্যেই তৈরি হয়েছে ওই ডিভাইস,' বললেন ডিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কনি হল। 'এ ধরনের ডিভাইসের কাজই আকাশ-মাটি চারপাশ পুড়িয়ে দেয়া। রাশানরা ভেবেছিল যুদ্ধে হারলে তখন ওটা ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা বুঝল হারবে, তখন পিছিয়ে যাওয়ার সময় জ্বেলে ছারখার করে দিল খামারগুলো। ব্যবহার করেছিল পোড়া মাটি নীতি। চিন্তাটা ছিল এমন: আমরা যখন হেরেই যাচ্ছি, তা হলে বিজয়ীদের জন্য এমন কিছু রাখব না, যা তাদের কাজে লাগবে।

'সোভিয়েতদের ওই অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন ঠিক একই জিনিস। সত্যিই যদি ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা আইসিবিএম দিয়ে সোভিয়েতদের উপর হামলা করত, হয়তো যুদ্ধে হারত ইউএসএসআর। সেক্ষেত্রে সোভিয়েতরা ব্যবহার করত অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন। বিজয়ীদের জন্য পোড়া মাটি ছাড়া কিছুই রাখত না।'

'কিন্তু ওই অস্ত্র শুধু তাদের দেশের সর্বনাশ করত না, গোটা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের সবকিছুই শেষ করে দিত,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'ঠিক তা-ই,' বললেন কনি হল। 'কিন্তু মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সত্যিই যদি কেউ পোলার আইল্যাণ্ড দখল করে থাকে, সে হয়তো চালু করে দিয়েছে টেসলা ডিভাইস। সেক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় মস্ত

বিপদে পড়েছি আমরা সবাই। অবশ্য সঠিক সময়ে সতর্ক হওয়া গেছে। পোলার আইল্যাণ্ড যে-ই দখল করে থাকুক, দাহ্য গ্যাস অ্যাটমোসফিয়ারে অ্যারোসলের মত ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় পেতে হবে তাকে। ওই অস্ত্র কাজে লাগাতে হলে লাগবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ।'

সিচুয়েশন রুমের প্রায় সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

কিন্তু এনআরও-র রিপ্রেযেণ্টেটিভ লুক শর্ট মস্ত ঢোক গিলল।

'সেক্ষেত্রে আপনারা এটা দেখেননি,' কোলে রাখা ল্যাপটপ কমপিউটারের স্ক্রিনে নতুন ইমেজ এনেছে সে। 'এই ইমেজ নেয়া হয়েছে চার সপ্তাহ আগে।'

মনিটরে পৃথিবীর দুটি চিত্র সবাইকে দেখাল সে।

প্রথম চিত্রে পোলার আইল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে হাত বাড়িয়েছে কালো মেঘের দল।

দ্বিতীয় চিত্রে, অনেক ছড়িয়ে গেছে ওই কালো মেঘ।

'এই যে ছবিটা আপনারা দেখছেন, এটা দুই সপ্তাহ আগের।'

এবার তৃতীয় আরেকটা চিত্র আনল লুক শর্ট মনিটরে।

'আর শেষ এই ছবি নেয়া হয়েছে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে। যখন ডিসট্রেস সিগনাল ধরলাম আমরা।'

তৃতীয় চিত্রে কৃষ্ণ মেঘে ক্রমশ ঢাকা পড়ছে রাশার দক্ষিণ দিক এবং ইউরোপ হারিয়ে গেছে। ওই কালো মেঘের নীচে আড়াল পড়েছে এশিয়া। রক্ষা পেয়েছে শুধু অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার নীচের অর্ধেক।

'সর্বনাশ...' শ্বাস আটকে ফেললেন কে যেন।

'যিসাস...'

কালচে মেঘে ছেয়ে গেছে গোটা নর্দান হেমিস্ফেয়ার। ঢাকা পড়েছে পৃথিবীর বেশিরভাগ স্থলভূমি। দেখে মনে হচ্ছে, বিপুল তেল পড়েছে এ গ্রহের উপর। তফাৎ হচ্ছে, ওই কালো জিনিস

ভাসছে বাতাসে। লুক শর্টের ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেছেন ক্রাইসিস রেসপন্স টিম।

'যে দখল করে নিয়েছে পোলার আইল্যাণ্ড, সে দাহ্য গ্যাস ছাড়ছে প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে,' বলল লুক শর্ট। 'ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে জেটস্ট্রিমে, এবং বাকি কাজ করেছে ওই বায়ু-প্রবাহ। ওই গ্যাসের মেঘের নীচে ইতিমধ্যেই ঢাকা পড়েছে অর্ধেক পৃথিবী।'

তখনই তরুণ এক অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে ঢুকল রুমে, চট্ করে ডিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কনি হলের হাতে দিল একটা ট্র্যান্সক্রিপ্ট।

ডেপুটি ডিরেক্টর কাগজটার উপর চোখ বোলালেন, তারপর ঝট্ করে মুখ তুললেন। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এই বার্তা রাশান এমএএস্সআইএনটি স্টেশন থেকে এসেছে। এইমাত্র ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে। রাশান প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে পাঠিয়েছে স্পেশাল ওয়েপন্স ডিরেক্টোরেটের প্রধান। এতে বলা হয়েছে:

> স্যর,
>
> অজানা কোনও শক্তি দখল করে নিয়েছে পোলার আইল্যাণ্ড।
>
> স্যাটালাইটের অ্যানালিসিস থেকে জানা গেছে, পোলার আইল্যাণ্ডের অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইস চালু করা হয়েছে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে। সঠিক সময় একচল্লিশ দিন।
>
> অ্যানালিসিসে আরও জানা গেছে, পোলার আইল্যাণ্ডের ছয়টি ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার উত্তপ্ত করা হচ্ছে কাজে লাগাবার জন্য। সেজন্য লাগে কমপক্ষে বারো ঘণ্টা। আমরা ধারণা করছি, এরই ভিতর সাত ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

অচেনা শত্রুদেরকে ঠেকাবার জন্য আমাদের হাতে আছে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা সময়, এরপর কাজ করবে অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন।'

ট্র্যান্সক্রিপ্ট নামিয়ে রাখলেন কনি হল।

ভীষণ থমথমে নীরবতা নামল সিচুয়েশন রুমে।

দেয়ালঘড়ির দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। এখন বিকেল পাঁচটা। পোলার আইল্যাণ্ডে সকাল ছয়টা। বেসুরো কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তা হলে কি আপনি বলতে চান আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টা পর অচেনা একদল শত্রু ফাটিয়ে দেবে ওই সুপারওয়েপন? আর তার ফলে আগুন জ্বলে উঠবে গোটা নর্দান হেমিস্ফেয়ার জুড়ে?'

'জী, স্যর,' বললেন কনি হল। 'পৃথিবী রক্ষা করতে বড়জোর পাঁচ ঘণ্টা সময় পাব আমরা।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। 'এক্ষুনি রাশান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলব।'

দড়াম করে খুলে গেল সিচুয়েশন রুমের দরজা।

ভিতরে এসে ঢুকেছে এয়ার ফোর্সের এক মেজর। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট! এইমাত্র সাইবেরিয়ার ওমস্ক থেকে আইসিবিএম লঞ্চ করেছে রাশানরা। ওটার লক্ষ্য আর্কটিকের একটি দ্বীপ। স্যর, ওরা নিজেদের দ্বীপে নিউক্লিয়ার মিসাইল ফেলছে!'

তিন

ক্রেমলিনের এক পাতাল ঘরে এই মুহূর্তে নিজের ক্রাইসিস রেসপন্স টিম নিয়ে লাইভ ফিড দেখছেন রাশান প্রেসিডেন্ট।

সবার চোখ মিসাইল ট্র্যাকিং স্যাটালাইটের পর্দায়।

টিপটিপ করে জ্বলছে নিউক্লিয়ার টিপ্‌ড্‌ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের ছবি। ওটা সরাসরি চলেছে পোলার আইল্যাণ্ড লক্ষ্য করে।

'চার মিনিট পর আঘাত হানবে,' বলল কন্সোল অপারেটার।

পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে ছুটছে মিসাইল।

মৃত্যু-নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে ঘরে।

সবার চোখ ডিসপ্লের উপর।

'আর মাত্র তিন মিনিট... আরে! কোর্স পাল্টে নিচ্ছে মিসাইল! আসলে কী ঘটছে...'

'খুলে বলো,' ধমকে উঠলেন রাশান প্রেসিডেন্ট।

'আমাদের মিসাইল। ওটা... ওটা ফিরতি পথে... সোজা আসছে লঞ্চ সাইলো লক্ষ্য করে!'

হোয়াইট হাউস সিচুয়েশন রুমে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর ক্রাইসিস রেসপন্স টিম একই সময়ে একই ধরনের একটা মনিটরে দেখছেন নিউক্লিয়ার মিসাইল ফিরছে রাশার ভূখণ্ডের দিকে।

'ওদের লঞ্চ সাইট লক্ষ্য করে যাচ্ছে মিসাইল?' বললেন

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। 'তা কী করে সম্ভব?'

'শত্রুপক্ষ মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেম পাল্টে দিয়েছে,' নিচু স্বরে বললেন কনি হল।

'কাজটা করল কে?'

'যে রয়েছে পোলার আইল্যাণ্ডে।'

'এটা কি সম্ভব?'

'আমরা পারি,' বললেন কনি। 'দেখাই যাচ্ছে, যে পোলার আইল্যাণ্ড দখল করেছে, সে-ও পারে।'

স্ক্রিনের টিপটিপ করা দৃশ্য আতঙ্ক নিয়ে দেখছেন রাশান প্রেসিডেন্ট। লঞ্চ লোকেশন লক্ষ্য করে ফিরে আসছে তাঁদেরই মিসাইল!

তাঁর পাশে কন্সোলের অপারেটার হেডসেটে বলল, 'ওমস্ক মিসাইল কন্ট্রোল, আমার কথা শুনুন! মিসাইলটা এখন আপনাদের দিকে ফিরছে! ...হ্যাঁ, আমরাও দেখছি! সেলফ ডেস্ট্রাক্ট অর্ডার দিন! ...কী বললেন? মিসাইল ফেরাতে পারছেন না?'

কয়েক মুহূর্ত পর সাইবেরিয়ার ওমস্কের লঞ্চ সাইটের তরফ থেকে আর সামান্যতম টুঁ শব্দ এল না।

থমথমে পরিবেশ তৈরি হলো ঘরে, এবং তখনই কথা বলে উঠল দ্বিতীয় কন্সোলের অপারেটার।

রাশান প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল সে।

'স্যর, একটা ইনকামিং সিগনাল আসছে পোলার আইল্যাণ্ড থেকে।'

'স্ক্রিনে তুলে দাও,' বললেন রাশান প্রেসিডেন্ট।

জীবন্ত হয়ে উঠল ভিউস্ক্রিন।

ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছে এক লোক। পরনে স্নো-ক্যামোফ্লেজ আর্কটিক পার্কা, চোখে এলভিস সানগ্লাস।

পার্কার হুড দিয়ে ঢেকেছে মাথা। ওই হুড ও সানগ্লাসের কারণে সামান্যই দেখা যাচ্ছে মুখের অংশ। মুখ বলতে নাক ও চিবুক। বামদিকের কান থেকে চোয়াল পর্যন্ত অ্যাসিডের দগদগে পুরনো ক্ষত, যেন অসংখ্য ফোস্কা— দেখলে শিউরে উঠবে যে কেউ। লোকটাকে টেরোরিস্ট নয়, পিশাচ এক রকস্টার বলেই মনে হচ্ছে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, গুড মর্নিং,' শান্ত স্বরে নিখুঁত রাশানে বলল লোকটা। 'আমি নিজের নাম জানাতে পারতাম, কিন্তু বলেই বা কী হবে? আমাকে ডাকতে পারেন বিশৃঙ্খলার সম্রাট হিসাবে, অথবা রাফিয়ান আর্মির একচ্ছত্র জেনারেল বলে। মানুষের আত্মা ও দেহের সর্বনাশ করার বাদশা আমি, ধ্বংসের এমপেরার। ...আপনি আমাকে যা-খুশি নামে ডাকতে পারেন। আমার শক্তিশালী, বিজয়ী রাফিয়ান আর্মির একমাত্র নেতা আমি। আমরা একদল ক্ষ্যাপা মানুষ। আমরা গরীব ও ক্ষুধার্তের দল, সমস্ত নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। এমন একদল, যারা বিদ্রোহ করেছি ক্ষমতাশালী আপনাদের সবার বিরুদ্ধে। গৃহস্বামীর দরজার সামনে বসে থাকা ক্ষুধার্ত কুকুর আমরা। কিন্তু আর খালি পেটে থাকতে চাই না। এবার সময় এসেছে আমাদের নিষ্ঠুর ও লোভী মালিকের দিকে ঘুরে চাওয়ার। এবং আমি সেই ধ্বংসের দূত, যার দিকে আপনাদেরকে দ্বিতীয়বার ঘুরে চাইতে হবে।

'আপনার জঘন্য ছোট্ট দ্বীপ দখল করে নিয়েছি আমি। এবার ব্যবহার করব আপনাদের ভয়ঙ্কর ওই অস্ত্র। এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছেন, আপনারা কোনও মিসাইল লঞ্চ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা টের পাব আমরা। আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে দ্বিতীয়বার ভাববেন। আপনাদের মিসাইল গাইডেন্স মোটেও নিখুঁত নয়, সহজেই ওটার বারোটা বাজাতে পারি আমি। আরও মনে

রাখবেন, আবার কোনও নিউক্লিয়ার মিসাইল পাঠালে এবার আর লঞ্চ সাইলোর দিকে পাঠাব না, ওটা সোজা পড়বে কাছের বড় কোনও শহরের ওপর। অন্য কোনও দেশ নিউক্লিয়ার মিসাইলের হামলা করলেও, ওই একই হাল হবে সেই দেশের। ভুলেও কোনও বোমারু বিমান বা কাউন্টার টেরোরিস্ট ফোর্স পাঠাবার দুঃসাহস করতে যাবেন না। আমাদের চোখ খোলা, পোলার আইল্যাণ্ডের পাঁচ শ' মাইলের ভেতর কোনও বিমান এলেই তা ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি ভাল করেই জানেন আমার কাছে কী ধরনের অস্ত্র মজুদ আছে। আমার দিকে মিসাইল না পাঠিয়ে বরং যাজক ডেকে আপনার ঈশ্বরের সঙ্গে খাতির করার চেষ্টা করুন। অতি মূল্যবান সময়টুকু আপনার ভাল কাজে ব্যয় হোক। আর দেখতে থাকুন কীভাবে আপনাদের সবার ক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়ে দুনিয়া জুড়ে কী ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা তৈরি করি।'

দপ্ করে কালো হয়ে গেল স্ক্রিন।

হোয়াইট হাউস।

সিচুয়েশন রুম।

এইমাত্র ফোনের ক্রেডলে রিসিভার আছড়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট। কথা বলেছেন রাশান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে।

'বিমানে করে যাওয়ার কথা দূর করে দিতে হবে মাথা থেকে,' বললেন। 'কাছাকাছি জায়গায় রাশানদের কোনও আর্মি, নেভি বা এয়ারফোর্সের ইউনিট নেই। পাঁচ ঘণ্টার ভেতর পোলার আইল্যাণ্ডের ধারেকাছে পৌঁছতে পারবে না ওরা। ...আমাদের নিজেদের কোনও ইউনিটও নেই ওদিকে? কী ধরনের অ্যাসেট আছে আমাদের ওখানে, কাছেপিঠে? এমন কোনও দল বা কেউ, যারা বা যে গোপনে উঠবে গিয়ে ওই দ্বীপে? সাগর বা বরফের

ওপর দিয়ে পৌঁছানো সম্ভব? প্রলয় ঘনিয়ে আসছে দুনিয়া জুড়ে।'

'আমি দুঃখিত, স্যর, ওদিকে আমাদের কোনও অ্যাসেট নেই,' স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এয়ার ফোর্সের জেনারেল।

'আর্মিরও নেই, স্যর,' আস্তে করে মাথা নাড়লেন আর্মির জেনারেল।

'আমাদের আছে,' বললেন নেভির অ্যাডমিরাল। 'ওই দ্বীপ থেকে উত্তর-পুবে সত্তর নটিকাল মাইল দূরে আমাদের একটা সাবমেরিন আছে। ওখান থেকে পাঠানো যায় সিল টিম। নটি এরিক আর তার দলের ছেলেরা। আর্কটিকে ট্রেনিং নিচ্ছে। খুবই দক্ষ সৈনিক। কাছে আছে, লড়তেও জানে। তিন ঘণ্টার ভেতর ওখানে পৌঁছুতে পারবে ওরা।'

'পরিস্থিতি জানান ওদেরকে,' নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'বলুন, এখনই রওনা হোক। স্যাবোটাজ করতে হবে। নষ্ট করতে হবে ওই ভয়ঙ্কর অস্ত্র, সম্ভব হলে ধ্বংস করতে হবে। পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে রওনা হোক ওরা, আর এদিকে তৈরি রাখুন বড়সড় কোনও ইউনিটকে। সিল টিম অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন বিকল করলেই যেন পরের দল গিয়ে হামলা করতে পারে।'

আর সবাই কথা শুনতে ব্যস্ত, কিন্তু মেরিন কর্পসের জেনারেল চলে গেছেন ঘরের কোণে, কথা বলছেন সিকিয়োর ফোনে। কথা শেষে ফোন রেখে প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরলেন তিনি। 'স্যর, বলা যায় আমাদেরও সামান্য অ্যাসেট আছে ওদিকে।'

'কী সেটা?'

'কিছুদিন আগে বাছাই করা মেরিনদের সঙ্গে বাংলাদেশ আর্মির কয়েকজন অফিসার ও সৈনিকদের নিবিড় একটা ট্রেনিং হয়েছিল আর্কটিকে। মেরিন ফোর্স ও বাংলাদেশ আর্মির প্রায় সবাই ট্রেনিং শেষে ফিরে গেছে যার যার দেশে। তবে রয়ে গিয়েছিল মেরিন এক ক্যাপ্টেন ও এক কর্পোরাল। তারা আছে

ছোট একটা বাংলাদেশি ইকুইপমেন্ট টেস্টিং টিমের সঙ্গে। আমরা মেরিন ক্যাপ্টেন এবং কর্পোরালকে আসলে ওখানে রেখেছি দুটো কারণে। প্রথম কথা, ওরা আমাদের তৈরি কিছু যন্ত্রপাতি আর্কটিকে কেমন কাজ করবে, তা পরীক্ষা করবে। দুই, জানবে কী করছে বাংলাদেশি টেস্টিং টিম।'

'মেরিনরা আমাদের নির্দেশ মানবে, কিন্তু বাংলাদেশি বৈজ্ঞানিক টিম আমাদের সাহায্যে আসবে কেন?' ভুরু কুঁচকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'হয়তো সাহায্যে আসবে, স্যর। মেরিনদের কাছ থেকে সব ধরনের অস্ত্র দেয়া হয়েছিল তাদেরকে। এখন ওই টিম আছে পোলার আইল্যাণ্ড থেকে এক শ' মাইল দূরে, উত্তরদিকে। ক্যাম্প করেছে সাগরে ভাসমান বরফের মাঠে। আর ওই দলের নেতৃত্বে রয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেই দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা। আপনি অনুরোধ করলে ওই প্রাক্তন মেজর আর দুর্দান্ত মহিলা ক্যাপ্টেন হয়তো সাহায্য করবে। দু'জনই দক্ষ কমাণ্ডো যোদ্ধা।'

'মাসুদ রানার সঙ্গে যে মহিলা ক্যাপ্টেন, তার নাম কি নিশাত সুলতানা?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'জী, স্যর।'

'মাসুদ রানা আর নিশাত সুলতানা কয়েকবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল এয়ার ফোর্সের এরিয়া নাইন বেসে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালই হতো,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিছুদিন আগে মাসুদ রানার ব্যাপারে ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। অনুরোধ করি, ফ্রেঞ্চ মিলিটারি যেন ওর মাথার ওপর থেকে মৃত্যু-পরোয়ানা তুলে নেয়।'

'শুনেছি, স্যর, ফরাসি প্রেসিডেন্ট রাজি হননি। মাসুদ রানার মাথার ওপর ঘোষণা করা হয়েছে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার বাউন্টি।'

'তা-ই আসলে। সত্যিকারের যোগ্য মানুষ মাসুদ রানা ও নিশাত সুলতানা। বিশেষ করে মাসুদ রানা। বোধহয় বিসিআই থেকে তাকে বলে দেয়া হয়েছে, কিছুদিন আড়ালে থাকতে হবে।'

'জী, স্যর। আগেও দু'বার খুন করতে চেয়েছে ফ্রেঞ্চরা মাসুদ রানাকে। ওই কারণেই তাকে আর্কটিকে লোকের চোখ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট আমার অনুরোধের জবাবে কী বলেছিলেন জানেন?' তিক্ত হাসলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। 'বলেছিলেন, *মোসিউ, ফিন্যান্স, ট্রেড, আফগানিস্তান, এমনকী ইরানের বিষয়েও আপনার অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব, কিন্তু ওই মাসুদ রানার বিষয়ে কোনও অনুরোধ আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব নয়। ওই লোক ফ্রেঞ্চ সৈনিকদের খুন করেছে, ধ্বংস করেছে আমাদের একটা সাবমেরিন, ডুবিয়ে দিয়েছে একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত থামবে না দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্স।*'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'না, এখন আমি মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সে হয়তো রাজিও হবে না আমাদের হয়ে কাজ করতে। কিন্তু অন্য উপায় আছে। বিসিআই-এর চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে অনুরোধ করব। তাঁকে বোঝাতে পারলে তিনি হয়তো নির্দেশ দেবেন নিজের প্রিয় এজেন্টকে। আশা করি, সিল টিমকে পিছন থেকে ব্যাক করবে মেজর মাসুদ রানা।'

চার

আর্কটিক আইস ফিল্ড।

সকাল আটটা তিরিশ মিনিট।

দু'পাশে বরফের খাড়া দেয়াল, মাঝ দিয়ে বহুদূরে গেছে সরু, আঁকাবাঁকা খাল। তুমুল গতি তুলে ছুটছে দুই অ্যাসল্ট বোট।

গতিবেগ ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার।

নিঃশব্দে চলছে স্টেট-অভ-আর্ট পাম্পজেট ইঞ্জিন। বোটের খোল বুলেট আকৃতির। প্রায় একই জিনিস তৈরি করেছে আমেরিকার ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি। কিন্তু তাদের বোটের চেয়ে অনেক আধুনিক এই দুই বোট, দু'পাশে ঢেউ তৈরি করে ছুটছে তীরগতিতে।

এসব বোট প্রোটোটাইপ এএফডিভি— অ্যাসল্ট ফোর্স ডেলিভারি ভেহিকেল। তৈরি করা হয়েছে বিসিআই, বাংলাদেশ আর্মি ও নেভির জন্য। যাতে দ্রুত, নিঃশব্দে পৌঁছতে পারে শত্রু এলাকায়। দেখতে প্রায় ছোট যোডিয়াকের মতই। কিন্তু আরও সরু, পানির সঙ্গে মিশে থাকে আল্ট্রা থিন ইনফ্লেটেবল রিম। এখনও বিসিআই ও সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়নি।

প্রথম বোটের উপর মোটরসাইকেলের আসনের মত সিট। সামনে বসে সাঁই-সাঁই ছুটছে বিসিআইএ এজেন্ট মাসুদ রানা।

ওর বয়স প্রায় আটাশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। বেশিরভাগ সময় ক্রু কাট থাকে কালো চুল। ক্লিন শেভড। কিন্তু

সাত সপ্তাহ আর্কটিকে কাটিয়ে মাথায় গজিয়ে উঠেছে দামাল চুল, গালে ও ঠোঁটের ওপর দাড়ি-গোঁফ। রুক্ষ হয়ে উঠেছে চেহারা। চোখদুটো ওর কুচকুচে কালো, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। অবশ্য আপাতত মায়াময় ওই দুই চোখ ঢাকা পড়েছে নীল মিলিটারি-গ্রেড ওকলে ব্যালেস্টিক সানগ্লাসে। মুখের নীচের অংশ স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা। ওকে দেখতে লাগছে অতীত কালের জেসি জেমসের মত। তুমুল বাতাসে ওড়া ঝিরঝিরে তুষার থেকে বাঁচতে চাইছে সানগ্লাস ও স্কার্ফ পরে।

প্রথম অ্যাসল্ট বোটের কমপ্যাক্ট রিয়ার ট্রে-র উপর রানার পিছনে তিনজন আরোহী। প্রথমজন তরুণ এক মেরিন সৈনিক, অন্য দু'জন সিভিলিয়ান। একজন যুবক, অন্যজন তরুণী। তারা বাংলাদেশি এই টেস্টিং টিমের সদস্য।

দ্বিতীয় বোট ড্রাইভ করছে রানার বিশ্বস্ত সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, বাংলাদেশ আর্মির মহিলা ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা।

ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, দানবীর মতই শক্তিশালী। ওর অ্যাসল্ট বোটের পিছনে আরও দুই যাত্রী। প্রথমজন মেরিন ফোর্সের এক ক্যাপ্টেন, অন্যজন আমেরিকান এক আর্মস কন্ট্রাক্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

দু'ঘণ্টা আগে বিসিআই ও ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে এসেছে জরুরি বার্তা। এর পর পর দেরি না করে সব গুছিয়ে নিয়ে ওর দলবলসহ রওনা হয়েছে রানা। তার আগে সবাইকে খুলে বলা হয়েছে কতটা ভয়ঙ্কর ও গুরুতর হয়ে উঠেছে পোলার আইল্যাণ্ডের পরিস্থিতি। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের তরফ থেকে এসেছে একগাদা সিকিয়োর ডেটা। সবই ডিজিটাল ডকুমেন্ট।

তার ভিতর রয়েছে পোলার আইল্যাণ্ড দখল করে নেয়া রহস্যময় এক লোকের সঙ্গে রাশান প্রেসিডেন্টের এমপিইজির

সাক্ষাৎকার। দস্যু এক সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা বলে নিজেকে দাবি করেছে ওই লোক। আমেরিকার ডিআইএ-র রিনা গর্ডন নামের একজন উল্লেখ করেছে: গত কিছুদিনের ভিতর সাতটি স্থাপনায় হামলা করেছে এই রাফিয়ান আর্মি। এ ছাড়া মহিলা পাঠিয়েছে পোলার আইল্যাণ্ডের একটি ম্যাপ। কোঅর্ডিনেটস দেয়া হয়েছে বেরিভ বিমান কোথায় ক্র্যাশ করেছে।

সংক্ষিপ্ত আরেকটি ডকুমেণ্ট এসেছে। তাতে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, কী জিনিস অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন। পোলার আইল্যাণ্ডের ওই ডিভাইসে রয়েছে কিছু কমপোনেণ্ট পার্টস। গ্যাস উৎক্ষেপ করছে দ্বীপের দুই প্রকাণ্ড ভেণ্ট। এ ছাড়া রয়েছে ছয়টি লাল ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার। ওগুলোর একটা নিয়ে আকাশে রওনা হবে মিসাইল, বিস্ফোরিত হবে গ্যাসের মেঘের ভিতর। রানাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ওরা যদি ওই ভেণ্ট, ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার বা মিসাইল— তিনটি জিনিসের একটিও স্যাবোটাজ করতে পারে, থামিয়ে দেয়া যাবে ওই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র।

রানা বুঝে গেছে, ওই ভেণ্ট ধ্বংস করে লাভ হবে না। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে ওগুলো দিয়ে আকাশে তুলে দেয়া হয়েছে গ্যাস। আসলে এখন মাত্র দুটো কাজ করতে পারে ওরা। নষ্ট করতে পারে মিসাইল, অথবা চুরি করতে পারে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার।

ওকে আরও জানানো হয়েছে, দ্বীপের কাছে পৌঁছে গেছে লস অ্যাঞ্জেলেস-ক্লাস সাবমেরিন ইউএসএস নিউ মেক্সিকো, ওটাতে রয়েছে সিল টিম। তারাই আগে হামলা করবে ওই দ্বীপে।

পোলার আইল্যাণ্ডের মানচিত্র দেখে অস্বস্তি বোধ করেছে রানা। ওর মনে হয়নি সামান্যতম সুযোগ পাবে আমেরিকান সৈনিকরা, যেন চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

ওই দ্বীপ আসলে প্রাকৃতিক দুর্গ, তীর বা ক্লিফগুলো কমপক্ষে এক শ' ফুট উপরে। খাড়াভাবে নেমেছে সাগরে।

মাত্র দুটো জায়গায় ওই পাথুরে দ্বীপের দুটি অংশ নেমে এসেছে সাগর সমতলে।

ব্যবহার করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর তিমি মাছ শিকারিদের পরিত্যক্ত গ্রাম, আর রয়েছে একটা সাবমেরিন ডক। কিন্তু ওই দুই জায়গায় আবার রয়েছে শক্তিশালী রক্ষাব্যূহ—বেড়া, দেয়াল, গান এমপ্লেসমেন্ট ও ওয়াচটাওয়ার।

তৃতীয় এক জায়গা আছে।

পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তর তীরের কাছে রয়েছে তিনটে ছোট ছোট দ্বীপ, ওদিক দিয়েও ওঠা যাবে মূল দ্বীপে।

কিন্তু ওই দিকে শক্ত পাহারা থাকবে।

সংক্ষেপে বললে, হামলাকারী কোনও দলের জন্য ওই দ্বীপ দখল করে নেয়া প্রায় অসম্ভব।

দক্ষ একদল সৈনিকের ছোট কোনও গ্যারিসন পাহারা দিলেও, বড় একদল হামলাকারীকে ঠেকিয়ে দিতে পারবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

এসব ভাবছে রানা, এমন সময় ইউএলএফ সিগনাল এল ইউএসএস নিউ মেক্সিকো থেকে।

পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়েছে ওই সাবমেরিন।

রানাদের কমপক্ষে একঘণ্টা আগে তারা পৌঁছবে ওই দ্বীপে।

সংক্ষিপ্ত এবং একপেশে কথা বলল সিল কমাণ্ডার।

তার নাম হাতুড়িমাথা নটি এরিক।

'ওখানেই গ্যাঁট মেরে বসে থাকো, মাসুদ রানা,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'যা করার আমরাই করছি।'

'তোমরা একঘণ্টা অপেক্ষা করলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে আক্রমণে যেতে পারি,' রাগ চেপে বলল রানা। 'এখনও তো জানা গেল না ওরা কতজন দ্বীপে। আমার মনে হয়...'

'আমি অপেক্ষা করব না, আর তোমাদের কারও সাহায্যও

লাগবে না,' বলল হাতুড়িমাথা। 'এ ধরনের মিশনে বহুবার গেছি। কারও বাপের সাধ্যি নেই প্রশিক্ষিত সিল টিমকে ঠেকাবে। কাজেই পরিষ্কার ভাষায় তোমাকে বলে দিচ্ছি, মাসুদ রানা— এসব থেকে বাইরে থাকো। আমরা ওই দ্বীপে উঠব, তারপর চোখের সামনে যাকে পাব তাকেই খুন করব। চাই না তুমি পরে এসে লেজের গোড়ায় গুয়ের মত লেগে থাকো। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আছেই বা কে? দু'জন মেরিন সৈনিক আর কয়েকজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে কী-ই বা করবে তুমি?'

'আমরা সাতজন। দুই মেরিন যোদ্ধা। দু'জন বাংলাদেশ আর্মির। এ ছাড়া রয়েছে তিনজন সিভিলিয়ান।'

'তার মানে, কোনও কাজেই আসবে না। তোমরা বড়জোর বদ্ধ লিফটের ভেতর দুর্গন্ধময় বাতাস ছেড়ে আমাদের বিরক্ত করতে পারো, এর বেশি কিছু না। ...ছিহ্, সিভিলিয়ান! বরং দক্ষ পেশাদার লোকের হাতে ছেড়ে দাও কাজটা। চুপ করে বসে থাকো, আর দূর থেকে দেখো বড়দের কাজ-কারবার।'

'আর ওই বিধ্বস্ত বিমানের কী হবে?' জানতে চাইল রানা। 'ওটার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে সব। তোমার উচিত হবে না হামলা শুরুর আগে বেরিভ বিমানটা পরীক্ষা করে দেখা? হয়তো এখনও বেঁচে আছে পাইলট, সেক্ষেত্রে নতুন তথ্য জানতে পারবে। হয়তো জানা যাবে কীভাবে নষ্ট করা যায় ওই ডিভাইস।'

'মরুক চুতিয়া বিমান আর ওর চুতিয়া পাইলট। এরই ভেতর পেয়ে গেছি দ্বীপের লেআউট। ভাল করেই জানি কীভাবে নষ্ট করা যায় ওই ডিভাইস। আমার কোনও কাজেই আসবে না ওই পাইলট।'

'বেশ, তা হলে আমি যাব তাকে উদ্ধার করতে।'

'তা-ই করো। আমার কিছু যায় আসে না। তোমার নাম আগেও শুনেছি, মাসুদ রানা। সবাই বলে, কেউ বলতে পারে না

এরপর কী করবে তুমি। অনিশ্চিত মগজের লোক আমার পছন্দ নয়। যা খুশি করো, কিন্তু আমার সামনে পড়তে যেয়ো না। নইলে হয়তো গুলি খেয়ে মরবে। আমার কথা বুঝলে?'

'পরিষ্কার।'

'নটি এরিক, আউট,' লাইন কেটে গেল।

দু'পাশে বরফের দেয়াল রেখে সরু খাল দিয়ে দক্ষিণে ছুটে চলেছে রানাদের দুই বোট। উদ্দেশ্য: পতিত বেরিভ বিই-১২ বিমান ও ম্যাকসিম তারাসভের কাছে পৌঁছানো।

মধ্য ফেব্রুয়ারি, পুরো মার্চ এবং নবাগত এপ্রিলের সাত সপ্তাহ ধরে আর্কটিকের ক্যাম্পে বাস করছে মাসুদ রানা।

ওর সঙ্গে রয়েছে ছোট একটি বৈজ্ঞানিক টিম।

বিসিআই-এর দক্ষ এজেন্ট সত্ত্বেও কেন ওকে জরুরি কাজ থেকে সরিয়ে বরফের এই প্রান্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো, তার ব্যাখ্যা দিতে হলে আস্ত বই লিখতে হবে।

এর শুরু হয়েছিল অ্যান্টার্কটিকার নির্জন একটি আমেরিকান বেসে। ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, সার্জেন্ট আরাফাত হোসেন দবির এবং রানা মিলে ঠেকিয়ে দিয়েছিল ফ্রেঞ্চ ও ব্রিটিশদের স্পেশাল ফোর্সের দুই ইউনিটকে। পরেও ইউটার এক সিক্রেট বেস যিরো নাইনে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের প্রাণ রক্ষা করে ওরা। তারপর ম্যাজেস্টিক-১২ নামে একদল ব্যবসায়ী রানার মাথার উপর ঘোষণা করল তেত্রিশ মিলিয়ন ডলারের বাউন্টি।

ওই শেষ মিশনের পর বিসিআই থেকে রানাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল চোখের আড়ালে। অখণ্ড অবসর দেয়া হয়েছিল ওকে।

কিন্তু তার পর পরই এল প্রথম ফ্রেঞ্চ আততায়ীর হামলা।

ঢাকা শহরে এক রোববার রাতে একটি চার তারা হোটেল

থেকে বেরিয়েই রানা টের পেল, ওর পিছনে লেগেছে লেজ।

ফ্রেঞ্চ আততায়ীরা চাইছে ফরাসি সেনাবাহিনীর ঘোষণা করা পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের বাউন্টি।

রাস্তার ওপাশে লোক দু'জনকে দেখল রানা।

ওর গাড়ি ছিল একটু দূরে একটা বহুতল পার্কিং এরিয়ায়। নিশ্চিন্ত ভঙ্গি নিয়ে পার্কিং লটের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রানা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ফিরল সিঁড়ির গোড়ায়। অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছুটে আসা লোকদুটোর উপর।

ওই দুই ফ্রেঞ্চ এজেন্ট এখন রয়েছে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে।

দ্বিতীয় হামলা এল তার দেড় মাস পর।

অবসর কাটাতে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের কাছে পৌঁছে গেছে রানা, এমন সময় পিছন থেকে এল গাড়িটা। পাশাপাশি হলো দুই গাড়ি, তখনই গুলি শুরু করল শ্বেতাঙ্গ লোক দু'জন। ওয়ালথার পি.পি.কে. দিয়ে পাল্টা গুলি করল রানা। গোলাগুলির শুরুতেই মারা পড়ল ড্রাইভারের পাশের আরোহী। দুই গাড়ি উঠে এসেছিল নাতিদীর্ঘ এক সেতুর উপর। পাশ থেকে গুঁতো মেরে দুই ফ্রেঞ্চের গাড়ি নদীতে ফেলে দিল রানা।

বেঁচে গেল ড্রাইভার।

তাকে শেষ দেখা গেছে প্যারিসে ডিজিএসই হেডকোয়ার্টারের সামনে সিঁড়ির প্রথম ধাপে। পিঠের পিছনে দু'হাত হ্যাণ্ডকাফে আটকানো, মুখের ভিতর গুঁজে রাখা লাল টাই। কপালে স্থায়ী কালিতে লেখা: 'এই মাল তোমাদের।'

কিছুদিন আগে মুখোমুখি বসে আলাপ করেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট। অন্যান্য বিষয়ের ভিতর কথা উঠেছিল মাসুদ রানার উপর থেকে বাউন্টি সরিয়ে নেয়া যায় কি না।

কঠোর মুখে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে মানা করে দিয়েছেন ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট।

অনেক আগেই রানাকে সতর্ক করেছে বিসিআই।

মস্ত হৃদয়ের দুর্ধর্ষ বাঙালি বৈজ্ঞানিক কুয়াশা বিসিআই, আর্মি ও নেভির জন্য বেশকিছু জরুরি ইকুইপমেন্ট তৈরি করেছে, ওগুলো টেস্ট করবার জন্য রানাকে একটা বৈজ্ঞানিক দলের নেতা হিসাবে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আর্কটিকে। ওদের সঙ্গে জুটে গেছে এক মেরিন ক্যাপ্টেন ও কর্পোরাল। আরও রয়েছে একজন আমেরিকান কন্ট্র্যাক্টার ও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বছরের এ সময়ে জায়গাটা থাকে নিঝুম। আকাশের কোলে দিন-রাত লালচে সূর্য, সর্বক্ষণ যেন ভোর। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু তার পরেও অদ্ভুত ওই আলোর দেশে খারাপ লাগেনি রানার।

ওর নেতৃত্বে মেরু অঞ্চলে আরও সাতজন মানুষ ও একটি রোবট চেষ্টা করেছে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে।

বলতে গেলে রানার হয়ে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা।

দলের প্রায় সবাই বয়সে ছোট, তাদের কাছে বড় বোন ও দক্ষ নার্স হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে নিশাত।

মেরিন ফোর্সের অফিসার ও সৈনিক দু'জনেই নিশাতের চেয়ে বয়সে ছোট। কর্পোরাল বব বউলিংকে সবাই ডাকে "সান" নামে। হাসিখুশি ছেলে। তাকে পছন্দ করে রানা। শুনেছে, সব লিখিত পরীক্ষায় ডাব্বা মেরেছে সান, কিন্তু বুদ্ধি নেই, তা-নয়। যথেষ্ট চালাক। সব ধরনের অস্ত্র খুলে আবারও কয়েক মিনিটে লাগিয়ে ফেলতে পারে।

তার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ইতালিয়ান-আমেরিকান ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো। রসকষহীন, হতাশ মানুষ। ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পসের লোক। কাজ না থাকলে পারতপক্ষে কারও সঙ্গে কথা বলে না

তুখোড় ইঞ্জিনিয়ার, রানাদের দলে আসবার পর থেকে সব ধরনের ভেহিকেল সে-ই মেরামত করছে।

নিজেদের দেশের সেনাবাহিনীর বেশকিছু ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করছে তারা। তাদেরকে আর্কটিকে পাঠাবার কারণ রয়েছে।

একটা ট্রেনিঙের সময় বিস্ফোরণের ফলে সানের কান প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে ভালভাবে শুনতে পায় না। জরুরি মিশন থেকে তাকে সরিয়ে আনা হয়েছে।

আর ম্যাক পাওলোর বিরুদ্ধে এসেছিল চুরির অভিযোগ। প্রমাণ করা যায়নি, কিন্তু তার দায়িত্বে থাকা বেশকিছু অস্ত্র এবং পঁচিশ হাজার ডলারের ভেহিকেল পার্টস্ হারিয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই শাস্তি হিসাবে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আর্কটিকে। আসলে তার দায়িত্বে জরুরি কোনও ইকুইপমেন্ট দেয়া হয়নি।

পবন হায়দার ইলেকট্রনিক্স্ ও ইলেকট্রিকাল ইকুইপ্মেন্টের জাদুকর। বৈজ্ঞানিক কুয়াশার বিশ্বস্ত সাগরেদ। বয়স ছাব্বিশ বছর। মস্ত এক সানগ্লাস ব্যবহার করে, ঢেকে রাখে প্রায় গোটা মুখ। রোবোটিক্সের উপর বিশেষজ্ঞ। কুয়াশার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছে। ছোট বোমা সরিয়ে নিতে পারবে এমন একটি রোবট এবং আরও কিছু জরুরি ইকুইপ্মেন্টসহ তাকে আর্কটিকে পাঠিয়েছে কুয়াশা।

পবনের সঙ্গে দেয়া রোবটের নাম: ১০০ কে।

তবে ওটার নাম দিয়েছে পবন: "বন্ধু"।

ওই রোবট বর্তমানের ব্যাটলফিল্ড রোবট প্যাকবটের চেয়ে অনেক আধুনিক।

রানা ও নিশাতকে বলেছে পবন, 'বন্ধুর সঙ্গে বাড়তি কিছু ফিচার দিয়েছেন বস্।' ক্রেট থেকে খুদে রোবট বের করে ওদেরকে দেখিয়েছে। 'প্যাকবটের মত দূর থেকে অপারেট করতে হবে না। বন্ধু নিজেই চারপাশ বুঝে চলবে। ওর মাথায় আছে

আর্টিফিশাল ব্রেন। যে-কোনও ভাষায় কথা বললেই বুঝবে, নতুন কিছুও শিখে নিতে পারবে। পরিবেশ বুঝতে সময় লাগবে না ওর। ট্যাকটিকাল সিদ্ধান্ত নেবে নিমেষে।'

'ট্যাকটিকাল ডিসিশন নেবে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে রানা। তারপর মনে পড়েছে, বৈজ্ঞানিক কুয়াশার তৈরি রঘুপতির কথা। কাজেই মনোযোগ দিয়ে দেখেছে ও খুদে রোবট।

দুই সরু হাত বন্ধুর, প্রয়োজন পড়লে দশ ফুট দূরে পৌঁছে যায়। কপালে গোল লেন্স। ওটা চোখের কাজ করবে। চারটে ছোট চাকার উপর ভর করে যে-কোনও দিকে যেতে পারে। চাকার পাশেই ত্রিকোণ কয়েকটা লাঠির মত জিনিস, ওগুলো ব্যবহার করে সিঁড়ি বা মই বাইতে পারে অনায়াসে।

'ও খুবই বুদ্ধিমান,' বলেছে পবন। 'তা ছাড়া, ও অনেক কাজ করতে পারে। প্রথমে মাটির নীচের মাইন সরিয়ে নেয়ার জন্যে তৈরি করেছিলেন বস, কিন্তু তারপর একে একে আরও অনেক কিছু যোগ করেছেন। ওর মূল দেহ ঢাকা হালকা অথচ স্টিলের চেয়েও শক্ত টাইটেনিয়ামের পাত দিয়ে। দরকার পড়লে উল্টো হামলাও করবে ও।'

নতুন চোখে খুদে, হাঁটু সমান উঁচু রোবটের দিকে চেয়েছে রানা ও নিশাত।

কুয়াশা তার রোবটের সঙ্গে যোগ করেছে আগ্নেয়াস্ত্র ও হালকা কামান।

'ষোলোটা ইন্টারনাল রোটেটারে আছে অ্যামিউনিশন ক্লিপ্, ওগুলো থেকে গুলি পাবে বন্ধু। কাস্টম মডিফায়েড লাইটওয়েইট শর্ট-ব্যারেল ইন্টারনাল-রিকয়েল-কমপেনসেটেড ৫.৫৬ এমএম এম২৩৯ গান ব্যবহার করবে। এ ছাড়া ওর আছে ব্লো-টর্চ, দরকার পড়লে কাঁটাতারের বেড়া বা দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। বুকে অত্যাধুনিক ডিজিটাল স্যাটালাইট কমিউনিকেশন

সিস্টেম। পাশেই হাই-রেয ক্যামেরা। বিসিআই বা অন্য যে-কোথাও পাঠাতে পারবে ভিডিয়ো ইমেজ। আরও আছে ফার্স্ট-এইড প্যাক, ডায়াগনস্টিক স্ক্যানার ও ডেফিব্রিলেটার প্যাডল ও চারটা এমআরই রেশন প্যাক। ওর সঙ্গীর খিদে লাগলে বের করে দেবে। এসব মিলে বন্ধুর ওজন সবমিলে তিরিশ কেজি। দরকার পড়লে পালাবার সময় তুলে নেয়া যাবে ওকে। মাথার উপর হ্যাণ্ডেলও আছে।'

দু'এক দিন দেখেই কুয়াশার তৈরি বন্ধুকে ভাল না বেসে পারেনি রানা। পবনের পিছনে বিশ্বস্ত কুকুরের মত ঘোরে ওটা। অথচ ওর পিঠে আছে আস্ত একটা মেশিনগান!

নিশাত অবশ্য আপত্তির সুরে বলেছিল, 'স্যর, আমরা বুঝব কী করে যে ওটার শর্ট-সার্কিট হলো কি না! যদি ওর ওই কামান দাগতে থাকে আমাদের দিকে?'

'বন্ধু ও শত্রু চিনে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ওকে,' বলেছে পবন। 'আপনাদের সবার ছবি স্ক্যান করে তুলে দিয়েছি ওর মেমোরি ব্যাঙ্কে। বলে দেয়া হয়েছে, ভুলেও আপনাদের কারও দিকে অস্ত্র তাক করবে না।'

'কিন্তু সিনেমার রোবটদের মত...' আপত্তির সুরে শুরু করেছিল নিশাত।

'আপা, চিন্তা করবেন না,' নিশ্চিন্ত করেছে পবন। 'আমার বস্ পুরো তিন শ' ঘণ্টা চালু রেখে পরীক্ষা করেছেন। তখন আমিও ছিলাম তাঁর পাশে। ওই সময়ে কারও ক্ষতি করেনি। কাউকে না কাউকে তো আপনার বিশ্বাস করতে হবে, আপা। ভাল কথা, বন্ধু, তুই মিস্টার রানাকে স্ক্যান কর্। ফেইশাল ও ইনফ্রা-রেড।'

গোল লেন্সে রানার দিকে চেয়ে রইল বন্ধু। কয়েক সেকেণ্ড পর জোরাল বিপ্ আওয়াজ করল। রোবোটিক সুরে বলল, 'স্ক্যান কমপ্লিট, পবন। এঁকে চিনে নিলাম মাসুদ রানা হিসেবে।

বিসিআই একে চেনে এমআর-৯ হিসাবে।'

'এবার তোর দ্বিতীয় বন্ধু হিসাবে ওঁকে গ্রহণ কর,' বলল পবন।

'আমার মেমোরি ব্যাঙ্কে দ্বিতীয় বন্ধু হিসেবে মাসুদ রানার নাম টুকে নিলাম।'

'আগে চিনত না?' জানতে চাইল রানা।

'চিনত, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেনি। ওর আবার সবসময় কাউকে না কাউকে অনুসরণ করতে হবে। আমি ওর একনম্বর বন্ধু। কিন্তু আমার কিছু হলে তখন থেকে আপনার পিছু নেবে।'

'খুবই সম্মানিত হলাম,' হেসেছে রানা।

কয়েক দিনে পবন হায়দারের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে রানার। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর দাবা খেলেছে ওরা। সবসময় হেরেছে পবন। তারপর প্রতিশোধ নিতে চাইল। বন্ধুর বিরুদ্ধে রানাকে খেলতে আহ্বান করল। দু'বার খেলেই যা বুঝবার বুঝেছে রানা, সরু হাতওয়ালা ওই রোবট ওর চেয়ে অনেক বেশি বোঝে দাবা।

কুয়াশার সহযোগীর সঙ্গে কাজ করতে বাংলাদেশ সরকার থেকে পাঠানো হয়েছে ফারিয়া আহমেদকে। মিষ্টি মেয়েটি মিটিয়োরোলজিস্ট, পরিবেশ দপ্তরে চাকরি করে।

বয়স মাত্র চব্বিশ, কঠোর পরিশ্রম করে। সবসময় ব্যস্ত হয়ে দেখছে কোনও চার্ট, বা কাজ করছে ল্যাপটপে। হিসাব কষছে কীভাবে দ্রুত গলছে আর্কটিক সাগরের বরফ।

কারও চোখ এড়ায়নি, ফারিয়া সত্যিই সুন্দরী।

ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো ও পবন হায়দার ঘুরঘুর করছে ওর আশপাশে। কিন্তু প্রায় কখনোই কাজ থেকে মুখ তুলে তাকায় না ফারিয়া।

ওদের এই টিমে রয়েছে আরও দু'জন। নিজেরা তারা চুপচাপ

থাকে। দরকার না পড়লে কারও সঙ্গে কথাও বলে না।

প্রথমজন জার্ড ময়লান, সে বিখ্যাত একটি অস্ত্র কোম্পানির সিনিয়ার এগযেকিউটিভ। তার সব আকর্ষণ অ্যাসল্ট ও স্নাইপার রাইফেলের বিষয়ে। তার কোম্পানি চাইছে মেরিন ফোর্সের কাছে তাদের নিজেদের নতুন অ্যাসল্ট রাইফেল বিক্রি করবে। এমএক্স-১৯ কারবাইন। কিন্তু কর্পস থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, প্রথমে আর্কটিকে টেস্ট করতে হবে ওই জিনিস। প্রাথমিক রিপোর্ট ভাল এলে তখন তারা আরও দক্ষ একদল অফিসারকে দেখাবে। ওই কারবাইন উপযুক্ত মনে করলে, অর্ডার দেবে মেরিন কর্পস।

জার্ড ময়লানের বয়স আটচল্লিশ বছর। দলের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য। নিজের অ্যাসিস্ট্যান্টকে পায়ের নীচে রাখে সারাক্ষণ। বিরক্ত চেহারা নিয়ে দিনের পর দিন পার করছে। কারবাইন টেস্ট করবার সময়টা বাদ দিলে অন্য সময় নিজের তাঁবুর ভিতর বসে থাকে। এমনকী খাবারের সময়ও অ্যাসিস্ট্যান্ট জর্জ চ্যাপ্রোপলকে খাবার নিয়ে আসতে পাঠায়।

গত কয়েক দিনে তাদের কারবাইনের যে টেস্ট হয়েছে, তা সন্তোষজনক।

জর্জ চ্যাপ্রোপলকে ঠাণ্ডা মাথার যুবক মনে হয়েছে রানার। রাগ বলতে কিছুই নেই। সম্ভব হলে অন্যদের কাজও করে দেয়।

এই বরফ রাজ্যেও ওদের অস্ত্রটা ভালই কাজ করছে।

কিন্তু পবনের উপর বিরক্ত জার্ড ময়লান। গতকাল সবাইকে চমকে দিয়েছে কুয়াশার সাগরেদ।

ওর নির্দেশে টার্গেটে এক পশলা গুলি করেছে বন্ধু।

ময়লানকে মেনে নিতে হয়েছে, তাদের রাইফেলের চেয়ে অনেক বেশি কাজের জিনিস ওই রোবটের এম২৩৯ মেশিনগান।

পবন তার বসের নতুন এক বিস্ফোরক নিরোধ জেল নিয়েও বরফের রাজ্যে কাজ করছে। ঠাণ্ডার ভিতর ভাল থাকে ওই

জিনিস।

কোনও সাধারণ বাক্সে আঠালো জেল মাখিয়ে দিলে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক দিয়ে তা উড়িয়ে দিতে চাইলেও কিছুই হচ্ছে না ক্রেটের। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করেও ক্রেট উড়িয়ে দেয়া যায়নি। এ ছাড়া ঠাণ্ডার ভিতর দীর্ঘক্ষণ কাজ করবে এমন স্কুবা রিব্রিদার ও ড্রাইসুট টেস্ট করছে পবন। চমৎকার ফল আসছে। আর কুয়াশার তৈরি অ্যাসল্ট ফোর্স ডেলিভারি ভেহিকেল বা এএফডিভি তো জাদু দেখাচ্ছে।

বন্ধুর পেটে রাখা এমআরই খেয়ে দেখতে বলা হয়েছিল রানা ও নিশাতকে। ওদের খারাপ লাগেনি। প্রতিটি এমআরই রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের ছোট টিউবের ভিতর। চট্ করে খেয়ে নেয়া যায়। প্রতিটি টিউবে রয়েছে পাউডারের মত এক ধরনের জেল, হাই এনার্জি প্রোটিন বার ও তিনটে করে ফিলট্রেশন পিল। শেষের জিনিসটাও ঠিকঠাক ফল দিচ্ছে। রানা ও নিশাত প্রশংসা না করে পারেনি কুয়াশার আবিষ্কারগুলোর।

'কুয়াশার জেলি অবশ্য তেলাপোকার গুয়ের মত খেতে,' পরে বলেছে নিশাত। 'আসল জিনিস ওই পানি শোধক বড়ি। এই প্রথম মাঠ পর্যায়ে এত ভাল পানি পেলাম। একবারও ডায়রিয়া হলো না।'

'ওটা সাইটোস্যান বেযড পিল,' বলেছে পবন। 'ন্যাচারাল পলিস্যাকারাইড, মিশে যায় দেহে। আপনারা কি জানেন ওই একই জিনিস আছে সেলক্সের ভেতর? গুলি খেলে তখন ক্ষতে ওই জিনিস না লাগালে থামতে চায় না রক্ত পড়া।'

'তুমি যখন বলছ, বাছা, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলোনি,' হেসেছে নিশাত। 'কে জানত ওই জিনিস ক্ষত মেরামত করবে!'

পবনের একটা ডিভাইসের ব্যাপারে আগ্রহী রানা।

ওটা ওর জন্যেই তৈরি করেছে কুয়াশা।

জিনিসটা হাই-টেক আর্মার্ড রিস্টগার্ড।

কুয়াশা চাইছে আমেরিকান মেরিন ও আর্মি রেঞ্জারদের মত করে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে ওই জিনিস তৈরি করে দেবে। জিনিসটা হালকা কার্বন ফাইবার। বাহু রক্ষা করে, আর ওটার উপর থাকবে হাই-রেযোল্যুশন এলসিডি স্ক্রিন। দামও পড়বে খুবই কম।

'বর্তমান বিশ্বের সব ডেটা পাবেন এই স্ক্রিনে,' রানাকে বলেছে পবন। 'ভিডিয়ো সিগনাল বা স্যাটালাইট ইমেজারি... যুদ্ধে ব্যস্ত যে-কোনও সৈনিকের জন্যে। ...এই দেখুন।' কী যেন টিপে দিল পবন। জ্যান্ত হয়ে উঠল স্ক্রিন। 'এবার সাদা-কালো দুই মূর্তি ওপরের দিকে দেখছেন? বরফের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, একটু দূরে ছয় কোনা জিনিসটা?'

'হ্যাঁ,' বলেছে রানা।

BOIGHAR.COM

'এবার হাত নাড়ান।'

দুই মূর্তির একটা সরে গেল বামে।

'তো কী বুঝব?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি নিজের চারপাশ দেখছেন,' বলল পবন। 'রিস্টগার্ড কাজ করবে স্যাটালাইট ফোনের মত। এনক্রিপশন করা। স্যাটালাইটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে সর্বক্ষণ রিয়াল-টাইম ইমেজারি ও ডেটা পাবেন। কেউ যোগাযোগ করতে চাইলে তার গলার আওয়াজও শুনবেন। জানি, আমার বসের সঙ্গে আপনার খুব ভাল সম্পর্ক, তাঁকে বলবেন না, কিন্তু দরকার পড়লে যেন ইন্টারনেট সার্ফ করা যায়, সে ব্যবস্থাও করে ফেলেছি আমি।'

গত কয়েক সপ্তাহ ব্যস্ততার ভিতর কেটেছে।

তবুও পবন, রানা ও নিশাত বেশকিছু জিনিস টেস্ট করেছে।

সেগুলোর ভিতর একটি হচ্ছে অ্যাসিড বেয্ড্ অ্যারোসল। বেশকিছু জানোয়ারকে দূরে রাখতে তৈরি করা হয়েছে।

'ভালুক নিরোধক,' নাম দিয়েছে ওটার নিশাত।

পবন সবক'টা তাঁবু ও ক্যাম্পের চারপাশে স্প্রে করেছিল।

সত্যিই কিছুদিনের ভিতর একটা ভালুকও এদিকে আসেনি।

কুয়াশার তৈরি সব জিনিস যে ঠিকঠাক কাজ করছে, তা-ও নয়। কয়েক দিন আগেও ভাল ছিল রিস্টগার্ড। কিন্তু ওদের যাত্রার কিছুক্ষণ পর থেকেই ভুল তথ্য দিচ্ছে। বাস্তবে তিন শ' ফুট দীর্ঘ কিছু ওদের ধারেকাছে নেই।

ওদের ক্যাম্পের কয়েক মাইলের ভিতর আছে শুধু বরফের প্রান্তর। ক্রমেই ফাটছে বরফের মাঠ। মাঝ দিয়ে তৈরি হচ্ছে সরু সব খাল।

'হয়তো বরফের নীচে সাঁতার কাটছে কিলার ওয়েইল,' বলেছে রানা। 'সাবমেরিনও হতে পারে।'

'সম্ভব নয়,' বলেছে পবন। 'আমাদের রিস্টগার্ড আসলে রেঞ্জফাইণ্ডারের বাপ। শত শত মাইল দেখে। কিন্তু বরফের নীচে কী আছে, তা দেখে না। এখন বুঝতে পারছি, নষ্ট হয়ে গেছে যন্ত্রটা। যা-ই হোক, লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তো টেস্ট করার জন্যেই।'

ফরাসিরা ওকে মেরে ফেলতে চাইছে, তার পরও খুব চিন্তিত নয় রানা। কিন্তু আজ ভোরের আগেই কুয়াশার রিস্টগার্ড ঘুম থেকে তুলে দিয়েছিল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে চোখ রেখেছে ও।

ডিআইএ-র কেভিন কনলন জরুরি তথ্য পাঠিয়েছে।

রানার প্রথমেই মনে পড়ল, জুনিয়র বন্ধুর পাগলাটে টি-শার্ট ও জিন্স। সর্বক্ষণ চিবিয়ে চলেছে চুইং গাম।

কয়েকটি আমেরিকান মিশনে কাজ করে কনলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে রানার।

রিস্টগার্ড থেকে তথ্য পড়বে, এমন সময় ওটার মাধ্যমেই এল মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের নির্দেশ। জানালেন, 'রানা,

এক্ষুনি রওয়ানা হয়ে যাও। রাশার পোলার আইল্যাণ্ডে গিয়ে ঠেকাতে হবে ভয়ঙ্কর রাফিয়ান আর্মির অ্যাটমোসফেরিক হামলা। ভস্ম হয়ে যাবে আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বেশিরভাগ এলাকা। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বাংলাদেশ।'

সংক্ষিপ্ত ব্রিফিঙে আরও বললেন তিনি, 'হোয়াইট হাউস থেকে একটু পরেই যোগাযোগ করবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তাঁর দেশ থেকে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে।'

চিফ যোগাযোগ কেটে দেয়ার একমিনিট পর এল স্যাটালাইট ফোনে অনুরোধ।

আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা শেষে রানা পড়ল কেভিন কনলনের মেসেজ:

কেভিন: আপনার ফ্রেঞ্চ সমস্যা আরও বাড়ছে।

এরপর এনক্রিপ্‌ড্ মেসেজের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করল ওরা দু'জন।

রানা: নতুন কী এমন হলো?

কেভিন: আমাদের নতুন পাওয়া ডিজিএসই-র তথ্য অনুযায়ী এস. এফ. নামের নতুন এক এজেন্টকে আপনার বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

রানা: কীসের দায়িত্ব?

কেভিন: আপনাকে খুন করার দায়িত্ব। আমি ওদের ফাইল ঘাঁটতে শুরু করেছি। যা বুঝলাম, এস. এফ. মার্ডার বা "এম" ইউনিটের লোক। রানা, ওটা সিআইএ-র মতই ভয়ঙ্কর ও শক্তিশালী সংগঠন। খুনের প্রয়োজন হলেই ডাকা হয় ওদের।

আগে কখনও এস. এফ. আমেরিকান এজেন্টদের সঙ্গে কাজ করেনি। তার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। চিনে নেয়ার মত চিহ্ন ডানদিকের কব্জির ভেতর অংশের উল্কি। আজ পর্যন্ত পনেরোজনকে খুন করেছে।

রানা: সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ।

কেভিন: ভাল থাকুন, রানা। পরে দেখা হবে।

আর্কটিক আইস ফিল্ড।

সাড়ে চারঘণ্টা পর পৃথিবী ধ্বংস করবে অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন।

চার এপ্রিল।

ভোর ছয়টা তিরিশ মিনিট।

তাঁবুগুলো থেকে ডেকে সবাইকে জড় করেছে রানা। সংখ্যায় ওরা আটজন। দুই মেরিন, চার সিভিলিয়ান, নিশাত এবং ও নিজে।

সংক্ষেপে পরিস্থিতি জানিয়েছে ও। রাফিয়ান সেনাবাহিনী নামের একটি দল দখল করে নিয়েছে পোলার আইল্যাণ্ড। ওখানে রয়েছে মারাত্মক বিপজ্জনক এক অস্ত্র: অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন। স্থানীয় সময় সকাল এগারোটার সময় ইগনাইট করা হবে ওটা, ধ্বংস হয়ে যাবে বর্তমানের পৃথিবী। ব্যর্থ হয়েছে রাশান নিউক্লিয়ার মিসাইলের হামলা। কেউ কিছুই করতে পারবে না আকাশ পথে, কাজেই ওদের সাহায্য চেয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। পোলার আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি রয়েছে মাত্র দুটো দল। তার একটি ওদের।

'রাফিয়ান বা দস্যু সেনাবাহিনী?' বলেছে নিশাত। 'আগে কখনও ওদের নামও শুনিনি।'

জবাবে রানা বলেছে, 'খুব কম মানুষই শুনেছে। হঠাৎ করেই এদের কর্মকাণ্ড ইন্টেলিজেন্সগুলোর চোখে পড়েছিল। এখন বিসিআই এবং হোয়াইট হাউস থেকে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিছু পেলেই জানাবে। ডিআইএ এবং সিআইএ-র এজেন্টরাও ব্যস্ত হয়ে জোগাড় করছে খবর।'

'আগেই অস্ত্রটা ব্যবহার করছে না কেন তারা?' জানতে চেয়েছে সান।

'ওটার জরুরি কিছু এলিমেন্ট আগেই প্রস্তুত থাকতে হয়,' বলেছে রানা। 'যেমন ছোট ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার— ওটা এখনও যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়নি। আর সে কারণেই কয়েক ঘণ্টা সময় পাব আমরা।'

'আমাদের হাতে কয় ঘণ্টা সময় আছে, স্যর?' জানতে চেয়েছে নিশাত।

'চার ঘণ্টারও কম, আপা,' বলেছে রানা। 'এবার আমাদেরকে গুছিয়ে নিতে হবে সব জরুরি গিয়ার। প্রায় তিন ঘণ্টা লাগবে ওই দ্বীপে পৌঁছতে। তারপর দুর্গের মত দ্বীপটায় ওঠা। ওই মারণাস্ত্র ডিসআর্ম করতে বড়জোর একঘণ্টা সময় পাব। বিকল করতে না পারলে নষ্ট করতে হবে। আমাদের জন্যে দরজা খুলে রাখবে না ওরা। ধরে নিতে পারেন, আমাদের কাজ খুবই কঠিন।'

এবার চার সিভিলিয়ানের দিকে চাইল রানা।

চুপ করে আছে পবন হায়দার, ফারিয়া আহমেদ, জার্ড ময়লান ও জর্জ চ্যাপ্রোপল।

'কিন্তু দুই দেশের সেনাবাহিনীর দু'জন করে মোট চারজন যোদ্ধা কোনও কাজেই আসবে না,' বলল রানা। 'আরও লোক চাই। আপনারা যদি যান, তা হলে ভাল হয়। কিন্তু বলে রাখি,

জোর করা হবে না কাউকে। ইচ্ছে হলে যেতে পারেন, আবার না-ও যেতে পারেন। আমরা হব দ্বিতীয় দল। ব্যাক-আপ টিম। কিন্তু সিল টিম ব্যর্থ হলে, তখন আমাদেরকেই হামলা করতে হবে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বিপদে।

'যে কেউ মরতে পারি। যখন লড়ব, গুলি করব খুন করার জন্যেই। হয়তো দেখবেন ভয়ঙ্কর ক্ষত, ভাঙা হাড় ও রক্তাক্ত লাশ। কাজেই কেউ যেতে না চাইলে চাপ দেব না।

'কিন্তু...' ডানহাতের তর্জনী তুলল রানা। 'একবার যদি রওনা হন, একটা কথাই বলব: মেনে চলবেন আমার প্রতিটি কথা। প্রথমে মনে হতে পারে পাগলের মত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু তার ভেতর থাকবে জরুরি কোনও যুক্তি। আমার কথা মেনে চললে, তার বদলে কথা দেব: আপনাদের কাউকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যাব না। বন্দি হতে পারেন, কিন্তু বেঁচে থাকলে ফিরে আসব সরিয়ে নিতে। ...বেশ, আর কিছু বলার নেই। এবার জানান, কে বা কারা যাবেন।'

চুপ করে গ্যাসের চুলার দিকে চেয়ে রইল বেসামরিক মানুষগুলো।

সবার আগে মুখ খুলল পবন, ঢোক গিলে বলল, 'আমি আছি আপনার সাথে।'

'আমিও,' অনিশ্চিত সুরে বলল ফারিয়া আহমেদ, 'যদিও জানি না কীভাবে ব্যবহার করতে হয় অস্ত্র। জীবনে একবার বাবার এয়ারগান ছুঁড়েছিলাম, কিন্তু জায়গামত লাগাতে পারিনি।'

'চিন্তা কোরো না, সোনা,' বলল নিশাত। 'মাত্র পাঁচ মিনিটে তোমাকে মার্কস্‌উওম্যান বানিয়ে দেব।'

নাক ঝাড়ল জার্ড ময়লান। 'পাগল নাকি আপনারা! আপনাদের বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই নেই। একজন মেরিন অফিসার, একজন সৈনিক; দু'জন বাংলাদেশি অফিসার, আর

কয়েকজন সিভিলিয়ান— যুদ্ধ করতে চাইছেন দক্ষ একদল সৈন্যের বিরুদ্ধে! আমি এসবের ভেতর নেই। চ্যাপ্লোপল আর আমি এখানেই নিরাপদ জায়গায় থাকছি। ...চ্যাপ্লোপল?'

'না, স্যর, আমি যাব,' বলল ময়লানের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

'কী বললে, বেয়াদব?' চরকির মত ঘুরে তাকে দেখল ময়লান।

রানাও ঘুরে চেয়েছে।

'স্যর, আমি বলেছি যাব।'

'ফালতু কথা বলবে না,' ধমক দিল ময়লান। 'তুমি আমার সঙ্গে থাকছ। মরতে চাইলে ওরা মরুক গিয়ে।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল জর্জ চ্যাপ্লোপল।

রানা ভাবেনি কখনও বসের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করবে এই ছেলে।

'সত্যি দুঃখিত, স্যর, কিন্তু কখনও কখনও দায়িত্ব এড়ানো যায় না। ...স্যর...'

'চোপ!' বেদম কড়া ধমক দিল জার্ড ময়লান। 'নিশ্চয়ই তোমার মগজে গোবর নেই? নাকি গাধা তুমি?'

'আমি দুঃখিত, স্যর,' আরেকবার মাথা নাড়ল জর্জ চ্যাপ্লোপল। 'গুরুজন হিসাবে সম্মান করেছি এতদিন, কিন্তু আজ আপনি আমার চোখে অনেক ছোট হয়ে গেলেন।'

'আমি খুশি যে এ দলে যোগ দিলে, চ্যাপ্লোপল,' বলল রানা। ব্যবসায়ীর দিকে চাইল। 'মিস্টার ময়লান, মনে রাখবেন, একা এখানে থাকা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আরেকবার ভেবে দেখুন...'

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না, আমি এখানে ভালই থাকব, মেজর,' বলল ময়লান। 'আপনাদের নিজেদেরই বরং ভেবে দেখা উচিত। আপনারা বোকার মত কাজ করছেন! সব ইডিয়ট!'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা, আর কিছু বলার নেই ওর।

মুখ খুলল নিশাত। 'আপনি সত্যিকার একজন নীচ ইহুদি ব্যবসায়ীর পরিচয় দিলেন, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর কোনও মূল্য নেই আপনাদের কাছে! ধিক!'

ভুরু কুঁচকে কটমট করে চেয়ে রইল ময়লান।

মিশনে যাওয়ার আগের আধঘণ্টা খুব ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে গেল ওদের। নানান প্রস্তুতি চলল। বাটোয়ারা করা হলো মেরিনদের কাছ থেকে পাওয়া সব অস্ত্র। নিজেদের চারটে ম্যাগহুক পরীক্ষা করল রানা। গুলি দিয়ে বন্ধুর বুক ভরল পবন। ফারিয়া ও চ্যাপ্রোপলকে সংক্ষেপে অস্ত্রের ট্রেনিং দিল নিশাত।

পবনের কাছে বিকল রিস্টগার্ড দিয়েছিল রানা, হঠাৎ ছেলেটার কাছ থেকে চেয়ে নিল জিনিসটা।

রিস্টগার্ডের মাধ্যমে কেভিন কনলনকে পাঠাল মেসেজঃ

> জরুরি কাজে আটকা পড়েছি। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। কেভিন, তুমি কি একদল টেরোরিস্টের বিষয়ে তথ্য দিতে পার? নিজেদের নাম দিয়েছেঃ রাফিয়ান আর্মি। এ ছাড়া, জানতে চাই এক পুরনো সোভিয়েত আর্কটিক বেসের বিষয়ে। নামঃ "পোলার আইল্যাণ্ড"। যে-কোনও তথ্যই কাজে আসবে। —রানা।

মেসেজ পাঠিয়ে দেয়ার পর সবাইকে জড় করল রানা।

ফারিয়া আহমেদ, পবন হায়দার ও জর্জ চ্যাপ্রোপল—প্রত্যেককে দেয়া হলো ড্রাই সুট। বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ওগুলো কাজে আসবে। আটকে রাখবে দেহের তাপ। তার উপর থাকল ওদের গানবেল্ট ও হোলস্টার। বাড়তি আর্মালাইট এমএইচ-১২

ম্যাগহুক নেই, এখন সংগ্রহ করাও অসম্ভব। কমব্যাট বুট নেই বলেই আর্কটিকের বুট পরল বেসামরিক তিনজন।

ম্যাক পাওলো, বব বউলিং, নিশাত এবং রানা পরেছে মেরিনদের কাছ থেকে পাওয়া স্নো-কেমোফ্লেজ্‌ড্‌ ড্রাই সুট ও পার্কা। ওগুলো সাধারণ ব্যাটল ফেটিকের মতই পাতলা।

তৈরি হওয়ার পর ওরা সাতজন চেপে বসল দুই অ্যাসল্ট বোটে। রওনা হবে দক্ষিণে পোলার আইল্যাণ্ড লক্ষ্য করে।

পিছন থেকে চেয়ে রইল জার্ড ময়লান। ক্যাম্পে রয়ে গেল সে একা। পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি বোকা লোক, মেজর! নিশ্চয়ই জানেন, ওই লড়াইয়ে জিততে পারবেন না জীবনেও!'

জবাব দিল না রানা, ফিরেও চাইল না; রওনা হয়ে গেল বোটের ইঞ্জিন চালু করে।

পাঁচ

আর্কটিক আইস ফিল্ড।

সকাল আটটা চল্লিশ মিনিট।

মাত্র দু'ঘণ্টা বিশ মিনিট পর পৃথিবী ধ্বংস করবে অ্যাটমোস-ফেরিক ওয়েপন।

আর্কটিক ও অ্যাণ্টার্কটিকার ভিতর রয়েছে দুটো মিল। একটা হচ্ছে: প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং দ্বিতীয়টা কিলার ওয়েইল।

এ ছাড়া অনেক তফাৎ দুই মেরুর।

অ্যাণ্টার্কটিকা মস্ত ভূখণ্ড, লক্ষ লক্ষ বছর আগে তাকে ঢেকে

দিয়েছে তুষার ও বরফ। এদিকে আর্কটিক হচ্ছে প্রকাণ্ড বরফের চাঁই দিয়ে তৈরি জমাট সাগর। উত্তর মেরুবিন্দু রয়েছে ভাসমান বরফের মাঠের মাঝে। উনিশ শ' তেপান্ন সালে সাবমেরিন ইউএসএস নটিলাস পৌঁছেছিল মেরুবিন্দুতে। ছয় বছর পর বরফ ফাটিয়ে ভেসে উঠেছিল ইউএসএস স্কেইট সেইখানে।

প্রতি বছর মার্চ মাসে প্রথমবারের মত আকাশে ওঠে সূর্য। এবং তখন থেকে গলতে শুরু করে বরফের মাঠ। জমাট সাগরে তৈরি হয় অসংখ্য ফাটল। ওগুলোর নাম: লিড্স্। যতই গরম পড়ে, ক্রমেই আরও চওড়া হতে থাকে এসব খাল। শেষে দেখা যায় জমাট সাগরে হাজারে হাজারে লিড্স্। কোনও কোনওটা তিরিশ ফুট গভীর, অন্যগুলো অত্যন্ত অগভীর। এসব লিডের রাজ্যে অক্সিজেন নেয়ার জন্য ভেসে ওঠে সিল ও ছোট তিমি মাছ, এবং তাদেরকে মনের সুখে সাবাড় করে মেরু ভালুক।

কারও ঘাঁটিতে হামলা করবার ভাল পথ হতে পারে লিডগুলো। সাগরে ভাসমান বরফ স্ক্যান করতে পারে ল্যাণ্ড-বেয্ড্ রেইডার, কিন্তু বরফের মাঠ থেকে নীচে নেমে যাওয়া লিড দেখবার সাধ্য নেই তার।

এসব লিডের ভিতর কী আছে দেখতে হলে আকাশযান থেকে নীচে চাইতে হবে।

আর এটা জানে বলেই দুই খুদে অ্যাসল্ট বোট নিয়ে প্রধান সব লিড ধরে পতিত বেরিভের দিকে চলেছে রানা।

এখন পর্যন্ত কোনও বিধ্বস্ত বিমানের দেখা পায়নি ওরা।

সকাল আটটা একচল্লিশ মিনিট পেরোবার পর প্রধান লিডের মাঝে প্যানকেক আকৃতির ছোট এক ভাসমান বরফের মাঠ দেখল রানা।

ওই ধবল মাঠে কাত হয়ে পড়ে আছে সাদা কী যেন।

একদম নড়ছে না।

'ওটা কী...' রেডিয়োতে বলল নিশাত।

বোটের গতি কমাল রানা, চলে গেল ভাসমান মাঠের খুব কাছে।

এবার বোঝা গেল সাদা জিনিসটা কী।

'মেরু ভালুক,' বলল রানা।

'ভাল, এবার জানব মিস্টার কুয়াশার রেপেলেন্ট কাজ করে কি না,' বলল নিশাত। 'সান, নেমে পড়ো। ওটার পেট চুলকে দিয়ে এসো।'

'পরে কখনও, আপা,' বলল রানা। বরফের মাঠের আরেক পাশে পৌঁছে গেছে। চুপ করে পড়ে থাকা ভালুকটাকে দেখা গেল পরিষ্কার। 'মারা গেছে।'

কোনও শিকারির বুলেটের আঘাতে শেষ হয়নি ওই ভালুক।

ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে কণ্ঠনালী। ক্ষত-বিক্ষত পেট। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি।

'যিশু, একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছে,' বিড়বিড় করল সান।

'কিন্তু খাওয়া হয়নি,' মন্তব্য করল রানা, 'এটা অস্বাভাবিক।'

'ঠিকই বলেছেন, মিস্টার রানা,' বলল ফারিয়া। 'চরম নিষ্ঠুর শিকারি পোলার বেয়ার। এ এলাকায় অন্য শিকারি প্রাণীও নেই যে এ কাজ করবে। ধরে নেয়া যায়, একে খুন করেছে আরেকটা বড় ভালুক। দুটো কারণে এ কাজ করবে: চরম খিদে, অথবা এলাকার দখল বজায় রাখতে। শত্রুকে শেষ করে তার লাশ খায় বিজয়ী পোলার ভালুক— পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী। খাবার পেলে সঙ্গে সঙ্গে পেটপুজো করে। মানুষের লাশ বা অন্য ভালুক— সবই খায়। কিন্তু এই ভালুককে খুন করে চলে গেছে। পোলার বেয়ার কখনও এ কাজ করে না।'

'কোনও গুলির ক্ষত আছে?' জানতে চাইল নিশাত।

'না,' কয়েক সেকেণ্ড ভালুকটাকে দেখল রানা। ওটা প্রকাণ্ড,

গায়ের সাদা লোমে কাদার মত লেগে আছে রক্ত। বোঝা গেল না কে বা কারা ওটাকে খুন করেছে।

চট্ করে মনে পড়ল রানার, ওরা পৌঁছে গেছে পোলার আইল্যাণ্ডের তিরিশ মাইলের ভিতর।

'এবার রওনা হওয়া উচিত,' বলল ও, 'খুঁজে বের করতে হবে বিমানটা।'

গর্জে উঠল রানার বোটের অলস ইঞ্জিন, ছিটকে সামনে বাড়ল ওরা।

পিছনে পড়ে রইল মৃত ভালুক।

বিশ মিনিট চলবার পর চওড়া একটা মোড়ে থামল ওরা। এখানে একটা যোগচিহ্ন তৈরি করেছে প্রধান দুই লিড। ওদের দুই বোটের দু'পাশের প্রাচীর উঠেছে বারো ফুট। দু'ঘণ্টার বেশি হলো রওনা হয়েছে ওরা। বুঝতে পারছে, কো-অর্ডিনেটস অনুযায়ী পৌঁছে গেছে পড়ে যাওয়া বেরিভ বিমানের খুবই কাছে।

বোট থেকে মই নিয়ে বরফের দেয়ালে আটকে নিল রানা, উঠতে লাগল। নীচে বোটে রয়ে গেল দলের সবাই, অসহিষ্ণু। উপরের দিকে চেয়ে আছে।

মইয়ের উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে বরফের মাঠে চোখ বোলাল রানা।

ওই যে!

পতিত রাশান বিমান।

বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে।

বামদিকে কাত হয়ে আছে। নাক তাক করেছে দক্ষিণ দিকে। পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে টেইল সেকশন। ফিউজেলাজ গড়াতে শুরু করতেই তার ওজনে মট করে ভেঙেছে বাম ডানা। বিমানের ওপাশে পশ্চিমে বিস্তৃত বরফের মাঠ। এখানে ওখানে অগভীর ও গভীর লিড।

বহুদূরে দক্ষিণে প্রথমবারের মত পোলার আইল্যাণ্ড দেখল রানা।

দিগন্তের কাছে আকাশ থেকে ঝুঁকে এসেছে উঁচু দ্বীপ। ছোট মনে হলো। কিন্তু পরিষ্কার দেখা গেল এবড়োখেবড়ো সব পাহাড়ের উপর জড় হয়েছে ঘন মেঘ। এত দূর থেকেও ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মনে হলো মৃত্যুদ্বীপটাকে।

চট্ করে আকাশে চোখ রাখল রানা।

না, কোথাও কোনও সার্ভেইল্যান্স এয়ারক্রাফট নেই।

ভোরের মত লালচে আকাশের অনেক উপরে ভাসছে মেঘ। দক্ষিণ দিকে বা দ্বীপের উপরে কী যেন ঝিলমিল করছে।

বহুদূরে কী যেন।

খুব ছোট। অলসভাবে উড়ছে।

আকাশের অনেক উপরে।

ওটা কোনও সার্ভেইল্যান্স বিমান নয়।

সে-তুলনায় অনেক ছোট।

হয়তো আর্কটিকের কোনও পাখি।

বিড়বিড় করে কপালকে দোষ দিল রানা।

এই মিশনের জন্য তৈরি ছিল না। কোনও প্রস্তুতিও নেই।

বেসামরিক কয়েকজনকে নিয়ে চলেছে মস্ত বিপদের দিকে।

সার্ভেইল্যান্সের কোনও ইকুইপমেন্ট নেই।

কপাল ভাল থাকলে ওয়েভগাইড রেইডার বা প্যারাবোলিক ডিস্ক থাকত। চট্ করে দেখে নিত আশপাশের আকাশে শত্রু বিমান আছে কি না।

সার্ভেল্যান্সের জন্য রয়েছে শুধু নিজের চোখ।

এবং চোখ যথেষ্ট নয়।

'আপা, উঠে আসুন। সঙ্গে বন্ধুকে আনবেন। অন্যরা বোটে অপেক্ষা করুক।'

এমপি-৭ হাতে বরফের মাঠে উঠে এল রানা, শত্রু মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

একটু পর ওর পাশে পৌঁছে গেল নিশাত। দু'জনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিল বন্ধুকে।

বিপ্ আওয়াজ ছাড়ল খুদে রোবট। ছোট ছোট চাকার উপর ভর করে ঘুরে গেল।

বন্ধু ঘুরে যেতেই খপ্ করে হেকলার অ্যাণ্ড কচ জি৩৬এ২ অ্যাসল্ট রাইফেল ঘোরাল নিশাত।

আমেরিকার বেশিরভাগ রেকন ফোর্স এম৪ ব্যবহার করে, কিন্তু এবার মেরিনদের কাছ থেকে জার্মানদের তৈরি জি৩৬এ২ অ্যাসল্ট রাইফেল চেয়ে নিয়েছিল নিশাত। এই অস্ত্রের রয়েছে নানা কারিগরী। সবচেয়ে বড় সুবিধাঃ ওটার রয়েছে সি-ম্যাগ ড্রাম ম্যাগাযিন। এক শ'টা বুলেট আঁটে। নলের নীচে এজি৩৬ গ্রেনেড লঞ্চার। ব্যবহার করে যিঙ্ক-টিপ্ড্ ইনসেনডিয়ারি গ্রেনেড। সঙ্গে যেইস আরসিএ রিফ্লেক্স সাইট ও ওরলিকন কন্ট্র্যাভ্স্ এলএলএম০১ লেসার লাইট মডিউল। এসব রয়েছে, কিন্তু দেখলে মনে হবে উঠে এসেছে অস্ত্রটা সায়েন্স ফিকশন সিনেমা থেকে।

নিজের ছোটখাটো এমপি-৭ একবার দেখল রানা, তারপর চাইল নিশাতের হাতের জি৩৬-এর দিকে। 'ওটার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করবেন, আপা?' মৃদু হাসল ও।

'কোনও কামান?' চারপাশ দেখে নিল নিশাত। 'মন্দ হতো না।'

'বন্ধু, চারপাশ দেখে নাও,' বলল রানা। 'তারপর বের করো দক্ষিণ আকাশে ওটা কী।'

'সবই তো দেখছি, বন্ধু রানা,' উদাস সুরে বলল রোবট, অপটিকাল লেন্স তাক করেছে আকাশের দিকে।

ওকে পিছনে রেখে বিমানের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা ও নিশাত। বাগিয়ে ধরেছে অস্ত্র।

বেরিভের পাশে পৌঁছে হেলমেটের থারমাল-ভিশন স্কোপ চালু করল রানা।

ভেঙে পড়া বিমানের উপর তাক করেছে ইনফ্রা-রেড।

গরমের তাপ আসছে ডানার উপর বসে থাকা ইঞ্জিন থেকে। আর ককপিটে রয়েছে মনুষ্য আকৃতির দুটো কী যেন। অস্পষ্ট, কিন্তু মৃদুভাবে দপদপ করছে লাল রঙে।

'দু'জনের সিগনেচার,' বলল রানা। 'বোধহয় এখনও বেঁচে আছে।'

হঠাৎ চমকে গেল ও। ইয়ারপিসে কড়কড়ে স্বরে বলে উঠল সিল টিমের নেতা নটি এরিক: 'পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তর-পুব কোণে পজিশন নিয়েছি। এবার পানির নীচ দিয়ে ঢুকে পড়ব পুরানো সাবমেরিন ডকে।'

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে সিল টিম।

বিমানের দিকে মনোযোগ দিল রানা, সাবধানে সামনে বাড়ছে। ফাটল ধরা ককপিটের উইণ্ডশিল্ডের পাশে চলে গেল। বারকয়েক গড়িয়ে গেছে বিমানটা। ভিতরে ঢোকা যাবে না চেপ্টে যাওয়া পাশের দরজা দিয়ে। অস্ত্রের বাঁট ব্যবহার করে ককপিটের জানালা ভেঙে ফেলল রানা। জি৩৬ হাতে ওকে কাভার দিল নিশাত, দরকার পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।

রানা দেখল, ককপিটে দুই ফ্লাইট সিটে এলিয়ে পড়ে আছে দুই লোক। পাইলটের সিটে এখনও স্ট্র্যাপে আটকে আছে বয়স্ক এক লোক, ঠোঁটের উপর ঝোপের মত ধূসর গোঁফ। পার্কার বুকে লেখা: ডক্টর ম্যাকসিম তারাসভ।

গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকে তার পাশে পৌঁছে গেল রানা। চট্

করে পরীক্ষা করল ক্যারোটিড আর্টারি।

'ইনিই বোধহয় মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, এখনও বেঁচে আছেন,' বলল রানা। পার্কার ফার্স্ট-এইড পাউচ থেকে হিট-প্যাক নিল ও, চেপে ধরল তারাসভের বুকে। আগের চেয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিতে লাগলেন রাশান বিজ্ঞানী।

রানাকে পাশ কাটিয়ে দ্বিতীয় লোকটার সামনে গেল নিশাত।

এ তরুণ এক সৈনিক। পরনে রাশান আর্মির পোশাক। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কিন্তু নিশাতের হাতের গোটা দুই মৃদু চড় খেয়ে ঘোঁৎ করে উঠল অচেতনতার ভিতর।

তার পাশের সিটে জ্ঞান ফিরেছে ম্যাকসিম তারাসভের। রাশান ভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর আমেরিকান পার্কা পরা রানা ও নিশাতকে দেখে ইংরেজি ব্যবহার করলেন, 'জানতে পারি আপনারা কারা?'

'আমরা বাংলাদেশি সায়েন্টিফিক টেস্টিং টিমের সদস্য,' বলল রানা। 'আমেরিকানরা আপনার ডিসট্রেস সিগনাল পেয়ে আমাদের জানিয়েছিল। আমরা এসেছি সে কারণেই। আপনি...'

চমকে গেল রানা।

বাইরে শুরু হয়েছে গুলির আওয়াজ।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা ও নিশাত।

কিন্তু গোলাগুলি হচ্ছে দূরে।

আওয়াজটা আসছে ইয়ারপিসের মাধ্যমে।

হাতুড়িমাথা নটি এরিকের কণ্ঠ শুনল রানা।

সিল টিম নেতা চিৎকার করছে।

মনে হলো মস্ত বিপদে পড়েছে দল নিয়ে।

সোভিয়েত আমলে পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তর-পুবের ক্লিফ কেটে তৈরি করা হয়েছিল সাবমেরিন ডক। লড়াই চলছে ওখানে। চৌকো কংক্রিটের গুহা গেছে পাথুরে ক্লিফের গভীরে। প্রচণ্ড

ক্ষমতাশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের আর সব দালানের মতই বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সাবমেরিন ডক।

ভিতরে রয়েছে দুটো সাবমেরিন বার্থ, খ্যাপা প্রকৃতির হাত থেকে পুরোপুরি নিরাপদ। পাশাপাশি থাকতে পারে একটা নিউক্লিয়ার ব্যালেস্টিক মিসাইল সাবমেরিন ও একটি তিরিশ হাজার টন বাল্‌ক্ ক্যারিয়ার। ডকের শেষে সাধারণ রেল লাইনের দ্বিগুণ চওড়া রেল লাইন। তার উপর দিয়ে এসে থামত মস্ত আকারের লোকোমোটিভ। পুরনো সোভিয়েত আমলে ফ্রেইটার থেকে রেলগাড়ির উপর চাপিয়ে দেয়া হতো কার্গো— ওয়েপন, ওয়েপন গ্রেড নিউক্লিয়ার মেটারিয়াল, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি।

অবশ্য, বর্তমানে বার্থে রয়েছে অস্বাভাবিক দুটো জিনিস।

প্রথমটি ডকে লাল খোলওয়ালা প্রায় নিমজ্জিত এক রাশান ফ্রেইটার, ইচ্ছে করেই আধ ডোবা করা হয়েছে ওটাকে। ঝুঁকে তলিয়ে গেছে বো। পানি থেকে এখনও জেগে আছে স্টার্ন। ওখানে সাদা রঙে লেখা ভেসেলের নাম: মস্কোভা।

ওটা রহস্যময় রাশান ফ্রেইটার। হঠাৎ করেই হারিয়ে গিয়েছিল প্রচুর অস্ত্র ও অর্ডন্যান্স নিয়ে। জাহাজে ছিল একে-৪৭, আরপিজি, স্ট্রেলা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ভেহিকেল, যালা এরিয়াল ড্রোন, আরপিআর টর্পেডো ও দুটো মির মিনি সাবমারসিবল।

শেষের জিনিসদুটোর একটা এখনও রয়ে গেছে ফ্রেইটারের প্রায় নিমজ্জিত ফোরডেকে। ক্ষতি হয়নি সাবমারসিবলের কাঁচের তৈরি গম্বুজ বা নিরেট দেহে।

ডকের পাশে প্রায় তলিয়ে গেছে মস্কোভা, এ ছাড়া মস্ত কংক্রিটের গুহা একেবারেই ফাঁকা। বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি এদিকটা। দেয়ালে দেয়ালে মই, ক্যাটওয়াক ও চেইন। ধুলো ও তুষারে ঢাকা পড়েছে সব।

রানা জানে না, কিন্তু নেভির সিল টিম দু'ভাগে ভাগ হয়ে

গেছে। প্রথমটি নিঃশব্দে বরফ-ঠাণ্ডা পানি থেকে মাথা তুলেছে। এখানে ওখানে ভাসছে খুদে সব বরফের চাঁই। সাইলেন্সার লাগানো এমপি-৫এন সবার হাতে। নটি এরিকের দলের প্রথম লোকটি ডকে উঠে যাওয়ার পর পিছু নিয়েছে দ্বিতীয়জন। এরপর ডকে উঠতে চেয়েছে নটি এরিক।

টেক্সট্ বুক এন্ট্রি করেছে তারা।

সামান্যতম আওয়াজও করেনি।

কিন্তু ঠিকই তৈরি হয়েছে সমস্যা।

ডকের চারপাশে নানান জায়গায় খাপ পেতে বসে ছিল কমপক্ষে এক শ'জন সশস্ত্র লোক। পুরনো আবর্জনা ও প্রায় তলিয়ে যাওয়া মস্কোভা ফ্রেইটারের চারপাশে আড়াল নিয়েছে তারা। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে সিল টিমকে।

আমেরিকার বারোজন যোদ্ধা ডকে উঠতেই গুলি শুরু করল তারা।

চাঁদমারীর টার্গেটগুলোর মতই ঝাঁঝরা হতে লাগল সিল টিম। নিখুঁত লক্ষ্য, উপায় রইল না কোথাও পালাবার।

ঝাঁক ঝাঁক গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে হাতুড়িমাথা নটি এরিকের চিৎকার শুনল রানা।

'শুয়োরের বাচ্চারা! ওরা এক শ'রও বেশি! ডুব দে! ডুব দে!'

হৈ-চৈ আর গোলাগুলি চলছে।

'বেস, নটি এরিক বলছি! আক্রমণ ব্যর্থ! শালারা অপেক্ষা করছিল সাবমেরিন ডকে! কচুকাটা করছে! নিউ মেক্সিকো! আমরা ফেরার চেষ্টা করছি! নিউ মেক্সিকো, কাম ইন!'

দশ মাইল দূরে নীল আর্কটিক সাগরের নীচে অপেক্ষা করছে অ্যাটাক সাবমেরিন ইউএসএস নিউ মেক্সিকো। কমিউনিকেশন সেন্টারে রেডিয়ো অপারেটার মাইকে বলল, 'হাতুড়িমাথা, ইউএসএস নিউ মেক্সিকো থেকে বলছি! শুনেছি আপনার...'

'আরেশ্‌শালা...' রেডিয়ো অপারেটারের পাশের কন্সোল থেকে চেঁচিয়ে উঠল সোনার অপারেটার। 'টর্পেডো! পানিতে টর্পেডো! সিগনেচার রাশান এপিআর-৩ই টর্পেডোর! বেয়ারিং ২৩৬! দ্রুত আসছে পোলার আইল্যাণ্ড থেকে!'

'লঞ্চ করো সব কাউন্টারমেযার!'

'আমাদের ওপর লক করেছে...'

চুপ করে আমেরিকান সাবমেরিনের লোকগুলোর কথা শুনছে রানা, চিন্তিত।

'সরে যাওয়ার চেষ্টা...'

'সম্ভব নয়! খুব বেশি কাছে!'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে!'

'আঘাতের জন্যে তৈরি হও! ধূশ্‌শালা! সর্বনাশ...'

হঠাৎ কেটে গেল ইউএসএস নিউ মেক্সিকোর রেডিয়ো সিগনাল।

হাতুড়িমাথা নটি এরিকের চিৎকার শুনল রানা: 'নিউ মেক্সিকো? কাম ইন! ইউএসএস নিউ মেক্সিকো, সাড়া...'

ওই সাবমেরিন থেকে আর কোনও উত্তর এল না।

অবাক চোখে রানার দিকে চাইল নিশাত।

চুপচাপ শুনছে রানা।

'আরে, শালা! ধূর!' ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল নটি এরিক। আরও বাড়ল গুলির আওয়াজ। তারপর হঠাৎ করেই বিচ্ছিন্ন হলো রেডিয়ো সিগনাল।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করল রানা ও নিশাত।

কেউ কিছুই বলছে না ওদিকে।

'খাইছে,' প্রায় ফিসফিস করল নিশাত। 'স্যর, এক শ'জন লোক অপেক্ষা করছে? এমন কোনও দল, যারা শেষ করতে পারে গোটা সিল টিম? ডুবিয়ে দিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস-ক্লাস অ্যাটাক

সাবমেরিন? রাফিয়ান আর্মির এরা আসলে কারা?'

ওই একই কথা ভাবছে রানাও।

'ওরা যারাই হোক,' ভাঙা ককপিট দিয়ে পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে চাইল রানা। 'আমরা পৃথিবীর এদিকে একমাত্র দল, যারা ঠেকাতে চাই ওই আর্মিকে।'

টানটান উত্তেজনা চেপে লিডের ভিতর অ্যাসল্ট বোটে বসে আছে রানার দলের অন্যরা।

দুই বোটের থ্রটলের সামনে সান ও ম্যাক পাওলো। দরকার পড়লে ঝড়ের গতি তুলে ভাগবে।

ফারিয়া আহমেদ ও জর্জ চ্যাপ্রোপল মইয়ের দিকে চেয়ে আছে, আশা করছে যে-কোনও মুহূর্তে ফিরবে রানা ও নিশাত।

এদিকে ব্যস্ত হয়ে রিস্টগার্ড পরীক্ষা করছে পবন।

প্রিয় বিজ্ঞানী কুয়াশার হাই-টেক ডিভাইস ঠিক কাজ করছে না বলে গম্ভীর হয়ে গেছে ওর চেহারা। অথচ, জিনিসটা আগে ঠিক ছিল।

ওটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মিশনের কথা ভুলে গেছে ও।

চট্ করে রিস্টগার্ডের উপরের প্যানেল খুলে ফেলল পবন। চোখ রাখল ভিতরের যন্ত্রাংশে।

খুদে একটা পার্টস্ অন করল। সঙ্গে সঙ্গে পিঁপ-পিঁপ আওয়াজ ছাড়ল রিস্টগার্ড। বারবার জ্বলতে শুরু করেছে লাল একটা বাতি।

ভুরু কুঁচকে গেল পবনের।

'আশ্চর্য তো! আমাদের পাশে তিন শ' ফুট লম্বা জিনিস কোথা থেকে আসে!'

'ওটা সাগরের বরফ হতে পারে?' জানতে চাইল সান। চারপাশের বরফের দেয়াল দেখছে ও।

'না, তা নয়। জিনিসটা ধাতব। রিস্টগার্ডের সেন্সরগুলো ভাল করেই চেনে কোনটা বরফ আর কোনটা লোহা।' আস্তে করে মাথা নাড়ল পবন। 'এরকম করছে কেন? কারণ কী? ...ও, বুঝতে পেরেছি!'

রিস্টগার্ডের ওয়ায়ারিঙের ত্রুটি বুঝেছে।

'কাত হয়ে গেছে এমিটার মিরর। কোথাও গুঁতো লেগেছিল। সর্বক্ষণ নীচে তাক হয়ে আছে এমিটার আয়না।'

এবার পবনের বদলে ভুরু কুঁচকে ফেলল সান।

'একমিনিট! আপনার ওই নষ্ট যন্ত্র জানাচ্ছে আমাদের ঠিক নীচে তিন শ' ফুট লম্বা ধাতব জিনিস আছে?'

'তা-ই তো বলছে,' মাথা দোলাল পবন।

'ওটা কতটা কাছে?' জানতে চাইল সান।

'দুই শ' গজ দূরে... না... একমিনিট। এক শ' নব্বুই... এক শ' আশি। ...ওটা যা-ই হোক, কাছে চলে আসছে।'

ঝুলে গেল তরুণ ববের চোয়াল। চট্ করে চাইল যেদিকে আছে বেরিভ বিমান। 'খারাপ খবর,' নিচু স্বরে বলল সে।

বেরিভ বিমানের ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের কাছে বিঁপ আওয়াজ শুনে ঘুরে চাইল রানা।

'মেজর রানা,' রোবটিক স্বরে ডাকল বন্ধু, 'ওই জিনিস চিনতে পেরেছি।'

'দেখাও,' এখনও বেরিভের ভিতর তারাসভের পাশে রানা। ককপিটের ভাঙা জানালা টপকে ঢুকল রোবট। পিঠ ফিরিয়ে দেখাল ডিসপ্লে স্ক্রিন।

ওদিকে চেয়ে চমকে গেল রানা। 'সর্বনাশ!'

'জিনিসটা রাশানদের তৈরি যালা-৪২১-০৮ আনম্যাণ্ড এরিয়াল ভেহিকেল,' বন্ধু বলল, 'রেকনেসেন্স ও সার্ভেইল্যান্সের

কাজ করে। কোনও অস্ত্র নেই। ইলেকট্রিক ইঞ্জিন। ডানা আশি সেন্টিমিটার। উড়তে পারে একটানা নব্বুই মিনিট। সাধারণত সঙ্গে থাকে ৫৫০ টিভিএল ইনফ্রা-রেড কেপেবল ভিডিয়ো ক্যামেরা। আরও আছে ১২ মেগাপিক্সেল ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা।'

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বিমান থেকে বেরিয়ে এল রানা, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চোখ রেখেছে দক্ষিণের আকাশে।

ওই যে পাখির মত জিনিসটা।

কিন্তু আসলে ওটা পাখি নয়।

ড্রোন বিমান।

হালকা ওজনের ছোট সার্ভেইল্যান্স ড্রোন।

'ওরা জানে আমরা এখানে,' আপন মনে বলল রানা।

যেন ওর কথার প্রেক্ষিতেই দক্ষিণ দিগন্তে দেখা দিল চারটে কালো আকাশযান, মাঝের দুটোর চেয়ে দু'পাশের দুই উড়োজাহাজ বড়। সব আসছে পোলার আইল্যাণ্ডের দিক থেকে।

প্রতি সেকেণ্ডে বড় হয়ে উঠছে আকারে।

তুমুল গতি।

আসছে ঠিক এদিকেই!

'মেজর রানা!' গলা ফাটিয়ে ডাকল বব বউলিং। 'মিস্টার হায়দারের রিস্টগার্ডের প্রক্সিমিটি সেন্সর কাজ করছে! উনি বলছেন আমাদের নীচে ওটা একটা সাবমেরিন! খুব দ্রুত আসছে!'

ঝড়ের মত কাজ করছে রানার মগজ।

ড্রোন... অগ্রসরমাণ এয়ারক্রাফট... যুদ্ধে হেরে গেছে হাতুড়িমাথা নটি এরিক... ডুবে গেছে আমেরিকান সাবমেরিন... আর এখন হাজির হয়েছে আরেকটা সাবমেরিন...

সর্বনাশ!

বড় ঝটপট ঘটছে সব।

বরফের এই ফাঁকা মাঠে মাত্র কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কী লড়বে ও?

উপযুক্ত অস্ত্রও তো নেই।

এক সেকেণ্ড পর হাল ছেড়ে দিল রানা।

না, এ মূহূর্তে মগজে কিছুই ঢুকবে না ওর।

কিন্তু এটা বুঝতে পারছে, এখন প্রথম কাজ বেঁচে থাকা।

যদি বাঁচতে পারে, পরে সবই মনে গুছিয়ে নিতে পারবে।

'বব!' গলা ছাড়ল রানা, 'ইঞ্জিনদুটো চালু রাখো! ...আপা! ওদের দু'জনকে ককপিট থেকে বের করুন! ভাগতে হবে!'

চার এয়ারক্রাফটের দুটো ভি-২২ অসপ্রে, অন্য দুটো এএইচ-১ কোবরা অ্যাটাক হেলিকপ্টার। গত চারমাস আগে আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রভিন্স থেকে চুরি হয়েছিল মেরিন কর্পসের এসব এয়ারক্রাফট।

অসপ্রেগুলোকে আকাশের ভয়ঙ্কর দানব বললেও ভুল হবে না। কাত রোটরের কারণে বিমানের মত বা হেলিকপ্টারের মত উড়তে পারে। ভাসতে পারে ভ্রমরের মত। এসব অসপ্রের নাম: "ওয়ারবার্ড"। অস্ত্রে বোঝাই। প্রতিটির সঙ্গে একটা করে নয়, দুটো করে ২০এমএম ছয় ব্যারেলের এম৬১ ভালকান কামান, দরজার উপর .৫০ ক্যালিবারের এএন/এম২ মেশিনগান। এ ছাড়া, ডানার নীচে মিসাইল ভরা পড। ওয়ারবার্ডকে সর্বকালের সেরা গানশিপ বলা হয়। মস্ত আকার, ভয়ঙ্কর শক্তিশালী, অথচ প্রচণ্ড গতি, চট্ করে সরে যেতে পারে যে-কোনও দিকে। ওই জিনিসের দুটো দখল করেছে রাফিয়ান আর্মি নামের সংগঠন!

অন্য দুই এয়ারক্রাফট, বা কোবরা কপ্টারও লাজুক-লতা নয়। অসপ্রের কামানের চেয়ে সামান্য ছোট এম১৩৪ ছয় ব্যারেলের মিনিগান আছে কপ্টারের ছুঁচোর মত নাকের নীচে।

বজ্রের মত আওয়াজ তুলে বরফের মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে দুই অসপ্রে, মাঝে কোবরা কপ্টার। সাঁই-সাঁই করে অসংখ্য পানিভরা লিডের উপর দিয়ে আসছে বেরিভ বিমানের দিকেই।

বিমান বিধ্বস্ত এলাকার কাছে পৌঁছেই ঝট্ করে ঝাঁক থেকে একপাশে সরে গেল এক অসপ্রে, রওনা হলো উত্তর-পশ্চিম লক্ষ্য করে। সোজা পতিত বেরিভের দিকে তেড়ে গেল অন্য তিন এয়ারক্রাফট।

ঝাঁকের সঙ্গে রয়ে যাওয়া অসপ্রের পাইলট মাইকে বলল, 'বেস, মাথাছেলা বলছি।'

তার মাথায় মেরিন কর্পসের ট্যাকটিকাল ফ্লাইট হেলমেট, গায়ে শীতের ওয়ারফেয়ার পার্কা। ঘাড়ে ও চোয়ালে একের পর এক উল্কি— সবই সাপ, লতা ও করোটির। হাতে উযবেক গ্লাভস, পায়ে রাশান বুট।

পিছনের হোল্ডে বসে আছে ঘাড়ে ও চোয়ালে উল্কি আঁকা আটজন, প্রত্যেকে চিলির লোক। পরনে নানাধরনের আর্কটিক গিয়ার। হাতে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল।

'আমরা তারাসভের বিমানের কাছে পৌঁছে গেছি,' জানাল মাথাছেলা। 'ওটার দিকে দু'জন লোককে যেতে দেখেছে ড্রোন। এরা বোধহয় লিডের ভেতর দিয়ে এদিকে এসেছে। নইলে পোলার আইল্যাণ্ডের রেইডার আগেই দেখত।'

পাইলটের ইয়ারপিসে খুব শান্ত একটা কণ্ঠ ভেসে এল: 'আগেই জানি এমন হতে পারে। এরা বাংলাদেশি সায়েন্টিফিক টেস্টিং টিম।' কর্কশ, নিষ্ঠুর হাসি শুরু হয়েই থেমে গেল। 'বোধহয় ভয়ে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে পেন্টাগনের সবাই, নইলে বাংলাদেশের মত সামান্য একটা দেশের অশিক্ষিত ক'টা বিজ্ঞানীকে পাঠাত না। মিসাইল মেরে উড়িয়ে দাও তারাসভের বিমান। তারপর খতম করে দেবে টেস্টিং টিমের সবাইকে।'

বেরিভ বিমানের ককপিটে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা ও নিশাত।

তরুণ রাশান সৈনিককে ফ্লাইট-সিট থেকে সরিয়ে নিয়েছে নিশাত, বেরোতে শুরু করেছে ককপিটের ভাঙা জানালা দিয়ে।

বিজ্ঞানী তারাসভের পাশে পৌঁছে সিট থেকে তাকে সরিয়ে নিতে চাইল রানা। কাজের ফাঁকে ওর চোখ গেল কাত হওয়া ককপিটের জানালার দিকে। চমকে গেল। দুই কোবরার একটা থেকে ছোঁড়া হয়েছে দুটো হিট সিকার মিসাইল।

বাতাসে পাক খেতে খেতে আসছে ওগুলো। নাক তাক করেছে বিধ্বস্ত বিমানের ককপিট লক্ষ্য করে।

গর্জে উঠল রানা, 'বন্ধু! মিসাইল স্ক্র্যাম্বলার! জলদি!'

বেরিভ বিমানের বাইরে থেকে জবাব দিল খুদে রোবট, 'মিসাইলের মগজ নষ্ট করে দিচ্ছি, বন্ধু।' ভয়ঙ্কর শক্তিশালী শর্ট-রেঞ্জ ইলেকট্রনিক জ্যামিং চালু করেছে রোবট।

ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ করেই খেপে গেল দুই মিসাইল, ছিটকে রওনা হলো আরেকদিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বিমান থেকে পঁচিশ গজ দূরে গিয়ে নাক গুঁজল বরফের মাঠের ভিতর। দুই বিস্ফোরণে ছিটকে উঠল আগুন ও বরফের কুচি।

তারাসভের সিটবেল্ট খুলতে গিয়ে আটকে গেছে, টানা-হ্যাঁচড়া করছে রানা। লকের উপর জমেছে বরফ।

'আপা!' ডাকল রানা, 'অসপ্রে ল্যাণ্ড করলে অস্ত্রসহ লোক নামবে, তার আগেই বোটে ফিরে যান!'

'আর আপনি, স্যর?' পাল্টা চেঁচাল নিশাত।

'আগে একে বের করব! পিছনে আসছি! দেরি করবেন না!'

ঝিমিয়ে থাকা তরুণ রাশান সৈনিককে পাকড়ে ধরে দৌড় লাগাল নিশাত। বেরিভ থেকে বোট পর্যন্ত যেতে পেরোতে হবে পঞ্চাশ গজ ফাঁকা জায়গা। কিন্তু তার মাঝে রয়েছে একটা কোবরা

কপ্টার, ওটা থেকে ছোঁড়া হলো মিসাইল।

কিন্তু ছিটকে আরেকদিকে রওনা হলো মিসাইল, মাথা খুঁড়ল বরফের মাঠে।

'কোবরা কপ্টার, মিসাইল থাক,' জানাল মাথাছেলা পাইলট। 'ওদের কাছে অ্যান্টি-মিসাইল কাউন্টারমেজার আছে। আমি মাঠে নামিয়ে দিচ্ছি দলের লোক। তোমরা ওই দুই দৌড়বিদকে শেষ করো।'

দুই কোবরা কপ্টারকে পিছনে ফেলে ছিটকে সামনে বাড়ল অসপ্রে, খাড়া করে ফেলেছে রোটর, নেমে আসতে লাগল ভ্রমরের মত করে।

তারই ফাঁকে খুলে গেল দু'পাশের দরজা, ওখান থেকে নীচে ফেলা হলো দড়ি। মাথায় ব্যালাক্লাভা, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে বরফের মাঠে নেমে এল আটজন সশস্ত্র লোক। নিখুঁত ফর্মেশন তৈরি করে সামনে বাড়ছে তারা। হাতে একে-৪৭, ছুটতে শুরু করেছে বিধ্বস্ত বিমানের দিকে।

ওই একইসময়ে একটা কোবরা কপ্টার সরাসরি নিশাত ও রাশান সৈনিকের দিকে তাক করল এম১৩৪।

কির-কির আওয়াজ তুলে চালু হলো মিনিগান। ঘুরতে শুরু করেছে ছয় ব্যারেল। বজ্রের আওয়াজ ছাড়ল হাইপারমেশিনগান, উগরে দিল অজস্র বুলেট। নিশাতের পায়ের কয়েক ফুট দূরে মাথা খুঁড়ল বরফের বুকে।

'ডাইভ দাও!' চেঁচিয়ে উঠল নিশাত।

ওর পাশে লেংচে লেংচে ছুটছে তরুণ সৈনিক।

সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা।

সামান্য দূরে বরফের খাড়া দেয়াল নেমেছে লিডে।

ওখানেই রয়েছে মইয়ের মাথা।

পিছন থেকে আসছে তপ্ত বুলেট।

বরফের মাঠে পড়েই পেট ঘষ্টে সামনে বেড়েছে নিশাত, পিছলে চলেছে বাইম মাছের মত। পৌঁছে গেল কিনারায়, পরক্ষণে খসে পড়ল পানির দিকে। তারই ফাঁকে টের পেল, ওর বাম বুটের সোলে বিঁধেছে বুলেট। পেটমোটা ময়দার বস্তার মত ধুপ করে সামনের বোটের উপর নামল নিশাত।

ওর পিছনে একই কাজ করল তরুণ সৈনিক, কিন্তু সামান্য দেরি হয়েছে। আর ওই এক সেকেণ্ডে...

কিনারা পেরিয়ে পড়ছে সে, এমন সময় একপশলা গুলি ছিঁড়ে ফেলল তার দেহ। ফোয়ারার মত নানাদিকে ছিটকে গেল রক্ত। পতনের গতির কারণে লিডের কিনারায় পৌঁছে নিশাতের মতই প্রথম বোটের উপর নেমে এল তার মৃতদেহ। পাশেই ফারিয়া, ক্ষত-বিক্ষত লাশ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল সে। যেন কসাইয়ের চাপাটি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করেছে কেউ ওই লাশ। মনেই হলো না ওটা কোনও মানুষের শরীর।

উঠে বসে হাঁফাতে শুরু করেছে নিশাত। তার ফাঁকে বলল, 'শালার কপাল! আরেকটু হলে... স্যর কোথায়?' চমকে গেছে ও।

পিছনে বরফের মাঠে আটকা পড়েছে রানা!

কানে তালা লেগে যাচ্ছে ভাসমান অসপ্রের আওয়াজে, বেরিভ বিমানকে ঘিরে তৈরি হয়েছে তুষার ও বরফের কুচির ঝড়।

বিধ্বস্ত বিমানের ককপিটে ক্যান্টিন থেকে সামান্য পানি নিয়ে তারাসভের সিটবেল্টের বাকলে ফেলল রানা। বরফ গলে যেতেই ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলল সিটবেল্ট লক, টেনে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইল রাশান বিজ্ঞানীকে। তারই ফাঁকে উঁকি দিল বাইরে।

'আসুন!'

ওদের দিকে দক্ষিণ থেকে আসছে ব্যালাক্লাভা ও পার্কা পরা আটজন, হাতে অস্ত্র। চট্ করে পুবে চাইল রানা।

'আপা, আপনি ঠিক আছেন?'

'আছি। কিন্তু কিমা হয়ে গেছে রাশান সৈনিক। আপনার কী অবস্থা, স্যর?'

'এবার রওনা হব... ভেবেছিলাম...' চুপ হয়ে গেল রানা।

ব্যালাক্লাভা পরা এক লোক বসে পড়েছে বরফের মাঠে, চোখ রেখেছে আগ্নেয়াস্ত্রের সাইটে।

সামনের বাইপডে শক্তিশালী মেশিনগান।

এইমাত্র টিপে দিল ট্রিগার।

তখনই শুরু হলো কর্কশ আওয়াজ: খ্যাট-খ্যাট-খ্যাট-খ্যাট-খ্যাট!

মেশিনগানধারী নিজেই ছিটকে গেল পিছনে।

এক পশলা মেশিনগানের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে সে।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা, বিস্মিত।

কুয়াশার তৈরি বন্ধুর গানব্যারেলের মুখ থেকে বেরোচ্ছে ধূসর ধোঁয়া।

'সত্যিকারের বন্ধু তুমি!' বলল রানা, 'ভাল রোবট!'

'থ্যাঙ্কিউ,' সবসময় কান খাড়া রাখে বন্ধু, কয়েক পশলা গুলি করল শত্রুদের লক্ষ্য করে।

কিন্তু সঙ্গীর পরিণতি দেখে সতর্ক হয়েছে অন্যরা। ঝাঁপিয়ে পড়েছে বেরিভ বিমানের আড়ালে। ওখান থেকে পাল্টা গুলি করল বন্ধুকে লক্ষ্য করে। বৃষ্টির মত বুলেট এসে লাগছে ধাতব দেহে। ঠং-ঠং আওয়াজ উঠছে। পাত্তাই দিল না বন্ধু, লেন্স ব্যবহার করে এদিক থেকে ওদিকে নজর রাখছে।

এইমাত্র ডানদিকে লেন্স ঘুরিয়েছে বন্ধু, কিন্তু বামদিকে আরেক কমাণ্ডোকে দেখল রানা। সে আছে বেরিভ বিমান ও লিডে রাখা বোটের মাঝে। কাঁধে তুলে নিয়েছে রাশার তৈরি রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড লঞ্চার।

সে বেরিভ বিমানের ফাটল ধরা উইণ্ডশিল্ডের দৃষ্টিসীমার কোণে। এমন এক অ্যাংগেলে, তাকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া, রানার কাছে এমন কোনও অস্ত্রও নেই যা দিয়ে ঠেকাবে আরপিজি।

কী করবে, ভাবছে রানা।

এক সেকেণ্ড...

রকেট লঞ্চারের সাইটে চোখ রেখেছে কমাণ্ডো। ঠিকভাবে বসিয়ে নিল কাঁধের উপর।

কিন্তু বেরিভের ককপিটে পাইলটের সিটে ধাক্কা দিয়ে তারাসভকে সরিয়ে দিল রানা। 'দু'হাতে চেপে রাখুন কান!'

দেরি না করে কো-পাইলটের সিটের ইজেকশন লিভার খুলে দিল রানা।

ভুউউউশ্ করে গ্যাসের মত আওয়াজ উঠল ককপিটে।

ছিটকে বেরিয়ে গেল বিমানের ওদিকের ছাত, এবং ওই জায়গা দিয়ে রকেটের মত বেরোল কো-পাইলটের সিটটা।

কাত হয়ে পড়ে আছে বিমান, ফলে বাতাসে ভেসে বিদ্যুদ্বেগে ছুটল ফ্লাইট সিট। বরফের মাঠ থেকে মাত্র এক ফুট উপর দিয়ে ছুটছে ওটা।

আরপিজি কাঁধে লোকটার উপর ভয়ঙ্কর গতি নিয়ে চড়াও হলো সিট। পাঁজরের হাড়গুলো চুরচুর হয়ে গেল কমাণ্ডোর। তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সিট, প্রায় দু'ভাঁজ করে ফেলল মৃতদেহটাকে।

ককপিটের ছাতের গর্তের দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে রইলেন তারাসভ। বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, দূরে দেখলেন বরফের মাঠে মৃত কমাণ্ডোকে।

'বুঝলেন?' বলল রানা। নতুন উদ্যমে গুলি করছে পার্কা পরা অন্য কমাণ্ডোরা। 'আমরাও ওই পথে বেরিয়ে যাব! আপনার ফ্লাইটসুট কি আর্কটিকের পানিতে টিকে থাকার মত?'

'কিছুক্ষণ শীত ঠেকাবে, হ্যাঁ,' থমকে থমকে বললেন তারাসভ।

'গুড,' ভাঙা ককপিট উইণ্ডোর দিকে একহাত বাড়াল রানা। হ্যাঁচকা টানে কোলের কাছে নিয়ে এল বন্ধুকে। ওকে তুলে দিল ডক্টর তারাসভের হাতে। 'ঠিক করে ধরুন!' পাইলটের সিটে বসে পড়ল নিজে, দেরি না করে বাচ্চা কোলে নেয়ার ভঙ্গিতে টেনে নিল বিজ্ঞানীকে। তাঁর কোলে বিপ আওয়াজ তুলল বন্ধু। বোধহয় খুশিই হয়েছে খাতির পেয়ে। 'এবার পেটের নাস্তা উগরে আসতে পারে।'

মাত্র এক সেকেণ্ড বিরতি দিল রানা, তারপর খুলে দিল সিটের ইজেকশন লিভার। রওনা হয়ে গেল ওরা মিসাইলের গতি তুলে।

বেরিভ বিমান থেকে ছিটকে বেরোল ফ্লাইট সিট— তার উপর বসে আছে রানা, বিজ্ঞানী ও খুদে রোবট। চারপাশের শত্রুদেরকে কলা দেখিয়ে বিদ্যুদ্বেগে চলে গেল বহু দূরে।

কাত হয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে সিট, গতি এতই বেশি, চারপাশের সবই মনে হলো ঝাপসা।

ওরা গেঁথে আছে সিটের ভিতর।

প্রচণ্ড গতি নিয়ে চল্লিশ গজ যাওয়ার পর বরফের মাঠে নামল সিট। পর পর দুই ডিগবাজি দিয়ে হিমশৈল থেকে ভারী পাথরের মত ছিটকে পড়ল লিডে।

অ্যাসল্ট বোটে বসে হতবাক হয়ে উড়ন্ত রানাদের দেখল নিশাত ও অন্যরা।

কিনারা পেরিয়ে যাওয়ার পর পড়ন্ত ঢিলের মত বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে গিয়ে পড়ল ফ্লাইট সিট।

মস্ত ঝপাস্ আওয়াজ তুলেছে।

'জিনিসটা কী?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জর্জ চ্যাপ্লোপল।

'উনি আমার স্যর, বিসিআই এজেন্ট, মেজর মাসুদ রানা,' গর্ব

নিয়ে বলল নিশাত। ড্রাইভারের সিট থেকে ধাক্কা দিয়ে ববকে সরিয়ে দিল ও, নিজে ওখানে বসে মুচড়ে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। 'সবাই টিকে থাকো বোটে! এবার ছোঁ দিয়ে খপ্ করে ভেজা বেড়ালের মত তুলে আনতে হবে স্যরকে!'

ছয়

হিম সাগর-তলে শান্ত পরিবেশ।

ফ্লাইট সিট ছুটে গিয়ে সাগরে পড়তেই আলাদা হয়ে গেছে রানা ও তারাসভ, ওদের চারপাশে শুধু নীলের রাজ্য।

ডুবতেই চট্ করে কাজ করেছে বন্ধুর ফ্লোটেশন বেলুন।

রানা দেখেছে, সাগর সমতলের দিকে উঠে যাচ্ছে রোবট।

দেহে ড্রাইসুট, তবুও বরফ-ঠাণ্ডা জলের সূচ বিঁধছে রানার মুখে। অসহ্য শীত! পড়বার সময় কপালের উপর রাখা সানগ্লাসে ঝপাৎ করে লেগেছে পানি।

নীল আর্কটিক সাগর-তলের নীরবতা পুরোপুরি থমথমে নয়।

কোথা থেকে আসছে ভোঁতা থ্রম-থ্রম-থ্রম-থ্রম-থ্রম আওয়াজ।

শব্দটা সামনের দিকে।

জিনিসটা প্রকাণ্ড এবং কালো, ঝুলছে গভীর পানিতে।

কোনও প্রাণী নয়।

মানুষের তৈরি যান্ত্রিক কিছু।

বুঝে ফেলল রানা, ওটা মস্ত এক সাবমেরিন।

আগেও একবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর।

অ্যান্টার্কটিকায় বাংলাদেশ-আমেরিকান এক মিশনে মুখোমুখি হয়েছিল ও ফ্রেঞ্চ নিউক্লিয়ার ব্যালেস্টিক মিসাইল সাবমেরিনের।

সেবার ডুবিয়ে দিতে পেরেছিল ওটাকে।

এবং সে কারণে পরবর্তীতে ওকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল ফ্রেঞ্চ সামরিক বাহিনী।

না, এটা কোনও ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন হতে...

তখনই বো-তে নীল-সাদা ও লালের পতাকা দেখল রানা।

হ্যাঁ, সত্যি আরেকটা সাবমেরিন পাঠিয়েছে ফ্রেঞ্চরা!

এক সেকেণ্ডের দশভাগ সময়ে সব বুঝে নিল রানা।

কিছুক্ষণ আগে এই সাবমেরিনের কথাই জানিয়েছে কুয়াশার রিস্টগার্ডের প্রক্সিমিটি সেন্সর।

অর্থাৎ, নষ্ট হয়নি ওটা।

আগে থেকেই সিগনাল দিচ্ছিল। কোনও সন্দেহ নেই, ওদের পিছু নিয়েই এসেছে এই সাবমেরিন।

আর এ থেকে একটা ব্যাপার আন্দাজ করা যায়, পোলার আইল্যাণ্ডের গুরুতর পরিস্থিতির সঙ্গে ফ্রেঞ্চদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের জানাও নেই ওখানে কী ঘটতে চলেছে।

আরও একটা বিষয় পরিষ্কার, আর্কটিকে ফ্রেঞ্চদের সাবমেরিন পাঠানো হয়েছে শুধু ওকে খতম করতে।

রানা খেয়াল করল, প্রকাণ্ড সাবমেরিনের পিঠে রয়েছে তিনটে ছোট সাবমারসিবল।

কমপ্যাক্ট সুইমার ডেলিভারি ভেহিকেল।

ওগুলো এএফডিভি-র মতই, কিন্তু আরও ছোট।

প্রতিটি নৌযানে বসতে পারবে তিনজন করে ফ্রগম্যান।

রানা আরও খেয়াল করল, প্রকাণ্ড সাবমেরিনের পিঠ থেকে রওনা হয়েছে তিন সাবমারসিবল। আসছে সোজা ওর দিকেই!

আততায়ীদের স্কোয়াড!

ওকে খতম করবে খুনির দল, অথচ জানে না তাদের চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর একদল লোক গোটা পৃথিবী জুড়ে তৈরি করবে লেলিহান আগুনের ঝড়। রক্ষা পাবে না ওদের মাতৃভূমিও।

সাগর-সমতলে উঠতে অলিম্পিকের সেরা সাঁতারু মাইকেল ফেল্পসের মত তুমুল হাত-পা ছুঁড়ল রানা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠেই দেখল, ওর পাশেই ভাসছে ম্যাকসিম তারাসভ ও বন্ধু।

আরামসে ভাসছে কুয়াশার খুদে রোবট। পেটমোটা ঘুরন্ত টায়ারের কারণে ধীরে ধীরে আসছে রানার দিকেই।

'আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, রানা?' জানতে চাইল রোবট। 'আপনি চাইলে আমাদের বন্ধুরা পৌঁছনো পর্যন্ত আপনাকে ভাসিয়ে রাখতে পারি।'

এমন সময় গভীর পানি কেটে হাঙরের মত এল প্রথম ফ্রেঞ্চ এসডিভি, ভেসে উঠেছে রানাদের কাছ থেকে মাত্র দশ গজ দূরে!

সাবমারসিবল ড্রাইভ করছে এক ফ্রগম্যান, অন্য দু'জন উঁচু করে ধরেছে খাটো ব্যারেলের ফ্যামাস অ্যাসল্ট রাইফেল।

এবার একপশলা গুলি উড়িয়ে দেবে রানার খুলি।

কিন্তু ঠিক তখনই তুমুল বেগে কী যেন চড়াও হলো ফ্রেঞ্চ এসডিভির উপর। ছিটকে আকাশে উঠল তিন ফ্রগম্যান, পরক্ষণে ঝপাস্ করে গিয়ে পড়ল সাগরে।

বড় নৌযানটা নিশাত সুলতানার অ্যাসল্ট বোট। ফ্রেঞ্চদের অপেক্ষাকৃত ছোট সাবমারসিবলের বুকে চেপে বসেছিল, জোর এক গুঁতো মেরে দু'টুকরো করে দিয়েছে ফ্রেঞ্চদের নৌযান। সাঁই করে ঘুরে গেল নিশাতের বোট, থামল ঠিক রানার পাশে।

বব, ফারিয়া ও পবনের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল নিশাত, 'অ্যাই, তোলো ওঁদের!'

বন্ধুকে দু'হাতে তুলে নিল রানা, এবং এক সেকেণ্ড পর ওকে

টেনে বোটে তুলল ফারিয়া ও পবন।

পরক্ষণে বোটে তোলা হলো তারাসভকে।

'জলদি, আপা!' তাড়া দিল রানা। 'আশপাশে বেশি লোক! চারপাশে গোলাগুলি চলবে এবার!'

যা বলতে পারত, তার প্রায় কিছুই বলেনি রানা। বাস্তবে এবার যা শুরু হলো, তা নরকের দৃশ্য যেন!

একইসঙ্গে ঘটল কয়েকটা ঘটনা।

প্রথমে, ফ্রেঞ্চদের অন্য দুই সাবমারসিবল ভেসে উঠল। ওটার পিঠে সশস্ত্র আরও কয়েকজন ফ্রগম্যান।

আর তখনই ক্র্যাশ করা বেরিভের দিক থেকে এল কোবরা কপ্টার, বিকট আওয়াজ তুলছে রোটর। মিনিগানের মুখে ঝলসে উঠল কমলা আগুন। শত শত বুলেট সেলাই করছে সাগরের বুক। একরাশ গুলি ঝাঁঝরা করল সদ্য ভাসমান ফ্রেঞ্চ এক সাবমারসিবলকে। কুচি কুচি হতে লাগল ওটার তিন ফ্রগম্যান।

কোবরা কপ্টারের পিছু নিয়ে সাগরের বিশফুট উপরে নেমে এসেছে দ্বিতীয় এএইচ-১ অসপ্রে, নিশাতের বোটের গতিপথের ঠিক সামনে! বিকট আওয়াজ তুলে ভাসছে বাতাসে, অসহায় মানুষগুলোর দিকে তাক করছে মিনিগান।

'শালার পো শালা! কপালও!' বিড়বিড় করল নিশাত।

কোবরা কপ্টারের ভয়ঙ্কর কামানের বিরুদ্ধে ওদের অস্ত্র বলতে নিশাতের জি৩৬ রাইফেলের গ্রেনেড লঞ্চার। কিন্তু ওটা আছে ওর পায়ের কাছে, হাতের নাগালের বাইরে।

ওটার কথা ভাবলও না রানা, খপ্ করে বন্ধুকে তুলে নিজের সামনে ধরল। ট্রিগার নেই, কিন্তু বদলে গলা ছাড়ল, 'বন্ধু! গুলি করো! গুলি!'

জ্যান্ত হয়ে উঠল বন্ধুর এম২৪৯ মেশিনগান।

চাকা ফুটো করবার তীক্ষ্ণ চুঁই আওয়াজ তুলছে প্রতিটা গুলি।

বেশিরভাগ রিকয়েল সহ্য করছে বন্ধুর ইন্টারনাল কমপেনসেটর। সামান্য নড়ছে রানার দু'হাত। লক্ষ্যভেদ করছে রোবটের প্রতিটি গুলি, খুবলে তুলছে কপ্টারের দেহ। ফাটল ধরল ক্যানোপিতে, বুলেট লাগল ইঞ্জিনের হাউসিঙে। ইঞ্জিনের ভিতরে কী যেন বিকল হলো, সঙ্গে সঙ্গে কোবরার একযস্ট দিয়ে বেরোল ঘন কালো ধোঁয়া। পাগল হয়ে উঠল পাইলট, ঝট্ করে বাঁক নিয়েই সরে গেল আরেকদিকে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু হারতে রাজি নয়।

'স্যর!' গলা ফাটাল নিশাত, 'এবার? কোন্ দিকে যাব?'

এটাই এখন মূল সমস্যা, যাব কোথায়? টাশ্-টাশ্ গুলি ও রোবটের মেশিনগানের খ্যাট-খ্যাট আওয়াজের ভিতর ভাবতে চাইল ও।

রাশান লোকটার সঙ্গে আলাপ করা দরকার, তার কাছ থেকে হয়তো পাবে দ্বীপের বিষয়ে জরুরি তথ্য। কোনও পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কিন্তু সময় নেই। মিলিটারি ম্যাক্সিম মনে পড়ল রানার— প্রচুর সময় নিয়ে তৈরি বাজে প্ল্যানের চেয়ে ঢের ভাল স্বল্প সময়ে তৈরি নিখুঁত প্ল্যান। ...এখন বোধহয় ভাল হয় আবারও উত্তরদিকে ফিরলে, তারপর পরিকল্পনা তৈরি করে আবারও রওনা হবে পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে।

পিছনে ফেলে আসা মোড়ের দিকে চাইল রানা। এবং তখনই বাতাসে তৈরি হলো জোরালো হুইশ্শ্ আওয়াজ। বিস্ফোরণের শব্দ তুলে কালো কী যেন ভেসে উঠছে সাগর ফুঁড়ে! নানাদিকে ছিটকে গেল বিপুল পরিমাণে পানি। দৃশ্যটা অকল্পনীয়: মাথা তুলেছে প্রকাণ্ড ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন! কমপক্ষে তিরিশ ফুট উপরে উঠল মস্ত বাল্বের মত নাকটা, তারপর আবারও ঝপাস্ করে নামল সাগরে। চারপাশে তৈরি হলো মস্ত সব ঢেউ। মাতালের মত টলমল করতে লাগল রানাদের দুই সরু, ছোট বোট।

থ হয়ে গেল রানা।

ওদের ফিরবার পথ জুড়ে ভাসছে ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন!

আর উপায় নেই উত্তরে যাওয়ার।

তখনই বিকট গর্জন ছেড়ে মাথার উপরের আকাশে হাজির হলো ভি-২২ অসপ্রে, সোজা গিয়ে থামল ফ্রেঞ্চ সাবমেরিনের উপর।

আগে সবচেয়ে বিপজ্জনক শিকারের বারোটা বাজাবে ওটা, ভাবল রানা। সাবমেরিন ডুবিয়ে দিয়ে ওদেরকে শেষ করবে আয়েস করে।

উপরের দিকে রোটর কাত করল অসপ্রে, ধীরে ধীরে পেরোল সাবমেরিন, তারপর ডানা থেকে ফেলে দিল দুটো মার্ক ৪৬ মোড ৫এম অ্যান্টি-সাবমেরিন টর্পেডো।

ঝপাৎ আওয়াজ তুলে পানিতে নেমেছে দুই যমজ-ভাই, যিরোঈং করেই রওনা হয়ে গেল সাবমেরিন লক্ষ্য করে।

মার্ক ৪৬ খুবই ভাল টর্পেডো।

সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যায়, নিখুঁতভাবে পৌঁছে যায় লক্ষ্যে।

এবং এত কম রেঞ্জে সামান্যতম সুযোগ পাবে না ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন। সময় নেই যে কাউন্টারমেজার ব্যবহার করবে।

মাত্র তিন সেকেণ্ডে গন্তব্যে পৌঁছে গেল দুই টর্পেডো।

এর ফলে যে ভয়ঙ্কর বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, তাতে মনে হলো ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে গোটা দুনিয়া।

মুহূর্তে মর্ত্যের এই সাগর ছেড়ে স্বর্গের দিকে রওনা হলো মস্ত সাবমেরিন। সঙ্গে চলেছে সাদা পানির ফেনিল ফোয়ারা, দেখতে না দেখতে উঠে গেল এক শ' ফুট উপরে। ঝরঝর করে চারপাশে বৃষ্টির মত নেমে এল পানি। গুলি খাওয়া হরিণীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠেছে সাবমেরিন, তারই ভিতর জোরালো মড়াৎ আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল ওটার মাজা। তুবড়ে গেল একেবারে, যেন মুচড়ে দেয়া বিয়ারের ক্যান। বিপুল ফেনা তোলা সাগরে

ঝপাস্ করে আবারও নেমে এল, ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বেরিয়ে এসেছে পেটের নাড়িভুঁড়ি বা পাইপিং। এক সেকেণ্ডও লাগল না, ডুবতে শুরু করল।

হতবাক রানার মুখে এসে নেমেছে বৃষ্টির ফোঁটা। চুপ করে চেয়ে রইল ডুবন্ত সাবমেরিনের দিকে।

দৃশ্যটা যেন নিজ চোখে বিশ্বাস করবার মত নয়।

দাউ-দাউ আগুনে জ্বলছে ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন, বুক-পেট থেকে ভলকে বেরোচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ড নৌযান। ওটার পেট থেকে এল লোকজনের চিৎকার ও হৈ-চৈ। এদিকে আবারও আকাশে ঘুরে গেছে অসপ্রে, সাবমেরিনের ডগা থেকে লেজ পর্যন্ত ঝাঁঝরা করতে লাগল শত শত বুলেট। কনিং টাওয়ার ব্যবহার করে নৌযানের পিঠে উঠে আসছে নাবিকরা, কিন্তু কিছুই করবার নেই তাদের। সাবমেরিনে রয়ে গেলে মরবে, খোলা জায়গায় থাকলেও।

মাত্র কয়েক মিনিটে শেষ হয়ে যাবে ফ্রেঞ্চ সৈনিকরা।

আকাশে ভাসছে দুই কোবরা অ্যাটাক চপার।

একটা ক্ষতিগ্রস্ত, অনর্গল বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া।

অন্য কপ্টার ভাসছে লিডের মোড়ের সামান্য উপরের আকাশে। ফ্রেঞ্চদের তৃতীয় সাবমারসিবলের তিন ফ্রগম্যানকে বাগে পেয়েছে ওটা। কিছুই করবার নেই ফ্রেঞ্চদের, মিনিগান ঝাঁঝরা করে দিল তাদের সাবমারসিবল। তার আগেই জান বাঁচাতে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিন ফ্রগম্যান। তারা খুনি, খুন করতেই এসেছে, কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী হত্যাকারীরা তাদেরকে কোনও সুযোগই দিতে রাজি নয়। রক্তাক্ত কিমা হয়ে গেল ফ্রেঞ্চদের দেহগুলো।

'মিস্টার রানা!' পিছনে একটা কণ্ঠ শুনল রানা। 'মিস্টার!'

ঘুরে চাইল রানা।

ডাক দিয়েছে রাশান লোকটা।

'আমরা দক্ষিণে যেতে পারি, এমন না যে পোলার আইল্যাণ্ডে গিয়ে উঠতে হবে! ওই দ্বীপের কোলের কাছে আরও ছোট কয়েকটা দ্বীপ আছে! আমরা ওগুলোতে গিয়ে উঠতে পারি!'

'তাই?' ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আপা...'

থমকে গেছে ও।

সামান্য দূরে উড়ছে ক্ষতিগ্রস্ত কোবরা অ্যাটাক চপার। ওটা ঘোরাতে শুরু করেছে মিনিগান। সাগরে ভাসমান তিন ফ্রেঞ্চ ফ্রগম্যানকে উড়িয়ে দেবে। ওর বোট ব্যবহার করে এই তিন ফ্রেঞ্চের সাবমারসিবল দু'টুকরো করে দিয়েছিল নিশাত। লোকগুলো সাঁতার কেটে ভেসে আছে, কোথাও যাওয়ার নেই। জানা কথা, তাদেরকে মাফ করবে না ধোঁয়া-ওঠা কোবরা কপ্টারের পাইলট।

তখনই একটা কথা মনে হলো রানার।

যারা কোবরা কপ্টার ও অসপ্রে নিয়ে এসেছে, এরা ঠাণ্ডা মাথার খুনি। ফ্রেঞ্চরাও এসেছে ওকে খুন করতেই। কিন্তু তাই বলে তাদেরকে অসহায় পাখির মত গুলি করে শেষ করে দেয়া হবে, এটা মেনে নেয়া যায় না। আরেকটা কথা ভেবেছে রানা, এরা ফ্রেঞ্চ ট্রুপ, যদি এদেরকে সরিয়ে নিতে পারে, এরা হয়তো কাজে আসবে পৃথিবী রক্ষার প্রচেষ্টায়।

এক সেকেণ্ডও দেরি করল না রানা, খপ্ করে তুলে নিল নিশাতের জি৩৬, গ্রেনেড লঞ্চার তাক করল কপ্টারের দিকে, পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার।

ভুস্ আওয়াজ তুলে ব্যারেল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল যিঙ্ক-টিপ্ড্ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গ্রেনেড। পিছনে রেখে গেল সরল রেখার মত ধোঁয়া। তুমুল গতি তুলে কপ্টারের উইণ্ডশিল্ড ভেদ করল রকেট, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো।

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কোবরা কপ্টার।

বাইরের দিকে ছিটকে গেল আগুনের মস্ত এক কমলা গোলক। তার ভিতর দিয়ে নানাদিকে ছুটল ধাতব টুকরো। দুই সেকেণ্ড পর শীতল সাগরে ঝপ্ করে নামল পোড়া কাঠামো। ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল সব। তলিয়ে গেল সাগরের নীচে। হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল তিন ফ্রেঞ্চ ফ্রগম্যান।

'স্যর, জি৩৬-এর আরও কিছু অপশন থাকা উচিত ছিল,' খুশি খুশি স্বরে বলল নিশাত।

কোনও মন্তব্য করল না রানা, ঘুরে চাইল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো এবং চ্যাপ্রোপলের দিকে। ওরা আছে দ্বিতীয় এএফডিভি-তে। 'পাওলো! চ্যাপ্রোপল! এদিকে আসুন! বোটে তুলে নেবেন ফ্রগম্যানদের, তারপর লেজ গুটিয়ে ভাগতে হবে!'

'স্যর, এ কী বলছেন!' আপত্তির সুরে বলল নিশাত, 'এরা তো আপনাকে খুন করতেই এসেছে!'

'যা বলছি, তা-ই করুন,' নির্দেশ দিল রানা।

কুয়াশার দুই বোট গিয়ে থামল তিন হতভম্ব ফ্রেঞ্চের সামনে। হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয়া হলো তাদেরকে। দু'জন উঠেছে পাওলোর রিয়ার ট্রেতে। তৃতীয়জন প্রকাণ্ডদেহী, সে উঠল রানাদের বোটে। ওয়েটসুট থেকে টপটপ করে পড়ছে পানি।

'বঁশো,' বলল রানা, পরক্ষণে ইংরেজিতে জানাল, 'আমাদের দুঃস্বপ্নে স্বাগতম! ...আপা! দক্ষিণে রওনা হন! ...পবন!'

কী যেন ভাবছিল কুয়াশার সহকারী, হঠাৎ চমকে গেল রানার হাঁক শুনে। মুখ তুলে দেখল, ওর বামবাহুর দিকেই আঙুল তুলেছে রানা।

'তুমি আমাদের গাইড! স্যাটালাইট ইমেজিং ব্যবহার করবে! এই গোলকধাঁধা পেরিয়ে নিয়ে যাবে পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তরদিকের দ্বীপের কাছে!'

রিস্টগার্ডের দিকে চাইল পবন। ডিসপ্লেতে অসংখ্য সরু সরু লিড। দু'পাশে বরফের দেয়াল। অপেক্ষাকৃত চওড়া এক লিডে রয়েছে ওরা।

'আমি গাইড হব?' সন্দেহ নিয়ে বলল পবন।

'হ্যাঁ, তুমি। সঠিক পথে যাবে, নইলে মরব সবাই,' বলল রানা। নিশাতের কাছ থেকে হ্যাণ্ডলবার নিল, ফিরিয়ে দিল জি৩৬। 'তুমি আমাদের গাইড। ড্রাইভ করব আমি। ...আপা, গুলি শুরু করুন! রওনা হচ্ছি!'

থ্রটল মুচড়ে ধরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ছুট লাগাল এএফডিভি। পিছনে ছিটকে উঠল পানির তৈরি মোরগের লেজ। পিছু নিল দ্বিতীয় অ্যাসল্ট বোট।

তীরের মত দক্ষিণে চলেছে ওরা।

পিছনে পড়ল নিমজ্জিত ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন।

সোজা সামনে পোলার আইল্যাণ্ড বা মৃত্যুদ্বীপ!

সাত

মাসুদ রানার পরিত্যক্ত ক্যাম্প থমথম করছে।

নিজের তাঁবুতে কয়েকটা টেস্টের নোট নিয়ে বসেছে জার্ড ময়লান, এমন সময় কানে এল একটা এয়ারক্রাফটের আওয়াজ।

গম্বুজের মত তাঁবু থেকে বেরোতেই চোখ গেল দক্ষিণে।

দূর-দিগন্তের দিক থেকে আসছে একাকী বিমান।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভীষণ ভয় পেল ময়লান। মনটা বলল,

বোধহয় মস্ত ভুল করেছে এখানে থেকে গিয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখল, ওটা একটা আমেরিকান ভি-২২ অসপ্রে এয়ারক্রাফট। একপাশে বড় অক্ষরে লেখা: 'মেরিন'।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে স্বাভাবিক হলো জার্ড ময়লান।

সে-ই ঠিক ছিল, ভুল করেছে ওই মাসুদ রানা ব্যাটা।

নিশ্চয়ই এদিকে কোথাও ছিল মেরিনদের দল, আর ওদের জন্য এদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে পেন্টাগন।

হাত নাড়তে লাগল ময়লান।

কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল অসপ্রে, ভাসতে ভাসতে নেমে পড়ল ক্যাম্পের পাশে।

হাসিমুখে মেরিনদের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলো জার্ড ময়লান।

দু'পাশের বরফ-দেয়ালের মাঝ দিয়ে সরু লিডে বুলেটের গতি তুলে ছুটছে রানাদের দুই এএফডিভি।

পবনের দেখিয়ে দেয়া পথে বারকয়েক বামে এবং ডানে সরেছে রানা, তারপর পৌঁছে গেছে প্যানকেক আকৃতির এক বরফ-মাঠের পাশে। লেজ তুলে ভাগছে ওরা। কোবরা কপ্টার ও অসপ্রের থেকে দূরে সরে যেতে হবে। সাবমেরিনের নাবিকদের শেষ করেই ধাওয়া করবে মৃত্যুবাহী দুই এয়ারক্রাফট।

এরই ভিতর তুমুল গতি তুলে সরে এসেছে ওরা অনেক দক্ষিণে ফ্রেঞ্চ সাবমেরিনে টর্পেডো লাগবার পর থেকে, এখন পর্যন্ত মাঝে ফেলেছে কমপক্ষে দশ মাইল সাগর।

রানার পিছনে বসে আছে নিশাত, চোখ পিছনের আকাশে, হাতে উদ্যত জি৩৬। রিয়ার ট্রে-তে ফারিয়া, বব, তারাসভ এবং প্রকাণ্ডদেহী ফ্রেঞ্চ ফ্রগম্যান। শেষেরজনকে এখনও হতভম্ব এবং দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে।

'এবার বামের লিডে ঢুকুন!' জোর বাতাস ছাপিয়ে চেঁচাল পবন, 'এরপর সোজা ডানদিকে!'

নির্দেশ মেনে নিল রানা।

লিডের দুই দেয়ালের মাঝ দিয়ে দেখা গেল দূরে কী যেন।

পোলার আইল্যাণ্ড!

আর্কটিকের সাদা ল্যাণ্ডস্কেপের বিপরীতে অদ্ভুত লাগল দ্বীপটা। চারপাশে সমতল, ধবধবে সাদা জমাট সাগর, আর তার ভিতর কালো, এবড়োখেবড়ো, উঁচু, প্রকাণ্ড পাহাড়ি দ্বীপ। কালো পাথরের পেরেকের মত আকাশে উঠেছে সব পাহাড়-চূড়া। আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে ওগুলো উঠে এসেছিল বরফের বুক চিরে, ওখানেই আছে আজও। সাগরের দিকে ঝুঁকে আছে তুষারাবৃত চূড়া ও খাড়া ক্লিফ— মস্ত এক প্রাকৃতিক দুর্গ।

একটা ক্লিফের চূড়ায় বাতি দেখল রানা। ওখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার বা লাইট হাউস আছে, উপরের জানালা থেকে আলো আসছে। মস্ত ওই দ্বীপের তুলনায় ওই দালান সত্যিই খুবই ক্ষুদ্র।

অবশ্য তারাসভের কথামতই, দ্বীপের সামনে আছে দু'-একটা ছোট দ্বীপ। সেসব নিচু ঢিবির মত, জেগে আছে সমতল বরফের মাঠের উপর। ঢিবিগুলো তুষার ও কাদা দিয়ে ছাওয়া। অবশ্য ওদিকে দেখা গেল বিদঘুটে কিছু দালান।

প্রশংসার সুরে বলল রানা, 'ভাল দেখিয়েছ, পবন। ঠিকই নিয়ে এসেছ এখানে।'

'প্রথম দ্বীপে থামবেন না, ওটা বিষাক্ত!' রানার পাশে পৌঁছে গেছেন তারাসভ। 'দ্বিতীয় দ্বীপে চলুন। এসব বোট কি পানির নীচ দিয়ে চলতে পারে?'

'হ্যাঁ, পারে। ...কেন?' অবাক হয়েছে রানা। ভাবল, কী কারণে সন্দেহ জাগল রাশান বৈজ্ঞানিকের মনে? এএফডিভি-র গোপন এ ক্ষমতা সম্পর্কে বিসিআই, আর্মি ও নেভির সর্বোচ্চ

অফিসার ছাড়া আর কেউ জানে না।

'দ্বিতীয় দ্বীপে ছোট লোডিং ডক আছে, ওখানে ভিড়তে পারবে সাবমারসিবল,' বললেন তারাসভ। 'কারও চোখ এড়িয়ে ওঠা যাবে।'

কুঁচকে গেল রানার ভুরু। 'সাবমারসিবল ভিড়বে এমন লোডিং ডক কারা তৈরি করেছিল?'

'ওভাবে তৈরি করা হয়নি,' জানালেন বিজ্ঞানী। 'কিন্তু বাধ্য হয়ে ধ্বংস করা হয় ওই ডক। কারণ... ওখানে... একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল।'

'কী ধরনের দুর্ঘটনা?' জানতে চেয়েই চমকে গেল রানা। ওদের বোটের সামনের সাগরে শিলা-বৃষ্টির মত পড়ছে মিনিগানের গুলি। পরক্ষণে ওদের মাথার উপর দিয়ে শোঁও করে বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় কোবরা কপ্টার।

'ওরা পেয়ে গেছে আমাদেরকে!' চেঁচিয়ে উঠল বব।

'আপা!' জরুরি সুরে বলল রানা, 'টানা গুলি করুন!'

'জী, স্যর!' জি৩৬ তুলেই পাল্টা গুলি শুরু করল নিশাত।

দু'পাশের বরফ-দেয়ালের মাঝ দিয়ে তীরের বেগে দ্বীপের দিকে ছুটছে ওরা।

ব্যস্ত হয়ে গুলি ছুঁড়ছে নিশাত, কিন্তু কোবরা কপ্টারের আর্মার্ড প্লেট থেকে ঠং-ঠং আওয়াজে ছিটকে পড়ছে বুলেট। রানার অনুকরণে গ্রেনেড লঞ্চার ব্যবহার করতে চাইল নিশাত। কিন্তু তৈরি হয়ে আছে কোবরা কপ্টারের পাইলট। একরাশ পটকার মত তুবড়ি ছাড়ছে সে, নিশাতের লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রেনেড সেখানেই আঘাত হানছে। কোবরা কপ্টারে পৌঁছানোর অনেক আগেই বিস্ফোরিত হচ্ছে গ্রেনেড।

পলায়নরত দুই বোটের উপর তুমুল বৃষ্টির মত নামল গুলি।

বারকয়েক বরফের দেয়ালের আড়াল নিয়ে কপ্টার থেকে দূরে

থাকতে চাইল রানা। পৌঁছেও গেল সামনের বাঁকে, আর তখনই মিনিগানের গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হলো পিছন বরফ-দেয়াল।

'বব!' গলা ছাড়ল রানা, 'অসপ্রের জন্যে আকাশে চোখ রাখো! ওরা নিশ্চয়ই আলাদাভাবে সার্চ করছে। আর কোবরার পাইলট জানিয়ে দেবে আমরা কোথায়...'

তখনই হাজির হলো অসপ্রে, কানে তালা লেগে গেল ওটার ইঞ্জিন ও রোটরের ভয়ঙ্কর আওয়াজে। অনেক নিচু দিয়ে এসেছে, দুটো ছয় ব্যারেলের ভালকান কামানের মুখ থেকে ঝলসে উঠল কমলা আগুন।

এইমাত্র লিডের তীক্ষ্ণ একটি কোনা ঘুরে ছুটছে দুই স্পিডবোট, এমন সময় পিছনে ছিটকে উঠল বরফের কুচি ও সাগরের পানি।

'শালীর কপালটাই খারাপ!' জি৩৬ দিয়ে তুমুলভাবে গুলি করছে নিশাত। ওর সঙ্গে যোগ দিল বব। ওর হাতে ঢের ছোট অস্ত্র এমপি-৭। পাশাপাশি গুলি করছে দু'জন, কিন্তু ওদের প্রতিপক্ষ অসপ্রে এবং কোবরা কপ্টারের ফায়ারপাওয়ার ঢের বেশি।

সামনের দিকে চেয়ে আছে রানা। বিষাক্ত দ্বীপের কাছে পৌঁছতে হলে এরই ভেতর দিয়ে যেতে হবে কমপক্ষে একমাইল।

গন্তব্য অনেক দূরে।

সিকি মাইল যাওয়ার আগেই মারা পড়বে ওরা সব ক'জন।

'স্যর...' ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকল নিশাত।

'জানি,' বলল রানা। হাতে সময় পাবে না ওরা।

এখন একমাত্র কাজ হওয়া উচিত...

'পাওলো! স্কার্টগুলো গুটিয়ে নিন, তলিয়ে যেতে হবে! ...আপা! ওদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে আরও অন্তত একটা মিনিট!'

'হয়তো বড়জোর আধমিনিট পাবেন, স্যর!'

'চেষ্টা চালিয়ে যান!'

কন্ট্রোল প্যানেলে একের পর এক সুইচ টিপছে রানা। একই সময়ে একটা সি-ম্যাগ ইজেক্ট করল নিশাত, অস্ত্রে আটকে নিল আরেকটা ম্যাগাযিন, তারপর গুলি করল নতুম উদ্যমে।

বাঁক নিয়ে ওদের পিছনে পৌঁছে গেছে অসপ্রে। একই সময়ে সরু খালের সামনের দিকে পৌঁছল কোবরা। অস্ত্র তাক করেছে রানাদের লক্ষ্য করে। চরকির মত ঘুরছে রোটর, আরও নেমে এল কপ্টার। পথ আটকে দিল রানাদের।

শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল রানার গলা।

ওরা আটকা পড়েছে দুই শত্রু এয়ারক্রাফটের মাঝে।

নিশাতও বুঝতে পেরেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'এবার খেলা শেষ...'

'মেই নন,' পিছনে ভারী ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ শুনল নিশাত। পরক্ষণে শুনল জোরালো শাক-শাক আওয়াজ।

ঝট্ করে প্রকাণ্ডদেহী ফ্রেঞ্চ ফ্রগম্যানের দিকে ঘুরে চাইল রানা ও নিশাত। লোকটা সাত ফুটি, হাতে মস্ত এক অস্ত্র। একটু আগেও ওটা ঝুলছিল পিঠে। জিনিসটা নিশাতের জি৩৬-এর চেয়ে কম করেও আট গুণ ভারী। ওই জিনিস আগেও দেখেছে রানা। রাশানদের তৈরি ৬পি৪৯ কর্ড। হেভি মেশিনগানের পেট থেকে ঝুলছে গুলি ভরা বেল্ট। সাধারণত ট্যাঙ্কের টারেটে থাকে এসব ভারী মেশিনগান। বুলেট হয় ১২.৭ এমএম। কিন্তু মডিফাই করা হয়েছে এই কর্ড, দানব ফ্রেঞ্চের চওড়া দুই কাঁধের স্ট্র্যাপে ঝুলছিল।

হ্যাঁচকা টানে মুখ থেকে স্কুবা হুড খুলে ফেলল লোকটা, চারপাশে ছড়িয়ে গেল একরাশ বাদামি চুল। তার খ্যাপাটে দাড়িও বাদামি, নেমেছে প্রায় নাভি পর্যন্ত। দু'হাতে কর্ড তুলে ধরেছে সে,

গুলি শুরু করেছে অনায়াস ভঙ্গিতে।

প্রায় কামানের মত মেশিনগানের মুখ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে তিন ফুটি কমলা আগুনের হলকা। ভারী ক্যালিবারের বুলেট গিয়ে লাগছে কোবরা কপ্টারের গায়ে।

নিশাতের জি৩৬-এর গুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে কোবরা চপারের আর্মার্ড প্লেট ও উইণ্ডশিল্ড, কিন্তু কর্ড একেবারেই অন্য জিনিস!

দানব ফ্রেঞ্চের বুলেট চিবুতে শুরু করেছে কপ্টারের দেহ।

ঝরঝর করে ভেঙে পড়ল উইণ্ডশিল্ড, কাঁচের সঙ্গে মিশে আছে মৃত পাইলটের রক্ত। সরাসরি বুলেট লাগল কপ্টারের ইঞ্জিনে। মাত্র এক সেকেণ্ড পর শতখানেক বুলেটের আঘাতে বিস্ফোরিত হলো গোটা এয়ারক্রাফট। নানাদিকে ছিটকে গেল ভাঙা টুকরো।

জোরালো ধপাস্ আওয়াজ তুলে সাগরে নামল কোবরার জ্বলন্ত কাঠামো। ফ্রেঞ্চ ফ্রগম্যান তার দানবীয় অস্ত্র ঘোরাতেই চমকে গেছে অসপ্রের পাইলটও, ঝট্ করে সরে গেল রেঞ্জের বাইরে, অনেক দূরে।

ফরাসি দানবের দিকে ঘুরে চাইল রানা।

গম্ভীর 'হুম' আওয়াজ তুলে ট্রিগার থেকে আঙুল সরাল লোকটা, একবার হাতড়ে নিল প্রিয় দাড়ি। রানার দিকে চেয়ে বলল, 'অ্যালি! গো!'

হতভম্ব হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে আছে নিশাত, একবার চট্ করে দেখে নিল নিজের অস্ত্রটা। ওটাকে মনে হলো গুলতি।

এদিকে বসে নেই রানা, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অন করল আরও কয়েকটা সুইচ। 'পাওলো! আপনি রেডি? অসপ্রে ফেরার আগেই ডুব দিতে হবে!'

'ডাইভ দেয়ার জন্যে আমরা তৈরি,' ইয়ারপিসে শুনল রানা।

নিজের বোটের যাত্রীদের দিকে ঘুরল ও। 'রেগুলেটর প্যানেল

খুলে দিন, আপা। সবাই বুঝে নিন একটা করে মাউথপিস। একহাতে ধরবেন রিস্ট কর্ড। ডেকের স্টিরাপে ঢুকিয়ে নেবেন পা, নইলে খসে পড়বেন। ...পবন, দেখো, যেন ভেসে না ওঠে বন্ধু।'

বোটের মাঝের দীর্ঘ সিটের পাশের ছোট এক প্যানেল খুলল নিশাত, ওখান থেকে বেরোল আটটি স্কুবা রেগুলেটর, সঙ্গে হোস। সব গিয়ে ঢুকেছে বড় একটি কমপ্রেস্‌ড্‌ এয়ার ট্যাঙ্কে। সিটের পাশেই রাবারের কর্ড। কব্জিতে পেঁচিয়ে নিলেই আর ছুটন্ত সাবমারসিবল থেকে ছিটকে পড়বে না যাত্রীরা।

'ঠিক আছে, পাওলো, পিছু নিন,' জানিয়ে দিল রানা।

রেগুলেটর ও কর্ড বুঝে নিয়েছে সবাই, এবার এএফডিভি'র বাইরের দিকের রাবারের স্কার্ট থেকে বাতাস বের করে দিল রানা। সরু, অ্যাসল্ট বোট হয়ে উঠল দ্রুতগামী, কালো এক সাবমারসিবল। আগেই কোমরের পাউচে সানগ্লাস ভরে ফেলেছে রানা, এবার সিটের নীচ থেকে স্কুবা মাস্ক নিয়ে পরে নিল চোখে, মুখে রেগুলেটর।

আকাশের রাজ্য থেকে সাগর-তলে পিছলে নেমে গেল ওদের বোট। জমাট বরফের নীচ দিয়ে চলেছে। তলিয়ে গেছে দ্বিতীয় এএফডিভিও, পাশাপাশি চলল দুই সাবমারসিবল। পরেরটায় রয়েছে পাওলো, জর্জ চ্যাপ্রোপল এবং অন্য দুই ফ্রেঞ্চ ফ্রগম্যান।

মাত্র দশ সেকেণ্ড পর আবারও হাজির হলো অসপ্রে, এবার শেষ করে দেবে শত্রুদেরকে। পাইলট আগে থেকেই চালু করেছে মিনিগানের ব্যারেল।

কিন্তু সাগরের বুকে কাউকে দেখতে পেল না সে।

আট

আর্কটিক সাগরতলের থমথমে নৈঃশব্দ্য চিরে ছুটে চলেছে দুই সাবমারসিবল।

চারপাশে ভুতুড়ে ফ্যাকাসে নীল। মাথার উপর ধবধবে সাদা প্যাক আইস। রিস্ট কর্ড ও পায়ের স্টিরাপের গুণে এএফডিভির উপর টিকে আছে সবাই।

আবছা সাদা আলোর ভিতর দিয়ে চলছে রানারা, ক্রমেই উঠে আসছে সাগরের মেঝে।

কিছুক্ষণের ভিতর প্রথম দ্বীপের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

স্কুবা মাস্ক পরেছে রাশান বৈজ্ঞানিক, মুখে রেগুলেটর, হাত তুলে ডানদিক দেখাল। গতি না কমিয়ে দ্বীপের ভিত্তির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল রানা, এখনও চলেছে ভাসমান বরফের তলা দিয়ে। কয়েক মিনিট যাওয়ার পর পড়ল খাটো এক নালার ভিতর। ওটা পেরিয়ে যাওয়ার পর আবারও উঠে এল সাগরের জমি, উপরে প্যাক আইস। ওরা পৌঁছে গেছে দ্বিতীয় দ্বীপের কাছে।

দিক নির্দেশ করল তারাসভ।

দ্বীপের পাশ দিয়ে চলেছে রানা। পৌঁছে গেল চৌকো কংক্রিটের মস্ত এক দরজার সামনে। যেন রেলগাড়ির টানেল, এসব থাকে পাথুরে এলাকায়।

এই লোডিং ডকের কথাই বলেছে বিজ্ঞানী।

ছাতের ভাঙা কংক্রিটের চাঁই ঝুঁকে এসেছে নীচে। দাঁত বের

করেছে বেঁকে যাওয়া সব লোহার পুরু রড। অতীতে কোনও এক সময়ে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে ডকের ছাত। এখন আর এ পথে ভিড়তে পারবে না কোনও বোট। কিন্তু ডকের তলা দিয়ে চলবে সাবমারসিবল।

ভাঙা কংক্রিটের টানেলের ওদিকে শুধু ঘুটঘুটে আঁধার।

পিছনে ম্যাক পাওলোর সাবমারসিবলটাকে নিয়ে সাবধানে এগোতে লাগল রানা।

তিরিশ গজ যাওয়ার পর পাওয়া গেল ভেসে উঠবার মত জায়গা। এদিকের পানি এতই টলটলে, যেন চৌকো কোনও কাঁচের পাত।

নিশাত ও প্রকাণ্ড ফ্রেঞ্চের দিকে ইশারা করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে গেল দুই কমাণ্ডো। এবার উপরে উঠতে লাগল রানা।

ভেসে উঠল কয়েক সেকেণ্ড পর।

ছোট একটা কংক্রিটের ডকে হাজির হয়েছে ওরা। চারপাশে দিনের ধবধবে আলো।

মাস্ক খুলে ফেলল রানা। চমকে গেছে।

কংক্রিটের দেয়ালের নানাদিকে লেগে আছে রক্তের ছিটে।

একপাশের কাঁচের দরজায় ফাটল।

একটু দূরে পড়ে আছে একটা পোলার বেয়ার। খুবলে খাওয়া হয়েছে ওটার মাংস।

ভয়ানক দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে গেল সবার।

পচা রক্ত ও মাংসের বদবু।

একটু দূরেই রিইনফোর্স্ড্ কাঁচের দরজা। পাশের দেয়ালেই কি-প্যাড। এখনও কাজ করে। জ্বলজ্বল করছে বাতি।

ওই দরজা দিয়ে যেতে হবে দ্বীপের ওদিকে।

কপাল ভাল, এখনও আস্ত আছে কাঁচের দরজা।

ওদিক থেকে যেন ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল বালতি ভরা রক্ত।

ওয়ায়ার-ফ্রেমের কাঁচের দরজার ওপাশে কোনও জন্তুর খামচির গভীর সব দাগ।

'এ জায়গাটা আসলে কী?' এএফডিভি থেকে নেমে কংক্রিটের ডকে পা রাখল রানা। কেউ জবাব দেয়ার আগেই অন্ধকার এক কোনা থেকে ছুটে এল কী যেন।

ওটা প্রকাণ্ড। সাদা। প্রচণ্ড গতি। ভয়ঙ্কর এক গর্জন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল রানার ওপর।

প্রতিক্রিয়ার সুযোগই পেল না রানা, চরকির মত ঘুরেই আবছাভাবে দেখল অসংখ্য হলদে দাঁত। জট্ পাকানো সাদাটে রোম, দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে দীর্ঘ দুই বাহু। থাবার আঙুলগুলোয় নোংরা বাঁকা সব নখ!

অন্তত দশটা গুলি করা হয়েছে ডকের বদ্ধ পরিবেশে।

ঝটকা খেল বিশাল প্রাণীটার মাথা।

দ্বিতীয় দফা গুলি করা হলো পোলার বেয়ারের বুকে।

হ্যাঁ, জন্তুটা মেরু ভালুকই। কিন্তু আগে কখনও এমন পোলার বেয়ার দেখেনি রানা।

হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগতেই থমকে গেছে জানোয়ারটা। ধুপ করে পড়ল মেঝেতে, মৃত।

কে ওকে রক্ষা করেছে দেখবার জন্য ঘুরে চাইল রানা। ভেবেছিল গুলি করেছে নিশাত বা ফ্রেঞ্চ দানব।

তা নয়।

অন্য দুই ফ্রগম্যানের একজনের অস্ত্রের নল থেকে বেরোচ্ছে ধূসর ধোঁয়া। তিন ফ্রেঞ্চের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সে। হাতে শ্টায়ার টিএমপি মেশিন পিস্তল। অস্ট্রেলিয়ান অস্ত্রটা দেখতে উযির মতই, কিন্তু আধুনিক। নিখুঁত ফায়ারিং পজিশনে রাখা হয়েছে ওটাকে।

এক সেকেণ্ড পর ঘুরে গেল ফ্রগম্যান, এবার অস্ত্র তাক করল রানার বুকে। তখনই আততায়ীর ডান কবজির ভিতরের অংশ দেখল রানা। ওখানে একটা উল্কি। তার ভিতর লেখা: পনেরো।

তারমানে এই লোকই ডিজিএসই-র এজেন্ট সেই এস. এফ।

ফ্রান্সের এক্সটার্নাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, বা ডিজিএসই-র আততায়ী।

রানাকে খুন করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে একেই।

অস্ত্রটা বাড়িয়ে রেখেছে, অন্যহাতে ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলল স্কুবা হুড।

অবাক হয়ে রানা দেখল, এ কোনও লোক নয়!

কৃষ্ণ কেশের, কুচকুচে কালো চোখের অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর চোখে!

'অ্যালো; মেজর রানা,' ফ্রেঞ্চ উচ্চারণে নিচু স্বরে বলল সুন্দরী, 'আমার নাম শ্যাখন ফ্যেনুয়্যা। আমাকে পাঠানো হয়েছে ডিখেকসঁ জেনাখেলে দে লা সিকিউখিতে এক্সতেখিয়েখ থেকে। নিশ্চয়ই জানো, আমি এসেছি তোমাকে খুন করতে। কিন্তু কাজটা করার আগে জানতে চাই, বলো তো, এখানে আসলে কী ঘটছে?'

শ্যাখন ফ্যেনুয়্যার অস্ত্রের ব্যারেলের দিকে চেয়ে আছে রানা।

পিছনে ওর দলের অন্যরা। নিশাত সুলতানা, বব, পাওলো এবং তিন সিভিলিয়ান— জর্জ চ্যাপ্লোপল, ফারিয়া ও পবন।

মেয়েটার নাম ইংরেজিতে শ্যাখনের বদলে শ্যারন হবে, ভাবল রানা। তার পিছনে অন্য দুই ফ্রেঞ্চ সঙ্গী। বাগিয়ে ধরেছে অস্ত্র। বদ্ধ জায়গায় দানবের কর্ড দেখাচ্ছে হাউয়িটযারের মত।

একপাশে দাঁড়িয়ে রাশান বিজ্ঞানী ম্যাকসিম তারাসভ।

সৃষ্টি হয়েছে ভীষণ অস্বস্তিকর পরিবেশ।

কঠোর চোখে রানার দিকে চেয়ে আছে শ্যারন। কীসের যেন হিসাব কষছে।

আমার ওজন বুঝতে চাইছে, মনে মনে বলল রানা।

আন্দাজ করল, মেয়েটার উচ্চতা হবে পাঁচ ফুট ছয়।

পরিবেশ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে মেয়েটিকে ভাল লাগতে পারত রানার।

অদ্ভুত অপরূপা। দেহ ক্ষিপ্র চিতার মত, অ্যাথলেটিক। জ্যোৎস্না রঙের ত্বক। গোল মুখটা পূর্ণ চাঁদের মত। কপালের শেষে কালো চুল, চুড়ো করে খোঁপা করা। এখন সামান্যতম নড়ছে না দু'চোখের কালো দুই মণি।

শ্‌টায়ার ছাড়াও ওয়েপন বেল্টে স্মোক ও স্টান গ্রেনেড। পাশে ঝুলছে এনার্জি ড্রিঙ্কের ক্যান আকৃতির কয়েকটা পাঁচ মিনিট চলবার মত স্কুবা ব্রেদিং বটল। কোমরে দুটো ছোরা, একটা রুপালি স্বিগ সাওয়ার পি২২৬ পিস্তল। বুকে ছোট হোলস্টার। শেষ উপায় হিসাবে রাখা হয়েছে ছোট্ট পিস্তল রুগার এলসিপি।

আস্তে করে মাথা কাত করল রানা। 'শ্যারন ফ্যেনুয়্যা?'

'তুমি যেন নামটা আগেও শুনেছ?'

সতর্ক সুরে বলল রানা, 'অ্যান্টার্কটিকার এক আইস স্টেশনে দেখা হয়েছিল এক ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীর সঙ্গে। তার নাম ছিল ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা।'

পলক পড়ল না শ্যারন ফ্যেনুয়্যার চোখে।

'ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা তোমার আত্মীয়? ...ভাই?'

'চাচাতো ভাই। ছোটবেলা থেকেই খাতির ছিল আমাদের।'

মনের চোখে লোকটাকে দেখল রানা। যেন ক' দিন আগের কথা। ফ্রেঞ্চ উপকূলীয় রিসার্চ স্টেশন ডুমো ডি'খ-ঈলেখ থেকে এসেছিল সে। সঙ্গে ছিল নকল বিজ্ঞানী ফ্রেঞ্চ প্যারাট্রুপার দল। তাদের কাজ ছিল উইলকক্স আইস স্টেশনের সবাইকে খুন করে স্পেসশিপ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

'ম্যাথিউ সিভিলিয়ান ছিল, একজন বিজ্ঞানী...' শুরু করেও

থেমে গেল শ্যারন।

'যার কাজ ছিল বাংলাদেশ এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীদেরকে খুন করে সবার আগে স্পেসশিপ দখল করা,' পাল্টা খোঁচা দিল রানা। 'কিন্তু পরে দেখা গেল, ওই স্পেসশিপ আসলে মোটেও ভিনগ্রহের নয়।'

আরও শীতল হয়ে গেল শ্যারনের চোখ। 'তুমি কি তাকে নিজ হাতে খুন করেছ?'

'ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র করেছিল, খুন করেছিল...'

'তুমি কি তাকে খুন করেছ?'

'না। ওকে খুন করেছিল এসএএস-এর প্রধান জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন।' বাধ্য হয়ে উইলকক্স স্টেশন ত্যাগ করে সরে যেতে হয়েছিল রানাকে। ব্যবহার করেছিল কয়েকটি হোভারক্রাফট। একটা খুঁটির সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফে আটকে রেখে গিয়েছিল ও ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যাকে। পরে তার মাথায় গুলি করে খুন করেছিল গুণ্ডারসন।

রানার বুকে এখনও অস্ত্র তাক করে রেখেছে শ্যারন।

কালো চোখদুটো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানাকে। টানটান উত্তেজনার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ একটা সময় পেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ করেই মাথা সামান্য কাত করল শ্যারন, চোখে দ্বিধা।

কারণটা বোধহয় বুঝতে পারছে রানা।

কোনও মিথ্যার জন্য তৈরি ছিল মেয়েটি, কিন্তু তার ধারকাছ দিয়েও যায়নি ও।

অবাক হয়েছে শ্যারন।

বোধহয় বিস্মিত হতে অভ্যস্ত নয় এই মেয়ে।

খুন করতে এসেছে এক খুনিকে। বদলে দেখছে...

'মেজর রানা, নিশ্চয়ই জানো দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্স তোমার মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করেছে? তুমি উইলকক্স

আইস স্টেশনে এবং পরে যা করেছ, সেজন্যে তোমাকে মরতে হবে। ধ্বংস করেছ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ব্রিঁয়া পওলাস। আর আমার নিজের ব্যক্তিগত কারণে চাই তুমি মারা পড়ো। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে হত্যা করতে, তার পরেও একটু আগে আমার লোক এবং আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে সরিয়ে এনেছ। ...এর কারণ কী?'

সহজ গলায় বলে গেল রানা, 'আমি প্রায় অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়ছি। তোমার দেশ বা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের প্রতিশোধের চেয়েও ঢের বড় হয়ে উঠেছে এখন গোটা পৃথিবীটা রক্ষা করা। একটু আগে আস্ত একটা সাবমেরিন হারিয়েছ তোমরা। পারলে সবাইকে বাঁচাতাম। এখন শত শত সৈনিক দরকার। আমার মনে হয়েছে, আমরা যদি তোমাদেরকে উদ্ধার করি, তোমরা হয়তো জানতে চাইবে কী ঘটছে এখানে। এমনও হতে পারে, তোমরা হয়তো আমার মিশনে যোগ দেবে।'

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্যারন ফ্যেনুয়্যা।

নিষ্কম্প হাতে অস্ত্র তাক করে রেখেছে রানার বুকে।

তারপর আস্তে করে অস্ত্রটা নামিয়ে নিল সে।

'ঠিক আছে, মেজর, আমি শুনছি। যা বলার বলো। কিন্তু একটা কথা মগজে গেঁথে নাও: এই বিপদ থেকে বেরিয়ে গেলেই মুখোমুখি হব আমরা। আমার হাতে মরবে তুমি।' নিজের লোকদের দিকে হাতের ইশারা করল মেয়েটা। 'ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখন ও সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁ। ...ঠিক আছে, এবার জানাও কী ঘটছে এখানে।'

সংক্ষেপে শ্যারন এবং তার দুই সঙ্গীকে সবই খুলে বলল রানা। তাতে সময় নিল বড়জোর তিন মিনিট। পোলার আইল্যাণ্ড, দস্যু আর্মি, অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন বিষয়ে সবই জানা হয়ে গেল ফ্রেঞ্চদের। শেষে রানা যোগ করল, 'আমাদেরকে শেষ

করতে হাজির হয়েছিল রাফিয়ান আর্মির এয়ারক্রাফট, এবং ঠিক সেই সময়ে হাজির হয়েছ তোমরা, ফলে খুইয়েছ সাবমেরিনটা।'

পবনের কাছ থেকে রিস্টগার্ড নিল রানা, ওটার স্ক্রিন চালু করল। রাফিয়ান আর্মির নেতা এবং রাশান প্রেসিডেন্টের ভিডিয়ো ক্লিপ দেখাল শ্যারনকে।

এ সময়ে প্রকাণ্ডদেহী ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্টেনের পাশে চলে গেল নিশাত। বলল, 'হ্যালো।'

'অ্যালো।'

'ভাল অস্ত্র। কর্ড।'

'অস্ত্রের প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' আস্তে করে মাথা দোলাল দানব। নিশাতের রাইফেলটা দেখল। 'জি৩৬। ওটাও ভাল অস্ত্র।'

হাত বাড়িয়ে দিল নিশাত, 'বাংলাদেশ আর্মি, ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা।'

'আমি ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখন, ফার্স্ট প্যারাশুট রেজিমেন্ট। আর্মি থেকে আমাকে ডিজিএসই-এর সঙ্গে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে। বন্ধুরা ডাকে বুনো বলে।'

লোকটার উস্কোখুস্কো চুল ও দাড়ি দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেন বুনো বলা হয়, ভাবল নিশাত। 'বুনো? ভাল নাম।'

'আস্থা রাখতে পারেন আমার ওপর, ওই নাম এমনি এমনি হয়নি। আমি ভালুকের মত খাই, মদ গিলি ভাইকিঙের মত, খুন করি সিংহের মত— সমস্যা শুধু...' ভুরু কুঁচকে ফেলল ক্যাপ্টেন।

'বলুন, অসুবিধে কী?' উৎসাহ দিল নিশাত।

'না, থাক।'

'বাদ থাকবে কেন?'

মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুনো। 'না, কোনও মেয়ে কখনও আমাকে ভালবাসেনি।'

'একদিন নিশ্চয়ই বাসবে,' সান্ত্বনা দিল নিশাত।

'হয়তো...' আরেকবার নিশাতের জি৩৬ রাইফেল দেখল সে, তারপর বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে বুনো নামে ডাকতে পারেন।'

লোকটার বয়স কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ, কিন্তু এখনও ক্যাপ্টেন রয়ে গেছে কেন, ভাবল নিশাত। জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'অনেক বেশি বয়সে আর্মিতে যোগ দিয়েছেন?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল বাদামি চুলের দানব। 'না। বাড়াবাড়ি করায় এক ব্রিগেডিয়ারকে পিটিয়ে দিয়েছিলাম, তাই দুই ধাপ নামিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'আচ্ছা, তার মানে আগে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল?'

'হ্যাঁ।'

সাহসের অভাব নেই এর, কেন যেন দানবটাকে পছন্দ করে ফেলল নিশাত। বাংলায় বিড়বিড় করল, 'ব্যাটা লোক খারাপ মনে হচ্ছে না।'

'কিছু বললেন?' জানতে চাইল বুনো।

'না, কিছু না।'

কথা আরও চলত, কিন্তু তখনই রাফিয়ান আর্মি সম্পর্কে কী যেন বলল শ্যারন ফ্যেনুয়্যা। বুনো ও নিশাত মনোযোগ দিল আলাপে।

'তা হলে এরাই রাফিয়ান আর্মি...' এমপিইজি দেখা শেষ করেছে শ্যারন।

'আগেও এদের নাম শুনেছ?' জানতে চাইল রানা।

'ডিজিএসই-র যে ডিভিশনে আছি, তার কাজ টেরোরিস্ট অর্গানাইযেশন নিয়ে নয়,' বলল শ্যারন, 'কিন্তু, হ্যাঁ, কয়েক মাস আগে আমাদেরকে ওই সংগঠনের বিষয়ে ব্রিফ করা হয়েছে।'

'তাতে কী বলা হয়েছে?'

'গত বছর থেকে এই দলের ওপর চোখ রাখছে ডিজিএসই।

বিসিআই-এর মত প্রতিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তাই করছে।'

'আমাদেরকে এই তথ্য পাঠানো হয়েছে,' ডিআইএ-র মহিলা এজেন্ট রিনা গর্ডনের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট রিস্টগার্ডের স্ক্রিনে শ্যারনকে দেখাল রানা।

চট্ করে পড়ল ডিজিএসই এজেন্ট।

'আমিও কাছাকাছি একই রিপোর্ট পেয়েছি।'

'এরা কারা, বা কী কারণে এসব করছে?' বলল রানা।

'এরা কারা?' কাঁধ ঝাঁকাল শ্যারন। 'নতুন কোনও টেরোরিস্ট গ্রুপ? আল-কায়েদার এক অংশ? কোনও দস্যু আর্মি, যাদের নীতি নেই? কোনও দেশের নয়? ... কেউ জানে না কিছুই।'

'এদের নেতা সম্পর্কে কিছু জানো? অনায়াসে রাশান প্রেসিডেন্টকে অপমান করছে। ...কে এই লোক?'

'যে লোক ওই আর্মির প্রধান, তার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। সামান্য কয়েকটা সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গেছে। ওই লোক সবসময় বড় সানগ্লাস পরে। মাথায় থাকে হুড বা হেলমেট। পরিচয় জানার উপায় থাকে না। কিন্তু বাম কান ও চোয়ালের অ্যাসিডের ক্ষত লুকায় না— হয়তো ইচ্ছে করেই। প্রতিটি মিলিটারি ডেটাবেস খুঁজে দেখেছে ডিজিএসই, কোথাও ওই চেহারার কোনও সৈনিক বা স্পেশালিস্টকে পাওয়া যায়নি।

'এ ছাড়া, কয়েকটা হামলার সময় তার কয়েকজন লেফটেন্যান্টের ছবি পাওয়া গেছে ক্লোজ্ড্-সার্কিট ক্যামেরায়। রাফিয়ান আর্মি চিফের ডানহাত বলে ধারণা করা হচ্ছে তাদের একজনকে। সে প্রাক্তন এক চিলিয়ান টর্চারার। নাম: সাইক্লোন।'

চুপ হয়ে গেল শ্যারন, কী যেন ভাবছে।

'আমাদের ধারণা রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা বিভিন্ন দেশের নাগরিক। তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে অত্যন্ত দক্ষ একদল মিলিটারি অফিসার। দলের সদস্যদের তেমন মূল্য নেই। আবার এ-ও ঠিক,

এরা খুবই নিয়ন্ত্রিত এবং পেশাদার দল। কয়েকবার রাশান মিলিটারি ভেসেল এবং ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন কর্পসের বেসে হামলা করেছে।'

'কিন্তু কী চায় ওরা?' বলল রানা। 'এ ধরনের দল সাধারণত কিছু না কিছু চায়। হয়তো নতুন কোনও দেশ গড়বে, বা ছুটিয়ে নিতে চায় কারাগার থেকে দলের বন্দিদের...' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'রাফিয়ান আর্মির সর্বোচ্চ নেতা রাশান প্রেসিডেন্টকে বলেছে: "আমরা গরীব ও ক্ষুধার্ত দল, সব নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। এমন এক দল, যারা বিদ্রোহ করেছে ক্ষমতাশালী আপনাদের সবার বিরুদ্ধে। গৃহস্বামীর দরজার সামনে বসে থাকা ক্ষুধার্ত কুকুর আমরা।" এসব পংক্তি নিয়েছে উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা অগারিয অভ ইনোসেন্স থেকে।'

'ভাল রেফারেন্স,' মাথা দোলাল শ্যারন। 'ভুল পথে চলে যাওয়া আরেক রবিন হুড? গরীবদের হয়ে ধ্বংস করবে ধনী রাষ্ট্র?'

'জানি না কী চায়,' বলল রানা।

'আমরাও জানি না।' আস্তে করে মাথা নাড়ল শ্যারন।

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভেবে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'চিলির কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে এক শ' কয়েদী। এর পর পরই সুদানের জেল থেকে বেরিয়ে গেছে আরও এক শ' জন। এ ছাড়াও রয়েছে দস্যু আর্মির অফিসাররা। ওই দ্বীপে উঠলে হয়তো মুখোমুখি হব দুই শ' বিশজন খুনির।'

'আর আমরা মাত্র দশজন,' বলল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো। 'আমাদের বোধহয় উচিত...'

'আমি নিজেই দশজনের সমান,' হাসিমুখে বলল নিশাত।

'আর আমি বিশজন,' বলল ফ্রেঞ্চ বুনো।

'সাবমেরিন ডকে এক শ' যোদ্ধার মুখোমুখি হয়েছিল বিখ্যাত হাতুড়িমাথা নটি এরিকের টিম,' হতাশ সুরে বলল পাওলো। 'মনে

রাখুন তাদের কী হয়েছে। আর তারা ছিল সিল টিম!'

রানা চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়িঃ

৯:৩৫

'হাতে একঘণ্টা পঁচিশ মিনিট আছে,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

উঠে দাঁড়াল মেরিন ক্যাপ্টেন পাওলো। 'আপনি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন, মেজর? আমাদের সঙ্গে যদি আরও পঞ্চাশজন সৈনিকও থাকত, এক সপ্তাহ লড়াই করেও ওই দ্বীপে উঠতে পারতাম না! নিজের দলের দিকে দেখুন। আমরা আটকা পড়েছি দুর্গন্ধভরা এই গর্তে। কোথাও যাওয়ার নেই। এরা যদি আমাদের পিছনে সৈনিক পাঠিয়ে দেয়, আমরা শেষ। এই মিশন অফিশিয়ালি আত্মহত্যার।'

স্থির চোখে পাওলোর দিকে চাইল রানা, কিন্তু টুঁ শব্দ করল না।

মিথ্যা বলেনি মেরিন ক্যাপ্টেন, সত্যিই ওরা ঝাঁপ দিতে চলেছে মৃত্যুর মুখে।

নয়

যখন দ্বিতীয় দ্বীপের ডকে আলাপ করছে রানা ও তার দলের সবাই, সেই সময় ওদের উপর হামলা করা ভি-২২ অসপ্রে ফিরছে পোলার আইল্যাণ্ডে।

দেখতে না দেখতে উত্তরদিকের U আকৃতি উপসাগরে পৌঁছে গেল এয়ারক্রাফট, ছোট্ট তিন দ্বীপ পেরিয়ে বাড়িয়ে নিল উচ্চতা,

ডিঙিয়ে গেল মৃত্যুদ্বীপের উত্তরের ক্লিফ। পিছনে রইল আকাশ-ছোঁয়া ক্লিফের পায়ের কাছে তৃতীয় জনশূন্য দ্বীপ। ওটার চারপাশের সাগরে গলতে শুরু করেছে বরফের মাঠ। এখানে ওখানে টলটল করছে নীল জল। তার ওপর ভাসছে ট্রাকের সমান সব বরফখণ্ড।

পুরনো কেবল কার টার্মিনালের উপর দিয়ে ভেসে গেল অসপ্রে। কাছের খুদে দ্বীপের সঙ্গে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত মূল দ্বীপের টার্মিনাল। ওটা পেরোবার পর অদ্ভুত দৃশ্য দেখল বিমানের পাইলট— মাথাছেলা।

দূরে, বামে প্রকাণ্ড দুই ভেন্ট থেকে আকাশে উঠছে ঝিলমিলে টিইবি মিশ্রণ। ভোরে দুই ভেন্টের একটার গায়ে আঁকা হয়েছে মস্ত এক বৃত্ত, ভিতরে বিশাল অক্ষরে লেখা: **R. A.**। ওটা জানিয়ে চলেছে রাফিয়ান আর্মি বা দস্যু আর্মির দাপট। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য রেকনেসেন্স স্যাটালাইটকে সামান্যতম পাত্তা দেয়া হয়নি। ভাবটা এমন: 'শালারা, দ্যাখ আমাদেরকে! কী করবি? পারলে কর্ দেখি!'

অসপ্রের সামনে পড়ল মেইন টাওয়ার। দোতলা প্রকাণ্ড এক তস্তরির মত দালান বসে আছে দুই শ' ফুট উঁচু কংক্রিট পিলারের উপর। গোটা ভবন রয়েছে মস্ত এক বৃত্তাকার গভীর কুয়ার ভিতর। সমতল থেকে ভবনে পৌঁছতে হলে ব্যবহার করতে হবে ক্রেন ব্রিজ। কুয়া ও ভবনের দু'দিকে রয়েছে দুটো ওই জিনিস। ভবন থেকে নামিয়ে দেয়া বা তুলে নেয়া যায় বিশাল দুই সেতু।

বড় ডিস্কের মাথায় হেলিপ্যাড। পাশে, উপরের দিকে দুই কাঁচ ঢাকা গম্বুজ। ওখানে কমপ্লেক্সের কমাণ্ড সেন্টার।

কুয়া থেকে আরম্ভ হওয়া প্রকাণ্ড পিলারের শেষমাথা বা সবচেয়ে উঁচু অ্যান্টেনা কমপক্ষে চার শ' ফুট উঁচু। ওটা ভাসমান অসপ্রে থেকে অনেক উপরে। ওখান থেকে নীচে চাইলে স্টেশন,

গার্ডহাউস, ওয়াচ টাওয়ার ও রাফিয়ান আর্মির সদস্যদেরকে মনে হবে খুবই ছোট পিঁপড়ের মত।

সামনে বেড়ে হেলিপ্যাডের উপর ভাসতে লাগল অসপ্রে, তারপর আস্তে করে নেমে পড়ল। অন্য ক্রুদেরকে নিয়ে এয়ারক্রাফট থেকে নামল মাথাছেলা। মার্চ করে গিয়ে ঢুকল কমাণ্ড সেন্টারে।

দলের সবাইকে নিয়ে সর্বোচ্চ নেতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাথাছেলা।

কাঁচ ঢাকা কমাণ্ড সেন্টারের একদিক থেকে আরেকদিক কমপক্ষে সত্তর ফুট দৈর্ঘ্যের। ওখানে একের পর এক কন্সোল, কমপিউটার ও কমিউনিকেশন ডেস্ক। ওগুলো ঘিরে রেখেছে উঁচু এক কংক্রিটের মঞ্চকে। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় গোটা দ্বীপের চারপাশ।

মঞ্চে কমাণ্ড চেয়ারে বসে আছে রাফিয়ান আর্মির সর্বোচ্চ নেতা নামহীন জেনারেল।

এ মুহূর্তে চোখে এলভিস সানগ্লাস নেই। যে-কেউ দেখতে পাবে দুই চোখ। পলক পড়ছে না। ফ্যাকাসে ধূসর মণি। অ্যাসিড পুড়িয়ে দিয়েছে কানের লতি, বাম চোয়াল ও গলা, ফলে ওসব জায়গায় জ্বলে গেছে ত্বকের স্বাভাবিক রং। বগলে, পিঠে, কোমরে ও উরুতে বেশ কয়েকটা পিস্তল ভরা হোলস্টার। দরকার পড়লে বের করবে পিস্তল। ঘাড়ের পাশে একের পর এক ছোট উল্কি। তার ভিতর রয়েছে এক রাশান কার্গো জাহাজের ছবি ও একটা দালান।

অধীনস্থদের কাছে সে বিশৃঙ্খলার সম্রাট বা দস্যু সেনাবাহিনীর জেনারেল হিসাবে পরিচিত। সবাই তাকে ডাকে: 'মাই লর্ড', 'লর্ড' এবং 'স্যর' বলে।

শ্বেতাঙ্গ সে, কিন্তু সূর্যের তাপে পুড়ে গেছে ত্বক। কেউ জানে

না আসলে কোথাকার মানুষ।

আমেরিকানদের মত করেই ইংরেজি বলে, আবার একই সময়ে নিখুঁতভাবে বলতে পারে রাশান, স্প্যানিশ, ফরাসি ও ফারসি।

রাফিয়ান আর্মির সবাই জানে: এ দলের প্রত্যেককে নিজে বাছাই করেছে লর্ড। তার কাছের লোকগুলো কীভাবে জড় হলো, কেউ জানে না। লর্ডের সিনিয়ার অফিসাররা সংখ্যায় পাঁচজন। প্রত্যেকের আছে ছদ্মনাম। তারা: মাথাছেলা, হাঙর, কসাই, জল্লাদ এবং সাইক্লোন।

আর্মির ভিতর নানা গুজব আছে।

অনেকে বলে: এসব অফিসার তুরস্কের প্রাক্তন আর্মি অফিসার। যোগ দিয়েছিল আল-কায়েদায়। কিন্তু পরে দেখা গেল এরা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। আল-কায়েদা থেকে ভাগিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে।

কেউ কেউ ধারণা করে: এসব অফিসার আসলে প্রাক্তন চিলিয়ান আর্মির অফিসার।

একদল বলে: তারা প্রাক্তন মিশরীয় টর্চারার। কাজ করত আমেরিকার হয়ে। কাউকে টেরোরিস্ট বলে সন্দেহ হলেই নির্যাতনের পর খুন করত।

আরেকদল বলে: এসব অফিসার আসলে আমেরিকান মার্সেনারি, রক্ত না দেখলে গালের খাবার পেটে নামে না।

বিশৃঙ্খলার সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার ডানহাত—সাইক্লোন। প্রকাণ্ডদেহী লোক, মৃত মাছের চোখের মত চোখদুটো ভয়ঙ্কর খুনির। যার দিকে তাকায়, শীতল দৃষ্টি থরথর করে কাঁপিয়ে দেয় তার বুক।

রাফিয়ান আর্মিতে যোগ দেয়ার সময় প্রত্যেককে বাজিয়ে দেখে সাইক্লোন। পদোন্নতি দেয়ার সময় নির্দিষ্ট চিহ্ন এঁকে দেয়

সে-ই। বাহুর উপর চেপে ধরে গনগনে আগুনের ব্র্যাণ্ডিং আয়ার্ন। তারপর চিরস্থায়ী কালিতে আঁকে উল্কি। র‍্যাঙ্ক হিসাবে কারও পোশাকের কাঁধে বা কব্জিতে পদ সেলাই করা হয় না এই আর্মিতে, চিহ্ন এঁকে দেয়া হয় ত্বক পুড়িয়ে।

দলের নতুন সদস্যকে নির্দিষ্ট সব অনুষ্ঠান দেখায় সাইক্লোন। ড্রাগ দেয়া হয় তাকে। চারটে টিভি স্ক্রিনে দেখানো হয় কাউকে ভয়ঙ্করভাবে পেটাচ্ছে সাইক্লোন। শেষে ছোরা দিয়ে কেটে নিচ্ছে ক্ষত-বিক্ষত লোকটার মাথা। বা টিভির পর্দায় ফুটে ওঠে কীভাবে অসহায় কোনও মেয়েকে রেপ করা হচ্ছে, ডুবিয়ে মারা হচ্ছে বালতিতে মাথা চুবিয়ে ধরে, বা অন্য কোনওভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে শিশুকে।

রাফিয়ান আর্মির প্রত্যেকে বিশৃঙ্খলার সম্রাটকে মেনে চলে, কারণ তিনি স্রষ্টার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষমতাশালী। সাইক্লোনকে মেনে চলে নিজ নিজ প্রাণের ভয়ে।

'রিপোর্ট দাও,' বলল দস্যু আর্মির সর্বোচ্চ নেতা।

'মাই লর্ড,' বলল মাথাছেলা, 'তারাসভের বিমান আমরা পেয়েছি। যখন পৌঁছলাম, ওই একইসময়ে পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশি দলটাও। তাদের খতম করছি, এমন সময় ভেসে উঠল ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন।'

একটা ভুরু উঁচু করল জেনারেল। 'একটা ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন? বলে যাও।'

'আমার মনে হয় না আমেরিকানদের সঙ্গে মিলে কাজ করছিল ওই ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন। আমরা টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দিই ওটাকে। তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, আর সে সময় বাংলাদেশি টিম উড়িয়ে দিল আমাদের একটা কোবরা কপ্টার। এরপর দেরি না করে অ্যাসল্ট বোট নিয়ে পালাতে লাগল তারা। আমার দলের অন্য কোবরা একটু আগে তাদেরকে দেখেছে ওদিকের সামনের

দ্বীপের কাছে। কিন্তু তখনই বাংলাদেশিরা ওটাকে আকাশ থেকে ফেলে দিল। এরপর যখন ওদিকে পৌঁছলাম, দেখলাম সাগরের উপরে কেউ নেই।'

'তার মানে?'

'তাদের বোট বোধহয় নতুন কোনও সাবমারসিবল, স্যর।'

'ক্যাপ্টেন, ওরা বাংলাদেশি সায়েন্টিফিক-টেস্টিং টিম। যা-ই হোক, তুমি তোমার রিপোর্টে একটা বিষয় উপেক্ষা করেছ।'

বরফ-মূর্তি হয়ে গেল মাথাছেলা। 'স্যর... উপেক্ষা করেছি?'

'ব্যর্থ হয়েছে তোমার মিশন। তোমাকে বলে দেয়া হয়েছিল, ওখানে গিয়ে সবাইকে খুন করবে। কাজটা শেষ করতে পারোনি। কাজেই ব্যর্থ হয়েছ তুমি।'

'ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু করে ওরা...'

'আমি ব্যর্থতা সহ্য করি না, ক্যাপ্টেন। বিশেষ করে কোনও মিশনে। এই আর্মি জানে শুধু একটা বিষয়: নিখুঁতভাবে কাজ করতে হবে। তুমি তোমার কাজ সমাধা করোনি, কাজেই আমাদের সবাইকে বিপদের মুখে ফেলেছ। ...তোমার পরবর্তী জুনিয়র অফিসার কে?'

পাশের তরুণকে দেখাল মাথাছেলা। 'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রাফায়েল, স্যর। চিলি থেকে এসেছে।'

তরুণ অফিসারের দিকে চোখ গেল জেনারেলের। দেখল আপাদমস্তক। তারপর সামান্য মাথা দোলাল সাইক্লোনের দিকে চেয়ে।

কোমরের বেল্ট থেকে চাপাটি বের করল সাইক্লোন, ওটা রাখল মাথাছেলা ও তরুণ লেফটেন্যান্ট রাফায়েলের সামনের টেবিলে।

বিশৃঙ্খলার জেনারেল বলল, 'লেফটেন্যান্ট রাফায়েল, আমি তোমার ক্যাপ্টেনকে শিক্ষা দিতে চাই। আশা করি এরপর কখনও

ভুল করবে না সে। এখন কথা হচ্ছে, চাইলে আমি তাকে শাস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্য কিছু বলে। আসলে সত্যিকারের শিক্ষা দিতে হলে, শাস্তি দিতে হলে, কাউকে নির্যাতন করতে হলে, বা জরুরি তথ্য আদায় করতে হলে, প্রথম কাজ হওয়া উচিত লোকটার খুব কাছের কাউকে কষ্ট দেয়া। ...কাজেই, বাছা রাফায়েল, তুমি কি দয়া করে তোমার বাম কব্জিটা কেটে ফেলবে?'

শুনছিল কয়েকজন কমিউনিকেশন অপারেটার, বোকা চোখে সামনের দিকে চাইল তারা।

বিস্ফারিত হয়েছে লেফটেন্যান্ট রাফায়েলের দুই চোখ।

চট্ করে একবার চাইল মাথাছেলার দিকে।

কিন্তু তার ক্যাপ্টেন চেয়ে আছে বহু দূরে।

অধীনস্থের দৃষ্টি এড়াতে ব্যস্ত।

ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে দস্যু আর্মির জেনারেল। কোনও কথা বলছে না।

একবার সামান্য দ্বিধা করল তরুণ লেফটেন্যান্ট, তারপর সামনের টেবিল থেকে তুলে নিল ইস্পাতের ক্ষুরধার চাপাটি।

আর্মির সবাই এ ধরনের ঘটনার কথা আগেও শুনেছে। কেউ কেউ নিজ চোখেও দেখেছে এসব। প্রয়োজন পড়লে অবাধ্য সদস্যকে জেনারেল বলেন, যেন সে তার হাত-পা বা দেহের অন্য কোনও অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে। আগেও আঙুল, গোড়ালি খুইয়েছে কেউ কেউ। অনেকেই জানে একটা গল্প: একবার রাফিয়ান আর্মির এক সদস্য রেপ করেছিল এক আফ্রিকান নানকে। জেনারেল তাকে নির্দেশ দেন নিজ পেনিস কেটে ফেলতে। লোকটা তা-ই করেছিল।

কাজটা কীভাবে করেছিল, কেউ জানে না।

আফ্রিকান এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো থেকে আসা

আর্মির সদস্যরা বলে, ওটা ব্ল্যাক ম্যাজিক বা ভুডু। আবার পশ্চিমা সদস্যরা বলে, এ আর্মিতে যোগ দেয়ার সময় যেসব দৃশ্য দেখানো হয়, তাতেই মনোবিকৃতি তৈরি হয় সবার। ঘটনা যা-ই হোক, চরম নিষ্ঠুরতার ছাপ প্রত্যেকের মনেই পড়ে। এবং সে-কারণেই বোধহয় সম্পূর্ণ বাধ্য থাকে সবাই।

চুপচাপ অপেক্ষা করছে সবাই।

ডানহাতের তর্জনী দিয়ে মাংস-কাটা চাপাটির ধার পরীক্ষা করল রাফায়েল, তারপর বাম কব্জি রাখল কাঠের টেবিলের উপর।

উঁচু করে ধরল চাপাটি।

শ্বাস আটকে ফেলেছে কমিউনিকেশন অফিসাররা।

চোখে আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে আছে অসপ্রের ক্রুরা।

সরাসরি সামনে চেয়ে রইল মাথাছেলা।

নিষ্পলক চোখে সবই দেখছে চরম বিশৃঙ্খলার জেনারেল।

মুচকি মুচকি হাসছে তার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, কর্নেল সাইক্লোন।

নেমে এল মাংস-কাটা চাপাটি, ভোঁতা ধপ্ আওয়াজ হলো, পরক্ষণে ভয়ঙ্কর এক চিৎকার ছাড়ল লেফটেন্যান্ট। বাতাস চিরে গেল।

মাথাছেলার দিকে ঘুরে চাইল জেনারেল।

'আশা করি আবারও ব্যর্থ হবে না, ক্যাপ্টেন। তোমার ওপর নির্ভর করছে এই আর্মি। ডিসমিস।'

অবশিষ্ট তিন ক্রুকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মাথাছেলা।

নিজের ব্যক্তিগত প্রহরীদের দিকে চাইল জেনারেল।

দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে পড়েছে লেফটেন্যান্ট রাফায়েল। কাটা কব্জি চেপে ধরেছে কোমরের পাশে।

'মেইন ভেন্টে গ্যাসওঅর্কের কাছে ওকে কাজ দেবে,' বলল জেনারেল। 'এমন কোথাও, যেখানে ওকে দেখবে সবাই। কথাটা

যেন ছড়িয়ে যায়।'

হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো রক্তাক্ত তরুণ রাফায়েলকে।

সে বিদায় হওয়ার পর নিষ্ঠুর ডানহাতের দিকে চাইল জেনারেল।

'কর্নেল সাইক্লোন, আর কতক্ষণ লাগবে ইউরেনিয়ামের বল গরম হতে?'

'আরও একঘণ্টা বিশ মিনিট, স্যর।'

'ওই বাংলাদেশি টেস্টিং টিমের কারণে অস্বস্তি বোধ করছি। সংখ্যায় তারা মাত্র কয়েকজন। কিন্তু মনে হচ্ছে অসম্ভব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমস্যা তৈরি করতে পারে এরা।'

'তাদের ক্যাম্প থেকে ফিরছে জল্লাদ। ওখানে একজন রয়ে গিয়েছিল। এক মিলিটারি কন্ট্রাক্টার। নাম জার্ড ময়লান। দ্বিতীয় অসপ্রেতে করে তাকে নিয়ে আসছে জল্লাদ।'

'জার্ড ময়লানকে গ্যাসওঅর্কে পাঠিয়ে দেবে, নির্যাতন শুরু করতে হবে। আমি জানতে চাই সায়েন্টিফিক টেস্টিং টিম সম্পর্কে কী জানে সে। পরে আমাদের দলের সবাইকে মজা দেবে সে।' সার্ভেইল্যান্স স্ক্রিনের দিকে চোখের ইশারা করল জেনারেল। 'ওরা এখন কোথায়?'

'ভালুক দ্বীপে।'

'নিজের চোখে দেখেছ?'

'ইয়েস স্যর। সিসিটিভি ফিড।'

'প্রত্যেকের স্থির ছবি চাই। মিলিটারি ডেটাবেসে এদের বিষয়ে তথ্য খুঁজবে। এদিকে পচা নেইটরিচকে বলবে, তার দল নিয়ে যেন ওখানে যায়। সঙ্গে নেবে উন্মাদ দলের কয়েকজনকে। উল্টোদিক থেকে হামলা করবে হাঙর। আমরা অনেক দূর পৌঁছে গেছি, এখন চাই না কোনও গাধা হিরো সব বানচাল করুক। দু'দিক থেকে হামলা হোক। পিষে ফেলতে হবে ওদেরকে।'

দশ

পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তরদিকের দ্বিতীয় দ্বীপের লোডিং ডক।

সকাল নয়টা চল্লিশ মিনিট।

মাত্র একঘণ্টা বিশ মিনিট পর দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে গোটা পৃথিবীর বেশিরভাগ স্থলভূমি, পুড়ে মরবে কোটি কোটি মানুষ।

ভালুক দ্বীপের কালো কংক্রিট লোডিং ডকে মৃত মেরু ভালুকটাকে পরীক্ষা করছে ফারিয়া ও পবন।

ওদের পাশেই অপেক্ষা করছে রোবট বন্ধু।

'কখনও এ ধরনের পোলার বেয়ার দেখিনি,' বলল ফারিয়া। 'রোম খেয়াল করুন। জট পাকানো, নোংরা। সাধারণত খাটো হয় পোলার বেয়ারের রোম, আর সেসব খুব পরিষ্কার রাখে তারা।'

মৃত ভালুকের দিকে চেয়ে নাক কুঁচকে ফেলল পবন।

এই ভালুক সত্যিই খুব নোংরা।

সারা দেহে রক্ত।

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে লাশটা।

'আজ পর্যন্ত যেসব ভালুক দেখেছি, এটা সেগুলোর তুলনায় ছোট,' বলল পবন।

'হ্যাঁ, তাই,' মৃতদেহের আরেক পাশে থামল ফারিয়া। সতর্ক চোখে দেখছে। দক্ষ বিজ্ঞানীর মত করেই বলল, 'তরুণ ভালুক সর্বক্ষণ খেপেই থাকে। হামলা করে সবসময়। কখন কী করবে

কেউ জানে না।'

রিইনফোর্সড্ কাঁচের দরজার দিকে চাইল ফারিয়া। ওপাশে দ্বীপের ল্যাবোরেটরির দালান। দেখা যাচ্ছে সামনের কক্ষ। মাঝে আট কোনা এক জায়গা নেমে গেছে গভীরে। ওই অংশের চারপাশে উঁচু ওয়াকওয়ে। ওখানে ঘোরাফেরা করছে চারটে প্রকাণ্ড পোলার বেয়ার। তাদের একটা এসে থামল কাঁচের দরজার ওপাশে।

'ফারিয়া, আপনার কি ধারণা ডকে একা বাস করত এই ভালুকটা?' জানতে চাইল পবন।

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল ফারিয়া। 'পোলার ভালুকের জন্যে এটাকে আদর্শ বাড়ি বলতে পারেন। চারপাশ গুহার মত, আর বেরোবার একমাত্র পথ পানির নীচ দিয়ে।'

'কিন্তু দলের অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে বাস করছিল কেন?'

'তরুণ সব ভালুকই— ধরুন না গ্রিজলি, কোডিয়াক, পোলার— এরা বড়দেরকে মানতে চায় না। ...আমার ধারণা জানতে চান? এই তরুণ ভালুক বড়দের সঙ্গে বেয়াদবি করেছিল বলে ওকে ভাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এর পর থেকেই ভিন দেশে বাস করছিল ওটা।'

'কিন্তু এদিকে এল কী করে বলুন তো...

ধুপ! ধুপ!

দরজার ওপাশের দানবীয় ভালুক থাবা মারছে কাঁচের দরজার উপর।

থরথর করে কেঁপে উঠছে দরজা।

কিন্তু এখনও আস্ত আছে।

আওয়াজ পেয়ে ঘুরে চাইল রানা। তারপর ফিরল পবনদের দিকে। বলল, 'তোমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না তো?'

না-সূচক মাথা নাড়ল পবন ও ফারিয়া।

'চ্যাপ্রোপল?' জানতে চাইল রানা।

চুপ করে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছে তরুণ সহকারী। বুকের কাছে ঝুলছে মাথা। রানার গলার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে চাইল। ওকে ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে একটু আগের আতঙ্কজনক ঘটনাগুলো। আস্তে করে মাথা দোলাল।

কাঁচের দরজার ওপাশে ভালুক, ওটার দিকে চাইল রানা। পরক্ষণে ঘুরে চাইল। 'ঠিক আছে, মিস্টার তারাসভ, এবার জানান পোলার আইল্যাণ্ড এবং চারপাশের এসব ছোট দ্বীপ আসলে কী।'

রানার দিকে চাইলেন রাশান বিজ্ঞানী।

তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল সবাই।

কিন্তু কিছুই বলছেন না তারাসভ।

'আপনাকে মিস্টার তারাসভ বলব, না ডক্টর, না কর্নেল?' জানতে চাইল রানা।

'আমি ডক্টর,' সামান্য দ্বিধা নিয়ে বললেন তারাসভ।

'ঠিক আছে, ডক্টর তারাসভ, আমরা পোলার আইল্যাণ্ডের বিষয়ে সামান্য তথ্য পেয়েছি। কিন্তু এখন চাইছি এমন কাউকে, যে চারপাশ ভাল করেই চেনে। এসব দ্বীপ সম্পর্কে আরও জানতে চাই। লেআউট থেকে শুরু করে অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন—সবই বলবেন। আগামী আশি মিনিটের ভেতর ওই অস্ত্র ঠেকাতে না পারলে নরক হয়ে উঠবে পৃথিবী।'

মাথা দোলালেন রাশান বিজ্ঞানী। 'মেরু দ্বীপ বা পোলার আইল্যাণ্ড আসলে প্রকাণ্ড একটা পাথরখণ্ড, মস্ত দুর্গ। একদল লোক ওয়াচ টাওয়ার পাহারা দিলে, কারও সাধ্য নেই গায়ের জোরে ওই দ্বীপ দখল করে।'

'যদি অতই দুর্গম হবে, তো অনায়াসে ওটা দখল করল কী করে একদল লোক?' জানতে চাইল নিশাত।

ক্লান্ত স্বরে বললেন বিজ্ঞানী, 'আমার ধারণা ওই দ্বীপের স্কেলিটন ক্রুদের কেউ ঘুষ খেয়েছে। আমি যখন ওখানে গেলাম, তার আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। বিশেষ করে বলতে পারি এক লোকের কথা। তার নাম ডক্টর সেমেন ইগোরভ। বর্তমান রাশায় আমাদের মত বিজ্ঞানীদেরকে যথেষ্ট বেতন দেয়া হয় না। আর আমি জানি, ধারের কূপে ডুবে আছে ইগোরভ। ওকে অনায়াসেই কিনে নেয়া যেতে পারে। বিপুল টাকা পেলে হয়তো আমিও দল বদলাতাম। যখন পোলার আইল্যাণ্ডের এয়ারস্ট্রিপে নামলাম, হ্যাঙার থেকে হাত নাড়ছিল ইগোরভ। চিৎকার করে ডাকছিল... যাতে আমরা হ্যাঙারের দিকে গিয়ে গুলি খেয়ে মরি!'

'এবার বলুন ওই অস্ত্র সম্বন্ধে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে বলা হয়েছে, লাল ইউরেনিয়াম স্কেয়ার চুরি বা ছিনিয়ে নিতে পারলে ওটাকে ঠেকাতে পারব। অথবা গ্যাসের মেঘের দিকে রওনা হওয়ার আগেই নষ্ট করতে হবে মিসাইল। এতে কোনও ভুল নেই তো?'

'না, নেই,' বললেন তারাসভ। 'থিয়োরি অনুযায়ী, প্রথমেই বাধা দিলে তৈরি হতো না গ্যাসের মেঘ। অবশ্য এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরেকটা কাজ করা যেত, ভেন্ট ধ্বংস করলে গ্যাসের মেঘের মাঝে তৈরি হতো একটা ফাঁক বা শূন্যতা। কিন্তু সেটা করার জন্যেও দেরি হয়ে গেছে। একবার পরিবেশে আগুন জ্বলে উঠলে কিছুতেই নেভানো যাবে না। মাঝে কোনও শূন্যতা থাকলে মুহূর্তে সেটুকু পেরিয়ে যাবে। অন্তত নব্বুই মিনিট গ্যাস বন্ধ রাখলে, তখন মাঝে তৈরি হবে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা।'

'তার মানে ইউরেনিয়াম স্কেয়ার সরিয়ে ফেলতে হবে, অথবা মিসাইল নষ্ট করতে হবে— এই তো? এই দুটোই এখন উপায়?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় রাখা হয় ওসব স্কেয়ার?'

'মেইন টাওয়ারের উপর ছোটবড় দুটো পিরিচের মত স্থাপনা আছে না? ছোটটায় সিল করা ল্যাবোরেটরিতে রাখা হয় ওগুলো। ওই লাল বলগুলোর কারণেই দেরি করতে হচ্ছে ওদেরকে। যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে হবে আগে। ওগুলো রাখতে হয় জিরো কেলভিনে, কিন্তু কাজে লাগানোর আগে তাপ হতে হবে ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়াতে হবে তাপমাত্রা, নইলে ভেঙে পড়বে মলিকিউলার স্ট্রাকচার। সেক্ষেত্রে আর গ্যাসের ভেতর আগুন জ্বালতে পারবে না।'

'কয়টা স্ফেয়ার আছে?' জানতে চাইল শ্যারন ফ্যেনুয়্যা।

'ল্যাবে সবমিলে ছয়টি...' সামান্য ইতস্তত করলেন তারাসভ।

ওই দ্বিধা লক্ষ্য করে জানতে চাইল রানা, 'পোলার আইল্যাণ্ডে আরও স্ফেয়ার আছে?'

তিক্ত হয়ে গেল বিজ্ঞানীর চেহারা। 'বিশাল পিলারের মত ওই মেইন টাওয়ারের নীচে আছে আরেকটা গোপন ল্যাবোরেটরি। ওখানে নামতে চাইলে লাগবে সিকিউরিটি কোড ব্যবহার করা এলিভেটার। ওই ল্যাবে আছে রি-হিটিং ইউনিট ও আরেকটা ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার। নিউক্লিয়ার যুদ্ধ হলে শেষ ভরসা হিসেবে ওটা রাখা হয়েছিল। কিন্তু...'

'কিন্তু কী, ডক্টর?'

'কিন্তু ওটার কথা জানে না সেমেন ইগোরভ। সে যে লেভেলের কর্মকর্তা, তাতে তাকে ওই ল্যাবে ঢুকবার ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয়নি। সে যদি ওটার বিষয়ে না জেনে থাকে, ওই ডাকাত আর্মিও জানে না।'

'আচ্ছা,' বলল রানা, 'তার মানে, আমরা যদি টাওয়ারের ওপরের ল্যাব থেকে প্রাইম হওয়ার আগেই স্ফেয়ার সরাতে পারি, কাজ করবে না ইউরেনিয়ামের বল।'

'যদি সঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারেন,' বললেন তারাসভ।

শ্যারন জানতে চাইল, 'আমরা কি গ্রেনেড মেরে স্ফেয়ার ধ্বংস করতে পারব?'

'না। গ্রেনেড বিস্ফোরণের তুলনায় অনেক কঠিন। কিছুই হবে না ওই জিনিসের। সামান্যতম ফাটলও ধরবে না লাল ইউরেনিয়ামের বলে। লাগবে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ বা নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ক্যালিব্রেট করা ইমপ্লোসিভ ব্লাস্ট, নইলে ভাঙবে না ওই জিনিস।'

'একেকটা ওজনে কেমন?' জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন তারাসভ। 'আকারের তুলনায় অনেক ভারী। বুঝতেই পারছেন, সেমি-নিউক্লিয়ার পদার্থ। একেকটার ওজন কমপক্ষে তিন কেজি। ...হঠাৎ এ বিষয়ে জানতে চাইছেন যে?'

'কারণ গলফ বলের আকৃতির তিন কিলোগ্রামের স্ফেয়ার পাথরের মত তলিয়ে যাবে সাগরে,' বলল রানা। 'আর আমরা যদি দখল করি ওগুলো, ক্লিফের উপর থেকে সাগরে ফেলে দিতে পারব।'

'সেক্ষেত্রে আর কখনোই খুঁজে পাবে না কেউ,' বলল শ্যারন।

'কথাটা ঠিক,' বললেন তারাসভ।

'এক সেকেণ্ড,' বলল নিশাত, 'ওগুলো না রেডিয়োঅ্যাকটিভ মেটারিয়াল? খপ্ করে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলাম, তা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না?'

'লাল ইউরেনিয়ামের এটাই এক সুবিধা,' বললেন তারাসভ। 'ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বিস্ফোরক, কিন্তু প্যাসিভ রেডিয়োঅ্যাকটিভ প্রতিক্রিয়া খুবই কম। সরিয়ে নেয়া যায় সুটকেসে ভরে। আর কোনও গ্রেনেডে বিস্ফোরক হিসেবে ওই জিনিস ব্যবহার করলে...

'একমিনিট,' চমকে গেছে নিশাত। 'ডক্টর, ওই জিনিস অন্য কাজেও ব্যবহার করা হয়?'

'তা করা হয়। আমাদের অস্ত্র বিজ্ঞানীরা নানাভাবেই ব্যবহার

করেছেন লাল ইউরেনিয়াম। ওটার বিস্ফোরণ হয় প্রায় থারমো-বেরিক। ছোট ডিভাইসে ব্যবহার করা যায়। আমরা রেড ইউরেনিয়াম কোর ব্যবহার করে হ্যাণ্ড গ্রেনেড তৈরি করেছি। বল-বেয়ারিঙের সমান সব গ্রেনেড অনায়াসেই উড়িয়ে দেবে টি-৭২ ট্যাঙ্ক।'

'নিউক্লিয়ার হ্যাণ্ড গ্রেনেড তৈরির মাধ্যমে শুয়োরের বাচ্চার মতই কীর্তি করেছে বিজ্ঞানীরা,' মন্তব্য করল নিশাত।

আস্তে করে মাথা নিচু করে নিলেন তারাসভ। 'ওই দ্বীপে আছে অন্য এক সময়ে তৈরি সব ডিভাইস। আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল, বিজ্ঞান পারে এমন যে-কোনও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক তৈরি করতে হবে। আমরা তা-ই করেছি। আসলে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি আমরা...'

'সন্দেহ কী,' বিরক্ত স্বরে বলল নিশাত।

'আপনি আমাদের কথা ভাবছেন না,' আপত্তির সুরে বললেন তারাসভ। 'আমাদেরও পরিবার আছে। আমার কথাই ধরুন, আমার দুই ছেলে। ছয় নাতি। মস্কো শহরে থাকে ওরা। যদি ওই ভয়ঙ্কর অস্ত্র জ্বেলে দেয় পরিবেশে আগুন, ওরাও তো সবাই মারা যাবে। আপনারা যেমন সব হারাবেন, আমিও তেমনি সব হারাব। আমি হয়তো ওই ভয়াবহ অস্ত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছি, কি নিশ্চিত থাকুন, কখনও চাই না ওটা ব্যবহার করা হোক।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন সবাই,' আগের প্রসঙ্গে ফিরতে চাইল রানা। 'যেসব মিসাইল জ্বেলে দেবে গ্যাসের মেঘ, ওগুলো কোথায় রাখা হয়?'

আস্তে করে মাথা দোলালেন ডক্টর তারাসভ। 'আমাদের শত্রুরা মেইন টাওয়ার থেকে দক্ষিণের লঞ্চ প্যাডে রাখবে এক ব্যাটারি ইণ্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ ব্যালেস্টিক মিসাইল। হয়তো স্যাবোটাজ করা যাবে। কিন্তু ওরা কঠোরভাবে পাহারা দেবে

জায়গাটা। উঁচু এক সরু সেতু পেরিয়ে ওখানে পৌঁছতে হয়। কিন্তু মিসাইল সাইট পাহারা দিলে ওই সেতু পর্যন্ত যাওয়াই কঠিন।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে রানা।

চারপাশে নেমে এসেছে নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি। বিষয়টা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু সেটা করাও কঠিন।'

'খুলে বলুন, স্যর,' বলল নিশাত।

'আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, কারণ অনেক আগেই মিসাইল বা বোমারু বিমানের আগমন জেনে যাচ্ছে রাফিয়ান আর্মি। এমনকী ফিরিয়ে দিয়েছে রাশান আইসিবিএম। ওটা গিয়ে আঘাত হেনেছে রাশানদেরই লঞ্চ সাইটে।'

নিচু স্বরে বলল নিশাত, 'এদের টেকনোলজি শক্তিশালী, এটা আমরা জানি।'

'ওরা আগেই সব টের পাচ্ছে, শত শত মাইল দূর থেকেও দেখে ফেলছে মিসাইল বা বিমান,' বলল রানা। 'তার মানে, ওদের কাছে আর্লি-ওয়ার্নিং স্যাটালাইট আছে। ওই দ্বীপে আছে আপলিঙ্ক কানেকশন। স্যাটালাইটের সঙ্গে সংযোগ রাখছে ওটা।'

'এবার বুঝতে পেরেছি...' আস্তে করে মাথা দোলাল শ্যারন। 'কিন্তু তুমি যা বলতে চাইছ, তাতে জটিলতার মুখে পড়তে হবে।'

'একমিনিট, আমি বুঝতে পারিনি,' বলল নিশাত।

'যদি রাফিয়ান আর্মির স্যাটালাইট আপলিঙ্ক উড়িয়ে দিই— মানে, কোনওভাবে ধ্বংস, বা বিকল করা যায়— সেক্ষেত্রে চোখ হারাবে ওরা। তখন দ্বীপের উপর ফেলা যাবে নিউক্লিয়ার মিসাইল।'

রানা থামতেই বলল শ্যারন, 'একবার আপলিঙ্ক নষ্ট করলে আলাস্কা বা সেন্ট্রাল রাশা থেকে পাঠানো যাবে নিউক্লিয়ার মিসাইল। ওই দ্বীপে পৌঁছতে ওগুলোর লাগবে বড়জোর বিশ

মিনিট। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে...'

'সমস্যা আমরাই,' খেই ধরল রানা, 'নিউক্লিয়ার মিসাইল আঘাত হানলে সরতে পারব না। যদি নষ্ট করি আপলিঙ্ক, পৃথিবী হয়তো রক্ষা পাবে... কিন্তু নিজেরা বাঁচব না।'

'ও,' বলল নিশাত। 'বুঝতে পেরেছি।'

সংক্ষিপ্ত নীরবতা নামল ডকে।

'বাধ্য হলে ওই অপশন নিয়ে ভাবব,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'ওটা প্রথম অপশন নয়। আর সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে, ওই পথই বেছে নিতে হবে।'

সবাই আবারও চুপ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'ঠিক আছে, এবার শুনুন আমরা কী করব। একবার দ্বীপে উঠলে দুটো উপদলে ভাগ হয়ে যাব। একদল যাবে ইউরেনিয়াম স্কেয়ার দখল করতে। এবং ওই একই সময়ে ছোট আরেকটা দল বিকল করবে মিসাইল ব্যাটারি। প্রথম দলের নেতৃত্বে থাকব আমি। যদি সকাল এগারোটার আগেই ইউরেনিয়াম বলের উত্তপ্ত হওয়া থামাতে পারি, স্কেয়ারগুলো নিয়ে উপকূলে গিয়ে ফেলে দেব সাগরে। আর যদি ব্যর্থ হই, দ্বিতীয় দল মিসাইল নষ্ট করলেও চলবে। তাতেও গ্যাসের মেঘে স্কেয়ার ফাটাতে পারবে না তারা।'

'চেষ্টা তো করবই, ব্যর্থ হওয়া বা সফল হওয়া পরের কথা,' বলল নিশাত।

'শুধু এগারোটার আগে ওখানে পৌঁছনোই কঠিন হবে,' মন্তব্য করল শ্যারন।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমরা যখন এসব কাজে ব্যস্ত, ডক্টর তারাসভের কাজ হবে দ্বীপে নতুন বসানো স্যাটালাইট আপলিঙ্ক ডিশ খুঁজে বের করা। আমাদের দুই দল যদি ব্যর্থ হয়, শেষ উপায় হিসেবে উড়িয়ে দিতে হবে আপলিঙ্ক। সেক্ষেত্রে

নিজেরাই রাশা বা আমেরিকার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব নিউক্লিয়ার মিসাইলের আঘাত হানা যায়। ...কারও কোনও প্রশ্ন?'

টুঁ শব্দ করল না কেউ।

রানার শেষ কথাটা নিয়ে ভাবছে সবাই।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' একটু পর বলল নিশাত। ডক্টর তারাসভের দিকে চাইল। 'কোন্ শালা তৈরি করেছে এমন অস্ত্র? কেনই বা সুযোগ রাখল পৃথিবী ধ্বংস করার?'

আড়ষ্ট মুখে হাসতে চাইলেন বিজ্ঞানী। 'উত্তরটা আপনাদেরকে চমকে দেবে। অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইসের নকশা চুরি করেছিলাম আমরা আমেরিকানদের কাছ থেকে। আসলে ওই গোটা কমপ্লেক্সের নকশা তাদের। সব রাখা ছিল নেলিস এয়ার ফোর্স বেসে। সুযোগ থাকলে আমেরিকানরাই তৈরি করত, কিন্তু নানা সমস্যার কারণে পারেনি। পোলার আইল্যাণ্ড আমাদের, কাজেই আমরা এখানে তৈরি করেছি অস্ত্রটা।'

রিইনফোর্স্ড্ কাঁচের দরজার দিকে ইশারা করল রানা।

ওপাশে ঘোরাফেরা করছে মেরু ভালুক।

'এরা এখানে কেন? কী কারণে এদেরকে রাখা হয়েছিল?'

'একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল ওদের নিয়ে,' বললেন ডক্টর তারাসভ। 'সফল হয়নি সেটা।'

'ভালুকগুলোর কী করেছিলেন আপনারা, ডক্টর?' জানতে চাইল কর্পোরাল বব।

'ওটা আমার প্রজেক্ট ছিল না,' বললেন তারাসভ। 'আপত্তিও তুলেছিলাম। ইউএসএ-র কুখ্যাত ডলফিন টেস্ট যেমন ছিল, তেমনই ছিল ওই প্রজেক্ট। রাশান সরকার চেয়েছিল ভালুক দিয়ে মিলিটারির কাজ চালিয়ে নেবে। মাইন পেতে দেয়া, সাবমেরিনে বিস্ফোরক আটকে দেয়া... ইত্যাদি কাজ করবে ভালুক। একদল ভালুককে মুড অল্টারিং ড্রাগ দেয়া হয়েছিল, যাতে ভয়ঙ্কর

আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। চাওয়া হয়েছিল, যেন তারা যুদ্ধের প্রথম সারির সৈনিকের মত লড়াই করে।'

চমকে গেছে ফারিয়া আহমেদ। 'আপনারা পোলার বেয়ারকে আরও আক্রমণাত্মক করতে চেয়েছিলেন? ...বাধ্য থাকবে ওরা? ...আপনারা কি পাগল?'

কাঁধ ঝাঁকালেন তারাসভ। 'কয়েক বছর আগে এমনই একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিল আমেরিকান আর্মি প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে। ওটাতে ব্যবহার করা হয়েছিল গরিলা।'

চট্ করে রানার দিকে চাইল নিশাত।

রানা শুধু বলল, 'সন্দেহ কী, সফল হয়নি এক্সপেরিমেন্ট।'

'না। ভালুকের আদিম মগজে প্রতিক্রিয়া করেছিল ড্রাগ। স্রেফ উন্মাদ হয়ে গেল ওরা। খেপে গিয়ে সর্বক্ষণ হামলা করল। মেরে ফেলতে লাগল প্রশিক্ষকদেরকে। অন্য কোনও ভালুক দেখলেই খুন করল। একই সময়ে হয়ে গেল খুবই বুদ্ধিমান, যখন তখন বেরিয়ে পড়ত খাঁচা ভেঙে।'

'অন্য ভালুক দেখলেই আক্রমণ করত,' মন্তব্যের সুরে বলল রানা। ওর মনে পড়েছে ভোরে দেখা বরফের মাঠে মৃত ভালুক। ওটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। 'খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে? ডক্টর, আপনি কি বলতে চান ল্যাবোরেটরির ওরা সম্পূর্ণ মুক্ত?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন ডক্টর তারাসভ। 'ল্যাবোরেটরি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আরও পথ আছে। ছাতের ফাটল ধরা গম্বুজ, ফায়ার একযিট... এসব পথে...' আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। 'তারপর উনিশ শ' একানব্বুই সালে পোলার আইল্যাণ্ড ডিকমিশন করা হলো, তখন থেকে এখানে আছে স্কেলিটন ক্রু। আমরা এসব ভালুককে ছেড়ে দিয়েছি ভাগ্যের হাতে। খুশিমত আসা-যাওয়া করে। তবে জায়গাটা পছন্দ করে বলে এরা এখানে রয়ে গেছে।'

'ওদের ছেড়ে রেখেছেন আপনারা,' অবিশ্বাস নিয়ে মাথা

নাড়ল ফারিয়া আহমেদ। 'আশ্চর্য!'

রিইনফোর্স্ড্ কাঁচের দরজার দিকে আবারও চাইল রানা। ওপাশে পায়চারি করছে মস্ত এক ভালুক।

'উন্মাদ ভালুক এড়িয়ে...'

'মেজর রানা...' ডাক দিল পবন। চেয়ে আছে ডকের পানির দিকে। ওর পাশেই বন্ধু। 'ওটা কী?'

ঘুরে চাইল রানা। চোখে পড়ল আলোটা।

পানির গভীর থেকে আসছে ভুতুড়ে সবুজ আভা।

নড়ছে।

এগিয়ে আসছে!

ডকে দাঁড়িয়ে পানিতে চোখ রাখল রানা। পরক্ষণে বন্ধুকে তুলে নিয়ে উল্টো করে নামিয়ে দিল নীচে। ওটার লেন্স পানির ভিতরও কাজ করে। ডিসপ্লে স্ক্রিন রয়ে গেছে উপরে।

স্ক্রিনে চোখ রাখল রানা।

ঘোলাটে পানির ভিতর দিয়ে উঠে আসছে ছয়টা সি স্লেড!

ওগুলোর প্রতিটির উপর স্কুবা গিয়ার পরা দু'জন করে ডাইভার!

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে উঠে আসছে ডকের দিকে!

স্লেডের সামনের উজ্জ্বল সবুজ বাতি পরিষ্কার দেখা গেল।

'আমাদের পেছনে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা,' বলল রানা।

বন্ধুকে পানি থেকে তুলেই ঘুরে দাঁড়াল ও, চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। বদ্ধ কংক্রিটের ডক থেকে পালাবার পথ মাত্র দুটো। হয় নিমজ্জিত টানেল দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে সাগরে, অথবা বেরিয়ে যেতে হবে ওই রিইনফোর্স্ড্ কাঁচের দরজা দিয়ে ল্যাবোরেটরিতে। যেখানে রয়েছে বেশ কয়েকটা খ্যাপা ভালুক।

'তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলার ভেতর পড়ছি,' মন্তব্য করল নিশাত।

ঝট্ করে মেরিনদের কাছ থেকে পাওয়া ডেযার্ট ঈগল পিস্তল বের করল রানা, পরক্ষণে তাক করল রিইনফোর্স্ড্ কাঁচের উপর। 'আপা, বব, পাওলো... অস্ত্র তৈরি রাখুন!'

পর পর কয়েকটা গুলির আঘাতে ফাটল ধরা কাঁচের দরজা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল।

আর তখনই নরক হয়ে উঠল চারপাশ।

এগারো

আর একঘণ্টা পর পৃথিবী জুড়ে শুরু হবে ভয়ঙ্কর প্রলয়।

দলের সবাইকে নিয়ে উদ্যত পিস্তল হাতে ঝড়ের গতিতে পোলার বেয়ারের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে রানা।

প্রকাণ্ড ল্যাবোরেটরি। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে সত্তর মিটার। মাঝে বিশফুট গভীর কূপ। উপর দিয়ে গেছে সরু সেতু। কূপের দেয়ালে কমপক্ষে দশটা খাঁচা, সবই খোলা। ওখানে থাকার কথা ভালুকগুলোর। মস্ত ল্যাবের উপরে কাঁচের গম্বুজ। কোথাও পিলার নেই, গম্বুজটাকে ধরে রেখেছে ত্রিকোণ প্যানেল ও গার্ডার।

কূপের মাঝে বৃত্তাকার উঁচু প্ল্যাটফর্ম, ওটা থেকে দু'দিকে গেছে দুই সরু রিট্র্যাক্টেবল সেতু। প্ল্যাটফর্মের উপর কোমর সমান কন্সোল। পাশের মেঝেতে হ্যাচ। রানা খেয়াল করল, প্ল্যাটফর্মের গোল পুরু দেয়াল রিইনফোর্স্ড্ কাঁচের। ভিতর দিয়ে কূপের মেঝেতে গেছে মই। ওটা ব্যবহার করে নিরাপদে নামত সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা।

বাঘ-সিংহের খাঁচায় যেমন কাঁচা মল, মূত্র ও পচে যাওয়া মাংসের দুর্গন্ধ থাকে, ভালুকের এই কূপেও সেই গন্ধ।

ল্যাবের গম্বুজ থেকে খসে পড়েছে কিছু প্যানেল। ওই পথে ঢুকেছে তুষার, উঁচু স্তূপ তৈরি করেছে কূপের চারপাশে। ছাতের গর্ত দিয়ে দেখা গেল ধূসর আকাশ।

এককালের ঝাঁ-চকচকে স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট ল্যাবোরেটরি আজ পরিত্যক্ত, চারপাশে অবহেলার চিহ্ন। কনকনে ঠাণ্ডা, পাতলা বরফ সবকিছুর উপর। জং ধরেছে যন্ত্রগুলোয়। BOIGHAR

ল্যাবের দক্ষিণে একমাত্র একযিট ডোর। কিন্তু কূপের পুব ও পশ্চিমে তুষারের ঢিবির কারণে সবাইকে নিয়ে দক্ষিণে যেতে পারবে না রানা। ওই দরজার কাছে পৌঁছুতে হলে একমাত্র উপায় কূপের উপরের সরু রিট্র্যাক্টেবল সেতু।

রানার গুলিবর্ষণে ঝরঝর করে ভেঙে পড়েছে দরজা, আর তখনই চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে চারটে পাহাড়সমান, নোংরা মেরু ভালুক। তারা আছে কূপের পশ্চিমে, তুষার ঢিবির কাছে। আগ্রহ নিয়ে দেখছে এইমাত্র ছুটে এসে ল্যাবে ঢোকা একদল মানুষকে।

বিকট এক গর্জন ছেড়ে পিছনের দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল আলফা মেল, পরক্ষণে তেড়ে এল মেইল ট্রেনের মত। তাকে অনুকরণ করল এক তরুণ পোলার বেয়ার, মুখ খিঁচিয়ে বের করে ফেলেছে হলদে, বড় বড় দাঁত।

'সবাই সেতুর ওপর! যেতে হবে ওদিকের দরজার কাছে!' থমকে দাঁড়িয়ে সবাইকে তাড়া দিল রানা, নিজে চোখ রেখেছে অগ্রসরমাণ দুই ভালুকের উপর। ডেযার্ট ঈগল পিস্তল তুলে দুই জন্তুর মাথার উপর দিয়ে দু'বার গুলি করল।

প্রকাণ্ড ঘরে বুম! বুম! আওয়াজ তুলল বড় পিস্তল।

তেড়ে আসবার গতি কমল দুই ভালুকের, কিন্তু এখনও

আসছে।

দলের সবাই সেতুতে উঠতেই নিজেও ওদিকে পা বাড়াল রানা চট্ করে পিছন দিক দেখে নিল। তখনই চোখে পড়ল ডকের জিনিসটা। খুদে সিলিণ্ডার যেন। ছিটকে উঠেছে পানি থেকে। কয়েক মুহূর্ত ভেসে রইল বাতাসে।

পরিষ্কার দেখল রানা, ওর মনে হলো, ওটা সাধারণ এম৬৭ ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড, কিন্তু গায়ে অদ্ভুত রুপালি ব্যাণ্ড।

ওই গ্রেনেড যা-ই হোক, ওটাকে ছুঁড়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষ।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল রানা। 'সবাই কাভার নিন!'

শুনেছে প্রত্যেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল আড়াল নিতে। কেউ লুকিয়ে পড়ল ক্রেটের ওপাশে, কেউ ব্যারেলের ওদিকে। ববের পাশে ডোরওয়ের পিছনে বসে পড়ল রানা।

কোনও ধরনের কাভার নেয়নি শুধু তরুণ ভালুক।

ভাঙা দরজা পেরিয়ে মেঝেতে পড়েই বিকট আওয়াজে ফাটল গ্রেনেড। ওটার পেট থেকে চারপাশে ছিটকে গেল অতি উত্তপ্ত রুপালি তরল।

সরাসরি লাগল তরুণ ভালুকের পেট, বুক আর মুখে। ভয়ঙ্করভাবে কাতরে উঠল ভালুকটা, দু'হাতে চেপে ধরেছে দুই চোখ। থামছে না করুণ আর্তনাদ। খসে পড়ছে দেহের রোম, রুপালি তরল পুড়িয়ে দিচ্ছে বুক-পেট।

ভালুকের ভয়াবহ করুণ আর্তনাদের উপর দিয়ে ভস্-ভস্ আওয়াজ শুনল রানা।

ওর নিজের মাথার পাশে গলছে ডোরফ্রেম। স্টিল থেকে পিছলে নীচে রওনা হয়েছে এক ফোঁটা রুপালি অ্যাসিড। নামবার সময় খেয়ে ফেলছে স্টিল।

'অ্যাসিড গ্রেনেড,' ববকে বলল রানা, 'ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেডের মতই, কিন্তু তখন তখনই খুন করবে না শত্রুকে। আহত

করবে। যাতে দলের লোকগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠি আমরা।'

তখনই বিকট স্বরে কাঁদতে লাগল তরুণ ভালুক। ওই অসহায় আহাজারি এমনই করুণ, গলা শুকিয়ে গেল রানার। আগে কখনও এমন হাহাকার শোনেনি কারও।

ঝলসানো চামড়া ছিলে নিয়ে মাংস পোড়াচ্ছে অ্যাসিড। মাংসের উপর থেকে খসে পড়ছে চামড়া। চোখের সামনে রানা দেখল, অ্যাসিড ফুটো করে দিল ভালুকের পেট। পিছলে বেরিয়ে এল নাড়ি-ভুঁড়ি, অসুস্থকর থপ্ আওয়াজ তুলে পড়ল মেঝেতে।

ভীষণ ভীত-দ্বিধান্বিত ভালুক চেঁচিয়ে চলেছে, দু'হাতে খামচে ধরেছে মুখ— কপাল, গাল ও চিবুক থেকে খসে পড়ছে ঝলসানো চামড়া। বেরিয়ে এল কাঁচা মাংস, নীল-রক্তিম শিরা ও সাদা হাড়।

দৃশ্যটা অসুস্থকর।

দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে পড়ল ভালুকটা।

বুম্!

মগজে গুলি খেয়ে ধুপ্ করে পড়ল তরুণ ভালুক।

দয়া করেছে রানা।

'রওনা হও! জলদি!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা, 'তিন সেকেণ্ডে পৌঁছে যাবে ওরা!'

তিন সেকেণ্ড নয়, দশ সেকেণ্ড পর ল্যাবোরেটরির দরজার মুখে পৌঁছুল রাফিয়ান আর্মির চার যোদ্ধা। ভয়ঙ্কর আক্রোশ নিয়ে পুল থেকে যেন উঠে এসেছে সাক্ষাৎ সব শয়তান।

পরনে ধূসর-সাদা ওয়ায়ার-হিটেড ওয়েটসুট, কাঁধে এমপি-৫এন মেশিন পিস্তলের বাঁট। সামনে চেয়ে আছে নলের উপর দিয়ে। এক্সপার্ট ফায়ারিং পজিশনে অস্ত্র।

রানা জানে না শত্রুদলে ক'জন লোক। হতে পারে দশ, বারো বা চোদ্দজন। যেভাবে অ্যাসিড গ্রেনেড মেরে ডকে উঠে এসেছে, দক্ষতার অভাব নেই। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে ওদের দিকেই।

চারপাশের দেয়াল খুবলে তুলছে একরাশ বুলেট।

পাল্টা জবাব দিল রানা ও বব। ছুটবার ফাঁকে পিছনে গুলি করছে। দলের অন্যরা উঠে পড়েছে সরু সেতুর উপর। তাদের পিছু নিল ওরা দু'জন।

'আমাদের কাভার দিন, আপা!' জানাল রানা।

দলের নেতৃত্বে নিশাত সুলতানা, পৌঁছে গেছে কূপের মাঝের প্ল্যাটফর্মে। ঘুরেই জি৩৬ তুলে শত্রুদল লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করতে চাইল।

'ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখন, ওঁকে সাহায্য করুন!' জরুরি স্বরে জানাল শ্যারন।

নিশাতের পাশে দাঁড়িয়ে গেল বিশালদেহী ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো, মস্ত কর্ড তাক করল ভাঙা রিইনফোর্সড দরজার দিকে।

তখনই ডোরওয়ে পেরিয়ে এল প্রথম শত্রু।

কর্কশ আওয়াজে গর্জে উঠল কর্ড।

নিশাত ও বুনোর টানা গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল লোকটা। ওয়েটসুট পরনে ছুটছিল একপলক আগে, পরক্ষণে ছিটকে গিয়ে পড়ল পিছনের ডকে— ছেঁড়া কাপড়ের পুতুল যেন!

নিশাত, বুনো ও শ্যারনকে পাশ কাটিয়ে দ্বিতীয় সেতুর উপর দিয়ে ছুটছে সিভিলিয়ানরা। সামনে ফারিয়া, কয়েক মুহূর্তে পৌঁছে গেল ওদিকের দরজার কাছে। কিন্তু ওখানে উঁচু হয়ে আছে রাশানদের ফেলে যাওয়া ক্রেট ও ব্যারেল। আর তখনই গর্জে উঠল হামলাকারী দলের মেশিনগান।

বিপক্ষের ভারী মেশিনগানের তোড়ের কাছে বুনো ও নিশাতের অস্ত্র কিছুই নয়।

গুলি আসছে ডকের ডোরওয়ের ওদিক থেকে।

পর পর কয়েকটা বুলেট শেষে আসছে জ্বলজ্বলে ট্রেসার গুলি।

বাধ্য হয়ে কাভার নিল নিশাত, বুনো, শ্যারন, রানা ও বব।

প্ল্যাটফর্মের কন্সোলের পিছনে আড়াল নিয়েছে নিশাত ও বুনো। মেঝেতে ভুল জায়গায় পা ফেলে হ্যাচের ভিতর দিয়ে নীচে পড়ে গেল শ্যারন। ওকে আড়াল দিল বৃত্তাকার রিইনফোর্সড কাঁচের দেয়াল। একরাশ গুলি আঁচড় কাটল ওপাশে। ফাটল ধরে গেল কাঁচে।

ধুপ করে বেকায়দাভাবে মেঝের উপর পড়েছে শ্যারন। তারই ফাঁকে দেখল, গর্জন ছেড়ে অন্ধকার এক কোনা থেকে ছুটে আসছে এক উস্কোখুস্কো রোমওয়ালা মস্ত ভালুক! বিকট হাঁ করতেই দেখা গেল হলদে, বড় বড় দাঁত। কাঁচের দেয়ালের খোলা দরজার দিকেই আসছে ওটা!

হাঁচড়ে-পাছড়ে সামনে বাড়ল শ্যারন, লাথি দিয়ে বন্ধ করে দিল কাঁচের দরজা। এক সেকেণ্ড পর ধুপ্ করে কবাটে বাড়ি খেয়ে থামল ভালুক। থরথর করে কেঁপে উঠেছে দরজা। আকস্মিক বাধা পেয়ে বোকা হয়ে গেছে ভালুক, ভারসাম্য রাখতে না পেরে ধপ্ করে বসে পড়ল, গুঙিয়ে উঠল ব্যথা পেয়ে।

প্রথম সেতুর মাঝে পৌঁছে গেছে রানা ও বব, এমন সময় শুরু হলো ট্রেসার বুলেট। একইসঙ্গে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, কন্সোল ডিঙিয়ে পড়ল নিশাত ও বুনোর পাশে।

দক্ষিণের দরজার কাছ থেকে চিৎকার করল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো, 'সান! ওপরে তাকাও! মাথার ওপর!'

মুখ তুলল বব...

দেখল গম্বুজের গার্ডারের এক জায়গায় সাদা কী যেন!

পরক্ষণে খসে পড়ল আবছা ওটা।

ধুপ্ করে নামল ওদের সামনে, দ্বিতীয় সেতুর উপর।

মহাক্ষিপ্ত এক ভালুক!

গোলমালের ভিতর গার্ডার বেয়ে গম্বুজের কাছে চলে গিয়েছিল, এখন নেমে এসেই আটকে দিয়েছে রানাদের পথ।

বিকট এক গর্জন ছেড়ে সামনে বাড়ল ভালুকটা। আর তখনই আছাড় খাওয়া তরমুজের মত ফেটে গেল ওটার মাথা।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা ও বব।

বুনোর মস্ত থাবার ভিতর .৪৪ ম্যাগনাম পিস্তল।

সেতুর উপর থেকে ঝপ্ করে কূপের মেঝেতে পড়ল মৃত ভালুক। মেঝে ভেসে গেল রক্তে।

'বাপরে...' হাঁ করে ভালুকটাকে দেখল বব।

ঘুরেই দাড়িওয়ালা ক্যাপ্টেনকে দেখল নিশাত। প্রশংসা না করে পারল না, 'লক্ষ্যভেদ একেই বলে!'

'এ আর এমন কী,' লজ্জা পেয়ে হাসল দানব ফ্রেঞ্চ।

দেরি না করে চারপাশ দেখে নিল রানা।

নীচে মই বেয়ে উঠে আসছে শ্যারন।

দক্ষিণ দরজার কাছে পৌঁছে গেছে মেরিন ক্যাপ্টেন পাওলো, সিভিলিয়ান চ্যাপ্লোপল, ফারিয়া, পবন, বিজ্ঞানী তারাসভ ও ফ্রেঞ্চ এজেন্ট সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁ— কয়েকটা ব্যারেল ও ক্রেটের আড়াল নিয়েছে সবাই।

এদিকে ডকের ডোরওয়ের কাছে ওয়েটসুট পরা আট হামলাকারীকে দেখল রানা।

জড় হয়েছে তারা, তারপর চারজন চারজন করে ছড়িয়ে গিয়ে সামনে বাড়ল। ঠাণ্ডা মাথায় ফাঁদে ফেলবে ওদেরকে। ডোরওয়ের একটু দূরে তাদের পায়ের কাছে শুয়ে পড়েছে আরও দু'জন। সামনের বাইপডে হেভি মেশিনগান।

এরা চোর-ছ্যাচ্চর নয়, ভাবল রানা, প্রত্যেকে রীতিমত প্রশিক্ষিত। কোনও পরিকল্পনা নিয়েই...

এমন সময় কোমরের কাছে একে-৪৭ বাগিয়ে ডক পেরিয়ে ল্যাবোরেটরিতে ঢুকল আরও দু'জন। পিছনে ফেলে দিল আট সশস্ত্র সৈনিককে। ব্রাশ ফায়ার করতে করতে পাগলের মত এল

তারা। নানাদিকে ছুটছে বুলেট।

এতটা দূর থেকেও রানা স্পষ্ট দেখল, আফ্রিকান লোকদুটোর চোখ হলদে-লাল— গাঁজা বা এরকম কোনও ড্রাগ নিয়েছে। মনে সামান্যতম দ্বিধা নেই, এই হিম শীতে পরনে ছেঁড়া ওয়েটসুট। ঘাড়ে অসংখ্য উল্কি। করোটির ডানদিকে চুল আছে, আরেকদিক পুরো ন্যাড়া। কপাল, মুখ ও ঠোঁটে ভারী সব দুল। বিকট চিৎকার ছাড়ছে। হঠাৎ করে থামছে, লাফিয়ে সরছে, আসছে এঁকেবেঁকে।

বিস্মিত হয়েছে রানা।

লোকদুটো বিনা দ্বিধায় আত্মহত্যা করতে চাইছে, যেন মৃত্যুর আগে খতম করবে যত বেশি সম্ভব শত্রু।

এদের ঠিক উল্টো অন্য লোকগুলো।

ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব কষছে।

আসলে দু'ধরনের হামলা শুরু হয়েছে।

হতবাক করে দেবে শত্রুদেরকে।

চমকে যাবে ওরা, দ্বিধান্বিত হবে।

এবং সে সুযোগে শেষ করে দেয়া হবে ওদেরকে।

একে-৪৭-এর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে দুই আফ্রিকান। প্রায় পৌঁছে গেছে প্রথম সেতুর কাছে। জুড়েছে বিকট চিৎকার।

পিস্তল তুলেই ডানদিকের লোকটার বুকে গুলি করল রানা।

গুলি লেগেছে, তবুও ছুটতে ছুটতে এল সে। চিৎকারের ফাঁকে গুলি করছে। আরও চারবার গুলি করল রানা। তারপর ছিটকে পিছনের মেঝেতে গিয়ে পড়ল উন্মাদটা। তখনও টিপে ধরে রেখেছে ট্রিগার। নানাদিকে গেল একরাশ গুলি। দ্বিতীয় লোকটাকে পাঁচটা গুলি করে ফেলে দিল নিশাত।

'শালারা পুরো পাগল!' বিড়বিড় করে বলল।

'এক নম্বর সেতু গুটিয়ে নিন!' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে চেঁচাল রানা।

কন্সোলে চোখ বোলাল প্রকাণ্ডদেহী ফ্রেঞ্চ। টিপে দিল সঠিক সুইচ।

বৃত্তাকার কূপের ওদিকের দেয়ালে ঢুকতে লাগল সরু সেতু। কয়েক সেকেণ্ডে তৈরি হলো পঞ্চাশ ফুট ফাঁকা জায়গা। কূপের মাঝের প্ল্যাটফর্মে পজিশন নিয়েছে রানা। চোখ রেখেছে ডকের ডোরওয়ের উপর।

'বব আর ফ্রেঞ্চ বন্ধুদেরকে নিয়ে রওনা হন, আপা!' নীচে চাইল রানা। মই বেয়ে প্রায় উঠে এসেছে শ্যারন ফ্যেনুয়্যা। 'আমি আপনাদের কাভার ফায়ার দেব! দক্ষিণের দরজার কাছে যান! পরে মিস শ্যারন আর আমি রওনা হলে কাভার ফায়ার দেবেন!'

কথাগুলো শেষে হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল রানা, মৃত দুই আফ্রিকান উন্মাদের মতই কিচ্ছু পাত্তা না দিয়ে গুলি শুরু করল হামলাকারীদের উপর।

চমকে গেল লোকগুলো, ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল নিল।

এদিকে দ্বিতীয় সেতু ধরে ছুটছে নিশাত, বব ও পিয়েখে ডিফেখন। দৌড়ের ফাঁকে গুলি করছে। দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল দূরের দরজায়। আড়াল নিল অন্যদের পাশে।

আবারও প্রায় সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্মে উঠে এসেছে শ্যারন। মাথা বের করল হ্যাচ দিয়ে।

'আপা! কাভার দিন!' নিচু স্বরে বলল রানা।

'নিশ্চয়ই, স্যর!' ইয়ারপিসে শুনল নিশাতের কণ্ঠ।

'ঠিক আছে, দৌড়াও, শ্যারন!' কাভার থেকে বেরিয়েই ছুটতে লাগল রানা।

কিন্তু ঠিক তখনই একইসঙ্গে ঘটল তিনটে ঘটনা:

এক, রানার শত্রুদের দুই মেশিনগানার নতুন উদ্যমে কাজে নামল। ট্রেসার গুলি এসে লাগছে দ্বিতীয় সেতুর গায়ে। রানা ও শ্যারনের পায়ের চারপাশে ছিটাতে শুরু করেছে লাল-কমলা-হলুদ

ফুলকি।

দুই, হিসহিস আওয়াজ তুলে রানা ও শ্যারনের মাঝ দিয়ে গেল একরাশ গুলি। দু'জন আলাদা হয়ে যেতেই আবারও পিছনের প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলো শ্যারন।

তিন, ছুটন্ত রানার পায়ের নীচে রওনা হয়ে গেল সরু সেতু। চলে যাচ্ছে ওদিকের মেঝের দিকে। প্রতি পদক্ষেপে রানা টের পেল, একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ছে ও। কয়েক ফুট পিছনে সেতুর এদিকের মাথা। একবার ওই অংশ পেরিয়ে গেলে নীচে গিয়ে পড়বে ও।

ওর প্রতিপক্ষের কেউ পেয়েছে ডকের ডোরওয়ের পাশের কণ্ট্রোল প্যানেল। সরিয়ে নিচ্ছে সেতু। এবার নির্জন হয়ে উঠবে সেণ্ট্রাল প্ল্যাটফর্ম। ওখানে থাকবে অসহায় শ্যারন ফ্যেনুয়্যা।

তুমুল গুলি করছে নিশাত।

প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে রানা। শেষপর্যায়ে ওকে সাহায্য করল সেতুর গতি। মেঝেতে নেমেই দরজার কাছে একটা ব্যারেলের ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

'ফ্রেঞ্চ সুন্দরী যে ওদিকে রয়ে গেল!' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল নিশাত।

উঠে বসেই ঘুরে চাইল রানা। দ্বীপের মত প্ল্যাটফর্মে একাকী শ্যারন। আড়াল নিয়েছে কন্সোলের। সম্পূর্ণ অসহায়। ওদিক থেকে আসছে পশলা পশলা বুলেট।

'ওকে ফেলে চলুন!' চেঁচিয়ে উঠল পাওলো। 'ও আপনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল!'

'আমরা কাউকে ফেলে যাব না,' বলল রানা। 'ডক্টর তারাসভ, এই দরজার ওদিকে কী?'

'সিঁড়ি,' বললেন বিজ্ঞানী। 'ওটা গেছে স্টেডিয়ামের মত এক জায়গায়।'

'ওদিকে গেলে পোলার আইল্যাণ্ডে ওঠা যায়?'

'হ্যাঁ। স্টেডিয়ামের শেষমাথায় পণ্টুন ব্রিজ। ওটা দিয়ে পৌঁছতে পারব পোলার আইল্যাণ্ডে।'

'তা হলে ওদিকেই যাব,' বলল রানা, 'বব, ক্যাপ্টেন পাওলো! সামনের দিক কাভার করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যান! সোজা যাবেন ওই স্টেডিয়ামে! ...আপা! আমার সঙ্গে থাকুন!'

বব ও পাওলোর পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল সিভিলিয়ান সবাই। অবশ্য রয়ে গেছে পিয়েখে ডিফেখন ও সার্জেণ্ট লেটিনিয়াঁ। পালিয়ে যেতে আপত্তি আছে তাদের।

'মেজর ফ্যেনুয়্যাকে বিপদের মুখে রেখে কোথাও যাচ্ছি না,' বলল প্রকাণ্ড ফ্রেঞ্চ।

মাথা দোলাল সার্জেণ্ট।

'আমিও সে কারণেই থাকছি,' বলল রানা, 'ওকে সরিয়ে আনব ওখান থেকে।'

ক্রেটের আড়ালে রানা ও নিশাতের পিছনে বসে আছে দুই ফ্রেঞ্চ।

ওরা দেখছে মাঝের প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে ঝাঁক ঝাঁক গুলি পাঠাচ্ছে শত্রুরা।

যেন নো-ম্যান্স ল্যাণ্ডে আটকা পড়েছে শ্যারন।

'ক্যাপ্টেন পাওলো কিন্তু একটা ঠিক কথাই বলেছিল,' নিচু স্বরে রানাকে বলল নিশাত। 'সত্যিই আপনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ওই মেয়ে।'

নিচু স্বরে নিশাতের কানে বলল রানা, 'এখন এই দলের প্রত্যেকে কাজে আসবে।' হোলস্টার থেকে ম্যাগহুক বের করে নিল ও।

'আবারও ওই কচুর যন্ত্র, কবে যে সত্যি ওটার কারণে... বিড়বিড় করল নিশাত।

'আমাকে কাভার দিন, আপা!'

ঝট্ করে ঘুরেই জি৩৬ দিয়ে গুলি শুরু করল নিশাত।

একই সময়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, ম্যাগহুক তাক করল প্রকাণ্ড গম্বুজের গার্ডারের দিকে। ট্রিগার টিপে দিতে গিয়েও থমকে গেল।

একই কাজ করেছে শ্যারন ফ্যেনুয়্যা, ম্যাগহুকের মত একটা ডিভাইস তাক করেছে উপরের গার্ডারের দিকে।

আবছাভাবে যন্ত্রটা দেখল রানা।

মেয়েটার হাতের জিনিসটা ম্যাগহুকের চেয়ে বড়, পেটমোটা। ওটার গ্র্যাপলিং হুক আরও তীক্ষ্ণ, যেন তীরের ডগা।

বাতাস চিরে উপরে ছিটকে গেল ডগাটা, পিছনে লেজের মত ছুটল কেবল। জোরালো ঠক্ আওয়াজ তুলল তীক্ষ্ণ হুক। ধাতব গার্ডারে গেঁথে গেল পুরো তিন ইঞ্চি!

খুলে এল না হুক।

রানার চোখের সামনে কন্সোলের পিছন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল শ্যারন, শক্ত হাতে ধরেছে লঞ্চারের দুই হাতল। লাফিয়ে পড়ল কূপের গহ্বরে, দুলতে দুলতে এল রানার দিকে।

প্রয়োজন পড়লে ওই একই কাজ করত ও নিজে, জানে রানা।

ভালুকের কূপের উপর দিয়ে দুলতে দুলতে ভেসে গেল শ্যারন। পাক্কা ষাট ফুট পেরোল দেখতে না দেখতে। তুমুল গুলি করে ওকে কাভার দিল নিশাত।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ওদিকের দরজার কাছে রানার সামনে নামল শ্যারন।

'চমৎকার মুভ,' অন্তর থেকে প্রশংসা করল রানা।

'ধন্যবাদ,' মৃদু হাসল শ্যারন। ওর ম্যাগহুকের বাঁটে অন করে দিল নির্দিষ্ট সুইচ, ফলে তিন সেকেণ্ডে সড়াৎ করে ফিরল কেবল।

রানা ইশারা করতেই দরজা পেরিয়ে স্টেডিয়াম লক্ষ্য করে ছুট দিল শ্যারন।

পাশাপাশি দৌড়ে চলেছে রানা, কিন্তু জানে না ল্যাবের ছাত থেকে চোখ রেখেছে ক্লোয্ড্-সার্কিট টিভি ক্যামেরা। ওটা ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখিয়ে দিচ্ছে শত্রুপক্ষকে।

ওদের চেহারা চিনে নিয়েছে রাফিয়ান আর্মির জেনারেল।

লোডিং ডকের পযিশন থেকে রানাদের প্রতিটি মুভ লক্ষ করছে শত্রুবাহিনীর কমাণ্ডার।

এইমাত্র ওদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল তার দুই শিকার।

কমাণ্ডারের নাম ক্যাম্পেন ফন নেইটরিচ, কিন্তু দলের সবার কাছে সে পচা নেইটরিচ। সে জার্মান নাগরিক, কোনও এক সময়ে জার্মান আর্মির সার্জেন্ট ছিল। আফ্রিকায় শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তখন একের পর এক তরুণী মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। ফলে তাকে অসম্মানের সঙ্গে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ কারণে তার দলের সবাই তাকে পচা নেইটরিচ নামেই ডাকে।

স্ক্রিনে চোখ রেখে হাসল কমাণ্ডার।

'নেইটরিচ টিম, পচা বলছি,' বলল থ্রোট মাইকে। 'এইমাত্র ওদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছি বেয়ার ল্যাব থেকে। এখন সোজা যাচ্ছে আপনাদের দিকে।'

'ঠিক আছে, পচা। আমরা তৈরি। স্টেডিয়ামে অপেক্ষা করছি।'

বারো

'সবাই সুস্থ তো?' জানতে চাইল রানা। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে পৌঁছে গেছে ওর ছোট্ট দলের পাশে।

মাথা দোলাল সবাই।

'এবার কী করব আমরা?' অসহায় সুরে জানতে চাইল বব।

'বিশেষ কিছু করার নেই,' বলল রানা। 'হয় সামনে এগোতে হবে, নইলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। কাজেই...'

তুমুল গুলির আওয়াজে থেমে গেল রানা। নীচে সিঁড়ির শেষে প্যাসেজওয়েতে লেগেছে অসংখ্য বুলেট।

'সবাই এগুতে শুরু করো।'

দলের সবাইকে নিয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপ পেরোল রানা, ঢুকল চারকোনা এক দালানে। জায়গাটা গেঁথে আছে ভালুক দ্বীপের পাহাড়ি বুকে। দু'পাশে দুয়েকটা অফিস-ঘর, তারপর চওড়া ফাঁকা একটা হলরুম। অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

'এই দ্বীপের এসব অফিসে কাজ করত বিজ্ঞানীরা,' বললেন ডক্টর তারাসভ।

মনোযোগ দিয়ে চারদিক দেখছে রানা।

দ্বীপের সরু কোমরের মত এক জায়গায় এই দালান। দক্ষিণে দূরের জানালা দিয়ে আসছে ধূসর আলো। ওদিকের একটা দরজা দিয়েই যেতে হবে, এ ছাড়া পথ নেই।

'আপা, সানকে নিয়ে যতক্ষণ পারেন সিঁড়ি পাহারা দেবেন। আমরা যাব দক্ষিণে।'

'জী, স্যর,' বলল নিশাত।

দক্ষিণ লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে রানা। পৌঁছে গেল সারি সারি জানালার পাশে। ওদিকে চোখ যেতেই আটকে ফেলল শ্বাস। বিড়বিড় করে বলল, 'সর্বনাশ...'

ওর পাশে থমকে গেছে শ্যারন ফ্যেনুয়্যাও। নিচু স্বরে বলল, 'জায়গাটা আসলে কী?'

ডিম্বাকৃতি মস্ত গহ্বর সামনে। কমপক্ষে এক শ' ফুট উঁচু পাথুরে দেয়ালে চারপাশ ঘেরা। এদিকের অর্ধেক জায়গায় একের

পর এক ট্রেঞ্চ। স্টেডিয়ামের মাঝে উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। ওদিকের পরের অর্ধেক জায়গায় প্রায় জমাট এক লেক। মাটিতে গেঁথে দেয়া এক ওয়াকওয়ে গেছে দূরে। ছাতওয়ালা ওই প্যাসেজওয়ে নেমেছে লেকে, তলা দিয়ে গিয়ে আবারও উঠেছে ওদিকের এক চৌকো দালানে। রানারা এখন যে দালানে, ওটা ঠিক তেমনই দেখতে। ওই দালানের ছাতে দ্বিতীয় ওয়াচ টাওয়ার। ওখান থেকে চোখ রাখা যাবে গোটা স্টেডিয়ামের উপর।

প্রকাণ্ড স্টেডিয়ামের আকাশে উঠেছে চারটে উঁচু গার্ডার। প্রথম ওয়াচ টাওয়ারের ভিত্তি থেকে দেড় শ' ফুট উপরে মিলিত হয়েছে টি আকৃতির জাংশন। ওসব গার্ডার থেকে ঝুলছে ফ্লাডলাইট, রাতে উজ্জ্বল আলো ফেলত গহ্বরের বুকে। জায়গাটা প্রায় ফুটবল স্টেডিয়ামের মতই, অথবা গ্ল্যাডিয়েটোরিয়াল এরিনা যেন।

'ওটাই স্টেডিয়াম,' রানার পাশ থেকে বললেন তারাসভ। 'আমার কলিগরা ভালুকদের টেস্ট করতেন ওখানেই। ট্রেনিং দিতেন যুদ্ধের কৌশল।'

'স্যর!' ভালুক ল্যাবের সিঁড়ির উপর থেকে ডাকল নিশাত। 'ওদের অস্ত্রের জোর আমাদের অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি! এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে, স্যর!'

সামনে ঝকঝকে সাদা কাঁচের ছাতওয়ালা খাড়া সিঁড়ি নেমেছে সোজা গিয়ে স্টেডিয়ামের মেঝেতে। ওখান থেকেই শুরু হয়েছে মাটিতে আধাআধি ডেবে যাওয়া ওয়াকওয়ে। ওটা গেছে প্রকাণ্ড গহ্বরের বুক চিরে। কয়েক জায়গায় ভেঙে পড়েছে ওয়াকওয়ের উপরের কাঁচের ছাত। ওখানে আকাশ থেকে ঝরঝর করে তুষার পড়ে জমেছে উঁচু স্তূপ।

চারপাশ দেখে দমে গেল রানা। কেন জানে না, কু ডাকছে মন। কিন্তু আপাতত কিছু করবারও নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই

এগোতে হবে ওদেরকে।

'সবাই সিঁড়ি বেয়ে নামুন! উঠে পড়ুন ওয়াকওয়েতে!'

দালানের দরজা পেরিয়ে ছাতওয়ালা সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত গতিতে নামতে লাগল ওরা। সবার শেষে পিছনদিক কাভার করে আসছে নিশাত ও সান। বারবার ঘুরে চাইছে ওদিকের উঁচু সিঁড়িতে, ওয়েটসুট পরনে কাউকে দেখলেই গুলি ছুঁড়ছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে স্টেডিয়াম লক্ষ্য করে ছুটছে রানা এবং ওর দল। সামনে কাঁচ ভাঙা ছাতের একাংশ। ওখানে পরিষ্কার দেখা গেল ধূসর আকাশ।

হঠাৎ শ্‌শ্‌শ্‌ আওয়াজে ওদের আশপাশ দিয়ে চলে গেল একরাশ বুলেট, বিঁধল উপরের সিঁড়ির ধাপে।

ডাইভ দিয়ে একপাশে পড়ল জর্জ চ্যাপ্লোপল, দু'হাতে ঢেকে ফেলেছে মাথা। ওর পাশে ছুটন্ত ফ্রেঞ্চ সৈনিক সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁ হঠাৎ থমকে গেল, দেহে লেগেছে বেশ কয়েকটা গুলি। ধুপ্‌ করে মেঝেতে পড়ল সে। এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে আহত। পাশে থেমে তাকে দু'হাতে তুলল শ্যারন, সরিয়ে নিল লাইন অভ ফায়ার থেকে।

হঠাৎ কাতরে উঠল ফারিয়া আহমেদ, ওর বাম পায়ে লেগেছে বুলেট। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেয়েটা। ওর পাশে ডাইভ দিল পবন, পরক্ষণে সঙ্গিনীকে তুলে নিয়ে হুড়মুড় করে উঠে গেল উপরের নিরাপদ সিঁড়ির ধাপে।

অন্যরাও পিছিয়ে এসেছে।

শিলাবৃষ্টির মত সিঁড়ির উপর নামছে বুলেট। কয়েকটা লাগল কাঁচের ছাতে। রিইনফোর্সড্‌ কাঁচ ভাঙল না, পিছলে আরেক দিকে গেল লং-রেঞ্জ গুলি। সামনের সিঁড়িতে উঠছে আগুনের লাল-হলুদ ফুলকি।

'মরুক, শালা ঈশ্বরের বাচ্চা!' চিৎকার করল মেরিন ক্যাপ্টেন

ম্যাক পাওলো, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

নিজের দেহ দিয়ে ফারিয়াকে আড়াল করল পবন। ওই একই সময়ে স্টেডিয়ামে চোখ রেখেছে রানা ও শ্যারন। খুঁজছে কোথা থেকে আসছে গুলি। যা ভেবেছিল, দূরের ওই দালানের ছাতের উপরের ওয়াচ টাওয়ারে আছে মার্কস্‌ম্যান। নীচের ওয়াকওয়েতে ওদেরকে পেয়ে গেছে লাইন-অভ-সাইটে।

অপেক্ষা করছিল, জানত রানার দলের সবাইকে এদিকে আসতেই হবে।

বিড়বিড় করে কপালকে দোষ দিল শ্যারন।

কিছুই না বুঝে সবাইকে নিয়ে ফাঁদে পা দিয়েছি, ভাবল রানা। পাল্টা গুলি করল এমপি-৭ দিয়ে। যদিও জানে, ওর অস্ত্র অত দূরে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না। আততায়ীরা আছে গহ্বরের শেষমাথায়। রানার মত করেই গুলি ছুঁড়ল পাওলো, শ্যারন ও বুনো। জবাবে থেমে গেল শত্রুপক্ষের বুলেট।

'এখানে থামা চলবে না!' উঁচু গলায় জানাল রানা। 'যাদের মিলিটারি ট্রেনিং আছে, রোলিং কাভার ফায়ার দিন! গুলি থামালে খুন হব সবাই!'

আহত সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁর ডান বগল নিজের কাঁধে তুলে নিল রানা, বামহাতে জড়িয়ে ধরল কোমর, তারপর ছুটল নীচের সিঁড়ি লক্ষ্য করে। যাদের মিলিটারি ট্রেনিং আছে, তারা কাভার ফায়ার দিল।

ফারিয়া আহমেদকে উঠতে সাহায্য করল পবন হায়দার। মেয়েটিকে নিয়ে নামতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডে ঢুকে পড়ল ছাতওয়ালা ওয়াকওয়েতে। ছুটছে স্টেডিয়ামের মাঝের পথে। গুলি করছে শত্রুরা, কিন্তু রিইনফোর্সড্ কাঁচে লেগে ছিটকে যাচ্ছে তাদের বুলেট।

সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁকে প্রায় কাঁধে তুলে নিয়েছে রানা, তারই

ফাঁকে বলল, 'কিছুই বুঝিনি! আসলে আমাদেরকে খুন করতে চায়নি ল্যাবে! স্রেফ তাড়িয়ে এনেছে এখানে! যাতে ডালে বসা পাখির মত খুন হই!' দোষ দিয়ে চলেছে নিজেকে।

'স্যর, কারও সাধ্যি নেই আগেই বুঝে ফেলবে ফাঁদ পাতা হয়েছে,' আপত্তির সুরে বলল নিশাত। 'খামোকা নিজেকে দোষ দিচ্ছেন।'

'এবার কোন্‌দিকে?' রানার অনুকরণে ফারিয়াকে কাঁধে তুলে নিয়েছে পবন। অন্য হাতে বহন করছে রোবট বন্ধুকে।

এরিনায় চোখ বোলাল রানা। ভোরে রওনা হয়ে পৌঁছেছে ক্র্যাশ করা বেরিভ বিমানের কাছে। এল রাফিয়ান আর্মির এয়ারক্রাফট, তারপর এল ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন। এবং এর পর থেকে বারবার ধাওয়া খেয়ে লিডের ভিতর দিয়ে এসে হাজির হয়েছে বেয়ার আইল্যাণ্ডে— চারপাশ দেখবার সামান্যতম সুযোগও হয়নি।

'আপাতত জানি না কী করা উচিত,' সত্য কথাই বলল রানা। 'শুধু জানি, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোতে হবে। পরে মাথায় কিছু এলে জানাব।'

কোনও বিরতি না দিয়েই কাঁচ ভাঙা ছাতের ওয়াকওয়ে ধরে ছুটছে ওরা, গুলি করছে পিছনের শত্রুদের লক্ষ্য করে।

আড়াল দেয়া রিইনফোর্সড কাঁচের ছাত আবারও শুরু হলো। কিন্তু সামান্য দূরে আবারও শুরু হয়েছে কাঁচ ভাঙা অংশ। ওখানে বড় একটা অংশে মিলবে না কোনও কাভার। আকাশ ওখানে খোলা। ডেরে যাওয়া পথে জমেছে তুষারের উঁচু স্তূপ। আটকে দিয়েছে সামনে যাওয়ার পথ।

চট্ করে পিছনের ওয়াকওয়ে দেখল রানা।

ওদিকে আছে প্রথম হামলাকারী দল।

যে-কোনও সময়ে পিছন থেকে আসবে গুলি।

মন শান্ত রাখতে চাইল রানা।

বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড পাবে, এবং এরই ভিতর পরিষ্কার করতে হবে মগজ— নইলে বেরোতে পারবে না এই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে।

এখন চাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

ঠিক আছে, মনে মনে বলল রানা। *এবার ভাবো, তোমাকে কী করতে হবে?*

একঘণ্টার ভিতর পৌঁছুতে হবে পোলার আইল্যাণ্ডে, নইলে ঠেকাতে পারবে না অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপনের হামলা।

কিন্তু আমার প্রতিটি পদক্ষেপ আগেই বুঝে ফেলছে শত্রুরা। ওদের আছে কো-অর্ডিনেট্ করা পরিকল্পনা। আর আমি তাড়া খাওয়ার ফাঁকে তৈরি করতে চাইছি ওদেরকে টেক্কা দেবার প্ল্যান।

ওরা এ এলাকা ভাল করে চেনে। আমি চিনি না। দৌড়ের ওপর দেখছি চারপাশ। জানি না সামনে কী আছে।

এখন সামনে ও পিছনে শত্রু।

প্রথম সুযোগেই দু'দিক থেকে গুলি করে শেষ করে দেবে আমাদের।

এই লড়াইয়ে হারতে চলেছি...

যদি তা ঠেকাতে হয়, কী করতে হবে?

...হ্যাঁ, লড়াইয়ের পরিস্থিতি বদলে দিতে হবে।

বেশ, কীভাবে বদলে দেব পরিস্থিতি?

আগে বারোটা বাজাতে হবে শত্রুদের প্ল্যানের। প্রথমেই উচিত এই ওয়াকওয়ে থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এবং শুরু করতে হবে এমন কোনও খেলা, যেটা আমার তৈরি। শত্রুরা যেন আমার খেলা অনুযায়ী খেলতে বাধ্য হয়।

চারপাশে নতুন করে চোখ বোলাল রানা।

গহ্বরের উঁচু পাথুরে দেয়ালে চোখ গেল।

গোটা এলাকার অনেক উপরে টি আকৃতির গার্ডার।

স্টেডিয়ামের মাঝে ওয়াচ টাওয়ার...

হ্যাঁ, ওয়াচ টাওয়ার...

ওটাই ওর খেলায় প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত।

ওটার মাধ্যমেই বদলাতে হবে লড়াইয়ের বর্তমান পরিস্থিতি।

যদি কিছুটা সময় আদায় করা যায়...

নীচের এরিনায় মিলিটারি ট্রেঞ্চ।

ওসব ট্রেঞ্চে পোলার বেয়ারগুলোকে ট্রেনিং দিত সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা।

হতেও পারে কাজ...

'শুনুন!' জরুরি সুরে বলল রানা, 'আমরা এই ওয়াকওয়েতে রয়ে যেতে পারব না! সামনে ছাতহীন অংশে গিয়েই সবাই তুষারের স্তূপ বেয়ে উঠব! গিয়ে ঢুকব বামের ট্রেঞ্চে! ওগুলো বেশ খানিকটা কাভার দেবে!'

ওর কানের পাশ দিয়ে ভোমরার মত ম্‌ম্‌ম্‌ আওয়াজ তুলে চলে গেল একটা বুলেট।

ওটা এসেছে পিছন থেকে।

ওয়াকওয়ের শুরুতে হাজির হয়ে গেছে আততায়ীরা।

কাঁধে রাখা আহত সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁকে নিয়ে চরকির মত ঘুরল রানা, অন্য হাতে গর্জে উঠল এমপি-৭। একই কাজ করেছে সান, পাওলো ও নিশাত। চারজনের গুলির মুখে আবারও উপরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল হামলাকারীরা।

দলের অন্যদের আগে ফারিয়াকে কাঁধে নিয়ে ওয়াকওয়ের খোলা অংশে পৌঁছে গেল পবন হায়দার— সামনে তুষারের উঁচু ঢিবি। ওখানে গুলি পাঠাতে পারবে না স্নাইপাররা। কিন্তু ওই ঢিবি পেরিয়ে আবারও নিচু প্যাসেজওয়েতেও নামতে পারবে না পবন।

হঠাৎ হিস্‌-হিস্‌ আওয়াজ তুলে একরাশ গুলি গেল ওদের

মাথার উপর দিয়ে, লাগল গিয়ে ওয়াকওয়ের দু'পাশের দেয়ালে। পাশ থেকে এসেছে এসব গুলি। গহ্বরের পুব ও পশ্চিমের খাড়া দেয়ালে উঠেছে কয়েকজন স্নাইপার। নিশ্চিন্তে বসে আছে স্টিলের ভিত্তির পাশে। ওসব ভিত্তি ঝুলিয়ে রেখেছে স্টেডিয়ামের উপর প্রকাণ্ড গার্ডারের জাল।

পবন ও ফারিয়ার পাশে পৌঁছে গেল প্রকাণ্ডদেহী ফ্রেঞ্চ বুনো ও শ্যারন। পাল্টা গুলি করল ওরা।

'যান!' তাড়া দিল শ্যারন। 'ঢুকে পড়ুন ট্রেঞ্চে!'

একহাতে রোবট বন্ধুকে সুটকেসের মত ধরেছে পবন, অন্যহাতে ঠেলে তুলল ফারিয়াকে তুষারের স্তূপে। মেয়েটি সমতলে উঠতেই নিজেও উঠে গেল পবন। সামনে পড়ল নরম, কাদাময় জায়গা। হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়ে গেল ওরা। চারপাশে এসে বিঁধছে বুলেট। অবশ্য নিরাপদেই পৌঁছে গেল ট্রেঞ্চের কাছে।

ট্রেঞ্চ ছয় ফুট গভীর, ধুপ্ করে নীচে পড়ল ওরা। দু'পাশের মাটির দেয়াল ও মেঝে ঢেকে গেছে পাতলা সাদা বরফে। সোজা সামনে গেছে সরু ট্রেঞ্চ, মিশেছে গিয়ে আরও কিছু ট্রেঞ্চে— যেন ছোট কোনও গোলকধাঁধা। ডানদিকে গেছে প্রতিটি বাঁক।

ওদিকের কোনও ট্রেঞ্চে নিচু গর্জন শুনল পবন। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার মনে হয় না এসব ট্রেঞ্চ খালি...'

পিছনের ওয়াকওয়েতে শত্রুদল লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করছে রানা, কাঁধে প্রায় ঝুলছে মারাত্মক আহত সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁ।

ঝট্ করে দক্ষিণে ঘুরে চাইল রানা। 'আপা! ওই ওয়াচ টাওয়ার দখল করতে চাই! ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে ওটার কাছে চলে যান। ...সান, ক্যাপ্টেন পাওলো, সরিয়ে নিন ডক্টর তারাসভ আর চ্যাপ্রোপলকে! সোজা যাবেন পবন ও ফারিয়ার কাছে।'

'জী, স্যর,' ওয়াকওয়ে থেকে সমতলে উঠে গেল নিশাত, চারপাশে এক পশলা গুলি করে কাভার দিতে চাইল সবাইকে। ওর পিছন পিছন উঠল পাওলো ও চ্যাপ্রোপল। তাদের পর সান, ঘুরেই হাত বাড়িয়ে দিল ডক্টর তারাসভকে তুলে নেয়ার জন্য।

থেমে থেমে গুলি করছে রানা। ওর পাশে চলে গেল শ্যারন।

'মেজর!' গুলির শব্দের উপর দিয়ে ডাকল, 'এভাবে বাঁচব না কেউ! আগে পাল্টে দিতে হবে শত্রুর যুদ্ধের প্ল্যান!'

'জানি!'

'তোমার কোনও প্ল্যান আছে?'

'হ্যাঁ! ট্রেঞ্চে নামব! তারপর যাব ওই ওয়াচ টাওয়ারে!'

'তারপর?'

'তারপর ওখান থেকে...' গুলির আওয়াজে থেমে গেল রানা। একহাতে আহত সার্জেন্টকে স্থির রাখল ও।

'ঠিক আছে! আপাতত এতেই চলবে!' সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁর আরেক কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাকে ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করল শ্যারন।

গুলি করে ওদেরকে কাভার দিচ্ছে বুনো।

তুষারের ঢিবি বেয়ে উঠতে লাগল রানা ও শ্যারন।

ওরা প্রায় উঠে এসেছে ঢিবির উপর, এমন সময় হঠাৎ করেই রানা টের পেল পিছনে থেমে গেছে গোলাগুলি।

ভুরু কুঁচকে গেল ওর। ঘুরে চাইল পিছনের ওয়াকওয়ের দিকে।

এখন আর সিঁড়িতে কেউ নেই।

পরিস্থিতি অস্বাভাবিক মনে হলো ওর।

শত্রুরা নেই মানেই অন্য কোনও প্ল্যান আছে তাদের।

ঠং! ঠং! ঠনাৎ!

ওদিকের সিঁড়ি থেকে ওয়াকওয়েতে এসে থেমেছে ছোট

একটা ধাতব সিলিণ্ডার।

জিনিসটা দেখে রানার মনে হলো স্মোক গ্রেনেড। কিন্তু আকারে আরও ছোট। প্রথমে ভেবেছিল ওটা আরেকটা অ্যাসিড গ্রেনেড। কিন্তু ওই সিলিণ্ডার রুপালি নয়। দু'পাশে লাল ও হলুদ ব্যাণ্ড।

সমতলে উঠে ঘুরে চেয়েছেন ডক্টর তারাসভ।

তিনিও দেখেছেন ওই গ্রেনেড।

বিস্ফারিত হলো তাঁর দু'চোখ।

'মেজর রানা! ওয়াকওয়ে থেকে উঠুন! ওটা লাল ইউরেনিয়াম গ্রেনেড!'

এরই ভিতর ওয়াকওয়ে থেকে সমতলে উঠেছে শ্যারন ও বুনো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রানাকে তুলতে হাত বাড়িয়ে দিল শ্যারন।

সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁর কোমর জড়িয়ে ধরে তুষারের স্তূপে উঠছে রানা, কিন্তু পিছলে গেল প্রায় অচেতন সৈনিকের দুই বুট। খপ্ করে কিছু ধরতে চাইল সে, ফলে অসম্ভব হয়ে উঠল পতন ঠেকানো। হাত ফস্কে গেল রানারও। কয়েক ডিগবাজি খেয়ে নীচে গিয়ে পড়ল সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁ।

ঘুরেই ডাইভ দিতে তৈরি হলো রানা, কিন্তু তখনই শুনল ডক্টর তারাসভের চিৎকার। শ্যারনকে বলছে: 'না! দেরি হয়ে গেছে, মিস! মেজর রানাকে তুলে আনুন!'

কোমরে টান পড়তেই রানা টের পেল, ওকে জড়িয়ে ধরে পিছিয়ে যাচ্ছে কে যেন!

কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়েই হুড়মুড় করে প্রায় শক্ত কাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ল রানা। ওর কোমরের পাশেই শ্যারন ফ্যেনুয়্যা। পরের সেকেণ্ডে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো লাল-হলুদ ব্যাণ্ডে মোড়া গ্রেনেড।

রানা ও শ্যারনের সামনের ওয়াকওয়ে ধরে ছিটকে গেল পাঁচ ফুট উঁচু লাল-হলুদ আগুনের হলকা।

সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁর বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই রইল না।

লাল-হলুদ আগুনের প্রচণ্ড তাপে মুহূর্তে ভুস্ করে মিলিয়ে গেছে বেচারা।

হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল রানা।

যেন মস্ত ফ্লেমথ্রোয়ার ব্যবহার করে ছিটকে দেয়া হয়েছে হলুদ-লাল আগুনের লকলকে জিভ।

পাঁচ ফুট উঁচু, নয় ফুট চওড়া গলি ভরে গেছে গনগনে শিখায়।

সার্জেন্ট লেটিনিয়াঁকে শেষ করবার আগে ওয়াকওয়ের উপরের রিইনফোর্সড্ কাঁচের ছাতে লেগেছে শিখা। ফেটে গেছে কঠিন কাঁচ, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হয়েছে আকাশের দিকে।

ফ্রেঞ্চ সৈনিককে হাওয়ায় মিশিয়ে দিয়ে তুষারের স্তূপে লেগেছে হলদে আগুনের নদী। যেন মাখনে লেগেছে অতি তপ্ত ছোরা। ফোঁস আওয়াজে বাষ্পায়িত হয়েছে বরফের মস্ত ঢিবি। সোজা দেড় শ' ফুট উপরে উঠেছে বাষ্প। প্যাসেজওয়ের দু'পাশে তৈরি হয়েছে ঘন কুয়াশার মেঘ।

কী করবে ভাবছে রানা, এমন সময় নতুন উদ্যমে হামলা করল শত্রুরা। আশপাশে মাথা খুঁড়ছে বুলেট।

ওয়াকওয়েতে চোখ পড়ল রানার। ভয়ঙ্কর উত্তাপে জায়গায় জায়গায় কাদার মত গলে গেছে কংক্রিটের কঠিন মেঝে। হাওয়া হয়েছে তুষারের মস্ত স্তূপ, প্রচণ্ড তাপে মেঝে হয়ে উঠেছে কমলা রঙের।

ঘন কুয়াশার আড়াল নিয়ে ঘুরেই ক্রল শুরু করল রানা। তার আগে টোকা দিয়েছে শ্যারনের কাঁধে। একইসঙ্গে কাছের ট্রেঞ্চে নামল ওরা। অপেক্ষা করছে নিশাত, বব, প্রকাণ্ডদেহী বুনো এবং

ডক্টর তারাসভ। সামান্য দূরে ক্যাপ্টেন পাওলো ও জর্জ চ্যাপ্রোপল— ওদের দু'জনকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হলো।

'ওটা কী ছিল, ডক্টর?' জানতে চাইল বিস্মিত রানা।

'গ্রেনেড,' বললেন তারাসভ। 'অবশ্য ওটার কোর ছিল থারমোবেরিক।'

'সিলিণ্ডারটা কিন্তু খুবই ছোট ছিল...' ঢোক গিলল ক্যাপ্টেন পাওলো।

'ওটার লাল ইউরেনিয়ামের কোর এক দানা চালের সমান,' বললেন তারাসভ। 'ভয়ঙ্করভাবে বিস্ফোরিত হয়নি, কারণ খোলা বাতাসের তাজা অক্সিজেন পায়নি। নইলে...'

'বলতে চাইছেন আরও ভয়ঙ্করভাবে ফাটত ওটা?' পদার্থ বিজ্ঞানীকে থামিয়ে দিল নিশাত, 'আপনারা নিজেদেরকে বিজ্ঞানী বলেন? আপনারা তো দেখছি আসলে আস্ত পশু সব! কসাই, পাষণ্ড সব...'

'এখন এসব থাক্, আপা,' উঠে দাঁড়াল রানা। কুয়াশা মোড়া ট্রেঞ্চের দূরে দেখল উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। 'এবার এই স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন ঠেকাতে না পারলে কারও কোনও উপকারে আসব না আমরা। এখন প্রথম কাজ হবে ওই টাওয়ারে ওঠা।'

রানা রওনা হয়ে যেতেই পিছনে চলল অন্যরা।

রানার পাশে পৌঁছে গেল বব। বলল, 'স্যর, আমরা মিস্টার পবন আর মিস ফারিয়াকে খুঁজে পাইনি। তাদের কাছে হেডসেট নেই।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার, এক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে থ্রোট মাইকে টোকা দিল, 'বন্ধু? ...শুনছ?'

'শুনছি, বন্ধু রানা,' নিস্পৃহ সুরে জবাব দিল কুয়াশার রোবট।

'তোমার স্পিকার চালু করো, যেন আমার কথা অন্যরাও

শোনে।'

'স্পিকার অন করে দিয়েছি, প্রিয় বন্ধু।'

আমি আবার কখন তোর প্রিয় হলাম, ভাবল রানা। কুয়াশার রোবট ব্যাটা বোধহয় ভাবছে একই শব্দ ব্যবহার করবে না!

'পবন? ...শুনছ?'

কুয়াশার সহকারীর কণ্ঠ শুনল রানা, মনে হলো স্পিকারফোনে কথা বলছে। 'শুনছি, মিস্টার রানা।'

'তুমি কোথায়? ...তোমার সঙ্গে ফারিয়া আছে?'

কুয়াশাময় এক ট্রেঞ্চে হাঁটছে পবন হায়দার, ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে খুঁড়িয়ে চলেছে ফারিয়া আহমেদ। পিছনে রোবট বন্ধু।

'আমরা ট্রেঞ্চের গোলকধাঁধায়। কোনও ভুল মোড় নিয়েছি, তাই হারিয়ে গেছি!'

'তুমি কি স্টেডিয়ামের মাঝে ওয়াচ টাওয়ার দেখছ?'

বন্ধুর স্পিকারে পরিষ্কার শুনেছে পবন। ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে আশপাশ দেখল। প্রথমে মস্ত ওই গহ্বরের উঁচু পাথুরে দেয়াল ও পিছনে ফেলে আসা দালান ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

'না... মিস্টার রানা...' ঘুরে চেয়েই চমকে গেল পবন। 'ও, হ্যাঁ! দেখতে পেয়েছি! ধূর! ভুল দিকে যাচ্ছি! আবারও যাচ্ছিলাম এই গর্তের উত্তরদিকে!'

'ঠিক আছে, খুব ভুল করোনি। এবার সোজা ওই ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যাও। ওখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

'জী।'

এবার ফারিয়াকে নিয়ে ঠিক দিকে চলল পবন। কিন্তু খেয়াল করল না, ওর নাইকি বুটের স্পষ্ট ছাপ পড়ছে ভেজা কাদায়।

হনহন করে হাঁটছে রানা ট্রেঞ্চের গোলকধাঁধায়, নিচু করে রেখেছে মাথা। প্রতিটা বাঁক নিচ্ছে হিসাব কষে। কুয়াশার চাদরের ওদিকে

ওয়াচ টাওয়ার, প্রতি পদক্ষেপে কাছে চলে আসছে।

'আসলে তোমার প্ল্যান কী, মেজর?' জানতে চাইল শ্যারন ফ্যেনুয়্যা।

হাঁটবার গতি না কমিয়েই বলল রানা, 'আমরা এই ফাঁদে ইঁদুরের মত বন্দি, চারপাশে শত্রু। দক্ষিণ, পুব ও পশ্চিমে দক্ষ স্নাইপার। এ ছাড়া, পিছনে উত্তরে আরেকদল, তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের ধরা পড়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। কাজেই হাতে চাই নতুন তাস। প্রথমেই উঁচু কোথাও উঠব, নইলে বাগে পাব না ওদেরকে। আর ওদের শেষ করতে পারলেই দেরি না করে যাব পোলার আইল্যাণ্ডে। এখন জরুরি হয়ে উঠেছে ওই ওয়াচ টাওয়ার দখল করা।'

ঘন কুয়াশা ভেদ করে রানার মাথার পাশে কাদাটে দেয়ালে থ্যাপ্ শব্দে লাগল একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। ওদিকে দ্বিতীয়বার চাইল না ও, ব্যস্ত হয়ে হাঁটছে।

'ওরা তোমাকে ওয়াচ টাওয়ারে দেখলে তিরিশ সেকেণ্ডে ওটা উড়িয়ে দেবে আরপিজি দিয়ে,' জানাল শ্যারন।

'জানি,' বলল রানা, 'কিন্তু যা করতে চাই, তার জন্য তিরিশ সেকেণ্ড লাগবে না।'

তেরো

'ঠিক আছে, সবাই শুনুন,' এম্‌পি-৭ হাতে চারপাশ দেখে নিল রানা। 'আমার এই প্ল্যান ভাগ করেছি দু'ভাগে। প্রথম কাজ হচ্ছে:

আমি হব টোপ। ছুটব ওয়াচ টাওয়ারের দিকে। পুব ও পশ্চিমের দেয়ালের ওপর থেকে গুলি করবে স্নাইপার। তখন আপনারা গুলি করে ফেলে দেবেন তাদেরকে। ...বুঝতে পেরেছেন?'

ট্রেঞ্চের গোলকধাঁধার একধারে পৌঁছে থেমেছে রানা এবং ওর দলের প্রায় সবাই। এদিকটা ওয়াচ টাওয়ারের সবচেয়ে কাছে।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল প্রকাণ্ডদেহী প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

'কিন্তু, স্যর, আপনি কেন, আমিই না হয় টোপ হই,' বলল স্নেহপরায়ণা নিশাত।

'না, আপা, কাজটা আমার,' সিধে মানা করে দিল রানা।

'আপা মানে কী?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল শ্যারন।

'ওল্ডার সিস্টার। বড় বোন।'

বড় হয়ে গেল শ্যারনের দুই চোখ। নিশাতকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এবার তোমার প্ল্যানের শেষাংশটা কী?'

'আমি একবার পযিশন নিতে পারলেই ফেলে দেব দক্ষিণের ওয়াচ টাওয়ারের স্নাইপারদেরকে।'

'ততক্ষণ তুমি বাঁচলে তো!' শুকনো স্বরে বলল শ্যারন।

'হ্যাঁ, বাঁচলে তবে,' মৃদু হাসল রানা। 'ঠিক আছে, এবার শুরু হচ্ছে খেলা!'

কথাটা মাটিতে পড়বার আগেই ট্রেঞ্চ থেকে উঠেই ওয়াচ টাওয়ারের ভিত্তি লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা।

মাত্র এক সেকেণ্ড পর পুব ও পশ্চিমের দেয়ালের মাথায় জ্বলজ্বল করে উঠল মায্‌ল্‌ ফ্ল্যাশ।

পশলা পশলা বুলেট এল রানার আশপাশের বাতাস চিরে। ওর কান-গলা ও বুকের খুব কাছ দিয়ে স্‌স্‌স্‌স্‌ আওয়াজে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট।

'ওরে, ভাগরে, রানা!' মনে মনে নিজেকে তাড়া দিল রানা,

ছুটছে পাঁই-পাঁই করে। পাখির মত লেজ ও ডানা থাকলে উড়াল দিত।

পরের তিন সেকেণ্ডে রানাকে গেঁথে ফেলবার মত লক্ষ্যস্থির করতে পারল স্নাইপাররা।

কিন্তু তার আগেই কাজে নেমেছে ক্যাপ্টেন নিশাত, ক্যাপ্টেন পাওলো, সান, শ্যারন ও ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখন।

প্রথম তিনজন গুলি করছে পুব দেয়ালের স্নাইপারদের উদ্দেশে।

পশ্চিম দেয়ালের স্নাইপারদের ফেলতে চাইছে দুই ফ্রেঞ্চ।

দু'দলের টানা গুলিবর্ষণে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল স্নাইপারদের দুই আস্তানা। ওসব পযিশন থেকে ছিটকে পিছনে গিয়ে পড়ল তিনজন করে মার্কসম্যান। থেমে গেল উপরের মাযল ফ্ল্যাশ।

ওই একই সময়ে ওয়াচ টাওয়ারের ভিত্তির সামনে পৌঁছে গেল রানা। কিন্তু নতুন উদ্যমে এল কয়েক পশলা বুলেট, তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল স্ট্রাটগুলোর মাঝ দিয়ে।

এবারের গুলি এসেছে দূরের ওয়াচ টাওয়ার থেকে।

ওই ওয়াচ টাওয়ার স্টেডিয়ামের দক্ষিণের দালানের উপর।

বেদমভাবে ধক্-ধক্ করে লাফাচ্ছে রানার হৃৎপিণ্ড। ঝড়ের গতিতে উঠতে লাগল ওয়াচ টাওয়ারের ভিতরের মই বেয়ে।

'আপা! ওদিকের ওয়াচ টাওয়ার!'

বানরের মত ক্ষিপ্র অথচ সাবলীল ভঙ্গিতে মই বেয়ে উঠছে রানা। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গুলি, জোরালো ঠং-ঠাং আওয়াজে লাগছে স্ট্রাটে।

রানার সানগ্লাসের কাঁচে আঁচড় কেটে গেল একটা বুলেট, রয়ে গেল দাগ। কে যেন হ্যাঁচকা টান দিল ওর ঘাড় ধরে। পড়তে পড়তে সামলে নিল রানা। মই বেয়ে উঠবার ফাঁকে একপলক পিছনে চেয়ে বুঝল, কেউ না, ওর পার্কার পুরু কলার ভেদ করে

গেছে বুলেট।

রানার দলের সবাই কাভার ফায়ার দিতে চাইছে।

কিন্তু পুব ও পশ্চিমের আস্তানার মত নয় দক্ষিণের পযিশন। ওদিকের ছাউনির নীচে আছে বড়জোর এক বা দু'জন, লুকিয়ে আছে ভালভাবেই।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওয়াচ টাওয়ারের ছাতির মত কিউপোলায় পৌঁছে গেল রানা। চারপাশে ছড়িয়ে আছে তিন শ' ষাট ডিগ্রি বিশাল গহ্বর।

দৃশ্যটা মুগ্ধ হওয়ার মতই।

দারুণ!

কিন্তু ওর বেঁধে দেয়া তিরিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে যাচ্ছে।

তখনই দক্ষিণ ওয়াচ টাওয়ারে একজনকে দেখল রানা।

লোকটা কী যেন তুলেছে কাঁধে!

জিনিসটার ব্যারেল লম্বা!

সর্বনাশ!

আরপিজি লঞ্চার!

নড়ে উঠল রানা, খপ্ করে পিঠের হোলস্টার থেকে নিল ম্যাগহুক, পরক্ষণে জিনিসটা সামনে এনেই দু'হাতে ধরে আকাশে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার।

ওই একই সময়ে দক্ষিণের ওয়াচ টাওয়ারের লোকটা টিপেছে ট্রিগার। ছিটকে রওনা হলো রকেট-প্রপেল্ড-গ্রেনেড।

লেজে কেব্‌ল্ নিয়ে আকাশ ফুটো করছে ম্যাগহুক— ওদিকে স্টেডিয়ামের আরেক প্রান্ত থেকে বিদ্যুদ্বেগে আসছে আরপিজি, পিছনে দীর্ঘ ধোঁয়ার লেজ!

প্রকাণ্ড গহ্বরের অনেক উপরে টি আকৃতির গার্ডার জংশনে ঠং আওয়াজে আটকে গেল ম্যাগহুকের ম্যাগনেটিক হেড। দেরি না করেই হ্যাণ্ডগ্রিপের স্পুল বাটন টিপল রানা। পরক্ষণে কেবলের

হ্যাঁচকা টানে লঞ্চারসহ রওনা হয়ে গেল আকাশ পথে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওয়াচ টাওয়ারে লাগল আরপিজি, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো রকেট। ফুরিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের মত বাইরের দিকে ছিটকে গেল হাজারো ধাতব টুকরো ও ধোঁয়ার মেঘ। আকাশে উঠতে উঠতে রানা নীচে দেখল, প্রকাণ্ড এক গোলাপের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে লাল-হলুদের এক আগুনের ফুল।

দু'সেকেণ্ড পর ম্যাগহুকের ইন্টারনাল স্পুলারের কারণে গার্ডার জংশনের নীচে গিয়ে ঠেকল ও। ঝুলে রইল স্টেডিয়ামের এক শ' পঞ্চাশ ফুট উপরে, তারপর সামান্য কসরত করে উঠে পড়ল চার গার্ডারের জংশনে। পিঠের হোলস্টারে রেখে দিল ম্যাগহুক। ব্যস্ত হয়ে উঠল যে কারণে এখানে এসেছে, সেটা করতে।

দেরি না করে দক্ষিণের ধাতব গার্ডারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। ওই গার্ডার দীর্ঘ এবং ঢালু, বহু দূরে চলে গেছে স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে। প্রায় জমাট লেকের ঢের উপর দিয়ে গিয়ে ওদিকের দালানের ওয়াচ টাওয়ার পেরিয়ে থেমেছে দূরের মাটিতে।

স্টেডিয়ামের চার প্রধান গার্ডার প্রতিটি তিনফুট চওড়া। ওর গার্ডারের দু'পাশ শক্ত হাতে ধরেছে রানা, ডানহাতে এমপি-৭, বামহাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল।

এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, পরক্ষণে হড়কে যেতে দিল নিজেকে। মাথা নীচে, পা উপরের দিকে— সাঁই-সাঁই করে বাড়তে লাগল নামবার গতি— যেন মাছের দিকে ছোঁ দেয়া ক্ষিপ্র, ক্ষুধার্ত মাছরাঙা!

দু'হাতের তালু ও দুই বুট ব্যবহার করে চেপে ধরেছে গার্ডারের দু'দিকের পাত। তুমুল বেগ পাত্তা না দিয়ে স্থির রাখছে নিজেকে। সঠিক সময়ে নিয়ন্ত্রণ করবে গতি। খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে রকেটের মত।

গার্ডার থেকে নীচে উঁকি দিয়েছে একের পর এক ফ্লাডলাইট,

বিদ্যুদ্বেগে পিছনে পড়ছে। মনে হলো মুহূর্তে পিছিয়ে গেল লেক, দ্রুত আসছে দক্ষিণের দালান— ওটার উপর মাথা তুলেছে খাড়া ওয়াচ টাওয়ার।

এবার দেরি না করে দু'হাতের দুই অস্ত্র কাজে লাগাল রানা।

গর্জে উঠেছে দুই অস্ত্র, মুখে ঝরছে কমলা আগুন।

অন্তত ত্রিশটা বুলেট ঝাঁঝরা করল ওয়াচ টাওয়ারের কিউপোলা।

তুমুল বেগে পিছলে নেমে যাওয়ার মাঝে রানা দেখল, বুলেটের আঘাতে বেদম ঝাঁকি খেয়েছে দুই স্নাইপার, লুটিয়ে পড়েছে ওয়াচ টাওয়ারের মেঝেতে।

আর উঠে দাঁড়াল না তারা।

ফাঁকা হয়ে গেছে ওয়াচ টাওয়ার।

দেখতে না দেখতে গহ্বরের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে গেল রানা, তার আগেই গার্ডারের পাশে বুট চেপে কমিয়ে এনেছে পতনের গতি, একটু পর থেমে গেল ঝাঁকি খেয়ে। এখান থেকে শুরুই হয়েছে নিচু কংক্রিটের দেয়াল।

দুই অস্ত্রে নতুন ম্যাগাযিন ভরে নেয়ার ফাঁকেই দেখেছে, ওয়াচ টাওয়ারের ভিত্তির কাছে জড় হয়েছে পার্কা পরা আরও কয়েকজন শত্রু সৈনিক। গহ্বরের দেয়ালের দু'দিকে দু'পা ঝুলিয়ে গুলি শুরু করল রানা। সরসর করে নেমে চলেছে, তারই ফাঁকে দেখল গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ছে শত্রুরা।

দেয়ালের শেষে গিয়ে থেমে গেল রানা। বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না তিন ফুট উপর থেকে নামতে। দুই অস্ত্রের মুখ থেকে বেরোচ্ছে ধূসর ধোঁয়া। আবারও খালি হয়ে গেছে অস্ত্র। থমথম করছে শত্রুদের পযিশন, ওদিকে নড়ছে না কেউ।

ব্যস্ত হাতে দুই অস্ত্রে নতুন ম্যাগাযিন ভরল রানা, সতর্ক।

এখনও কেউ রয়ে গেলে কাজে আসবে না ওর প্ল্যান।

আরও পাঁচ সেকেণ্ড পর নিশ্চিত হলো, বেঁচে নেই কেউ।

পরবর্তী আড়াই মিনিটে দ্বিতীয় ওয়াচ টাওয়ারের কিউপোলায় উঠল রানা, মৃত দুই স্নাইপারের একজনের রাইফেল তুলে নিয়ে ওটার সাইটের ভিতর দিয়ে দূরে চাইল।

কোথাও নড়ছে না কিছু।

'আপা,' থ্রোট মাইকে বলল, 'এবার সবাইকে নিয়ে লেকের নীচের ওয়াকওয়ে ধরে চলে আসুন। এখান থেকে কাভার দিচ্ছি।'

রানা জানে না, কিন্তু অবিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে শ্যারন ফ্যেনুয়্যা ও ক্যাপ্টেন ডিফেখন— হাঁ হয়ে গেছে মুখ। রানার অবিশ্বাস্য স্টাণ্ট এখনও হজম করতে পারেনি, এত দুর্দান্ত সাহসী হতে পারে মানুষ!

একটা কথাও বলল না শ্যারন, শুধু আস্তে করে দোলাল মাথা।

বুনো বলল, 'আমি ওই লোককে ভালবেসে ফেলেছি, মেজর!'

'জলদি রওনা হন,' তাড়া দিল নিশাত।

দৌড় শুরু করল দলের সবাই। ফিরে চলেছে ওয়াকওয়ের দিকে। ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে তিন মিনিটের ভিতর পৌঁছে গেল ওরা প্যাসেজওয়েতে। তার আগেই নিশাত জানিয়েছে কী করতে হবে।

ওয়াকওয়েতে নেমে রওনা হলো সান, পাওলো, চ্যাপ্লোপল, তারাসভ, শ্যারন ও বুনো।

এবার দূরের ওয়াচ টাওয়ার থেকে আর গুলি এল না, বরং ওখান থেকেই কাভার দেয়া হলো ওদেরকে।

পচা নেইটরিচের দল ভালুক ল্যাবোরেটরি থেকে ওদেরকে তাড়া করে এনেছিল এদিকে, কিন্তু উল্টো এখন তারাই আটকা পড়েছে উত্তরদিকের সিঁড়িতে। স্টেডিয়ামের দক্ষিণ ওয়াচ টাওয়ার থেকে রানার স্নাইপিং রাইফেলের গুলি আসছে তাদের দিকে।

থ্রোট মাইকে ডাকল রানা, 'তুমি কোথায়, পবন?'

কুয়াশার সহকারী জানাল, 'এখনও ট্রেঞ্চে, ওয়াচ টাওয়ারের কাছে যেতে পারিনি।'

'ওয়াচ টাওয়ারে যেতে হবে না আর। ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ওয়াকওয়ে ধরে চলে এসো। আমি কাভার দেব।'

'ঠিক আছে, আমরা আসছি,' জানাল পবন।

ট্রেঞ্চের জটিল গলির ভিতর দিয়ে চলেছে। ওর কাঁধ ধরে হাঁটছে ফারিয়া, পিছনে চাকা গড়িয়ে আসছে রোবট বন্ধু।

জোরে হাঁটতে গিয়ে হাঁপাতে শুরু করেছে পবন।

জানে না কেন ভয় লাগছে ওর।

কাদাটে ট্রেঞ্চের তুষার ছাওয়া এক মোড় ঘুরল পবন, সামনে কাদা ভরা আরেকটা ট্রেঞ্চ।

অস্বস্তি লাগছে পবনের। একেবারেই হারিয়ে গেছে।

'আপনার কী অবস্থা?' জানতে চাইল সঙ্গিনীর কাছে।

'ভাল না, পায়ে খুব ব্যথা,' বলল ফারিয়া। অসহায় চোখে পবনের দিকে চাইল। 'দয়া করে আমাকে ফেলে যাবেন না।'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল পবন। চোখ রাখল অপরূপা মেয়েটির সজল চোখে। 'ফারিয়া, আমার চোখে তাকান। আরও খারাপ কিছু হলেও কিছুতেই আপনাকে ফেলে যাব না। হয় একসঙ্গে বাঁচব, নইলে মরব— আলাদা হব না।'

লজ্জা পেল ফারিয়া, আস্তে করে চোখ নামিয়ে নিল। 'ধন্যবাদ, পবন।'

ট্রেঞ্চের উপরের পারের দিকে চাইল কুয়াশার সহকারী। 'ওপরে উঠতে হবে। নইলে বুঝব না কোথায় আছি। শুনুন...'

কাছেই বলে উঠল কর্কশ কণ্ঠ, 'বাহ্-বাহ্, প্রেম চলছে দেখি!'

ঘন কুয়াশার ভিতর আওয়াজটা খুব কাছে মনে হলো ওদের।

'কী বলছিলে বীর পুরুষ— সুন্দরী, তোমাকে ছেড়ে যাব না?'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল পবন। ওই লোক বাংলা ভাষা জানে না, কিন্তু আন্দাজ করে নিয়েছে ও কী বলেছে।

দূরে গেছে ট্রেঞ্চ।

ওদিকে ঘন কুয়াশা।

কেউ নেই।

বিস্ফারিত চোখে পবনের দিকে চাইল ফারিয়া। 'ওরা... ওরা ট্রেঞ্চে!'

'আমার নাম ক্যাম্পেন ফন নেইটরিচ,' হাসি-হাসি সুরে বলল কণ্ঠস্বর, 'পচা নেইটরিচও ডাকতে পারো। খুবই বদনাম আছে আমার। আমি নাকি মেয়েদের পেলেই বারবার ইচ্ছেমত রেপ করি। ...তার চেয়েও বড় কথা, তোমার গলার আওয়াজটা আমার পছন্দ হয়েছে, ডার্লিং ফারিয়া!'

আতঙ্কিত চোখে পরস্পরকে দেখল পবন ও ফারিয়া।

'সোনা... ডার্লিং ফারিয়া,' গুনগুন করল পচা নেইটরিচ।

কাছ থেকেই এসেছে কণ্ঠ। চারপাশে চোখ বোলাল পবন।

ধাতব 'ক্লিক!' শব্দে এইমাত্র অফ হলো অস্ত্রের সেফটি ক্যাচ!

হ্যাণ্ডেল ধরে বন্ধুকে তুলে নিল পবন।

থমথম করছে চারপাশ।

ভয় করছে পবনের।

যে-কোনও সময়ে বন্ধুর ইলেকট্রিক মোটরের শব্দ শুনে ওদেরকে ধরে ফেলবে ওই লোক।

'এদিকে চলুন!' ফিসফিস করে বলল পবন ফারিয়াকে।

ট্রেঞ্চে আরেকটা বাঁক নিল দু'জন। আর তখনই বাতাস চিরে দিল ভয়ঙ্কর এক গর্জন। সামনের কাদাটে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে রোমশ এক মস্ত পোলার বেয়ার!

পিছনের দুই পায়ে ভর করেছে, উচ্চতা কমপক্ষে দশফুট! মস্ত হাঁ করতেই বেরোল চারটে হলদে তীক্ষ্ণধার শ্বদন্ত। ভয়ঙ্কর

খেপেছে, দুলতে দুলতে এগিয়ে এল দু'পা।

ল্যাবোরেটরির অন্য সব ভালুকের মতই, উস্কোখুস্কো রোম, তাতে শুকনো রক্ত। ভীষণ নোংরা। জ্বলজ্বল করছে লাল দুই চোখ। বিকট আরেকটা হুঙ্কার ছেড়ে সামনে বাড়ল।

ধাক্কা দিয়ে ফারিয়াকে নিজের পিছনে ঠেলে দিল পবন। বুঝে গেছে, এবার মরতে হবে ওদেরকে।

পবনের ওই নড়াচড়া দেখে আরও খেপল মেরু ভালুক, তেড়ে এল বিদ্যুদ্বেগে!

ওদের দিকে ছুটে আসছে শ্বেত দানব!

শেষ মুহূর্তে চার হাত-পায়ে ভর দিল।

তার আগেই চোখ বুজে ফেলেছে পবন। জানে, এবার শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা!

কিন্তু মৃত্যু এল না।

চোখ মেলল পবন। নাকের কাছে দেখল ভালুকের বিরাট মুখ।

ভীষণ পচা গন্ধ ওটার মুখে!

নাক থেকেও বেরোচ্ছে পচা মাংসের দুর্গন্ধ!

কী যেন শুঁকছে মস্ত নাক কুঁচকে!

ওর গায়ের গন্ধই, টের পেল পবন।

ঘোঁৎ করে উঠল মেরু ভালুক, পরক্ষণে ভীষণ বিরক্তি নিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল।

'কী হয়েছে ওটার...' ফিসফিস করে জানতে চাইল ফারিয়া।

'জানি না...' চাপা স্বরে বলল পবন। পরক্ষণে মনে পড়ল, ওরা রওনা হওয়ার আগে সবার গায়ে স্প্রে করেছিল বিজ্ঞানী কুয়াশার এনিমেল রিপেলেন্ট।

কয়েক ধরনের জন্তু ঠেকাতে তৈরি করেছে ওটা কুয়াশা।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যই ওই রেপেলেন্ট ব্যবহার করেছিল

পবন। আগে কোনও পোলার বেয়ারের উপর পরীক্ষা করা হয়নি।

'এক শ'তে এক শ' পেয়েছেন আমার বস,' নিচু স্বরে বলল পবন।

কিন্তু তখনই আবারও ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়ল মেরু ভালুক, এবার আগের চেয়েও ক্ষিপ্ত। আবারও উঠে দাঁড়াল দু'পায়ে ভর করে, পরক্ষণে লাফিয়ে সামনে বাড়ল!

পবন বুঝল, ধারণা ভুল ছিল।

কাজ করেনি রেপেলেন্ট!

এবার আর চোখ বুজতে পারল না পবন, তার আগেই মস্ত এক লাফ দিয়ে ওদের দু'জনকে পেরিয়ে গেল দানব ভালুক। ছিটকে গিয়ে পড়ল সশস্ত্র চারজন লোকের উপর। তারা এইমাত্র এসেছে পিছনের বাঁক ঘুরে।

পচা নেইটরিচ ও তার তিন সঙ্গী।

ভয়ঙ্কর এক থাবা খেয়ে ধুপ্ করে মাটিতে পড়ল নেইটরিচের সামনের লোকটা। তার আগেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তার গলা।

ততক্ষণে হুঁশ ফিরেছে হতচকিত নেইটরিচের, গুলি চালাল।

অন্তত পনেরোটা বুলেট হজম করে ছিটকে পিছনে গিয়ে কাদার ভিতর পড়ল দানবীয় ভালুক। আওয়াজ হলো ধড়াস!

পচা নেইটরিচকে দেখতে পেয়েছে পবন ও ফারিয়া।

সে বেঁটে লোক, তারের মত টানটান শরীর। চকচক করছে মাথা ভরা টাক। শেয়ালের মত সরু দুই গাল। বাম ভুরু থেকে নাকের বাম পাটা পর্যন্ত ঝুলছে রুপালি সরু চেইন।

মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হলো পবন ও নেইটরিচের।

বরফের মূর্তি হয়ে গেল পবন।

চওড়া হাসি দিল পচা।

পবনের বুকের দিকে তুলল অস্ত্র।

'বন্ধু! গুলি!' বলে উঠল পবন। এখনও সুটকেসের মত

ঝুলিয়ে রেখেছে কুয়াশার রোবটকে।

খুদে রোবট চালু করল মেশিনগান।

কারও দিকে তাকই করেনি পবন।

সামনের চারপাশে ছিটিয়ে গেল বুলেট।

কাভার নেয়ার জন্য ডাইভ দিয়েছে পচার লোক, অবশ্য তার আগেই বন্ধুর অস্ত্রের তোড়ে পিছনে ছিটকে গেল পচার পাশের ক্ষত-বিক্ষত সঙ্গী, মৃত।

বন্ধুর বুলেটের পরের তোড় গেল নেইটরিচের পাশ দিয়ে। অবশ্য লক্ষ্যভেদ করল মাত্র একটা বুলেট। পচার করোটির ডানদিক থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল লোকটা, পরক্ষণে খসে পড়ল ট্রেঞ্চের মেঝেতে। রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে লোকটার মাথার পাশে তুষারে।

ওই দৃশ্য দেখে বিস্ফারিত হলো পবনের দুই চোখ। অবিশ্বাস নিয়ে দেখছে, ওর কারণেই মারা গেছে লোকটা।

'বন্ধু! সিয ফায়ার!' কাঁপা স্বরে বলল পবন। ফারিয়াকে নিয়ে ঘুরেই রওনা হয়ে গেল, প্রায় দৌড়াতে শুরু করেছে।

পরের বাঁকে পৌঁছে ওরা দেখল ট্রেঞ্চের পারে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। কাছে যেতেই হাতের ইশারা করল সে। হাত বাড়িয়ে দিল ওদেরকে তুলে নেয়ার জন্য।

কয়েক সেকেণ্ডে ওদের দু'জনকে টেনে তুলে নিল নিশাত।

আর তখনই পরিচিত নাকি কণ্ঠ শুনল পবন।

'পবন! শালা ইঁদুরের বাচ্চা, তুই উড়িয়ে দিয়েছিস আমার কান! আমি তোকে খুঁজে বের করব, তারপর পাছা দিয়ে ভরে দেব আমার ললিপপ! ...আর তোর ফারিয়ার কী করব জানিস? তোকে বেঁধে রেখে তোর চোখের সামনে ওকে রেপ করে মেরে ফেলব! আমি আসছি, কুকুরের বাচ্চা!'

কুয়াশা ভরা ট্রেঞ্চ থেকে ভেসে এল নিষ্ঠুর হাসি।

'পবন, যেখানেই যাচ্ছ, নতুন বন্ধু জোগাড় করছ— কী বলো?' বলল নিশাত, 'এবার এসো সরে যাই!'

রানার কাভার ব্যবহার করে একমিনিট পেরোবার আগেই ওয়াকওয়েতে পৌঁছে গেল ওরা, লেকের তলা দিয়ে গিয়ে ওদিকে উঠল। স্টেডিয়ামের দক্ষিণের চৌকো দালানে অন্যদের সঙ্গে দেখা হলো ওদের।

উত্তরদিকের দালানের মতই, এদিকের এই দালানও দ্বীপের আগ্নেয়-শিলার উপর তৈরি। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে উত্তরের দালান। দক্ষিণের জানালা দিয়ে দেখা গেল ছোট একটা দ্বীপ। ওটা পেরোলে সামনেই পড়বে পোলার আইল্যাণ্ড।

নিশাত, পবন ও ফারিয়া পৌঁছে যেতেই দক্ষিণের ছোট দ্বীপের দিকে মনোযোগ দিয়েছে রানা।

এই প্রকাণ্ড ঘরের দরজা পেরোলে পুরনো পণ্টুন সেতু। ভালুক দ্বীপ থেকে সোজা গেছে পরের দ্বীপে। ওখানে পিছনদিকে ওয়্যারহাউসের মত বড় দালান। পিছনে উঁচু জমি, সেখানে একটা কেবল কার স্টেশন দেখল রানা। ঝুলন্ত কেবল গেছে পোলার আইল্যাণ্ডের বহু উপরের জমিতে।

ওই কেবল স্টেশন মৃত্যুদ্বীপে পৌঁছবার অন্যতম পথ। আরেকটা উপায় কাছেই। পণ্টুন সেতুর মাঝে রয়েছে দ্বিতীয় একটা পণ্টুন সেতু। সোজা গেছে পোলার আইল্যাণ্ডে। শেষ সেতু পুবদিকে গিয়ে মিশেছে জং ধরা করাগেটেড আয়ার্ন ছাউনিতে। ওখানে ক্লিফের পায়ে চুমু দিচ্ছে উপসাগরের ঢেউ। একটু দূরের ছাউনিতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইযের দুই গ্যান্ট্রি এলিভেটার, উপরে-নীচে চলে ক্লিফের গা ছুঁয়ে।

'ডক্টর তারাসভ,' বলল রানা। 'পণ্টুন সেতু না কেবল কার, কোনটা ব্যবহার করা উচিত?'

'পোলার আইল্যাণ্ডের আগের শেষ ওই দ্বীপটাকে আমরা বলি

অ্যাসিড দ্বীপ,' বললেন ডক্টর, 'ওখানে অ্যাসিড রিসার্চ ল্যাবোরেটরি আছে। যাকগে, ওই পুরনো কেবল কার স্টেশন এখন ব্যবহার করা হয় না। উনিশ শ' পঁচাশি সালে এদিকের ফ্যাসিলিটি তৈরির সময় ওটাই ছিল একমাত্র যোগাযোগের পথ। এখনও কাজ করে কেবল কার, কিন্তু ভীষণ শীতের সময় বিকল হয়ে যায়। পন্টুন সেতু উনিশ শ' নব্বুই সালের। ওটার মাধ্যমে গিয়ে এলিভেটারে ওঠাই ভাল। তাতে জলদি পৌঁছুনো যাবে।'

'সময় কম লাগলেই হলো,' বলল রানা। পন্টুন সেতুর শেষে এলিভেটার, ওদিকে চাইল। চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি:

১০:২৬

চমকে গেছে রানা।

মাত্র ছাব্বিশ মিনিট আগে এসেছিল এখানে!

পায়ের দিকে চাইল রানা।

পড়ে আছে পাঁচটা লাশ।

এরা রাফিয়ান আর্মির সৈনিক।

পরনে মেরিনদের পার্কা।

একটা লাশের পাশে বসে হেলমেট ও গগলস নিল রানা।

লাশের গলা-ঘাড়ে একের পর এক উল্কি।

সেগুলোর ভিতর রয়েছে রাশান জাহাজ ও একটা দালান।

রানা খেয়াল করল, প্রতিটি লাশের গলা-ঘাড়ে এসব উল্কি আছে।

'ওগুলো দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে?' জানতে চাইল জর্জ চ্যাপ্রোপল।

চুপ করে আছে রানা, তারপর বলল, 'ওগুলো ওদের পুরস্কার। নির্দিষ্ট মিলিটারি অপারেশনের স্বীকৃতি।'

'ভগবান, কোন্ পিশাচ এরা?' বিড়বিড় করল চ্যাপ্রোপল।

উঠে দাঁড়িয়ে দলের সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা।

সবাই ক্লান্ত, পরনে নোংরা পোশাক, পার্কায় রক্তের দাগ।

বিশেষ করে জর্জ চ্যাপ্রোপলকে অত্যন্ত ফ্যাকাসে মনে হচ্ছে।

এই শীতের ভিতর দরদর করে ঘামছেন ডক্টর তারাসভ।

সবার ভিতর শুধু প্রকাণ্ডদেহী ফ্রেঞ্চ লোকটাকে শান্ত মনে হচ্ছে, যেন পিকনিক করতে এসেছে।

ফ্রেঞ্চ সার্জেন্ট মারা যাওয়ায় ওরা দলে এখন দশজন।

রানার মনের কোণে চিন্তা এল: এ মিশনে কতজন মরবে?

'এবার আমাদের প্ল্যান কী হবে, স্যর?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন নিশাত। এসে দাঁড়িয়েছে রানার পাশে। চেয়ে আছে তৃতীয় দ্বীপের দিকে।

'এবার গ্যান্ট্রি এলিভেটার ব্যবহার করব।'

'সেটা করব কীভাবে?' জানতে চাইল শ্যারন।

পন্টুন সেতুর যে অংশ গেছে সাপ্লাই ছাউনিতে, ওদিকে চাইল রানা। ওখানে গ্যান্ট্রি এলিভেটার।

'পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে পিছন ফিরে যাব আমরা,' বলল রানা।

চোদ্দ

পোলার আইল্যাণ্ডের পিরিচ আকৃতির দালান ছাড়িয়ে আরও উপরে কমাণ্ড সেন্টারে একদৃষ্টে মাসুদ রানার স্থির চিত্র দেখছে রাফিয়ান আর্মির সর্বোচ্চ নেতা— জেনারেল এবং বিশৃঙ্খলার সম্রাট।

রানার ওই ছবি এসেছে ভালুক দ্বীপের ল্যাবের এক সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা থেকে।

'তো কে এই লোক?' জানতে চাইল জেনারেল।

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন এজেন্ট, স্যার, কোড নেম এমআরনাইন,' বলল কর্নেল সাইক্লোন। 'আগে বাংলাদেশ আর্মির মেজর ছিল। ওই লোকের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। হেন দেশ নেই যেখানে মিশনে যায়নি। বহুবার রাশা ও আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, কিন্তু কী করে যেন বারবার বেঁচে গেছে। এখন ফ্রান্স তার উপর জারি করেছে মৃত্যু-পরোয়ানা।'

রানার মুখ ভাসছে মস্ত স্ক্রিনে।

আবারও সেদিকে চাইল জেনারেল।

কর্নেল সাইক্লোনের জোগাড় করা তথ্য পড়েছে।

নিষ্ঠুর হাসল ছবিটার দিকে চেয়ে।

'ভাল, ভাল, আগ্রহ বাড়ছে আমার।'

বিশ্বস্ত কর্নেলের দিকে ঘুরে চাইল।

'অন্যদের ব্যাপারে বলো।'

'আমরা ওই দ্বীপে ডক্টর তারাসভসহ মোটমাট এগারোজনকে দেখেছি,' বলল কর্নেল। 'অবশ্য পরে স্টেডিয়ামে তাদের একজন মারা পড়েছে। মাসুদ রানাসহ তারা এখন দশজন। তাদের ভেতর পাঁচজনকে শনাক্ত করেছি মিলিটারি ডেটাবেস থেকে।'

'এবং?'

'দুই মেরিন, এক বাংলাদেশি ক্যাপ্টেন এবং দুই ফ্রেঞ্চ প্যারাট্রুপার। তাদের একজন এখন আছে ডিজিএসই-এর সঙ্গে।'

'আচ্ছা? দেখি তারা কারা,' কন্সোলের সামনে গিয়ে নিজের সিটে বসল জেনারেল। বাটন টিপতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠল ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো, সৈনিক বব বউলিং, মেজর শ্যাখন ফ্যেনুয়্যা ও ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখনের তথ্য।

পড়ছে জেনারেল।

পড়া শেষ হলে হেলান দিল সিটে, ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি।

পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তরের উপসাগর।

সকাল দশটা ছাব্বিশ মিনিট।

চৌত্রিশ মিনিট পর শুরু হবে পৃথিবী জুড়ে তাণ্ডব কাণ্ড।

প্রকাণ্ড একটা ইউ-এর মত মৃত্যুদ্বীপের উত্তর উপকূল। মাঝে শেষ খুদে দ্বীপ।

ডক্টর ম্যাকসিম তারাসভ ওটার নাম বলেছেন: 'অ্যাসিড আইল্যাণ্ড'।

ওখানে ছিল অ্যাসিড রিসার্চ ল্যাবোরেটরি। ওটা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়। তিনদিক দিয়ে ওই দ্বীপকে ঘিরে রেখেছে পোলার আইল্যাণ্ডের তিন শ' ফুট উঁচু ক্লিফ। ওখান থেকে নীচে চাইলে মনে হবে ওই ল্যাবোরেটরি খুবই ছোট।

অ্যাসিড দ্বীপের উত্তরে ভালুক দ্বীপ— দুটোর মাঝে সংযোগ রাখছে পন্টুন সেতু। ওটা থেকে আরেকটা শাখা সেতু পুবে গেছে গ্যান্ট্রি এলিভেটারের ছাউনির কাছে। পায়ের কাছে ছল-ছলাৎ শব্দে হাসছে উপসাগরের ঢেউ।

পোলার আইল্যাণ্ডের পুব ক্লিফের উপর বাতিঘর, ওটা আবার কাজ করছে ওয়াচ টাওয়ার হিসাবে।

ওই বাতিঘরে দস্যু আর্মির দুই সদস্য চোখ রেখেছে ভালুক দ্বীপের স্টেডিয়ামে। তাদের জানা আছে, আগত লোকগুলোকে পিছন থেকে তাড়া দিয়ে হাঙরের দলের কাছে পৌঁছে দেবে পচা নেইটরিচের দল। বেশিক্ষণ হয়নি হাঙরের দল অবস্থান নিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল স্টেডিয়ামের ভিতর থেকে ছিটকে পন্টুন সেতুতে বেরিয়ে এল হাঙরের দলের চারজন!

প্রাণের ভয়ে ছাউনির দিকে পালিয়ে আসছে তারা!

তৃতীয় এবং চতুর্থজন অন্যদের কাভার দিচ্ছে। পালিয়ে আসবার ফাঁকে বেয়ার আইল্যাণ্ড লক্ষ্য করে প্রাণপণে গুলি করছে।

হঠাৎ গুলি বন্ধ করল তারা। স্টেডিয়ামের দালান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে দস্যু আর্মির আরও চার সদস্য। প্রাণের ভয়ে ছুটছে প্রাণপণে।

গুলি করছে বেয়ার আইল্যাণ্ডের দালান লক্ষ্য করে।

তাদের চারপাশে সেতুর খুঁটি ও তক্তায় লাগছে হেভি ক্যালিবারের অসংখ্য বুলেট। নানাদিকে ছিটকে যাচ্ছে কাঠের কুচি।

বাতিঘরের দুই সেন্ট্রি দেখল, ভালুক দ্বীপের দালানের প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে সেতুর দিকে গুলি পাঠাচ্ছে কয়েকজন।

তারাই আগত শত্রু।

হাঙরের দলকে তাড়া করছে।

পলায়নরত দলের লোক পৌঁছে গেছে সেতুর মাঝামাঝি. ওখানেই রয়েছে দীর্ঘ শাখা সেতু— ওটাই হাঙরের দলের সবাইকে পৌঁছে দেবে গ্যান্ট্রি এলিভেটারের কাছে।

হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হাঙরের এক লোক। গুলি লেগেছে নিশ্চয়ই। পাশের একজন তাকে টেনে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

বিষয়টি খেয়াল করেছে দুই সেন্ট্রির একজন।

তরুণ সেন্ট্রি দেরি না করে রেডিয়ো করল: 'বেস, লাইট হাউস বলছি! যা বুঝছি, শত্রুরা বেয়ার আইলেটের দক্ষিণে পৌঁছে গেছে! তারাই তাড়া করছে হাঙরের দলের সবাইকে! আমাদের দল ছুটছে সাপ্লাই শেড আর এলিভেটারের দিকে!'

'শুনলাম, লাইট হাউস,' জবাব এল বেস থেকে।

'একমিনিট!' হঠাৎ করেই বলল বাতিঘরের বয়স্ক সেন্ট্রি। সে

দক্ষ যোদ্ধা। চিলির সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট ছিল। রাফিয়ান আর্মিতে তার নাম: স্যান্টা ক্লয।

তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে পন্টুন সেতুর উপর লোকগুলোকে।

'ওরা হাঙরের দলের কেউ নয়...' ধীর ভঙ্গিতে বলল সে। 'রাফিয়ান আর্মির সবাইকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, কারও গুলি লাগলে বা পড়ে গেলে ফেলে যেতে হবে তাকে। কিন্তু এইমাত্র একজনকে তুলে নিয়েছে আরেকজন। এরাই আসলে হামলাকারী, পরনে হাঙরের দলের ইউনিফর্ম। ...ক্লিফ টিম! এক্ষুনি আরপিজি দেগে উড়িয়ে দাও পন্টুন ব্রিজ!'

ছাউনির ষাট গজ দূরে পন্টুন সেতু ধরে পালিয়ে আসছে একদল যোদ্ধা। পরনে দস্যু আর্মির মৃত সদস্যদের ভারী মেরিন পার্কা।

এ দলের নেতৃত্বে রয়েছে মাসুদ রানা। দীর্ঘ শাখা সেতু ধরে এলিভেটার লক্ষ্য করে ছুটছে।

রানার কানে হাই-টেক রেডিয়ো ইয়ারপিস/মাইক। ওটা নিয়েছে রাফিয়ান আর্মির এক মৃত সৈনিকের কাছ থেকে। জিনিসটা ইয়ারবাডের মতই ছোট, ফিলামেন্ট মাইক্রোফোন দৈর্ঘ্যে মাত্র দশ মিলিমিটার। আপাতত বন্ধ করে রেখেছে। অবশ্য শুনছে শত্রুপক্ষের কথা। এইমাত্র বাতিঘরের এক সেন্ট্রি বার্তা পাঠিয়েছে বেসে।

ভাল!

লোকটা বুঝতে পারেনি ওরা রাফিয়ান আর্মির লোক নয়।

আশা করা যায় অনায়াসেই দল নিয়ে মূল দ্বীপে উঠতে পারবে রানা।

মনোযোগ দিয়ে রেডিয়োর কথা শুনছে ও। গুলি করছে ভালুক দ্বীপ লক্ষ্য করে। প্রতিটি বুলেট যাচ্ছে দালানের অনেক উপর দিয়ে। 'আহত' ববকে নিয়ে পিছিয়ে চলেছে। একই কাজ করছে

ক্যাপ্টেন ডিফেখন, তার সঙ্গে 'আহত' শ্যারন। ভঙ্গি করছে আহত সৈনিকদের নিয়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে ওরা। ফারিয়া, পবন, চ্যাপ্রোপল ও তারাসভের পরনে চোরাই মেরিন পার্কা, রানাদের সঙ্গেই পালিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুদ্বীপের দিকে।

ভালুক দ্বীপের সেতুর মুখে দরজার আড়াল থেকে গুলি করছে নিশাত, পাওলো এবং রোবট বন্ধু। অসংখ্য বুলেট যাচ্ছে 'শত্রু' দলের দিকে। অবশ্য লাগছে না একটা গুলিও। নানাদিকে ছিটকে উঠছে সেতুর মেঝের তক্তা ও খুঁটির কাঠের কুঁচি। ওদের অভিনয়ে কোনও ত্রুটি নেই।

কিন্তু তখনই রেডিয়োতে তিক্ত বক্তব্য রাখল এক লোক।

সে বুঝে গেছে রানার পরিকল্পনা।

ধীর ভঙ্গিতে বলল, 'ওরা হাঙরের দলের কেউ নয়। রাফিয়ান আর্মির সবাইকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, কেউ গুলি খেয়ে পড়ে গেলে ফেলে যেতে হবে তাকে। কিন্তু এইমাত্র একজনকে তুলে নিয়েছে আরেকজন। এরাই আসলে হামলাকারী, পরনে হাঙরের দলের ইউনিফর্ম। ...ক্লিফ টিম! এক্ষুনি আরপিজি দেগে উড়িয়ে দাও পন্টুন ব্রিজ!'

দুই সেকেণ্ড পর ক্লিফের মাথা থেকে এল ঝাঁক ঝাঁক গুলি। তার তিন সেকেণ্ড পর নীচে রওনা হলো আরপিজি। রানার বিশ ফুট পিছনে সেতুর উপর পড়ল ওটা। লাফিয়ে আকাশে উঠল সেতুর ওই অংশ। চারপাশে ছিটকে গেল বিপুল পানি। ওই ফোয়ারা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘুরে রানা দেখল, গায়েব হয়ে গেছে সামনের পন্টুন সেতুর বিরাট এক অংশ। ওই পথে আর পোলার আইল্যাণ্ডে যেতে পারবে না ওরা।

ঝট্ করে ঘুরেই জরুরি সুরে বলল রানা, 'থামো সবাই! সেতুর অন্যদিকে! অ্যাসিড দ্বীপে উঠতে হবে! আপা-পাওলো! জলদি আসুন!'

ধরা পড়ে গেছে ওদের ছদ্মবেশ।

ক্লিফের মাথা লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল রানা, শ্যারন ও ডিফেখন। কাভার দিচ্ছে অন্যদেরকে।

এবার সত্যিই জানের ভয়ে পালাতে শুরু করেছে ওদের দল।

নাতিদীর্ঘ পন্টুন সেতু ধরে ছুটছে অ্যাসিড দ্বীপের দিকে।

রোবট বন্ধুকে তুলে নিয়েই ঝড়ের গতিতে ছুট দিল ক্যাপ্টেন নিশাত ও পাওলো। বেরিয়ে এসেছে খোলা জায়গায়। গুলি করছে খাড়া ক্লিফের মাথার দিকে।

রানার কাভার ফায়ার যথেষ্ট নয়।

ওরা ঘুরে আরেকদিকে রওনা হতেই কমপক্ষে ছয়টা গুলি লাগল জর্জ চ্যাপ্রোপলের পিঠে। বিস্ফোরিত হলো বুকের খাঁচা, ছিটকে বেরোল রক্তের ফোয়ারা। বেচারা পৌঁছে গিয়েছিল দুই সেতুর সঙ্গমে, গুলির ধাক্কা খেয়ে গিয়ে পড়ল নীল সাগরে। বরফ-খণ্ড ভরা পানিতে পড়বার আগেই মারা গেছে।

থমকে গিয়ে ভাসমান মৃতদেহের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল পবন ও ফারিয়া। পিছন থেকে ওদের ধাক্কা দিয়ে সচেতন করল শ্যারন। 'ও মারা গেছে! ওকে আর সাহায্য করতে পারবে না! নিজেকে সাহায্য করো! দৌড়াও! দৌড়াও!'

ছুটবার ফাঁকে একবার পানিতে প্রায় নিমজ্জিত দেহটা দেখল রানা, থমথম করছে মুখ।

ওর পাশে চলে এল নিশাত। 'এরা গাধা না, স্যর!'

'না, তা নয়, আপা।'

ঝড়ের গতিতে নাতিদীর্ঘ সেতু পেরিয়ে গেল ওরা, পা রাখল ছোট্ট দ্বীপে। হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকল পরিত্যক্ত গার্ডহাউসে। ওখানে পা রাখবার আগে পন্টুন সেতুর উপর একটা গ্রেনেড ফেলেছে রানা। বিস্ফোরিত হলো ওটা। উড়িয়ে দিল সেতুর বিশ ফুট জায়গা। এখন আর ওদিক দিয়ে দ্বীপে উঠতে পারবে না

কেউ।

পোলার আইল্যাণ্ডে পা-ও রাখতে পারেনি রানার দলের কেউ। অথচ, রাফিয়ান আর্মি এখন ভাল করেই জানে ওরা কোথায়।

'এবার পরের কাজ কী হবে, স্যর?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিশাত।

ওর পাশে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে ফারিয়া আহমেদ।

হতবাক মনে হচ্ছে পবন হায়দারকে।

'ফারিয়া, পবন,' কড়া সুরেই ডাকল রানা। চট্ করে মুখ তুলে চাইল ওরা। 'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এখন মন খারাপ করার সময় নেই। আগেই জেনেছ, পরিস্থিতি খুবই খারাপ হতে পারে। গুলি লাগতে পারে। আমরা মারাও যেতে পারি। তবে মনে রেখো, জগতের দুঃখ-কষ্ট থেকে বিদায় নিয়েছে জর্জ চ্যাপ্লোপল। আমাদেরকেও যেতে হবে। এমন কেউ নেই যে এখানে রয়ে যাবে।'

দক্ষিণে পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে চাইল রানা। চোখ স্থির হলো এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে। ওখানে কেবল কার স্টেশন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছে কেবল, মিশেছে গিয়ে বহু উপরের আরেকটি বড় স্টেশনে। ওটা পোলার আইল্যাণ্ডের ক্লিফের মাথায়। দেখলে মনে হয়, যে-কোনও সময়ে পিছলে নেমে আসবে সাগরের বুকে। টার্মিনাল ধূসর কংক্রিটের— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গান এমপ্লেসমেন্টের মতই ভয়ঙ্কর দুর্গম লাগছে।

কিন্তু ওই পথেই যেতে হবে ওদের।

এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

'চমকে দেয়ার সুযোগ হারিয়েছি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'দলে অনেক লোক, তা-ও নয়। এখন বাঁচার একমাত্র উপায় ঝটপট কাজ করা। ঝড়ের মতই যাব আমরা, হামলা করব বাঘের মত— ওরা ঠেকিয়ে দেয়ার আগেই সফল হতে হবে।'

'জলদি হাঁটো!' তাড়া দিল রানা।

চলেছে ওরা পিচ-ঢালা পথ ধরে। সামনেই অ্যাসিড দ্বীপের মাঝে ওয়্যারহাউসের মত পরিত্যক্ত, বড় দালান।

ওয়্যারহাউসের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে থমকে গেল ওরা। চারপাশে ফুটবল মাঠের সমান প্রকাণ্ড এক হলরুম। ছাত থেকে নেমেছে ঝুলন্ত, মস্ত এক ক্যাটওয়াক। ওটার মাধ্যমে যাওয়া যায় ঘরের যে-কোনও জায়গায়। এই বিশাল ঘরে তেইশটি অশুভ চেহারার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাট। প্রধান ক্যাটওয়াক থেকে সরু সব শাখা ক্যাটওয়াক গেছে বৃত্তাকার ভ্যাটগুলোর পাশে। এ ছাড়া মেঝেতে নামবার জন্য রয়েছে নানাদিকে মই।

স্টিলের দেয়াল ঘিরেছে প্রতিটি ভ্যাট। একেকটা ভ্যাট মাঝারি আকারের সুইমিং পুলের সমান। কোনও কোনোটার উপর প্রেশারাইয্ড্ ঢাকনি। অন্যগুলো খোলা। দেখা যাচ্ছে নানা রঙের তরল— কোনোটা হলদে, কোনোটা বাদামি, কোনোটা সবুজ। জমাট বেঁধে গেছে কোনও কোনও ভ্যাটের তরল। অন্যগুলো বলকে উঠছে। কিছু ভ্যাটের সঙ্গে রয়েছে জটিল পাইপের জঙ্গল ও বড় সব ভাল্ভ্। একটা ভ্যাটের উপর ঝুলছে মানুষকে বন্দি করে রাখবার এক খাঁচা, খানিকটা ক্ষয়ে গেছে ইস্পাতের শিক।

রানা হাঁটতে শুরু করতেই সঙ্গে চলল অন্যরা।

'অ্যাসিড ল্যাবোরেটরি,' বললেন ডক্টর তারাসভ। 'এখানে অ্যাসিড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতাম আমরা। যাতে ব্যবহার করা যায় কেমিকেল ওয়েপনে। তৈরি হতো অ্যাসিড গ্রেনেড। এ ছাড়া বন্দিদের নির্যাতন করতেও ব্যবহার করা হতো অ্যাসিড।'

'বন্দিদের ওপর নির্যাতন?' পাশ থেকে জানতে চাইল নিশাত।

'হ্যাঁ,' বললেন ডক্টর। 'ধরুন, অ্যাসিডের ভেতর নামিয়ে দেয়া

হলো কাউকে। চোখের সামনে সে দেখল চড়-চড় করে উঠে আসছে সারাদেহের ত্বক। তখন তাকে জিজ্ঞেসাবাদ করলে কে আছে যে মুখ বুজে রাখবে?'

'আপনারা রাশানরা... আর আমেরিকানরা... আপনারা আর মানুষ নেই— একেবারে পশু!' থমকে দাঁড়িয়ে গেছে নিশাত।

'হাঁটতে থাকুন সবাই,' বলল গম্ভীর রানা।

নীচে চোখ রেখেছে, দেখল প্রথমতলায় সীসার পুরু একটা দরজা। ওটাকে খানিক আড়াল দিয়েছে সরু এক ক্যাটওয়াক। দরজাটা ব্যাঙ্কের ভল্টের মতই, কিন্তু তার উপর আঁকা নিউক্লিয়ার সিম্বল। রাশান ভাষায় কী যেন লেখা। রানা আঁচ করল, ওখানে রাখা হতো রেডিয়োঅ্যাকটিভ মেটারিয়াল।

রানার হাঁটবার গতি কমে আসতেই থেমে গেছে ফারিয়া।

'আমরা এখানে থামব না,' তাড়া দিল রানা। 'সোজা যাব কেবল কারের কাছে।'

কয়েক মিনিট পর অ্যাসিড ওয়্যারহাউস পিছনে ফেলল ওরা, পৌঁছে গেল শর্ট কাট পথে কেবল কার স্টেশনে।

সামনেই দেখা গেল পোলার আইল্যাণ্ড— প্রকাণ্ড, দুর্গম, আকাশ ছুঁয়ে মাথা তুলেছে পাথুরে সব ক্লিফ। দ্বীপে উঠতে চাইলে একমাত্র উপায় দীর্ঘ ওই কেবলে ঝুলে যাওয়া। কেবল কার স্টেশন থেকে অনেক উপরে ক্লিফের মাথায় দ্বিতীয় টার্মিনাল।

কেবল কার স্টেশনে ঢুকে রানা দেখল, প্ল্যাটফর্মের পাশে কেবল থেকে ঝুলছে একটি মাত্র কেবল কার— আকারে বড়সড় একটা বাসের মতই।

'কেবলের অন্যপ্রান্তে অপেক্ষা করবে শত্রুরা,' বলল শ্যারন। 'এ পথে গেলে বাঁচব না কেউ।'

'ওই টার্মিনালে ঢুকলেই গুলি শুরু করবে,' সায় দিল নিশাত।

'জানি,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'কাজেই গুলি করতে

করতে ঢুকতে হবে।'

কয়েকবার চালু করবার চেষ্টা হলো কেবল কার।

প্রতিবার ব্যর্থ হলেন ডক্টর তারাসভ।

অবশ্য, কয়েক মিনিট ইঞ্জিন ঘাঁটাঘাঁটি করবার পর কেবল কার চালু করল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো।

এক মিনিট পর ভীষণ গোঙাতে গোঙাতে রওনা হলো কেবল কার। স্টেশন থেকে বেরিয়ে উঠতে লাগল পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে।

পাক্কা তিন শ' মিটার উঠতে হবে।

তাতে লাগবে পুরো দু'মিনিট।

দীর্ঘ যাত্রা। অনেক নীচে সাগর।

নির্ধারিত গতি নিয়ে মৃত্যুদ্বীপের দিকে উঠছে কেবল কার।

সর্বক্ষণ ওটাকে চোখে চোখে রাখা হলো।

উপরের টার্মিনালে অপেক্ষা করছে রাফিয়ান আর্মির দশজন যোদ্ধা, হাতে কক করা অস্ত্র।

'থারমাল স্ক্যান চালু করা হয়েছে,' তাদের একজন বলল। টার্মিনাল প্ল্যাটফর্মের শুরুতে দাঁড়িয়েছে সে। আর মাত্র দুই পা গেলে তিন শ' ফুট উঁচু ক্লিফ থেকে পড়বে গিয়ে সাগরে। উঠে আসা কেবল কারের দিকে তাক করল সে ইনফ্রা-রেড স্ক্যানার। 'না, কেউ নেই কারে...'

ভয়ানকভাবে ভুরু কুঁচকে ফেলল কমাণ্ডিং অফিসার। দলের সবাই তাকে আড়ালে ডাকে: কসাই।

'গায়ের তাপ লুকাতে থারমাল ব্ল্যাঙ্কেট ব্যবহার করছে বোধহয়। অস্ত্র তৈরি রাখো। ওটা এলেই গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেবে।'

কেবল কার আসবে, সেজন্য অপেক্ষা করছে কসাই এবং তার দলের সবাই। বাগিয়ে ধরেছে অস্ত্র। আগেই অফ করে দেয়া

হয়েছে সেফটি ক্যাচ।

একজনের বুকের হার্নেসে ফ্লেমথ্রোয়ার ইউনিট। ওটার মুখে ধিকি-ধিকি জ্বলছে নীল আগুন।

ধপ্!

প্ল্যাটফর্মের পাশে এসে থামল কেবল কার। সরসর করে খুলে যেতে শুরু করেছে স্লাইডিং ডোর...

দলের সবাইকে নিয়ে তৈরি কসাই...

পুরো খুলে গেল দরজা...

এবং কসাইয়ের দলের সবাই দেখল কেউ নেই কারে।

ওদের ভুল হয়েছে।

ওরা উপরের দিকে চেয়েছে।

যতক্ষণে চোখ নামাল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মেশিনগান চালু করেছে রোবট বন্ধু।

ষাট ডিগ্রি ঘুরে এল মেশিনগানের ব্যারেল।

কমপক্ষে দুই শ' গুলি গেল শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে।

বাঁচবার সুযোগই ছিল না কসাইয়ের দলের কারও।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই পড়ে রইল ক্ষত-বিক্ষত লাশ হয়ে।

এবার চাকা গড়িয়ে কেব্‌ল্ কার থেকে নামল বন্ধু। পযিশন নিল টার্মিনালের দরজার দিকে ঘুরে। যেন অতন্দ্র প্রহরী।

এবার অ্যাসিড দ্বীপের স্টেশনে দাঁড়িয়ে কেবল কার ডেকে নিল রানা।

নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল ঝুলন্ত বাস।

রানা জানে, ওদের হাতে মাত্র চার মিনিট আছে।

কেবল কার অ্যাসিড দ্বীপে নামতে দু'মিনিট লাগবে এবং আবারও পোলার আইল্যাণ্ডের টার্মিনালে পৌঁছবার জন্য দু'মিনিট।

পনেরো

ওঁয়াঁ-ওঁ! ওঁয়াঁ-ওঁ! ওঁয়াঁ-ওঁ! সাইরেনের বিকট আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে পোলার আইল্যাণ্ড জুড়ে। প্রধান পিরিচের মত টাওয়ার থেকে দুই ক্রেন ড্র-ব্রিজ তুলে নিচ্ছে দুই অপারেটার। গভীর গহ্বরের মাঝে একাকী হয়ে গেল বৃত্তাকার বিশাল উঁচু দালান। ওটার মাথায় হেলিপ্যাডে দুই অসপ্রের দিকে ছুটে গেল রাফিয়ান আর্মির এয়ারক্রাফট ক্রুরা।

সবই দেখল রোবট বন্ধুর লেন্স, সবই শুনল— তার জানা হয়ে গেল কেবল কার টার্মিনালের দিকেই আসছে পুবের বাতিঘর থেকে দুই ট্রাক ভরা সৈনিক।

বন্ধু অপেক্ষা করছে কখন অ্যাসিড দ্বীপ থেকে ফিরবে কেবল কার, ওই একই সময়ে ঝটপট ফারিয়ার পায়ের ক্ষতটা পরীক্ষা করেছে মাসুদ রানা। কাফ মাসলের এক অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বুলেট। ও সরে যেতেই দক্ষ হাতে ব্যাণ্ডেজ করেছে নিশাত।

কাজটা শেষ করতে না করতেই পৌঁছে গেল কেবল কার।

সবাই চেপে বসল কেবল কারে। বুঝে গেল, দু'মিনিট ওদের কাছে মনে হবে জনম ভর অপেক্ষা। রিস্টগার্ডের স্ক্রিনে দুই অসপ্রে এয়ারক্রাফট দেখল রানা। দুই ট্রাক ছুটে যাচ্ছে উপরের টার্মিনাল লক্ষ্য করে। চিন্তিত হয়ে পড়ল ও।

রিফিউয়েলিং করছিল দুই অসপ্রে, সাইরেন বেজে উঠতেই ভাসতে চেয়েছে আকাশে। কিন্তু ট্যাঙ্কের সঙ্গে রিফিউয়েলিং হোস

সংযুক্ত থাকায় উড়তে পারেনি এখনও।

এদিকে টার্মিনালের দিকে অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে দুই রাশান ট্রাক।

রানার দল ও রাফিয়ান আর্মির ভিতর শুরু হয়েছে সময়ের প্রতিযোগিতা— কে আগে পৌঁছবে টার্মিনালে!

খুব পিছনে পড়বে না দুই অসপ্রেও!

চট্ করে দেখে নিল রানা হাতঘড়ি:

১০:৪০

'আমরা আর বিশ মিনিট সময় পাব বড়জোর, তারপর রেডি হয়ে যাবে ইউরেনিয়াম বল,' বলল রানা।

'সাথে সাথেই গ্যাসের মেঘে মিসাইল ছুঁড়বে,' নিচু স্বরে বলল বব।

'আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই,' আপত্তির সুরে বলল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো।

'এক সেকেণ্ড সময় থাকলেও প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাব আমরা,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা।

পোলার আইল্যাণ্ডের প্রধান টাওয়ারের ছবি রিস্টগার্ডে নিয়ে এল ও। মস্ত টাওয়ারের চারপাশে গভীর গহ্বর।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'দ্বীপে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে হামলা করবে ওরা। কাজেই এক মুহূর্ত নষ্ট করা যাবে না। ডক্টর তারাসভ, আপনি বলেছেন মেইন টাওয়ারের ওপরের ছোট সসারে থাকে ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার। এবার বলুন, টাওয়ারের চারপাশের কূপ কত ফুট চওড়া?'

'অনেক চওড়া,' বললেন ডক্টর। 'একেকদিক আন্দাজ আড়াই শ' ফুট।'

তিক্ততা হজম করল রানা। 'তার মানে ম্যাগহুক দিয়ে কাজ হবে না।' শ্যারনের ম্যাগহুকের দিকে ইশারা করল। ওটা ব্যবহার

করে ভালুক ল্যাবোরেটরিতে ভেসে এসেছিল মেয়েটি ওর সামনে। 'আগে জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি, এবার বলো ওটার কেব্‌ল্ কত ফুট লম্বা?'

'এটা ফ্যামাস লিগনে মেগনেটিকুয়ে মাল্টি-পারপাস গ্র্যাপলিং গান। আমরা ওটাকে ডাকি "লে ম্যাগনেটিউয়েক্স"। আর্মালাইট এমএইচ-১২ ম্যাগহুকের মতই, তবে ওটার চেয়ে অনেক দিক থেকে ভাল।'

রানার দিকে ম্যাগনেটিউয়েক্স বাড়িয়ে দিল শ্যারন।

জিনিসটা ম্যাগহুকের মতই দেখতে, কিন্তু আরও ফোলা পেট, তারপরও আকর্ষণীয়, আধুনিক— দৈর্ঘ্যে খানিকটা বেশি। ফায়ারিং ব্যারেলের নীচে দুটো হাই-টেক রুপালি গ্র্যাপলিং হুক।

'ম্যাগনেটিউয়েক্সের দুটো কেবল, প্রতিটা দুই শ' ফুট লম্বা। এ ছাড়া আছে দুটো হুক। আলাদা দুটো ব্যারেল থেকে বেরোয়। ব্যারেল দুটো আবার নানাদিকে সরিয়ে নেয়া যায়। প্রতিটি হুকে থাকে ফোল্ড করা থাবা। চৌম্বক ক্ষমতা আছে ওগুলোর। পাথরের মত শক্ত জায়গা ড্রিল করতে পারে। কংক্রিট কিছুই না ওটার কাছে। সামনে থেকে ফায়ার করলে ইস্পাতও ফুটো করা যায়।'

ম্যাগনেটিউয়েক্সের ধারালো হুক পরখ করল রানা।

হুকের উপরের দিকে প্যাঁচানো স্ক্রু।

'ছুটে যাওয়ার সময় ঘোরে?' জানতে চাইল রানা। 'আর ওটার কারণেই শক্ত পাথরে গেঁথে যায়?'

'ঠিক।'

'সত্যিই প্রশংসা করার মত,' বলল রানা।

মেরিনদের ম্যাগহুক এসব কাজ পারে না।

প্রকাণ্ডদেহী ফরাসি ক্যাপ্টেন বলল, 'এক হাজার কেজি ওজন নেবে ম্যাগনেটিউয়েক্সের প্রতিটা কেবল। আমেরিকানদের

ম্যাগহুক বড়জোর দু' শ' কেজি নেয়।'

'এটা কী?' জানতে চাইল রানা। ম্যাগনেটিউয়েক্সের পাশের কালো ইউনিট খুলে নেয়া যায়। জিনিসটা রাবারের সুটকেসের গ্রিপের মত, চার জায়গায় ছোট মোটোরাইয্ড্ ক্ল্যাম্প হুইল। 'অ্যাসেণ্ডার?'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে মাথা দোলাল শ্যারন, 'মোটোরাইয্ড্ অ্যাসেণ্ডার। কেবলে আটকে নিতে হয় ক্লিপ, সুইচ টিপে দিলেই উপরে নিয়ে যায়। দু'হাতে দড়ি বেয়ে ওঠার দিন শেষ।'

'কিন্তু কেবল যখন মাত্র দু শ' ফুট, এতে কাজ হবে না,' বললেন ডক্টর তারাসভ। 'মেইন টাওয়ারের চারপাশের কূপ কমপক্ষে আড়াই শ' ফুট।'

শক্ত হাতে ম্যাগনেটিউয়েক্স ধরেছে রানা। জানতে চাইল, 'তোমরা বললে এক হাজার কেজি ওজন নেবে কেবল?' বুনোর দিকে চাইল রানা। 'আপনারও এই জিনিস আছে?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, কী যেন ভাবছে। রিস্টগার্ডে দেখল অগ্রসরমান দুই ট্রাক। 'আমরা যদি একটা... ডক্টর তারাসভ, আপনারা কি উপরের টার্মিনালে কোনও ভেহিকেল রাখেন? কোনও জিপ? বা গাড়ি?'

'জিপ বা গাড়ি? নাহ্!' মাথা দোলালেন ডক্টর। 'তবে টার্মিনালের পশ্চিমে গ্যারাজ আছে। ওখানে ছোট দুয়েকটা ফিউয়েল ট্রাক রাখা হয়। খুব পুরনো, তবে এখনও কাজ করে।'

'তাতেই চলবে,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, এবার সবাই শুনুন আমাদের প্ল্যান।'

গোঙাতে গোঙাতে উঠছে কেবল কার।

সংক্ষেপে ওর পরিকল্পনা জানাল রানা।

ওরা গিয়ে উপরের সসার থেকে কেড়ে নেবে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার।

ওর কথা শেষ হতেই বিড়বিড় করেই চুপ হয়ে গেল ফ্রেঞ্চ দুর্ধর্ষ বুনো। সামান্য হাঁ হয়ে গেছে শ্যারন। মস্ত ঢোক গিলল পবন। শুধু ফারিয়া বলল, 'আপনি পাগল হয়ে যাননি তো, মিস্টার রানা?'

'না, উনি পাগল হয়ে যাননি,' নিশ্চিত স্বরে বলল নিশাত সুলতানা। 'আমাদের স্যর এমনই!'

'যা করার ঝটপট করতে হবে, কাজে হাত দেয়ার পর দ্বিধা চলবে না,' বলল রানা। 'তা হলে মরতে হবে। চট্ করে সরিয়ে নেব স্ফেয়ার। আশা করি কড়া পাহারা দেবে না সসারের ভেতরে। ...এবার শেষ কথা: তোমাদের ভেতর কে লাফ দেবে আমার সঙ্গে? ...আপা? ...বুনো? কাজটা কঠিন নয়।'

'আমি আছি, স্যর,' বিনা দ্বিধায় বলল নিশাত।

ভয়ঙ্করভাবে ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল ক্যাপ্টেন ডিফেখন, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'কেই বা চিরকাল বাঁচতে চায়! আশা করি মজা লাগবে আপনার সঙ্গে কাজ করে। বুনো কাউকে ভয় করে না, কোনও মিশনে আপত্তিও নেই তার।'

'গুড,' বলল রানা, 'ঠিক আছে, এবার সবাই দেখে নিন ম্যাপ। মাথায় গেঁথে নিন আপনারা কোথায় থাকবেন।'

হাতে হাতে ঘুরতে লাগল রানার রিস্টগার্ড।.

ম্যাপ দেখছে সবাই।

রানার কানে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ: 'মেজর মাসুদ রানা,' খুশি খুশি ভাব স্বরে, 'বিসিআই এজেন্ট তুমি, কোড নেম এমআরনাইন। আর আমি বিশৃঙ্খলার সম্রাট। রাফিয়ান আর্মির জেনারেল। যা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে বেঁচে আছ তুমি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি পা রাখছ

আমার দ্বীপে।'

এক সেকেণ্ড পর রানা টের পেয়েছে, ওই কণ্ঠ আসছে ওর দ্বিতীয় ইয়ারপিসে। ওটা জোগাড় করেছিল হাঙরের দলের মৃত এক সৈনিকের কাছ থেকে।

পরের সেকেণ্ডে রানা দেখল, কেব্‌ল্ কারের উপরের কোণে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা। জ্বলছে ওটার সবুজ পাইলট বাতি।

'তুমি ক্যামেরার দিকে চাইতেই বুঝেছি, তুমি পরিষ্কারভাবে শুনছ আমার কথা। তোমার কানে গুঁজে রেখেছ আমার একটা রেডিয়ো।'

দলের সবার উপর দিয়ে ঘুরে এল রানার চোখ।

ঝট্ করে ওর দিকে চেয়েছে নিশাত ও শ্যারন। ওদের কাছেও রাফিয়ান আর্মির ইয়ারপিস/মাইক। অন্যদের নেই। মনোযোগ দিয়ে ম্যাপ দেখছে তারা। শুনবে না রাফিয়ান আর্মির জেনারেলের কথা।

গুঙিয়ে গুঙিয়ে উপরে উঠছে কেবল কার।

আর একমিনিটও নেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে ওরা।

টার্মিনালের অনেক কাছে পৌঁছে গেছে সৈনিক ভরা দুই ট্রাক

'তোমাদের ক্যাম্পের মিস্টার জার্ড ময়লানের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার অধীনস্থ নির্যাতনকারীদের। ঢের তথ্য দিয়েছে সে তোমার এবং অন্যদের বিষয়ে। হাসিখুশি মানুষ। করোটির দু'দিকে দুই ইলেকট্রোড লাগিয়ে দিতেই রীতিমত নাচতে লাগল।' মৃদু হাসল জেনারেল।

'এখন সামনে নিয়ে বসেছি তোমার ফাইল, মেজর। তুমি তো দেখি সত্যিকারের একটা হিরো! অবশ্য, ফ্রেঞ্চদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়ানোটাকে ঠিক হিরোইজম বলা যায় না। কী-ই বা করবে, ধড়ের উপর একটাই যখন কল্লা!'

চুপ করে থাকল রানা।

'কম ধকল যায়নি তোমার ওপর দিয়ে। একের পর এক মিশনে কত মেয়েকেই না ভালবাসলে, তাদেরকে হারিয়েও বসলে। সেই সুলতা থেকে শুরু করে... আর শেষে তিশা করিমও সরে গেল! ...কিন্তু এসব নিয়ে আর ভাবতে হবে না, সময় ফুরিয়ে এসেছে তোমার।'

'বড় বড় কথা অনেকেই বলে,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

'আরেহ্, এ দেখি কথাও বলে!' হাসল জেনারেল। 'একটা উপদেশ মনে গেঁথে নাও, মেজর। তোমার ফ্রেঞ্চ বন্ধুদের কাছ থেকে সতর্ক থাকো। তোমার পাশের ওই শ্যাখন ফ্যেনুয়্যা দক্ষ খুনি। ও ভুলবে না কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওকে। ...যদি কখনও আমাকে হারাতেও পারো, ওর নরম হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ...আর শ্যাখন ফ্যেনুয়্যা, মাসুদ রানাকে পেয়ে ভুলে যেয়ো না তোমার মরা প্রেমিকের কথা! মনে নেই লিলি রহিমের কথা? যাকে অফিসে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিলে? ...আর মেজর রানা, খেয়াল করো শ্যাখনকে। ও আসলে ফুরিয়ে যাওয়া নায়িকা। সবই হারিয়ে ফেলেছে। তোমারও তা-ই হবে।

'টিকটিক করে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়, মেজর। আর মাত্র এক মিনিট পেরোবার আগেই শুরু হবে সত্যিকারের লড়াই। ওই লড়াই আমাদের দু'জনের মধ্যকার। একপক্ষে আমার নেতৃত্বে আমার ডাকাত সেনাবাহিনী। অন্যদিকে ভীত কয়েকজন মানুষ। মাসুদ রানা, তোমার প্রিয় নিশাত সুলতানাও বাঁচবে না। তখন ওর আলাভোলা বাপটার কী হবে?'

চমকে গেছে রানা লোকটার তথ্য সংগ্রহের বহর দেখে।

'অথবা ধরো মেরিন কর্পসের ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলোর কথাই— কখনও ভরসা কোরো না তার ওপর। তার পরিবার অপরাধী পরিবার। এই কিছুদিন আগেও মিলিটারির পিস্তল-

রিভলভার বিক্রি করেছে খোলা বাজারে। তার পরেও তোমার ওপর চোখ রাখার জন্যে মেরিন কর্পস পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে।'

ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলোর দিকে চাইল রানা।

লোকটা দেখছে এগিয়ে আসছে টার্মিনাল। কিছুই জানে না তার বিরুদ্ধে কী বলা হচ্ছে।

'নিজেকে জিজ্ঞেস করো: তুমুল লড়াইয়ের সময় ভরসা করা যায় ওই লোকের ওপর? ...বাদ থাক্ সে, তোমার সঙ্গের কর্পোরাল বব বউলিঙের কথাই বলি। তাকে অ্যাকটিভ সার্ভিস থেকে সরিয়ে দিয়েছে মেরিন কর্পস। কারণ, বেচারা প্রায় কালা। তা ছাড়া, মানসিকভাবেও সুস্থ নয়। যে যা বলে, তা-ই মেনে চলে। এদেরকে নিয়ে লড়াই করতে চাও আমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে?'

উঠে চলেছে কেবল কার।

আর বিশ সেকেণ্ড পর পৌঁছবে টার্মিনালে।

ছুটে আসছে সৈনিক ভরা দুই ট্রাক।

রিস্টগার্ড দেখল রানা। রোবট বন্ধুর লেন্সের মাধ্যমে মেইন টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। হেলিপ্যাডে অসপ্রে দুটো নেই!

ধক্ করে উঠল রানার বুক।

তা হলে ভেসে উঠেছে দুই আকাশ দানব!

জানালা দিয়ে আকাশে চাইল রানা। ওদের মন্থর গতি কেবল কারকে অনায়াসেই উড়িয়ে দেবে দুই গানশিপ!

তখনই ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেল কেবল কার। কমপক্ষে কয়েক শ' গুলি লাগল চারপাশে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সব জানালা। মাথার উপর দিয়ে শোঁও করে বেরিয়ে গেল একটা অসপ্রে।

কেবল কারের মেঝেতে বসে পড়েছে ওরা। অবশ্য এক সেকেণ্ড পর উঠে দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী বুনো। হাতে তুলে নিয়েছে

কর্ড, পাল্টা গুলি করল গানশিপ লক্ষ্য করে। ভারী অস্ত্রের এক সারি গুলি লাগল অসপ্রের বামপাশে। গুলি খেয়ে ছিটকে গিয়ে নীচের সাগরে পড়ল এক গানার। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসপ্রের বামদিকের ইঞ্জিন, দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। বেরোতে শুরু করেছে কুচকুচে কালো ঘন ধোঁয়া, ছিটকে সরে গেল গানশিপ। তার জায়গা নিল দ্বিতীয় ভি-২২, পাঠাল ঝাঁক ঝাঁক গুলি। কিন্তু তার আগেই বিক্ষত, জানালাহীন কেবল কার ঢুকে পড়ল উপরের টার্মিনালে।

ঝাঁকি খেয়ে প্ল্যাটফর্মের পাশে থেমে গেল কেবল কার।

উবু হয়ে মেঝেতে বসে ছিল গম্ভীর রানা, উঠে দাঁড়িয়ে রাফিয়ান আর্মির মাইকে বলল, 'অনেক বকবক করেছ, অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছ, কিন্তু তোমার সম্পর্কে একটা কথা বুঝে ফেলেছি: এমনি এমনি এত কথা বলোনি, আসলে ভয় পেয়েছ তুমি। টের পেয়েছ, এই দ্বীপে এবার পা রেখেছি তোমাকে শেষ করব বলে।'

ইয়ারপিস/মাইক অফ করে দিল রানা, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল কেবল কার থেকে।

নিজের দল নিয়ে সত্যিই পৌঁছে গেছে ও মৃত্যুদ্বীপে।

ষোলো

ওয়াশিংটন, ইউএসএ।

পেন্টাগন।

রাত ০৯:৪৩ মিনিট।

আর্কটিকের নরক-রাজ্য পোলার আইল্যাণ্ডে এখন সকাল ১০:৪৩।

সতেরো মিনিট পর পৃথিবী জুড়ে শুরু হবে লঙ্কাকাণ্ড।

হামলার মুখে পোলার আইল্যাণ্ডের টার্মিনালে পা রেখেছে মাসুদ রানা, ওই একই সময়ে পেন্টাগনের বি-রিঙের এক নির্জন করিডোর ধরে হাঁটছে কেভিন কনলন।

যারা এ-রিঙে কাজ করে, তাদেরকে বিশেষ দাম দেয়া হয়।

আর যারা কাজ করে বৃত্তের বাইরের দিকে ডি-রিঙে, ধরে নেয়া হয় তারা আসলে কোনও কাজেরই নয়, ফালতু।

কেভিন কনলন ম্যাথমেটিশিয়ান, কাজ করে ডিআইএ-র সাইফার ও ক্রিপটোঅ্যানালিসিস ডিপার্টমেন্টে। ওর অফিস বেযমেন্টে, সি-রিঙে। অর্থাৎ, গুরুত্বের দিক দিয়ে কেভিন কনলন রয়েছে মাঝামাঝি অবস্থানে।

আজও বরাবরের মতই কেভিনের পরনে জিন্স ও টি-শার্ট, পায়ে স্নিকার। ডান কব্জিতে রাবারের রিস্টস্ট্রং ব্রেসলেট। ওটার কারণে ওর মনে হচ্ছে, আসলে ও শক্তিশালী এক লোক।

পেন্টাগনের কোনও কমপিউটার অপারেটারকে মোটেও পাত্তা দেন না অফিসাররা, ধমকের উপর রাখেন। অবশ্য কেন যেন কনলনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে না কেউ। বিশেষ করে মেরিন কর্পসের কর্নেলরা তো দেখা হলেই সম্মানের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে থাকেন।

তাঁরা জানেন, কনলনের সার্ভিস ফাইলে রয়েছে অস্বাভাবিক একটি নোটিফিকেশন: ইউনাইটেড স্টেটসের শত্রুদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য ওকে দেয়া হয়েছে

ক্লাসিফায়েড নেভি ক্রস।

মস্ত ব্যবসায়ীদের সংগঠন এম-১২-র বিরুদ্ধে বিশ্বের বড় সব শহরকে রক্ষার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় কেভিন কনলনকে জড়িয়ে নিয়েছিল মাসুদ রানা। তখন মাথার চেয়ে দেড়গুণ বড় এক হেলমেট পরে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে টেরোরিস্ট ভরা একটি ব্যালেস্টিক মিসাইলবাহী সুপারট্যাঙ্কারে উঠেছিল কেভিন, থরথর করে কাঁপছিল ভয়ে— ওকে পাহারা দিচ্ছিল ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার দুর্ধর্ষ বারোজন মেরিন যোদ্ধা। সেসময়, নিজের কাজ ভালভাবেই সমাধা করেছিল কেভিন, রক্ষা পেয়েছিল আমেরিকার কয়েকটি বড় শহর। অবশ্য, এসব জানেন মাত্র অল্প ক'জন হাই-র‍্যাঙ্কিং অফিসার।

কেভিন কনলন এতেই খুশি যে ওকে চাপের মুখে ফেলা হয়নি, এখনও অফিসে পরতে পারে প্রিয় জিন্স ও স্নিকার।

রাত নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলছে হাতঘড়িতে। বি-রিঙের বাঁক নেয়া এক করিডোর ধরে হেঁটে চলেছে কেভিন। এরই ভিতর অফিস ছেড়ে বাড়ি ফিরেছে ডিআইএ-র এই রিঙের বেশিরভাগ কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

সিনিয়ার বন্ধু মাসুদ রানা কেভিনকে পোলার আইল্যাণ্ড ও রাফিয়ান আর্মির বিষয়ে খোঁজ নিতে বলবার পর, ওই দ্বীপ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পেয়েছে ও। অবশ্য, তেমন কিছুই জানা যায়নি রাফিয়ান আর্মির ব্যাপারে। এবং সে কারণেই আনঅথোরাইয্ড্ ডেটাবেস ব্যবহার করেছে। ধরা পড়লে জেলও হতে পারে ওর।

পোলার আইল্যাণ্ড সম্বন্ধে জেনেছে জেসিআইডিডি থেকে। ওই আলট্রা-হাই সিকিউরিটি ডকুমেণ্ট ডেটাবেস দেখবার ক্ষমতা রয়েছে শুধুমাত্র অত্যন্ত উচ্চপদস্থ মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের।

যা পেয়েছে, হ্যাক করেছে কেভিন।
এখন ওর হাতে মোটা একটা ডকুমেন্ট:

এজেন্সি	ডক টাইপ	সামারি	অথোর	ইয়ার
ইউএসএন	সোভিয়েত সাব রিপেয়ার বেসেস	লিস্ট অভ সোভিয়েত নেভি ব্যালেস্টিক মিসাইল সাবমেরিন রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি	ড্র্যাপার, এ.	১৯৮০–প্রেযেন্ট
এনডাব্লিউ-এস	ম্যাক্রো ওয়েদার সিস্টেম অ্যানালি-সিস	অ্যানালিসিস অভ জেটস্ট্রিম উইণ্ড প্যাটার্ন	হিউবার্ট এন.	১৯৮২
সিআইএ	পসিবল লোকেশন্স	জিয়োলজিকাল অপশন্স ফর অপারেশন 'কিল-ড্রাগন'	উইলিয়াম টি.	১৯৮৫

সিআইএ	সোভিয়েত কেম অ্যাণ্ড বায়ো ওয়েপন্স ডেভলপিং সাইট্স্	লিস্ট অভ নোউন সোভিয়েত কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজিকাল ওয়েপন্স ডেভেলপমেণ্ট সাইট্স্ অ্যাণ্ড ফ্যাসিলিটিয	ডেভিড, এম.	১৯৮৬
ইউএস-এএফ	হাই-ভ্যালু টার্গেট লিস্ট (ইউএস-এসআর)	লিস্ট অভ ফার্স্ট টার্গেট্স্ ইন দ্য ইউএসএস-আর ইন দ্য ইভেণ্ট অভ আ মেজর কনফ্লিক্ট	জন ডাব্লিউ.	১৯৮৫-১৯৯১
এনআরও/ইউএস-এএফ	স্যাটালাইট লোকেশন লিস্ট	ইণ্টার এজেন্সি সোয়েপ অভ জিপিএস ডেটা কনসার্নিং রাশান বেসেস	কর্বেট এন.	২০০৯-১৪

আর্মি	সোভিয়েত কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজি-কাল ওয়েপন্স সার্ভে	লিস্ট অভ নোউন কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজিকাল ওয়েপন্স কেপ্ট বাই ইউএসএস -আর/রাশান স্পেশাল ওয়েপন্স ডিরেক্টোরেট	রন এফ.এল.	১৯৮২-প্রেযেন্ট

এখন রাফিয়ান আর্মির উপর ডিআইএ-র বর্তমানের সবচেয়ে দক্ষ অ্যানালিস্ট রিনা গর্ডনের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে কেভিন কনলন।

বি-৯৯৯০৫ লেখা অফিসের দরজার সামনে থামল কেভিন।

সংখ্যার নীচে লেখা: রিনা গর্ডন। অ্যানালিস্ট।

দরজার নীচ দিয়ে আসছে সাদা আলো। টোকা দেয়ার জন্য হাত তুলল ও, আর তখনই খুলে গেল দরজা। সামনে থমকে গেছে সুন্দরী এক মহিলা। বয়স হবে তিরিশ। প্রায় পরে ফেলেছে ওভারকোট। 'কী চাই, বলুন?' জানতে চাইল মিষ্টি কণ্ঠে।

'হাই,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল কনলন। 'আমি কেভিন কনলন। সাইফার অ্যাণ্ড ক্রিপ্টোঅ্যানালাইযার।' আঙুল তুলে দেখাল বুকে ঝুলন্ত সিকিউরিটি ব্যাজ। 'আপনি রিনা গর্ডন?'

'হ্যাঁ। তবে ব্যস্ত। অফিস ছাড়ছি।'

'আমি মাত্র একমিনিট নেব। কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি?'

'নিশ্চয়ই।'

হনহন করে হাঁটে মহিলা। তাল রাখতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে লাগল কেভিন।

ওরা চলেছে পেন্টাগনের রিভার এন্ট্র্যান্সের দিকে।

হাঁটবার ফাঁকে কেভিনকে দেখল মহিলা। 'যে রাফিয়ান আর্মির কথা বলছেন, মাত্র কয়েক মাস ধরে তাদেরকে চোখে চোখে রাখছি। অবশ্য গতকাল পর্যন্ত ওদের বিষয়ে কেউ আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু আজ? সবাই জানতে চাইছে ওদের কথা। আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুম থেকে!' মৃদু হাসল রিনা গর্ডন। 'ঠিক জানতাম একদিন না একদিন ভয়ঙ্কর কিছু করবেই ওরা।'

'আপনি এখনও জানেন না ওরা কী করেছে?' জানতে চাইল কেভিন।

'না। তুমি জানো?'

'খুব বেশি কিছু না। তবে একজনকে চিনি— যা ঘটছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন তিনি।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল রিনা। থামল কেভিনও।

বাদামি চোখে ওকে দেখল মহিলা।

'যা ঘটছে সেটা তুমি জানো?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় কী ঘটছে, বলবে?'

বারকয়েক চোখের পলক পড়ল কেভিনের।

আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স-এ যারা কাজ করে, প্রায় সবাই নিষ্পলক চোখে তাকায় অন্যের চোখে। বুঝিয়ে দেয়: অনেক কিছুই জানি, তা হয়তো নয়— কিন্তু যা জানি, তা তোমাকে জানাব কি না তা ভাবছি। আগে আমার বুঝতে হবে জানার মত

যোগ্যতা তুমি অর্জন করেছ কি না।

চোখের পরীক্ষায় ফেল মেরেছে কেভিন কনলন। তাড়াতাড়ি করে বলল, 'আমার সোর্স আর্কটিক সার্কেলে কাজ করছেন। তাঁকে বলা হয়েছে রাফিয়ান আর্মিকে ঠেকাতে।'

কথাটা শুনেছে রিনা, একটা কথাও বলল না। আপাদমস্তক দেখল কেভিনকে। এখনও স্থির করেনি এই তরুণের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করা উচিত হবে না অনুচিত।

'কনলন, না? তা হলে তুমি সেই অ্যানালিস্ট, যে মেরিনদের সঙ্গে ব্যালেস্টিক মিসাইল ভরা নকল সুপারট্যাঙ্কারে উঠেছিলে?'

'ওই তথ্য তো ক্লাসিফায়েড থাকার কথা...'

'পেটে খাবার দেয়ার জন্য তথ্য জোগাড় করি,' হাসল রিনা গর্ডন। 'তা ছাড়া, এসেছি আইসিআই থেকে।'

আইসিআই মানে ইন্টারনাল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। ওটা ডিআইএ-র মতই, তবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কাজ করে।

'হ্যাঁ, আমিই সেই,' বলল কেভিন।

'তোমাকে নেভি ক্রস দেয়া হয়েছে,' বলল রিনা। 'সাধারণ কাউকে ওটা দেয়া হয় না।'

'আমি শুধু জানি, রাফিয়ান আর্মির বিষয়ে আপনি বর্তমানে আমেরিকার সেরা বিশেষজ্ঞ।'

'তোমার মাথায় বোধহয় ছিট আছে, কিন্তু ওই নেভি ক্রসের কারণে বোঝা যাচ্ছে, তুমি পুরো পাগল নও। কাজেই যা জানি বলছি: এখন চলেছি হোয়াইট হাউসে। ব্রিফ করব প্রেসিডেন্টকে। সব জানাতে হবে রাফিয়ান আর্মির ব্যাপারে। আমার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে রিভার এন্ট্র্যান্সে। ওটা পর্যন্ত যাওয়া তক তোমাকে সময় দেব। কাজেই যা জানতে চাও, চটপট জিজ্ঞেস করো।'

'ঠিক আছে।'

'আমি যে ব্যাকগ্রাউণ্ড রিপোর্ট তৈরি করেছি, তাতে সবই

লিখেছি।' আবারও হাঁটতে লাগল রিনা গর্ডন। এলিভেটারে উঠবে, নামবে রিভার এন্ট্র্যান্সের লবিতে। 'গত দু'বছর আগে হঠাৎ করেই কোথা থেকে হাজির হলো ওরা। নানা সামরিক ঝামেলা করতে লাগল। রিপোর্টে লিখিনি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে: এরা সুযোগসন্ধানী একদল ডাকাত। সশস্ত্র হামলা করছে ফাঁক বুঝে। হিসেব কষে কাজে নামে, কো-অর্ডিনেশন ভাল। তুমি কল্পনারহিত লোক না হয়ে থাকলে, আমার আরও কিছু ধারণা বলতে পারি।'

'কল্পনাহীন নই আমি,' বলল কেভিন।

এক এক করে আঙুল গুনে বলতে শুরু করল রিনা গর্ডন: 'প্রথমে, চিলির ভ্যালপারাইসোর এক মিলিটারি প্রিযন থেকে পালিয়ে গেল এক শ' বন্দি সৈনিক। তাদের সঙ্গে ছিল বারোজন অফিসার। আমাদের আমেরিকার ফোর্ট বেনিনের স্প্যানিশ-ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিতে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করি আমরা। উনিশ শ' আশির দশক থেকে দুই হাজার দশ সাল পর্যন্ত ল্যাটিন খুনে শাসকরা প্রথমেই তাদের সেরা সৈনিক ও অফিসারদেরকে পাঠাত ইউএসএ-র আর্মি ট্রেনিং স্কুলে খুন শিখতে।'

'তাই?' চমকে গেল কনলন।

'হ্যাঁ। তারপর কী করল তারা? চুরি করল রাশান এক ফ্রেইটার। ওটা ভরা ছিল সব ধরনের অ্যাসল্ট রাইফেল ও আরপিজি দিয়ে। ডাকাতি করল এক গ্রিক বিমান। ওটা ছিল কাগজের নোটে ভরা। এরপর আফগানিস্তানের মেরিন বেস থেকে হাওয়া করে দিল অসপ্রে ও কোবরা এয়ারক্রাফট। সুদানের এক ইউএন প্রিযন থেকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল আরও এক শ' সৈনিক। তারা প্রত্যেকে ছিল উগ্রপন্থী। এর ফলে তারা পেয়ে গেল ছোট এক ব্যাটালিয়ন অ্যাসল্ট ফোর্স। তাদেরকে চালাল দক্ষ অফিসার। কাজেই ভয়ঙ্করভাবে হামলা করার ক্ষমতা অর্জন করল।

'অবশ্য একটা ব্যাপার এখনও বুঝিনি,' আস্তে করে মাথা দোলাল রিনা গর্ডন। 'শেষের দুই হামলা কীসের জন্যে? গত মার্চে বোমা মেরে মস্কোর এক অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ধসিয়ে দিয়েছে। আর তার কয়েকদিন পর ডি.সি.-তে বুড়ো এক ডিফেন্স সেক্রেটারিকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে।'

'ওই দুই হামলা অস্বাভাবিক ভাবছেন কেন?' জানতে চাইল কেভিন। খুলে গেছে এলিভেটারের দরজা, বেরিয়ে এল ওরা লবিতে।

'কাজগুলো ওদেরকে মানায় না,' বলল রিনা। 'ওদের সৈনিক ও অফিসার আছে, গত কয়েক মাসে দখল করেছে অস্ত্র ও গানশিপ... অথচ কী করল? উড়িয়ে দিল এক বাসাবাড়ি। ছোরা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলল এক বুড়ো মানুষকে। কীসের জন্য এসব করল? হিসেব মেলে না। ভয়ঙ্কর কোনও কিছু করতে পারত। সেসব বাদ দিয়ে এসব কেন?

'আমার মনে হয়েছে, অনেক গুরুতর কিছু করার জন্যেই প্রস্তুতি নিয়েছে ওই সেনাবাহিনী। হয়তো দখল করবে কোনও দেশ। তার আগে গুছিয়ে নিচ্ছে নিজেদেরকে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে মস্কোর ওই অ্যাপার্টমেন্ট ভবন উড়িয়ে দেয়ায় হৈ-চৈ করেছে প্রেস, কিন্তু এটাও তো ঠিক, ওই বাড়ি ধসিয়ে দিতে দুই শ' সৈনিক লাগে না। তা হলে কী কাজ করছে ওরা আসলে?'

'আমি এভাবে ভেবে দেখিনি,' বলল কেভিন। কোনও ভড়ং না করেই মনের কথাই বলেছে মহিলা। যুক্তিও আছে কথায়। 'হয়তো মস্কোর ওই বোমা ফাটানো হয়েছে সবার চোখ অন্য দিকে সরিয়ে দিতে,' বলল কেভিন। 'আসলে অন্যকিছু করছে। হয়তো সে-কারণেই মেরেছে অবসরপ্রাপ্ত ডিফেন্স সেক্রেটারিকে। সবার মনোযোগ সরিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে। তলে তলে আজকের হামলার জন্যে কাজ করেছে আর্কটিকে।'

হাঁটবার ফাঁকে কেভিনকে দেখল রিনা গর্ডন।

'তা হতে পারে।'

'আসলে আপনার মত পুরো বিষয়টা জানি না,' স্বীকার করল কেভিন। 'কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, যতটা জানি, সেটা আপনার কাজে আসবে। আর্কটিকে আমার যে বন্ধু আছেন, তিনি বলেছেন, আমি যেন রাফিয়ান আর্মির ওপর তথ্য সংগ্রহ করি। এ ছাড়া জানতে হবে আর্কটিকের এক সোভিয়েত আমলের ফ্যাসিলিটির বিষয়ে। ওই ফ্যাসিলিটি আসলে পোলার আইল্যাণ্ডে। ওই সেনাবাহিনী হয়তো দখল করতে চাইছে ওই ফ্যাসিলিটি।'

'পোলার আইল্যাণ্ড...' বিড়বিড় করল রিনা। তারপর বলল, 'না, কখনও শুনিনি নামটা।'

'ওই ফ্যাসিলিটি কাজ শুরু করে উনিশ শ' পঁচাশি সালে,' বলল কেভিন। 'যা জেনেছি, ওটা ছিল মস্ত এক এক্সপেরিমেণ্টাল-ওয়েপন্স ফ্যাসিলিটি। সে আমলে ওটা ছিল ফার্স্ট স্ট্রাইক টার্গেট। আমাদের মিলিটারির প্রতিটি ব্রাঞ্চ ওই দ্বীপের উপর চোখ রাখত— এয়ার ফোর্স থেকে সিআইএ— সবাই।'

ওরা পৌঁছে গেছে রিভার এণ্ট্র্যান্সে।

টার্নারাউণ্ডে অপেক্ষা করছে বিশেষ নাম্বার প্লেটসহ দুই লিংকন গাড়ি। গাড়ির মাথায় জ্বলজ্বল করছে পুলিশের ফ্লাশ লাইট।

'ভিআইপি-র মত আপনাকে নিতে এসেছে দুই গাড়ি?' জানতে চাইল কেভিন। ধাক্কা দিয়ে খুলল লবির দরজা।

'জীবনে প্রথমবার এভাবে ডাক এল।'

'সুপারট্যাঙ্কারের দুর্ঘটনার সময় আমাকেও ভিআইপির মত তুলে নিয়েছিল,' বলল কেভিন, 'ঝড়ের গতিতে চলে এসব গাড়ি। ট্রাফিক লাইটকে পাত্তাও দেয় না। আমার মনে হয়েছিল সত্যি বুঝি খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক হয়ে গেছি। আমার এস্কোর্ট বলেছিল: মিস্টার কনলন, যখনই ভিআইপি হিসাবে আপনাকে তুলে নেয়া

হবে, সবসময় ওই গাড়ির চারটে দিক খেয়াল করবেন। সেসবের কারণে ওই গাড়ি কখনও আটকে দেবে না পুলিশ। প্রথম কথা ডিওডি লাইসেন্স প্লেট। ওটার অক্ষর শুরু হবে যেড দিয়ে। উইণ্ডশিল্ডে থাকবে অল-অ্যাক্সেস আইডি ট্যাগ। গাড়ির চাকা হবে মসৃণ। আর শেষ কথা, হুইল হবে অ্যালয়-এর। সত্যিই যদি হাই স্পিডে পালাতে হয়, আপনার গাড়ির থাকতেই হবে হেভি-ডিউটি রিম।'

'গাড়ি নিয়ে ভাবে কে!' বলল রিনা গর্ডন, 'প্রেসিডেন্টকে ব্রিফ করতে চলেছে যে, তার জানতে হবে কেন কোন্ কোম্পানির গাড়িতে চড়ছে?'

লিংকন গাড়ির পাশে অপেক্ষা করছে সুট পরা দুই লোক। দু'জনই ন্যাড়া। গণ্ডারের মত গাঁট্টাগোট্টা। কেভিন ও রিনা গাড়ির দিকে পা বাড়াতেই তাদের একজন সামনে বাড়ল। 'রিনা গর্ডন? ডগলাস থর্ন, স্পেশাল ট্র্যানযিট।'

আইডি উঁচু করে ধরেছে সে।

নিজেরটা তুলে ধরল রিনা।

আস্তে করে মাথা দোলাল ডগলাস থর্ন, প্রথম গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিল।

থমকে গেল রিনা গর্ডন, ঘুরে দাঁড়িয়ে কেভিনকে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, মিস্টার কনলন। পরে হয়তো আবারও আলাপ হবে।'

'হয়তো হোয়াইট হাউসে আপনার কাজ শেষ হলে...' থেমে গেল কেভিন। পরক্ষণে নিচু স্বরে বলল, 'এসব হুইল অ্যালোয় নয়।' প্রথম গাড়ির চাকার রিম দেখছে। চট্ করে চাইল দ্বিতীয় গাড়ির রিমের দিকে। চোখ গেল নাম্বার প্লেট ও জানালার দিকে। ঠিকই আছে। যেড অক্ষর দিয়েই শুরু হয়েছে প্লেট। চাকাগুলোও মসৃণ। কিন্তু চাকার রিমগুলো অতি সাধারণ।

ঘুরে দাঁড়াল কেভিন, দেখতে পেল পিছনের অন্ধকার থেকে উদয় হয়েছে প্রকাণ্ডদেহী আরও দু'জন লোক। পথ আটকে দিয়েছে তারা। রিভার এন্ট্র্যান্সে ফিরতে পারবে না কেভিন ও রিনা।

'এরা আপনাকে হোয়াইট হাউসে নিতে আসেনি, রিনা,' নিচু স্বরে বলল কেভিন। 'এরা এসেছে আপনাকে কিডন্যাপ করতে!'

কেভিনকে একবার দেখেই ডগলাস থর্নের দিকে চাইল রিনা গর্ডন।

মুহূর্তের জন্য চোখের পলক পড়ল লোকটার। 'কোনও সমস্যা, ম্যাম?'

'এবার বুঝতে পেরেছেন?' চাপা স্বরে বলল কেভিন।

'হ্যাঁ,' বলল রিনা গর্ডন।

'তা হলে চলুন লেজ তুলে দৌড় দিই!'

'তা আর বলতে?' ডানদিকে ঘুরেই ছুটল রিনা গর্ডন। পিছনে কেভিন কনলন। চলেছে বিশগজ দূরের মেট্রো রেলের এন্ট্র্যান্সের দিকে।

ধাওয়া করল দু' গাড়ির পাশের লোকদুটো। পেন্টাগনের পথ আড়াল করা লোক দু'জনও দৌড়াতে শুরু করেছে। সবার হাতে বেরিয়ে এসেছে সাইলেন্সার ফিট করা গ্লক পিস্তল।

ঝড়ের গতিতে সাবওয়ে স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল কেভিন ও রিনা গর্ডন। ট্র্যান্সটিল পার হয়েই পৌঁছে গেল প্ল্যাটফর্মে।

এইমাত্র এসে থেমেছে এক ট্রেন, খুলছে দরজা।

বেশ রাত বলে যাত্রীদের চাপ কম।

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রেনের বগিতে উঠল রিনা ও কেভিন। তিন সেকেণ্ড পর স্‌স্‌স্‌ আওয়াজে আবারও বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পরক্ষণে রওনা হলো ট্রেন।

তখনই প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হলো চার ধাওয়াকারী। কোটের ভিতর লুকিয়ে ফেলেছে পিস্তল। রাগে গনগনে লাল হয়ে গেছে মুখ। মানতে পারছে না, হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে তাদের শিকার।

সতেরো

আর্কটিক সাগরের মাঝে মৃত্যুদ্বীপ বা পোলার আইল্যাণ্ড।

সকাল দশটা তেতাল্লিশ।

সতেরো মিনিট পর ধ্বংসের পথে রওনা হবে পৃথিবী।

দ্বীপের উপরের টার্মিনালে কেব্‌ল্‌ কার থেমে যেতেই ঝড়ের গতিতে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে মাসুদ রানা।

টার্মিনালের প্রধান দরজায় রোবট বন্ধুর পাশে পৌঁছে দেখল, মাত্র বিশ গজ দূরে কর্কশ আওয়াজে থামল সেনা ভরা দুই ট্রাক। ওপাশে আকাশে মাথা তুলেছে সাদা মেইন টাওয়ার। যেন ভবিষ্যতের কোনও স্থাপনা— প্রকাণ্ড ও দুর্গম।

'বন্ধু, কাভার দাও,' বলল রানা। 'গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দরজা আটকে রাখবে। কেউ যেন ঢুকতে না পারে।'

'নিশ্চয়ই, বন্ধু।'

দুই ট্রাক থেকে হুড়মুড় করে নামছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিক। বন্ধু তাদের দিকে গুলি পাঠাতেই প্রাণভয়ে নানাদিকে ডাইভ দিল লোকগুলো। পাগল হয়ে উঠেছে কাভার পাওয়ার জন্য।

প্রধান প্রবেশ পথ আটকে দিয়েছে খুদে রোবট।

দলের অন্যদেরকে নিয়ে পশ্চিমে ছুট দিল রানা।

ডক্টর তারাসভ বলেছেন ওদিকে রয়েছে গ্যারাজ।

প্রায় উড়ে ওটার সামনে পৌঁছে গেল রানা, দড়াম করে খুলে ফেলল দরজা।

গ্যারাজের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। অবশ্য দরজা দিয়ে আসা আলোয় দেখা গেল দুটো ট্রাক। প্রথমটা মাঝারি ফিউয়েল ট্রাক, পিঠে জং-ধরা ড্রামের মত অ্যালিউমিনিয়ামের গ্যাসোলিন ট্যাঙ্ক। ওটার পিছনে ও উপরাংশে রাং ল্যাডার। ট্যাঙ্কারের পিছনে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় ট্রাক। ওটা ছোট সিমেন্ট মিক্সার, পিঠের উপর ঘুরতে পারে এমন স্টিলের ব্যারেল।

ট্রাকের দিকে পা বাড়িয়ে বলল রানা, 'আপা, ডিফেখন, আপনারা ট্যাঙ্কারে উঠুন। ইঞ্জিন চালু করুন, আপা। ...আমরা গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে গেলেই অন্যরা শত্রুদের মনোযোগ আটকে রাখবেন। আমরা সরে গেলে নিজেদের পযিশনে যাবেন।'

জবাবে আস্তে করে মাথা দোলাল শ্যারন, বব, পাওলো, পবন ও ফারিয়া। 'ঠিক আছে,' বললেন ডক্টর তারাসভ।

সবাইকে একবার দেখে নিল রানা, তারপর বলল, 'এতে যদি কাজ না হয়, আপা, বুনো আর আমি জান নিয়ে ফিরব না। সেক্ষেত্রে দায়িত্ব নেবে মেজর শ্যারন ফ্যেনুয়্যা ও ক্যাপ্টেন পাওলো।'

ওদের পিছনে খড়-খড় শব্দে জেগে উঠেছে ট্যাঙ্কারের ইঞ্জিন।

'মেজর,' ট্যাঙ্কার ট্রাকের পাশের গজ দেখছে বুনো। 'ট্যাঙ্কে এখনও ফিউয়েল আছে। আমাদের যা প্ল্যান, উচিত বোধহয় টাঙ্কি খালি করে ফেলা। তাতে ওজন কম হবে।'

'তা-ই করুন।'

ট্রাকের পিছনের একটা স্পিগট ঘুরিয়ে দিল ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্টেন।

ড্রামের মত ট্যাঙ্ক থেকে ঝরঝর করে মেঝেতে পড়তে লাগল

ডিজেল ফিউয়েল।

এবার ড্রাইভারের সিটে গিয়ে উঠল রানা। নিশাত ও ডিফেখন উঠল ট্রাকের পিঠের স্টিল রাং ল্যাডারে। হাতে উদ্যত অস্ত্র।

'গ্যারাজের দরজা খুলুন,' নির্দেশ দিল রানা।

পাশের দেয়ালের একটা সুইচ টিপে দিলেন ডক্টর তারাসভ। পিছলে খুলে যেতে লাগল রোলার ডোর। দিনের আলো এসে পড়ল গ্যারাজে।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরেছে রানা, হোঁচট খেয়ে সগর্জনে রওনা হলো ট্রাক। চলেছে ওরা লড়াই করতে।

রানার ট্রাক গ্যারাজ থেকে বেরোতেই ঘুরে দাঁড়াল পবন, চলে গেল টার্মিনালে যাওয়ার দরজার কাছে। এবার সরিয়ে নেবে বন্ধুকে।

খুদে রোবট গুলি করছে মেশিনগান দিয়ে। তার দিকে গুলি পাঠাচ্ছে শত্রুরা। ঠুং-ঠাং আওয়াজে বুলেট ছিটকে যাচ্ছে বন্ধুর গায়ে লেগে।

'চলে এসো, পবন,' কুয়াশার সহকারীকে সরিয়ে নিতে চাইল ফারিয়া। 'সময় নেই, পযিশনে যেতে হবে। বন্ধু ঠিকই থাকবে।'

কথাটা মাত্র বলেছে ফারিয়া, এমন সময় টার্মিনালের প্রধান দরজা দিয়ে বন্ধুর সামনে পড়ল রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড।

ছোট্ট রোবটের চারপাশে বিস্ফোরিত হলো আগুন। জ্বলজ্বলে কমলা শিখার ভিতর হারিয়ে গেছে বন্ধু। তারপর শক ওয়েভের কারণে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েই পড়ল পিছনে। দড়াম করে লাগল বিপরীত দেয়ালে। কয়েক ফুট দূরেই টার্মিনালে কেবল কার ঢুকবার মস্ত খোলা জায়গা। ওদিকে খাড়া তিন শ' ফুট নীচে উপসাগর।

উপর থেকে কাত হয়ে ধুপ্ করে মেঝেতে পড়েছে বন্ধু, যেন অসহায় ও দ্বিধান্বিত। ঘুরছে রাবারের চাকা।

'নাহ্!' দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল পবন।

অবশ্য এক সেকেণ্ড পর নিজেকে সোজা করে নিল বন্ধু, মনে হলো ঠিকই আছে। কিন্তু এমন সময় টার্মিনালে ঢুকল রাফিয়ান আর্মির প্রথম সেনা। নিচু হয়ে ছুটে আসছে। কাঁধে তুলে নিয়েছে আরপিজি, পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার।

এবার আর কোনও সুযোগ রইল না বন্ধুর।

বিদ্যুদ্বেগে গিয়ে ওর বুকে লাগল আরপিজি, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো।

ওই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে উত্তর দেয়ালের পাশ কাটিয়ে খোলা মস্ত দরজা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল বন্ধু। তিন শ' ফুট নীচে শীতল সাগর। সাঁই-সাঁই করে নীচে পড়তে লাগল বন্ধু, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর ঝপাৎ করে পড়ল গিয়ে সাগরে।

শেষ হয়ে গেছে ওর লড়াই।

ওদিকে গ্যারাজ থেকে ট্রাক পশ্চিমে রওনা হতেই ওটার দিকে মনোযোগ দিয়েছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা, চমকে গেছে।

প্রকাণ্ড গহ্বরের দিকে ছুটছে রানার ট্রাক। ট্যাঙ্কের পিঠে উবু হয়ে বসেছে নিশাত ও বুনো। মোটা পাইপ থেকে পিছনে ঝরঝর করে পড়ছে ডিজেল।

সামনেই পড়বে মেইন টাওয়ার।

অস্ত্র বাগিয়ে ধরল রাফিয়ান আর্মির সদস্যরা, কিন্তু এমন সময় ব্রাশ ফায়ার করল নিশাত ও বুনো। পিছনে ছিটকে পড়ল কমপক্ষে ছয়জন সৈনিক। তাড়াতাড়ি কাভার নিল অন্যরা। ফলে দেখল না, গ্যারাজ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেছে রানার দলের অন্যরা।

সৈনিকদের পুরো মনোযোগ এখন ট্যাঙ্কার ট্রাকের উপর।

এর মূল কারণ: অস্বাভাবিক পথে চলেছে ওই ট্রাক।

গহ্বরের দু'দিকের দুই ক্রেন-ব্রিজের দিকে যাচ্ছে না।

সামনেই পড়বে গভীর, প্রকাণ্ড কূপ।

তীরের মত ছুটছে ট্রাক, অথচ সামনে রাস্তা নেই!

খোলা জায়গা পেরোলে শত শত ফুট নীচে কংক্রিটের চাতালে গিয়ে পড়বে!

'শালারা করে কী?' বলে উঠল রাফিয়ান আর্মির এক সদস্য।

মেইন টাওয়ারের কমাণ্ড সেন্টার থেকে দ্রুতগামী ট্যাঙ্কার ট্রাক লক্ষ করছে তাদের জেনারেল বা বিশৃঙ্খলার সম্রাট।

'লোকটা কী করতে চাইছে?' আনমনে বলল।

গতি বাড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটছে ট্রাক। সরাসরি চলেছে যেন মস্ত কূপে ঝাঁপ দিতেই।

আর মাত্র পনেরো গজ দূরেই শত শত ফুট গভীর গহ্বর।

গতি এখনও বাড়ছে ট্রাকের।

কিন্তু পিছনের আকাশে হাজির হলো অসপ্রে, বারবার গর্জে উঠছে কামান।

ট্রাকের চারপাশে এসে পড়ছে স্‌স্‌স্‌ আওয়াজ তোলা বুলেট। পিছনে পড়ল কয়েকটা গোলা। দপ্‌ করে জ্বলে উঠল মাটিতে পড়া ডিজেল। ধাওয়া করল পলায়নরত ট্রাককে!

ওই আগুন সাইড মিররে দেখেছে রানা। 'চলছে সবার পাগলামি,' মনে মনে বলল। গহ্বরের কিনারার দিকে ছুটছে তুমুল গতি নিয়ে। হাঁক ছাড়ল: 'আপা! বুনো! ...রেডি?'

ট্রাকের পিঠ থেকে জানাল নিশাত, 'সামনের দিক দেখছি!'

'পিছন দিক আমার!' চেঁচাল ক্যাপ্টেন ডিফেখন। বিড়বিড় করে বলল, 'আকাশে কেউ থেকে থাকলে, বাপু, সাহায্য কোরো! আর চান্স পাবে না!'

গম্ভীর মুখে মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল রানা, আরও গতি চাই ওর। পরক্ষণে প্রকাণ্ড কূপের কিনারা পেরিয়ে গেল ট্রাক, ছিটকে ভেসে উঠল শূন্যে!

বনবন করে ঘুরছে চাকা, বৃত্তাকার গহ্বরের কিনারা পেরিয়ে গেছে ট্রাক— অনেক নীচে কংক্রিটের চাতাল!

ট্রাকের চাকা মাটি ছাড়তেই ম্যাগনেটিউয়েক্সের দুই ব্যারেলই ফায়ার করেছে ক্যাপ্টেন ডিফেখন। কাছের কিনারার কংক্রিটে গেঁথে দিয়েছে দুই গ্র্যাপলিং হুক। পরিষ্কার 'ঠং! ঠং!' আওয়াজ শুনেছে। কংক্রিটের গভীরে ঢুকেছে দুই ড্রিল বিট। পিছনে ছিটকে বেরোচ্ছে কেবল। যন্ত্রটা হাতে ট্রাকের পিঠে দাঁড়িয়ে আছে বুনো। চট্ করে ট্যাঙ্কার ট্রাকের স্টিলের মইয়ের নীচ দিয়ে দু'বার ঘুরিয়ে আনল ম্যাগনেটিউয়েক্স লঞ্চার।

ওই একই সময়ে ট্রাকের ছাতের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে নিশাত সুলতানা— ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। সময় যেন পেরোবে না। আগে গহ্বরের যতটা পারা যায় মাঝে যেতে হবে। কয়েক সেকেণ্ড পর নীচের দিকে নাক তাক করল ট্রাক। এবার শ্যারনের কাছ থেকে পাওয়া ম্যাগনেটিউয়েক্সের দুই হুক ফায়ার করল নিশাত। উড়ন্ত ট্রাকের অনেক সামনের সসারের দিকে ছুটল চৌম্বক গজাল।

ফ্রেঞ্চদের তৈরি গ্র্যাপলিং হুকের পিছনে সরসর করে চলেছে কেবল, দুই সেকেণ্ড পর কংক্রিটের পিরিচের জানালার দু'ফুট উপরে বিদ্যুদ্বেগে গেঁথে গেল বোল্ট। দুর্ধর্ষ বুনোর মতই, দেরি করল না নিশাত, স্টিলের রাং ল্যাডারের তলা দিয়ে দু'বার লঞ্চার ঘুরিয়ে আনল। ওরা দু'জনই শক্ত করে ধরেছে লঞ্চার। অপেক্ষা করছে প্রচণ্ড ঝাঁকির জন্য।

তিন সেকেণ্ড পর যখন ওই ঝাঁকি এল, ওদের মনে হলো পেটের নাড়িভুঁড়ি নেমে গেল পায়ের দিকে।

নামতে নামতে হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর হোঁচট খেয়েছে উড়ন্ত ট্রাক, বার কয়েক দু'দিকে ভীষণ দুলে থেমে এল।

দুই ফ্রেঞ্চ লঞ্চারের কাজ দেখবার মত: প্রকাণ্ড, গভীর গহ্বরে গিয়ে পড়ল না ট্রাক। পড়তে শুরু করতেই ওটার সামনে ও পিছনের চারটে কেবল টানটান হয়েছে শক্ত দড়ির মত। যেন

তৈরি করেছে ঝুলন্ত এক দড়ির সেতু। চার কেবলের কারণে পাথরের মাঝে ঝুলছে ট্রাক!

যেন মাছির অপেক্ষায় বসে আছে মাকড়সা।

দেড় টনি ফিউয়েল ট্রাক ঝুলে আছে প্রকাণ্ড কূপের মাঝে। কংক্রিটে গেঁথে আছে পিছনের দুই কেবলের বোল্ট, সামনের দুই কেবলের বোল্ট সসারের গায়ে। দুই শ' ফুট নীচে কংক্রিটের চাতাল। ঝুলন্ত ট্রাকের পিঠে খুদে দুই মূর্তি বুনো ও নিশাত।

ওরা থেমে যেতেই দেরি করেনি রানা, ক্যাব থেকে বেরিয়ে এসেই চট্ করে সামনের একটা কেবলে আটকে নিয়েছে শ্যারনের মোটোরাইয্ড্ অ্যাসেণ্ডার।

কাজে নেমে রানা টের পেল, ওটা দারুণ জিনিস। সাঁই-সাঁই করে উঠে যেতে লাগল ও বিদ্যুদ্বেগে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল পিরিচের মত আকৃতির দালানের বাইরে। একহাতে অ্যাসেণ্ডার ধরে রাখল রানা, অন্যহাতে হোলস্টার থেকে বের করল ডেযার্ট ঈগল পিস্তল— তিন গুলিতে ভেঙে ফেলল জানালা।

ঝনঝন করে ভিতরে গিয়ে পড়ল কাঁচ।

বার কয়েক দোল দিয়েই পিরিচের ভিতর নেমে পড়ল রানা। চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি:

১০:৫৭

আর মাত্র তিন মিনিট বাকি!

ঝড়ের মত সামনে বাড়ল রানা। মনে মনে বলল, টাওয়ারে হামলা হতে পারে, কাজেই দুই ক্রেন-ব্রিজ তুলে নিয়েছে রাফিয়ান আর্মির জেনারেল। এবার ওই দুই ব্রিজ তারই বিরুদ্ধে যাবে।

চাইলেই টাওয়ারে আসতে পারবে না তার লোক, বেশিরভাগই রয়ে গেছে এই গহ্বরের ওদিকে।

কনভেনশনাল ডিফেন্সিভ ডিপ্লয়মেণ্ট।

এখন কমপক্ষে একমিনিট লাগবে দুই সেতু নামাতে।

তার মানে, বড়জোর কয়েকজনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

এবার চট্ করে পৌঁছে যেতে হবে ইউরেনিয়াম স্কেয়ার রাখা ল্যাবোরেটরিতে।

ক্ষিপ্র বাজপাখির গতি নিয়ে ছুটছে রানা।

ডিস্কের মত টাওয়ারের ইন্টেরিয়ার উনিশ শ' আশির দশকে তৈরি। অফিসের মেঝেতে ধূসর-হলদেটে কার্পেট, তার উপর নকল কাঠের একের পর এক ডেস্ক— দ্বীপের অন্য জায়গার মত নোংরা নয়, রীতিমত ঝকঝকে তকতকে। ভুতুড়ে শহরের দালানের মতই পরিত্যক্ত।

ছুটবার ফাঁকে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল দিয়ে ডানে-বামে গুলি করছে রানা। শত্রু নেই, কিন্তু ওর লক্ষ্য সিলিঙের সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা। বিস্ফোরিত হচ্ছে সব, ছিটকে উঠছে নানারঙা ফুলকি।

দৌড়ের ভিতর পরিত্যক্ত ডেস্কগুলো পাশ কাটিয়ে গেল রানা, পৌঁছে গেল এলিভেটারের খোলা দরজার সামনে। এই সসারের উপরের এই তলায় ল্যাবোরেটরি নেই। এলিভেটারের দরজার পাশে নিচু হলো ও, কিছু এঁকটা রাখল মেঝেতে, তারপর টিপে দিল ওটার সুইচ।

চট্ করে দেখল সময়:

১০:৫৯ হয়ে গেল ১১:০০

ব্যবহার করবার জন্য প্রস্তুত ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার।

ধার করা সময়ে কাজ করছি, ভাবল রানা।

বামহাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল রেখে ডানহাতে বের করল এমপি-৭। দুই অস্ত্র হাতে টিপে দিল এলিভেটারের কল বাটন।

প্রকাণ্ড গহ্বরের মাঝে চারটে কেবলে ঝুলন্ত ট্যাঙ্কার ট্রাকের দিকে চেয়ে আছে রাফিয়ান আর্মির জেনারেল।

'ভাল বুদ্ধি করেছে তো!' মন্তব্য করল।

তার পাশেই কর্নেল সাইক্লোন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না সে। রেডিয়োতে ধমকে উঠল হেঁড়ে গলায়: 'টাওয়ার টিম! দালানে শত্রু ঢুকেছে! তোমাদের দিকেই যাচ্ছে! শালা স্কেয়ার চাইছে! স্কেয়ারগুলো নিয়ে ল্যাবোরেটরি থেকে বেরিয়ে এসো!'

জবাবে বিস্মিত এক কণ্ঠ বলল, 'স্যর, এইমাত্র অপারেটিং টেম্পারেচারে পৌঁছেছে স্কেয়ার। আমরা রিহিটার ইউনিট খুলছি। কমপক্ষে আরও কয়েক মিনিট লাগবে...' BOIGHAR

ভুরু কুঁচকে ফেলল সাইক্লোন। 'তা হলে তোমার গার্ডদের বলো এলিভেটার পাহারা দিতে। আমি আরও লোক পাঠাচ্ছি।'

কমাণ্ড সেন্টারে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছয়জন সৈনিকের দিকে ঝট্ করে ঘুরল সে। 'সোজা চলে যাও নীচের সসারে!'

রাগে থমথম করছে সাইক্লোনের মুখ।

এদিকে সিসিটিভি স্ক্রিনে নির্দিষ্ট এলিভেটারের ভিতরাংশ দেখছে বিশৃঙ্খলার সম্রাট।

সাদা-কালো স্ক্রিন, কোনও আওয়াজ পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সম্রাট পরিষ্কার দেখল, এলিভেটারে ঢুকছে মাসুদ রানা। লোকটা তারই দিকে এমপি-৭ তুলল, পরক্ষণে গুলি করল।

পর্দা থেকে হারিয়ে গেল রানার ইমেজ।

নীচের সসারের প্রথমতলায় বৃত্তাকার ল্যাবোরেটরি, সবদিকে জানালা। ওখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ে দ্বীপের চারপাশ। অবশ্য, মূল ভিত্তির জায়গায় জায়গায় সসার ধরে রেখেছে ধূসর কংক্রিট কলাম। সামান্য পুবে আরও উপরে পরের সসার।

নীচের সসারের ল্যাবোরেটরি প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ওই দালানে রয়েছে কিচেন, টয়লেট, একটা ক্লযিট, ছোট একটা বাঙ্ক হাউস এবং এলিভেটার। শেষের জিনিসটার মাধ্যমে ঢুকতে হবে ল্যাবোরেটরিতে, এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

এ মুহূর্তে ল্যাবে রয়েছে রাফিয়ান আর্মির দুই টেকনিশিয়ান— ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউণ্ডের কারণে তাদেরকে এ কাজ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ল্যাবে রয়েছে রাশান এক সায়েন্টিস্ট— সেমেন ইগোরভ। এই লোকই রাফিয়ান আর্মিকে দ্বীপে পা রাখবার সুযোগ করে দিয়েছিল।

ইগোরভ বিশালদেহী লোক, পিপের মত ফোলানো পেট। ফলে কোমরের জোর হারিয়ে কুঁজো হয়ে গেছে। রাশান ভদকার কারণে লাল শিরা ওঠা দুই চোখ ঢুলু-ঢুলু। পাতলা চুল। বেশিরভাগ সময় ঘামতে থাকে, এবং এই মুহূর্তেও দরদর করে ঘামছে।

দুই টেকনিশিয়ান ও রাশান বিজ্ঞানী দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা ইনকিউবেটার চেম্বারের সামনে।

চেম্বারে শুয়ে আছে ছয়টি ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার।

এইমাত্র বারো ঘণ্টা তাপ দিয়ে প্রাইম করা হয়েছে লাল বল।

টেকনিশিয়ানদের কাছেই রয়েছে রাফিয়ান আর্মির তিন সৈনিক। এদের মনে হয়েছিল ল্যাব পাহারার কাজ নিলে খাটনি হবে না, তাই এখানে এসেছে। গত কয়েক ঘণ্টা আরাম করে বসে তাস খেলেছে।

কিন্তু এখন কর্নেল সাইক্লোনের নির্দেশে সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠেই এলিভেটারের দিকে তাক করেছে অস্ত্র।

এক সেকেণ্ড পর এলিভেটার পৌঁছে যেতেই 'পিং!' আওয়াজ শুনল তারা।

টাওয়ারের কমাণ্ড সেণ্টারে নির্দিষ্ট স্ক্রিনে আবারও মাসুদ রানার ডোশিওতে চোখ বোলাচ্ছে রাফিয়ান আর্মির জেনারেল। পাশেই সিসিটিভির ইমেজ, টানটান উত্তেজনা নিয়ে স্ফেয়ার ল্যাবে অপেক্ষা করছে সশস্ত্র বেশ কয়েকজন।

স্ক্রিনে স্থির রানার দিকে চেয়ে বলল জেনারেল: 'মেজর, যদি স্ফেয়ার সরিয়েও নাও, টাওয়ার থেকে বেরোবে কী করে? দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া তো ঢের দূরের কথা!'

এলিভেটারের দরজা খুলে যেতেই গুলি শুরু করল অপেক্ষারত রাফিয়ান আর্মির তিন সৈনিক। ঝাঁঝরা হয়ে গেল খুদে লিফটের তিন দেয়াল। ওই গুলিবর্ষণের পর কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

তিন সেকেণ্ড পর গুলিবর্ষণ থামাল তিন সৈনিক।

সরে যাচ্ছে কটুগন্ধী ধোঁয়া।

দেখা গেল এলিভেটারে কেউ নেই।

পড়ে আছে খালি খাঁচা।

পরক্ষণে এলিভেটারের মেঝের হ্যাচ খুলে উদ্যত এমপি-৭ হাতে লাফিয়ে উঠে এল মাসুদ রানা— বিন্দুমাত্র দেরি না করেই গুলি পাঠাল তিন সৈনিককে লক্ষ্য করে।

গোটা দশেক গুলি বুকে নিয়ে ছিটকে পড়ল তিন সৈনিক।

পরের পাঁচ সেকেণ্ডে সামনের লাশটা ডিঙিয়ে রাশান বিজ্ঞানীর সামনে পৌঁছে গেল রানা।

ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সেমেন ইগোরভ ও রাফিয়ান আর্মির দুই টেকনিশিয়ান।

'প্রাইমিং ইউনিট থেকে সরো,' ধমক দিল রানা।

লোকগুলো হুড়মুড় করে সরে যেতেই ইনকিউবেটার চেম্বারের সামনে থামল রানা। হোলস্টারে রেখে দিল ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। কন্সোলের নির্দিষ্ট বাটন টিপে দিতেই হিস্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল ইনকিউবেটার। ভিতরে দুই সারিতে মুরগির ডিমের মত বসে আছে পুরো গোলাকার, চকচকে ছয়টি স্পেয়ার। রং গাঢ় লাল, যেন তাজা রক্ত।

নিখুঁত।

ইনকিউবেটারের পাশেই ছোট তিনটে স্যামসোনাইট কেস।

ওগুলোতে করে স্ফেয়ার এনেছিল টেকনিশিয়ানরা।

কন্সোলের উপর কেস রেখে খুলল রানা, অন্যহাতে আঁকশি ব্যবহার করে তুলে নিল দুটো স্ফেয়ার, রেখে দিল একটা কেসের মখমলের খোপে। পরের পাঁচ সেকেণ্ডে চারটি স্ফেয়ার গেল অন্য দুই কেসের পেটে। কেসের ঢাকনি বন্ধ করে ক্লিপ দিয়ে ঝুলিয়ে নিল ওয়েপন্স বেল্টে। কঠোর চোখে চাইল ভীত টেকনিশিয়ান ও ইগোরভের দিকে। বেল্ট থেকে নিল ছোট একটি রিমোট কণ্ট্রোল।

'বসে পড়ো, নইলে আছাড় খাবে,' রিমোটের বাটন টিপে দিল রানা।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে ক্রেন-ব্রিজ মাটি স্পর্শ করতেই হুড়মুড় করে উঠে এল রাফিয়ান আর্মির কমপক্ষে পঞ্চাশজন সৈনিক। ছুটে চলেছে টাওয়ারের উপরের সসার লক্ষ্য করে।

প্রকাণ্ড টাওয়ার ঘুরে এদিকে এসেছে একটি অসপ্রে, তেড়ে গেল ঝুলন্ত ট্যাঙ্কার ট্রাকের দিকে। হোঁচট খেতে খেতে গিয়ে উপরের হেলিপ্যাডে নামল অন্য এয়ারক্রাফট, ইঞ্জিন থেকে ভলকে ভলকে বেরোচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া।

ট্যাঙ্কার ট্রাক ত্যাগ করবার প্ল্যান করছে নিশাত ও বুনো। বাইরের দিকের কিনারায় পৌঁছতে একটা কেবলে অ্যাসেণ্ডার আটকে নিয়েছে বুনো, এমন সময় শিলাবৃষ্টির মত গুলি এল ভাসমান অসপ্রে থেকে।

'আপনার কি মনে হয় মেজর রানা ওখানে উঠতে পেরেছে?' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে নিশাতের কাছে জানতে চাইল বুনো।

চট্ করে অপেক্ষাকৃত ছোট সসারের দিকে চাইল নিশাত।

'কয়েক সেকেণ্ড পরে জানব! রওনা হোন!'

একহাতে অ্যাসেণ্ডার ধরে কেবল বেয়ে উপরে রওনা হয়ে গেল বুনো। অসপ্রে লক্ষ্য করে জি৩৬ দিয়ে গুলি করল নিশাত।

অসমসাহসী নিশাত গুলি করছে, কিন্তু গানশিপের গায়ে লেগে ফুলকি তুলে ছিটকে যাচ্ছে ওর বুলেট। এক মুহূর্ত পর ওর মুখের সামনে এসে ভাসতে লাগল দানবীয় এয়ারক্রাফট। ঘুরতে শুরু করেছে কামান। এবার উড়িয়ে দেবে ট্রাক।

'মরেছি!' বিড়বিড় করল নিশাত।

প্রকাণ্ড গহ্বরের কিনারায় পৌঁছে গেছে বুনো, ওখানে তার সঙ্গে দেখা হলো পবন ও ফারিয়ার। এইমাত্র গ্যারাজ থেকে সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক নিয়ে হাজির হয়েছে ওরা। কয়েক মুহূর্ত পর উপস্থিত হলো শ্যারন ফ্যেনুয়্যা। নিয়ে এসেছে চোরাই এক জিপ, স্কিড করে থামল গভীর কূপের পাশে।

ওরা নীচে দেখল অসপ্রে মুখোমুখি হয়েছে নিশাত সুলতানার।

'সবাই চোখ বুজে ফেলো, পরের দৃশ্যটা হবে খারাপ,' গম্ভীর স্বরে বলল ক্যাপ্টেন ডিফেখন।

আঠারো

বিকট আওয়াজ তুলছে ভাসমান ভি-২২ অসপ্রে, এবার কামান দিয়ে উড়িয়ে দেবে নিশাতসহ ঝুলন্ত ট্রাক। এমন সময় থরথর করে চারপাশ কেঁপে উঠল ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজে।

প্রথমে বোঝা গেল না কোথায় ঘটল ওই বিস্ফোরণ। সামান্য

উপরের সসার থেকে আসেনি আওয়াজটা। অসপ্রে বা নিশাতের আশপাশ থেকেও নয়। ভেঙে পড়েনি দুই ক্রেন-ব্রিজ। গহ্বরের কিনারায় বোমা পড়েনি বা ফাটানো হয়নি।

দু'সেকেণ্ড পর বোঝা গেল কোথায় ছিল বোমা।

এলিভেটারের পাশে খাটো সসারের নীচের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।

ওখানেই জিনিসটা রেখেছিল রানা।

আগুনের কমলা বিশাল এক বল উঠে গেল আকাশে।

চারপাশে ছিটকে উঠল গুঁড়ো হয়ে যাওয়া কংক্রিটের মেঘ।

বোমা ছিল সসারের উত্তর ভিত্তির গায়ে। অর্ধেক ভিত্তি উড়িয়ে দিয়েছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।

আরও দুই সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর পড়ন্ত বিশাল এক গাছের মত কাত হতে শুরু করল খাটো সসার।

দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য!

কাঁচ-ঢাকা ল্যাবোরেটরি নিয়ে অতি ধীর গতিতে নীচে রওনা হলো সসার উত্তরদিকে।

মাটি কাঁপিয়ে দেয়া গা রি রি করা আওয়াজ শুরু হলো। কাত হতে শুরু করা কংক্রিটের দালানের উপরাংশ আছড়ে পড়ল মেইন সসারের নীচের অংশে। ল্যাবোরেটরি নিয়ে আরও কাত হলো বৃত্তাকার দালান, নীচে পড়তে গিয়েও হঠাৎ হোঁচট খেয়ে শেষ মুহূর্তে থামল।

সামান্য দূরেই নিশাত, দাঁড়িয়ে আছে কেবলে ঝুলন্ত ট্রাকের পিঠে। পরিষ্কার দেখেছে ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে দালানের প্রতিটি জানালা। নানাদিকে ছিটকে গেছে কাঁচের টুকরো।

কংক্রিটের ধুলোয় আঁধার হয়ে গেল মস্ত গহ্বর।

অবশ্য কিছুক্ষণ পর টানা হাওয়ায় ভেসে গেল ধুলো। দেখা গেল একপাশে কাত হয়ে গেছে পিরিচের মত দালান। ওটাকে

খাড়া রাখবার কলামগুলো ভেঙে পড়েছে, দাঁত খিঁচিয়ে আছে এবড়োখেবড়ো ভাঙা কংক্রিট ও মুচড়ে যাওয়া পুরু সব রড।

কখনও আর মেরামত হবে না ওই ল্যাবোরেটরি।

সামান্য উপরের কমাণ্ড সেন্টার থেকে নীচের ভাঙা সসার দেখছে রাফিয়ান আর্মির জেনারেল। বুঝে গেছে দালানের ওই পতনের পর বাঁচবে না কেউ। ভাবল: হয়তো প্রস্তুতি ছিল মাসুদ রানার।

পরক্ষণে দেখল সে যমের অরুচি লোকটাকে।

ওই যে!

কাত হওয়া ভাঙা দালান থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসছে সে! কোমরে কালো কয়েকটা কেস। ঝেড়ে দৌড় দিল ট্রাক ঝুলিয়ে রাখা কেবল লক্ষ্য করে।

অবশ্য, নিরাপদে থাকা কঠিন হয়েছে রানার জন্য।

তিন স্যামসোনাইট কেসে ছয় স্কেয়ার রেখেই দৌড়ে গেছে ল্যাবোরেটরির দক্ষিণ প্রান্তে। ওখানেই এলিভেটার। তার আগে বাঙ্ক হাউস থেকে জোগাড় করেছে দুটো কটের ম্যাট্রেস, ওগুলো নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে এলিভেটারের দরজার উপর। ঢুকে পড়েছে দুই ম্যাট্রেসের মাঝে। শক্ত হাতে ধরেছে সামনের ম্যাট্রেস। অপেক্ষা করেছে, তারপরই বিস্ফোরিত হয়েছে সসারের ভিত্তির গোড়ায় রাখা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।

বোমা ফাটতেই উত্তরদিকে নেমে গেল পিরিচ। পিছলে গিয়ে রওনা হলো রানা। সামান্য নীচের এই পিরিচের দক্ষিণদিক মেইন সসারে আঘাত হানতেই ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল প্রতিটি জানালার কাঁচ। দুই ম্যাট্রেসের মাঝে স্যাণ্ডউইচের পুরের মত রানা সরসর করে নামল উত্তরদিকে। বাধা পেল জানালার নীচের কংক্রিটের দেয়ালে। পিঠের ম্যাট্রেসের উপর ঝরঝর করে পড়ল

অসংখ্য ভাঙা কাঁচ। সামান্য মুচড়ে গেল ডানকব্জি, এ ছাড়া আর কিছু হয়নি।

রানার মত কপাল নিয়ে আসেনি দুই টেকনিশিয়ান। পিরিচের উপরতলার মেঝের এক অংশ ভেঙে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে তারা। ভাগ্য আরও খারাপ বিশ্বাসঘাতক রাশান বিজ্ঞানী সেমেন ইগোরভের। পিছলে গিয়ে ল্যাবের উত্তরদিকের এক জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে সে। নীচে পড়বার সময় বিকট আর্তনাদ ছাড়ল। ওই আওয়াজ পরিষ্কার শুনল রানা। ভাল করেই জানে, দু' শ' ফুট নীচে ওই লোকের জন্য অপেক্ষা করছে সিমেন্টের কঠিন জমিন।

পিরিচের পতন থেমে যেতেই উঠে রওনা হয়ে গেল রানা। চারপাশে ঘন ধুলোর ধূসর মেঘ। জানালার কাঁচ নেই বলে ওকে কাঁপিয়ে দিল হিমশীতল হাওয়া।

ওদিকে নীচের সসারের পতনে প্রাণে বাঁচল নিশাত সুলতানা।

পিরিচের এক অংশ গুঁতো দিল ভাসমান অসপ্রের একপাশে, ভয় পেয়ে এয়ারক্রাফট নিয়ে পিছিয়ে গেল পাইলট— মাথাছেলা। অসপ্রে ও নিশাতকে ঢেকে দিল ঘন ধুলোর মেঘ। আড়াল হয়ে গেল দুই প্রতিপক্ষ।

চারপাশে অসপ্রের রোটরের বিকট ধুপ-ধুপ আওয়াজ। নিশাত জানে, যে-কোনও সময়ে আবারও ধূসর মেঘ সরবে, আর তখন হাজির হবে যান্ত্রিক পাখি।

এক সেকেণ্ড পর পাশে ধাপ্ আওয়াজ পেল নিশাত। ঘুরেই দেখল ট্রাকের পিঠে মাসুদ রানা। গান বেল্টে দুটো স্যামসোনাইট কেস। অন্যটা ঝুলছে হাতে। কেবলে আটকে নেয়া অ্যাসেণ্ডার ব্যবহার করে এইমাত্র নেমে এসেছে।

'বাপের জন্মে এমন ডাকাতি দেখিনি, স্যর!' চেঁচিয়ে জানাল

নিশাত।

'ডাকাতি নয়, আপা, আমরা যেটা করেছি সেটা চোরের ওপর বাটপারি,' ট্রাকের পিছনদিক লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল রানা। ওখানে আছে দুই কেবল, উঠে গেছে গহ্বরের কিনারায়।

'সবই কি ধ্বংস করতে হবে, স্যর?' রানার পাশে পৌঁছে গেল নিশাত, হাসছে।

'সব ধ্বংস করতে পারলাম কই, আপা! রেডি হন!'

ট্রাকের পিছনদিকের ম্যাগনেটিউয়েক্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

'কিন্তু সঙ্গে করে অ্যাসেণ্ডার আনেননি আপনি, স্যর!'

'এবার ওটা লাগবে না! শক্ত করে ধরুন আমার কোমর!'

তর্ক না করেই দুই হাতে পিছন থেকে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল নিশাত। তখনই দমকা হাওয়ায় সরে গেল ধুলোর মেঘ। ওদের পিছনে দেখা দিল অসপ্রে। ভাসছে সামান্য দূরে, তাক করে ফেলেছে কামান ও অন্যান্য অস্ত্র।

'স্যর!'

'রেডি!' একহাতে ফ্রেঞ্চ ম্যাগনেটিউয়েক্সের কেবল শক্ত হাতে ধরল রানা। দু'বার রাং ল্যাডারের তলা দিয়ে যন্ত্রটা ঘুরিয়ে আটকে রেখে গেছে বুনো। বামহাতে আনস্পুল বাটন টিপে দিল রানা।

ঠনাৎ-ঠং শব্দে ট্রাকের মইয়ের তলা দিয়ে দু'বার ঘুরল ম্যাগেনেটিউয়েক্স, পরক্ষণে ছিটকে বেরিয়ে এল।

ট্রাক থেকে খুলে গেছে কূপের বাইরের দিকের দুই কেবলসহ ম্যাগনেটিউয়েক্স। ভারী ভেহিকেলের সামনের দুই কেবল এখনও টাওয়ারে যুক্ত। রানা ও নিশাতের পায়ের নীচ থেকে রওনা হয়ে গেল ট্রাক। তার আগেই বিদ্যুদ্বেগে খপ্ করে ম্যাগনেটিউয়েক্সের দুই হ্যাণ্ডেল ধরেছে রানা। সাঁই করে গহ্বরের কিনারা লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেছে। রিল করে উঠে যাচ্ছে উপরে। পিছনে দেখতে

পেল না দক্ষিণে ছুটছে ট্রাক, যাওয়ার পথে দড়াম করে ধাক্কা দিয়ে গেল ভাসমান অসপ্রের ডানদিকের ডানায়।

মাঝ আকাশে ভয়ঙ্কর হোঁচট খেল অসপ্রে, যেন হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর ঘুষি খেয়েছে হালকা ওজনের কেউ। ছুটন্ত ট্রাক ভেঙে দিল এয়ারক্রাফটের স্টারবোর্ড উইং। আকাশ থেকে ছিটকে পড়তে এক সেকেণ্ডও লাগল না নিয়ন্ত্রণহীন অসপ্রের। কূপের মেঝেতে নামল এয়ারক্রাফট।

দেখবার মত হলো বিস্ফোরণ।

নানাদিকে ছিটকে গেল কমলা বিপুল আগুন।

এদিকে জোর গতি নিয়ে গহ্বরের বাইরের কংক্রিট দেয়ালে নামল রানা ও নিশাত।

দু'পা বাড়িয়ে রেখেছিল রানা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে আবারও পিছিয়ে গেল। ফস্কে যেতে চাইল ম্যাগনেটিউয়েক্সের দুই হাতল। অবশ্য প্রাণপণে ধরে রইল।

রানার পিঠের কাছে ঝুলছে হতবাক নিশাত।

একটু পর আবারও দেয়ালে ঠেকল রানার পা। রিল করছে ও ম্যাগনেটিউয়েক্স। উঠতে শুরু করেছে উপরে।

কিনারায় সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক ও জিপে অপেক্ষা করছে পবন ফারিয়া, শ্যারন ও বুনো— অবাক হয়ে দেখছে সব।

কয়েক সেকেণ্ড পর নিশাতকে নিয়ে কিনারায় উঠল রানা।

'অপূর্ব!' জোর গলায় প্রশংসা করল প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডিফেখন, 'মিশন হলে এমনই হওয়া উচিত! আজ সত্যি হার মানলাম! ব্রাভো, মেজর মাসুদ রানা! আজ থেকে আপনি আমার ওস্তাদ!'

'লোকটা মানুষ, না খোদ শয়তান!' বিড়বিড় করল শ্যারন। চোখ বোলাল চারপাশের ধ্বংসস্তূপে।

কথাগুলো শুনেছে রানা, কোনও মন্তব্য না করেই বুনোর

জিপের পিছনে উঠে পড়ল। ম্যাগনেটিউয়েক্স বাড়িয়ে দিল শ্যারনের দিকে। 'সোজা উপকূলের দিকে ড্রাইভ করো! সাগরে ফেলে দেব ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার।'

'কেবল কার টার্মিনালে গিয়ে উপসাগরে ফেললেই তো হয়?' বলল পবন।

'পানি ওখানে অগভীর ডাইভ দিলেই পাবে। ফেলতে হবে গভীর পানি...' থেমে গেল রানা।

শুরু হয়েছে গোলাগুলি।

ক্রেন-ব্রিজ পেরিয়ে আসছে চার ট্রাক ভরা রাফিয়ান আর্মির সৈন্য।

'আপা!' গলা উঁচু করল রানা, 'সিমেন্ট মিক্সার ড্রাইভ করুন! সামনে থেকে কাভার দেবেন! সোজা এয়ারস্ট্রিপে! ডক্টর তারাসভ হয়তো জানেন ওখানে কোনও বিমান আছে কি না!'

কয়েক সেকেণ্ডে ঝড়ের গতি তুলে রানওয়ের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা।

পোলার আইল্যাণ্ডের প্রধান কমপ্লেক্সের পশ্চিমে নিচু জমিতে এয়ারস্ট্রিপ। ওখানে যেতে চাইলে ব্যবহার করতে হবে প্রায় খাড়া নেমে যাওয়া বিটুমেন রাস্তা। গহ্বর ও টাওয়ারের উত্তরদিক থেকে ওটা গেছে পশ্চিমে।

চার আর্মি ট্রাক লেজে নিয়ে ছুটছে রানাদের দুই ভেহিকেল তুমুল গতি তুলে নামছে খাড়া ঢালু পথে, পাশ কাটিয়ে পিছনে পড়ছে ছোট সব টাওয়ার, ওখান থেকে আসছে রাফিয়ান আর্মির গুলি।

রানাদের চারপাশের পথ খুবলে তুলছে বুলেট। মিক্সার ট্রাকের চাকায় লাগল দুটো। চাকা ফুটো হতেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল—হুইশ্! সঙ্গে সঙ্গে ক্লিফের সরু রাস্তায় পিছলে গেল ট্রাক।

সামনের পথে রাফিয়ান আর্মির দুই জিপ নিয়ে ব্যস্ত

কয়েকজন। আড়াআড়ি ভাবে রাখছে গাড়ি। আটকে দেবে পথ। কিন্তু কিছুই পাত্তা না দিয়ে দুই জিপের মাঝে গুঁতো দিল নিশাত সুলতানা। বেদম ধাক্কা খেয়ে দু'দিকে ছিটকে গেল দুই জিপ, উড়ে গেছে রোডব্লক। উঁচু ক্লিফের কিনারা থেকে নীচের সাগরে গিয়ে পড়ল একটা জিপ। অন্যটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল ক্লিফের আরেক পাশের পাথুরে দেয়ালে লেগে।

ধাওয়াকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও সৈনিক এবং অফিসার। প্রথমে পাঁচটি, এরপর ছয়টি এবং শেষে দেখা গেল আসছে আসলে সাতটি ট্রাক। প্রতিটিতে সশস্ত্র সৈনিক ঠাসা

তেড়ে আসছে সব ভেহিকেল।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এল রানাদের দিকে।

পাল্টা জবাব দিচ্ছে রানা ও বুনো, এদিকে ড্রাইভ করছে শ্যারন। চিঁইঁই আওয়াজ তুলে আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট। একটা লাগল জিপের পিছনের জেরি ক্যানে ওটা ভরা অকটেনে। দপ্ করে ক্যানে জ্বলে উঠল আগুন

গনগনে তাপ থেকে সরে গেল রানা, রেডিয়ো করল: 'ডক্টর তারাসভ! ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার আমাদের কাছে, কিন্তু পিছনে শত্রু! গুলির ঝড়ে আছি! মনে করি না উপকূল পর্যন্ত যেতে পারব! আপনি কি বিমান পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, মেজর!' ওদিক থেকে জানালেন তারাসভ 'আমি প্রথম হ্যাঙারে, অ্যান্টোনভ-১২ বিমানের ককপিটে!'

'রানওয়েতে বেরিয়ে আসুন!'

'আর স্ট্রেলা-১? ওই জিনিস আমার বিমান ফেলে দিয়েছিল!'

'আমাদেরকে উড়তে হবে না! শুধু রানওয়ের শেষে পৌঁছুলেই হবে! সাগরে স্ফেয়ার ফেলব! আর কপাল ভাল থাকলে আমাদের সবাইকে জড় করে বিমান নিয়ে ভেগেও যেতে পারি!'

'মনের কথা বলেছেন, মেজর!'

তিরিশ সেকেণ্ড পর ক্লিফের রাস্তার উঁচু ঢাল থেকে তুমুল গতি তুলে রানওয়েতে নেমে এল সিমেন্ট মিক্সার ও আগুন ধরা জিপ। ওই একই সময়ে গুড়-গুড় আওয়াজ তুলে প্রথম হ্যাঙার থেকে বেরিয়ে এল প্রপেলার চালিত বিশাল কার্গো বিমান। পাখা দিয়ে সাঁই-সাঁই কাটছে বাতাস।

বিমানটা অ্যান্টোনভ এএন-১২ ট্র্যান্সপোর্ট বিমান, পিছনের হোল্ডে রাখতে পারে বিশ হাজার কেজি। ভেহিকেল বা নব্বইজন সম্পূর্ণ সশস্ত্র সৈনিক আঁটে পেটে। ভরসা করবার মতই বিমান। যদিও উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের। কাজ করে আমেরিকান সি-১৩০ হারকিউলিসের মতই। অ্যান্টোনভ চেনা সহজ কাঁচের নাকের কারণে। ওখান থেকে চারপাশে চোখ রাখতে পারে যে-কোনও স্পটার।

বিশাল বিমান তার কাঁচের নাক তাক করেছে পশ্চিমে। সামনে একমাইল দীর্ঘ, কালো রানওয়ে। দু'পাশে সামনে একের পর এক উঁচু ক্লিফ, রানওয়ের শেষে নীচে সাগর। বামপাশ দিয়ে গেছে চওড়া নদী। ওটার উৎস দ্বীপের উঁচু পাহাড়ের গলন্ত তুষার। সাগরের কয়েক শ' গজ আগে হঠাৎ করেই কয়েক ধাপে ছোট কিছু জলপ্রপাত তৈরি করেছে নদী। তারপর ঝপাৎ করে নেমে গেছে পঞ্চাশ ফুট নীচের সাগরে।

প্রচণ্ড গতি তুলে রানওয়ের শেষমাথা লক্ষ্য করে ছুটছে দুই স্ট্রেলা-১ অ্যামফিবিয়াস অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ভেহিকেল। বিমান উড়বার আগেই পযিশন নেবে। ডক্টর তারাসভের বিমান ফেলে দিয়েছিল ওই দুই উভচর গাড়িই। ওগুলোর পিঠে পড ভরা সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল।

রানওয়েতে পুরো বেরিয়ে এসেছে অ্যান্টোনভ। নামিয়ে দিয়েছে রিয়ার র‍্যাম্প। কয়েক সেকেণ্ড পর বিমানের পেটে উঠে এল রানাদের দুই ভেহিকেল— সামনে নিশাতের সিমেন্ট মিক্সার,

পিছনে শ্যারনের আগুন ধরা জিপ।

'উঠে পড়েছি!' রেডিয়ো করল রানা। দড়াম করে এক লাথি মেরে জিপের পিছন থেকে ফেলে দিল জ্বলন্ত জেরি ক্যান। 'রওনা হন, ডক্টর! জলদি!'

নতুন উদ্যমে গর্জে উঠল ইঞ্জিনগুলো। আগের চেয়ে অনেক জোরে ঘুরতে শুরু করেছে চার টার্বোপ্রপেলার। শুরু হলো তীক্ষ্ণ জোরালো হুঁই-হুঁই আওয়াজ। গতি বাড়তে শুরু করেছে বিমানের।

লাফিয়ে জিপ থেকে নেমেই সামনে ছুটল রানা, স্টিলের কয়েক ধাপ সিঁড়ি টপকে ঢুকে পড়ল ককপিটে।

পাইলটের সিটে বসে বিমান নিয়ন্ত্রণ করছেন ডক্টর তারাসভ।

পাশের সিটে বসল রানা। ককপিটের জানালা দিয়ে দেখল, রানওয়ের শেষে দুই স্ট্রেলা।

'এবার শুধু ভেসে উঠতে হবে, তা হলেই ব্যস, সাগরে ফেলে দিতে পারব লাল স্কেয়ার,' ভাবল রানা। 'ওদের সাধ্য নেই খুঁজে বের করবে।'

রানওয়ের পুরো দৈর্ঘ্যের মাঝামাঝি পৌঁছে প্রায় টেক-অফ স্পিড পেয়ে গেছে অ্যান্টোনভ।

এদিকে মিসাইল পড নীচে নামাতে শুরু করেছে দুই স্ট্রেলা।

'আমরা ঠিকই উঠে পড়ব আকাশে,' বললেন তারাসভ।

কিন্তু তখনই দেখা গেল একাকী সৈনিককে। সে আছে রানওয়ের ডানদিকে। কাঁধে প্রেডেটার আরপিজি লঞ্চার। ট্রিগার টিপে দিতেই ছিটকে এল রকেট গ্রেনেড।

হতবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা।

ছুটন্ত বিমানের দিকেই আসছে রকেট!

এক সেকেণ্ড পর হারিয়ে গেল ওটা বিমানের নাকের নীচে।

ভীষণ ঝাঁকি খেল বিমান।

পরক্ষণে নিচু হয়ে গেল গোটা ককপিট।

সিট থেকে সামনে ছিটকে গেল রানা ও ডক্টর তারাসভ। বিটুমেনের উপর শুরু হয়েছে ধাতুর ভয়ঙ্কর কর্কশ আওয়াজ। বিশাল বিমানের নাক দড়াম করে নামল রানওয়ের বুকে। তালা লেগে গেল কানে। বিমানের পেট ও রানওয়ের বুকের সংঘর্ষে নানাদিকে ছিটকে গেল নানারঙা ফুলকি।

প্রেডেটার রকেটের হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে অ্যান্টোনভের পুরো ফরোয়ার্ড হুইল। চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত বিমানের গতিপথ, বাঁক নিয়েই রওনা হয়ে গেল বামে। অবিশ্বাস্য দ্রুত কমছে স্পিড। মাত্র যেতে পেরেছে রানওয়ের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি পথ।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর কানে তালা লাগানো কর্কশ আওয়াজ তুলে থেমে গেল বিমান।

ককপিটে সোজা হয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা।

আটকা পড়েছে ওরা।

পিছন থেকে তেড়ে আসছে রাফিয়ান আর্মির একের পর এক ভেহিকেল।

রানার মনে হলো, ওরা যেন আহত হরিণ, আর ওদেরকে ঘিরে ফেলছে একদল হায়েনা!

সামনে দুই স্ট্রেলা, পিছনে বেশ কয়েকটা ট্রাক।

ভীষণ তিক্ত হয়ে গেল রানার মন।

প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে দখল করেছিল ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার, কিন্তু শেষরক্ষা হলো?

করুণভাবে হেরে গেছে ও।

অস্বাভাবিক স্বল্প সময়ে হাজির হয়েছিল এ এলাকায়।

ঝড়ের মত পেরিয়ে এসেছিল ভালুক দ্বীপ।

কেবল কারের কৌশল কাজে লাগিয়ে উঠেছিল এই দ্বীপে।

মস্ত কূপ পার হয়ে দখল করেছিল আণবিক গোলক।

ধসিয়ে দিয়েছিল উঁচু ল্যাবোরেটরি।

প্রকাণ্ড গহ্বর টপকে যেতে চেয়েছিল দূরে, যেখানে গভীর সাগরে ফেলবে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার।

কই, সফল হলো?

উপকূল পর্যন্ত যাওয়াই তো হলো না ওর।

হতাশায় নত হয়ে গেল রানার মাথা। মনের চোখে দেখল মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানকে। ভুরু কুঁচকে ওকেই দেখছেন তিনি আস্তে করে মাথা নাড়লেন। গম্ভীর সুরে বললেন, 'মাই বয়, তুমি হেরে গেলে?'

বিড়বিড় করল রানা, 'আমি দুঃখিত, স্যর।'

উনিশ

হঠাৎ করেই জটিল হয়ে উঠল রানওয়ের পরিস্থিতি। যেন খানিকক্ষণের জন্য থমকে গেছে দাবার দুই প্রতিপক্ষ।

ভেহিকেল দিয়ে অ্যান্টোনভটাকে দূর থেকে ঘিরে ফেলেছে রাফিয়ান আর্মির অফিসার ও সৈনিকরা। রানওয়ের একপাশে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিমান, পুরো বিধ্বস্ত ফরোয়ার্ড ল্যাণ্ডিং গিয়ার জমিনের দিকে ঝুঁকে গেছে ককপিট

'দরজাগুলো কাভার করুন!' গলা চড়িয়ে বলল নিশাত।

অ্যান্টোনভের দু'পাশের দুই দরজার মুখে পৌঁছে গেছে বুনো এবং ও। ঝড়ের গতিতে ওদেরকে পাশ কাটাল রানা, আটকে দিতে হবে খোলা রিয়ার র‍্যাম্প। বিমানের পিছনে গিয়ে থমকে

দাঁড়াল রানা, টিপে দিল পাশের দেয়ালের 'ক্লোয' সুইচ।

একটুও নড়ল না র‍্যাম্প।

রানার মাথার পাশে ঠং শব্দে স্টিলের স্ট্রাটে লাগল বুলেট। চমকে সরে গেল ও।

'র‍্যাম্প কাজ করছে না!' সবাইকে জানিয়ে দিল।

ককপিট থেকে বেরিয়ে এসেছেন ডক্টর তারাসভ। 'আমাদের দেশের বহু কিছুই কাজ করে না। র‍্যাম্প বা দরজা বিশেষ করে। আর বিমানটা অনেক পুরনো।'

হঠাৎ কানের ভিতর পরিচিত কণ্ঠ শুনল রানা:

'আহ্‌হা, মেজর! প্রায় চলেই গিয়েছিলে! তা এখন কেমন লাগছে তোমার? যেখানে আছ, সেখান থেকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ দূর সাগর?' হাসছে লোকটা।

'মর্ শালা!' বিড়বিড় করল রানা। পরক্ষণে বলল, 'তোমার স্কেয়ার কিন্তু আমার কাছে।'

'ঠিক। কিন্তু চিন্তিত হতে পারছি না। হয়তো ভাবছ ভাল অবস্থানে আছ, কিন্তু তা নয়— এর পর হবে এক তরফা লড়াই। যথেষ্ট গুলিও নেই, আমার লোক ঘিরে ফেলেছে তোমাদেরকে। আমাদের সময়ের অভাব নেই। ...আর গুলি? লাখে লাখে! না, মেজর, তুমি শালাই মরবে করুণ ভাবে! ...জল্লাদ! তিন উন্মাদ পাঠাও। মাসুদ রানা বুঝুক ওরা কী!'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। লোকটা কী বলতে...

ওদেরকে ঘিরে ফেলা লোকগুলোর মাঝ থেকে হঠাৎ করেই ছিটকে দৌড় লাগাল তিনজন। এরা আফ্রিকান। প্রত্যেকের দু' হাতে একটা করে একে-৪৭। খ্যাপা গণ্ডারের মত আসছে, গুলি করছে দৌড়ের মাঝে। লক্ষ্য বিধ্বস্ত বিমান। ভালুক ল্যাবে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে লোকগুলো, ঠিক তাদের মত করেই চিল চিৎকার ছাড়ছে এরা।

ঠং-ঠং করে বুলেট লাগছে বিমানের গায়ে। স্‌স্‌স্‌ আওয়াজ তুলে রিয়ার র‍্যাম্প দিয়ে ঢুকল কয়েকটি গুলি। বাধ্য হয়ে জিপের আড়াল নিল রানা। হাতের এমপি-৭ দিয়ে পাল্টা গুলি করল।

ওর পাশে পৌঁছে গেল নিশাত ও শ্যারন।

টানা গুলি করল তিনজন।

হোঁচট খেল প্রথম দৌড়বিদ। বোধহয় কড়া কোনও ড্রাগ ব্যবহার করে। দশটা গুলি গায়ে লাগার পরেও মাটিতে পড়ল না। এবার সরাসরি তার মুখে গুলি করল নিশাত। উপর থেকে পড়া তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো লোকটার গোটা মাথা, নানাদিকে ছিটকে গেল তাজা রক্ত। রানওয়ের কঠিন জমিনে ধুপ্‌ করে পড়ল লাশ।

তাতে থামল না অন্য দুই চরমপন্থী। দৌড়ের মাঝে বৃষ্টির মত গুলি পাঠাল রানাদের দিকে।

গুলির পর গুলি করছে রানা-নিশাত-শ্যারন। বুঝতে পারছে, এভাবে অসংখ্য বুলেট খরচ করবার উপায় আসলে নেই।

কয়েক সেকেণ্ড পর রানওয়েতে পড়ল দ্বিতীয় লোকটা। তারপর তৃতীয়জন। ছ্যার-ছ্যার করে পিছলে থামল র‍্যাম্পের গোড়ায়। তার আগেই মারা গেছে।

চারপাশে নেমে এল থমথমে নীরবতা।

বিমানের ভিতর ভাসছে বারুদের ধূসর ধোঁয়া।

চমকে গেছে রানা।

সত্যিই যদি রাফিয়ান আর্মির জেনারেলের এমন আরও উন্মাদ থাকে, তা হলে ওরা শেষ!

'মেজর, নিশ্চয়ই সবই বুঝছ? শুধু আমার উন্মাদ গ্রুপের লোক পাঠালেই বুলেট শেষ হয়ে যাবে তোমাদের। এমন অনেক লোক আছে আমার হাতে। খুশি মনে প্রাণ দেবে তারা। ...জল্লাদ! আরও তিনজন পাঠাও!'

আবারও শোনা গেল রণহুঙ্কার!

রানাদের ঘিরে রাখা দলের মাঝ থেকে ছিটকে এল আরও তিন উন্মাদ। খোলা রানওয়েতে তেড়ে আসছে অ্যান্টোনভ বিমান লক্ষ করে।

বাধ্য হয়েই লোকগুলোকে ফেলে দিল রানারা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল নিশাত। 'ওরা সত্যিই পাগল! আর ওদেরকে শেষ করতে গিয়ে নিজেরাই না পাগল হই! আমি আগে কাউকে এভাবে আত্মহত্যা করতে দেখিনি!'

'তার চেয়েও বড় কথা, এদেরকে কীভাবে এমন করল ওই লোক?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে শ্যারন।

'ড্রাগ, প্রশিক্ষণ, দিনের পর দিন নির্যাতন করে সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি... আসলে জানি না,' হাল ছেড়ে দেয়া সুরে বলল রানা।

'আমরাও বেশিক্ষণ নেই,' বলল নিশাত। 'প্রায় ফুরিয়ে গেছে গুলি।'

'আমার কাছেও খুব বেশি নেই,' বলল বুনো।

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে রানা।

ফুরিয়ে এসেছে ওদের গুলি।

এরপর অনায়াসেই ওদেরকে খুন অথবা বন্দি করবে শত্রুরা।

আদর করবার কোনও কারণ নেই।

চরম নির্যাতন করবে মৃত্যুর আগে।

ভয়ঙ্কর মরণ এড়াতে চাইলে এখন একটা উপায়ই আছে।

শেষ গুলিটা ব্যবহার করতে হবে নিজের মাথায়।

'কী, মেজর?' কর্কশ হাসল রাফিয়ান আর্মি জেনারেল। 'কমে গেছে অ্যামিউনিশন? ভাবছ কোনও চুক্তি করবে? ভাবতে পারো। চিন্তা করে দেখো, আমার লোক বিমানে উঠলেই নির্বিচারে খুন করবে তোমাদের সবাইকে। বলতে খারাপই লাগছে, আমার ছেলেরা আবার একটু উগ্র। ওদেরকে চরমপন্থীও বলতে পারো।

সত্যিকারের বিশৃঙ্খল দল। আর আমি তাদের সম্রাট ও মালিক।

'অবশ্য একটা কাজও করা যায়, নিজেরাই নিজেদেরকে খুন করতে পার। তাতে মরে বাঁচবে তোমরা। সে মৃত্যু হবে ঝট্ করে। কিন্তু যদি কোনও ভাবে বেঁচে যাও, আমার দেয়া মৃত্যু হবে অত্যন্ত কষ্টের।'

চট্ করে রানার দিকে চাইল শ্যারন। সবই শুনছে।

চিন্তিত চোখে অপরূপা মেয়েটাকে দেখছে রানা। বুঝতে পারছে, ওর মনের কথা পড়ছে বিশৃঙ্খলার সম্রাট।

এরপর কী করবে বুঝতে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল রানা।

না, কিছুই করবার নেই।

এখন শুধু মৃত্যু-প্রতীক্ষা।

'মেজর, ককপিটে গিয়ে ভিডিয়ো কমিউনিকেশন স্ক্রিনের সুইচ টেপো।'

সামান্য দ্বিধা নিয়ে ককপিটে চলে এল রানা।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে আটকে রাখা হয়েছে ভিডিয়ো স্ক্রিন।

পুরনো বিমানে জিনিসটা নতুন। উপরাংশে ছোট ক্যামেরা।

স্ক্রিনে দেখা গেল রাফিয়ান আর্মির জেনারেলকে, হাসছে।

'খবর কী, মেজর? ইচ্ছে ছিল মুখোমুখি হব। তা বুঝি আর হলোই না।'

'কী চাও তুমি?' সরাসরি জানতে চাইল রানা।

'একটা জিনিস দেখাতে চাই। ...এই যে দেখো।'

কী যেন উঁচু করে ধরল সে।

স্ক্রিনে জিনিসটা দেখে ধক্ করে উঠল রানার কলজেটা।

ওটা একটা ইউরেনিয়াম স্ফেয়ার।

সপ্তম গোলক!

বুড়ো আঙুল ও তর্জনী শক্ত করে ধরে রেখেছে গোলকটা।

রানার প্রতিক্রিয়া দেখছে।

আরও চওড়া হলো তার হাসি।

'বুঝলে, মেজর, আসলে তোমাদের স্ফেয়ার অত জরুরি নয়।'

মগজের ভিতর ঝড় বইতে শুরু করেছে রানার।

হঠাৎ করেই সব বুঝল।

ডক্টর তারাসভ ওই স্ফেয়ারের কথা আগেই বলেছিলেন।

ওটা ছিল মেইন টাওয়ারের নীচে ইমার্জেন্সি বাঙ্কারে।

তারাসভ আরও বলেছিলেন, ওখানে যাওয়ার অনুমতি নেই সেমেন ইগোরভের।

কিন্তু যেভাবেই হোক, ওই স্ফেয়ার পেয়ে গেছে এই লোক।

যেন স্ক্রিন ভেদ করে কঠোর চোখে চেয়ে আছে রানার দিকে।

'আমার ধারণা, মেজর, আমরা দু'জন আসলে একই জাতের লোক। যা চাই, তা পেতে সবই করতে পারি। পৃথিবী রক্ষা করতে জান দিতে পারো তুমি। আর আমিও জান দিতে পারি পৃথিবী ধ্বংস করতে। আমরা যা চাই, অন্তর থেকে চাই। সমস্যা হচ্ছে, আমরা একে অপরের উল্টো জিনিস চাইছি। কাজেই মজা লাগছে তোমাকে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার দেখিয়ে। চোখের সামনে দেখবে লেলিহান আগুনে পুড়ছে তোমার সাধের পৃথিবী। উপলব্ধি করবে নিজের ব্যর্থতা ও ক্ষুদ্রতা।'

কথা শেষ করেই ক্যামেরার সামনে থেকে সরে গেল বিশৃঙ্খলার সম্রাট। সে এখন কমাণ্ড সেন্টারে নেই, দাঁড়িয়ে আছে ষোলো চাকার এক মিসাইল লঞ্চারের সামনে।

ভেহিকেলটা ক্লাসিক, নাক-বোঁচা সেমি-ট্রেইলার সাইযের ট্র্যান্সপোর্টার ইরেকটর লঞ্চার, পিঠে রাশান এসএস-৩৩ ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ ব্যালেস্টিক মিসাইল।

দুই টেকনিশিয়ানের হাতে রক্তিম স্ফেয়ারটা দিল বিশৃঙ্খলার সম্রাট। ওয়ারহেডের ভিতরের ইনসারশন ক্যাপসুলে ওটা রাখল লোক দু'জন। এবার মিসাইলে আটকে দেয়া হলো ওয়ারহেড।

ধীরে আকাশে মুখ তুলতে লাগল মিসাইল।

অ্যান্টোনভ বিমানের ভিতর অসহায় চোখে স্ক্রিনে চেয়ে রইল রানা। পরক্ষণে মগজে বুদ্ধি খেলল। নিজেদের রেডিয়োতে বলল, 'সান? পাওলো? তোমরা কি মিসাইল ব্যাটারির কাছে?'

এল ববের জবাব, 'এইমাত্র সেতুর কাছে পৌঁছেছি। কিন্তু এই সেতু ফোর্ট নক্সের চেয়েও সুরক্ষিত। পাহারা দিচ্ছে শতখানেক লোক। মিসাইল ব্যাটারি পর্যন্ত যেতে পারব না। ...হঠাৎ জানতে চাইছেন কেন, মেজর?'

'কারণ যে-কোনও সময়ে ওরা এখন মিসাইল লঞ্চ করবে,' বিষণ্ন শোনাল রানার কণ্ঠ। 'ওদের কাছে বাড়তি স্কেয়ার আছে। এবার আগুন জ্বেলে দেবে গ্যাসের মেঘে।'

নিচু হয়ে যেতে চাইল রানার মাথা।

কিছুই করতে পারল না ও?

চোখের সামনে দেখবে নরক হয়ে উঠছে এত সুন্দর, মায়াবী সবুজ গ্রহটা!

'ও, মেজর, আমার দলের দিকে কিন্তু মোটেও চোখ রাখছ না তুমি!' স্ক্রিন জুড়ে হাসল জেনারেল।

হঠাৎ করেই বিমানের বাইরের দেয়ালে লাগল কমপক্ষে বিশটা বুলেট।

হোল্ড থেকে পাল্টা গুলি করল নিশাত ও বুনো।

এইমাত্র লাশ হয়ে গেছে তিন উগ্রপন্থী।

ককপিটে রানার পাশে চলে এল শ্যারন, চোখ পড়ল স্ক্রিনে। বলল, 'এসএস-৩৩, মিডিয়াম-রেঞ্জ ব্যালেস্টিক মিসাইল, টার্গেটে আঘাত হানতে পারে আড়াই শ' থেকে তিন শ' মাইল দূরে। সোভিয়েতরা বলত, উনিশ শ' সাতাশি সালের আইএনএফ ট্রিটির কারণে কমিয়ে এনেছে ওই জিনিস।'

স্ক্রিনে দেখা গেল প্রথম লঞ্চারের পিছনে আরও চারটে

ট্র্যান্সপোর্টার ইরেকটর লঞ্চার, পিঠে এসএস-৩৩ মিসাইল।

'সব পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে,' মন্তব্য করল রানা। 'কোল্ড ওয়ারের গোরস্তান এই দ্বীপ।'

থেমে গেল মিসাইলের উত্থান।

লঞ্চ করতে তৈরি।

এবার গোটা দুনিয়ায় জ্বেলে দেবে দাউ-দাউ আগুন, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না রানা।

ক্যামেরার দিকে ঘুরে গেল জেনারেল। 'এবার নিজের ব্যর্থতা বুঝতে শুরু করো, মেজর। ভাল করে দেখো বিশ্বের শেষ হয়ে যাওয়া। অ্যাই, লঞ্চ করো মিসাইল!'

অন করে দেয়া হলো লঞ্চারের একটা সুইচ, সঙ্গে সঙ্গে জীবন ফিরে পেল এসএস-৩৩-এর থ্রাস্টার। মিসাইলের পিছন থেকে বেরোল বিপুল লাল আগুন ও কালো ধোঁয়ার মেঘ। পরক্ষণে বাতাস চিরে রওনা হয়ে গেল মিসাইল।

স্ক্রিন থেকে চোখ তুলে দক্ষিণ আকাশ দেখল রানা।

অ্যাটমোসফিয়ার ভেদ করতে বর্শার মত রওনা হয়েছে ইউরেনিয়াম স্ফেয়ারসহ মিসাইল, পিছনে দীর্ঘ ঘন ধোঁয়া।

বিদ্যুদ্বেগে উপরে উঠছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে হয়ে গেল বহু দূরের বিন্দু। ওই মিসাইল একেবারেই পাল্টে দেবে বর্তমানের এই গ্রহ।

হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল রানা। কানে এল বিশৃঙ্খলার সম্রাটের কণ্ঠ: 'এবার ডেটোনেট করো!'

পরক্ষণে দপ্ করে জ্বলে উঠল দক্ষিণ আকাশে সাদা কী যেন।

ঝলসে যেতে চাইল চোখ।

এরপর যা ঘটল, জীবনে কখনও দেখেনি রানা বা শ্যারন।

এইমাত্র যেখানে ছিল এসএস-৩৩, ওখানে জ্বলে উঠেছে জ্বলজ্বলে সাদা, উত্তপ্ত বাতাস— যেন মস্ত কোনও ঢেউ। অকল্পনীয়

গতিতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের শিখা। এবং ভীতিকর এক পলকের জন্য পোলার আইল্যাণ্ডের গোটা আকাশ হয়ে গেল ফ্যাকাসে নীল থেকে জ্বলন্ত হলদে-সাদা।

হাজারো কোটি চিতা যেন জ্বলছে চারপাশে। বরফ-ঢাকা মাটি লক্ষ্য করে নামল লকলকে সাদা-হলদে আগুন!

যখন আর্কটিকে পোলার আইল্যাণ্ডের আকাশ ভেদ করেছে রাশান মিসাইল, ওই একই সময়ে ওয়াশিংটন ডি.সি.-র হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে থমকে গেল সবাই।

স্যাটালাইট কন্সোলের স্ক্রিনে চোখ আর্মির টেকনিশিয়ানের।

ক্রাইসিস রেসপন্স টিমের আর্মি জেনারেলের দিকে ফিরল সে। 'স্যর! এইমাত্র পোলার আইল্যাণ্ড থেকে লঞ্চ করা হয়েছে মিসাইল!'

কন্সোলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট।

পোলার আইল্যাণ্ড এবং ওদিকের আর্কটিক সাগরের স্যাটালাইট ইমেজে চোখ গেল তাঁর।

'ওরা আগুন জ্বেলে দিচ্ছে গ্যাসের মেঘে,' বললেন ডিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কনি হল। 'আমরা ব্যর্থ হয়ে...'

চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

মনিটরে দেখা গেল, হঠাৎ ধবধবে উজ্জ্বল সাদা আগুন ও বিদ্যুচ্চমকের মত আলো ঝলসে উঠেছে।

'পোলার আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ সাগরে মিসাইল ডেটোনেট করেছে,' জানাল টেকনিশিয়ান।

ভীত চোখে ইমেজের দিকে চেয়ে রইলেন প্রেসিডেন্ট, বিড়বিড় করে বললেন, 'হায় ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর! সহায়তা করুন!'

বিশ

পোলার আইল্যাণ্ড।

সকাল এগারোটা বিশ মিনিট।

মিসাইল লঞ্চ করা হয়েছে এগারোটায়।

রানা ধারণা করছে: কেউ উঁচু মহাকাশ থেকে নর্থ পোলের উপর চোখ রাখলে দেখবে ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল এক সাদা বজ্রের মত ঝিলিক। পুরনো এ পৃথিবী ধ্বংস করতে রওনা হয়েছে হলদে-সাদা এক বিপুল আগুনের ঢেউ।

চিন্তাটা মনে আসতেই চট্ করে রিস্টগার্ডে স্যাটালাইট ইমেজারি আনল রানা। সাদা-কালো স্ক্রিনে পোলার আইল্যাণ্ড ও আর্কটিক সার্কেলের দৃশ্য।

দেখা গেল পরিবেশ পুড়িয়ে দেয়ার লেলিহান অগ্নিশিখা।

ওটা পোলার আইল্যাণ্ড থেকে দূরে যাওয়া ভয়ঙ্কর এক জান্তব থাবা যেন। দক্ষিণ থেকে পৃথিবীর বাঁকে হারিয়ে গেছে পুবে। দামাল হাওয়া বা জেটস্ট্রিমকে অনুসরণ করেছে আগুন।

কী ভয়ঙ্কর হবে এর ফলাফল!

সব বুঝতে পেরে অসুস্থ বোধ করছে রানা।

চোখের সামনে মৃত্যু হচ্ছে এই গ্রহের!

মারা পড়বে শত শত কোটি মানুষ।

বিলুপ্ত হবে সভ্যতা।

যে ক'জন বাঁচবে, বাধ্য হয়ে ফিরবে আদিম আমলে।

চারপাশে থাকবে শুধু ধ্বংসস্তূপ।

কিন্তু...

স্ক্রিনে রানা দেখল, হঠাৎ করেই কেন যেন মস্ত হোঁচট খেল লকলকে সাদা আগুন।

মনে হলো বাড়ি খেয়েছে কোনও বিশাল দেয়ালে।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। বিড়বিড় করে বলল, 'হঠাৎ কী...'

মাত্র কয়েক মিনিটে গর্জনরত ভয়ঙ্কর আগুন চলে গেছে ছয় শ' মাইল দূরে, আর তারপরই যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে।

তখনই রাফিয়ান আর্মির জেনারেল, বিশৃঙ্খলার সম্রাটের কথা শুনল রানা। লোকটা ওকে উদ্দেশ করে বলেনি: 'হঠাৎ কী হলো? থেমে গেল কেন আগুন?'

আরেকটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল: 'স্যর! এক হারামিকে ধরেছি! সে ছিল মেইন ভেন্টের নীচের গ্যাসওঅর্কে! টিইবি পাইপ যেখানে ভেন্টে গেছে, ওখানে বন্ধ করে দিয়েছিল সব ভালভ! ওগুলোর অক্সিডাইযেশন থেকে বুঝছি, হারামজাদা দু'ঘণ্টা আগে আটকে দিয়েছে ভালভ! গত দু'ঘণ্টা ধরে খামোকা গ্যাস পাম্প করছি আকাশে!'

'কী? ...কে সে?' ধমকে উঠল বিশৃঙ্খলার সম্রাট।

'বলছে নাম হাতুড়িমাথা! নেভি সিল, স্যর! আমরা যখন সাবমেরিন ডকে সবাইকে খতম করলাম, পালিয়ে গিয়েছিল এ।'

মগজ খেলাতে শুরু করেছে রানা।

নটি এরিক। হাতুড়িমাথা।

লোকটা কীভাবে যেন বেঁচে গেছে হামলা থেকে।

পরে ভালুক দ্বীপ থেকে এসে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার সরাতে চেয়েছে রানা, ওই একই সময়ে পোলার আইল্যাণ্ডের ফ্যাসিলিটিতে ঢুকে পড়েছিল হাতুড়িমাথা। বন্ধ করে দিয়েছিল গ্যাসের ভেন্ট। কেউ জানত না স্যাবোটাজ করা হয়েছে।

স্ফেয়ার নিয়ে ডেটোনেট করেছে এসএস-৩৩ মিসাইল, কিন্তু

হাতুড়িমাথার কল্যাণে পোলার আইল্যাণ্ডের আশপাশে ছিল না দাহ্য গ্যাস। তেমন কিছুই জ্বেলে দিতে পারেনি। বা বলা উচিত, দাহ্য গ্যাসের সামান্য রেশ ছিল। তার কারণে 'ছোট্ট' বজ্র-শিখা জ্বলে উঠেছিল আকাশে।

চট্ করে আরেকটা বিষয় মনে এল রানার।

একই কথা বোধহয় ভাবছে বিশৃঙ্খলার পিশাচ সম্রাট।

'আমাদের কপাল ভাল স্যাবোটাজ করেছে হাতুড়িমাথা,' শ্যারনকে বলল রানা, 'এই দ্বীপের কয়েক শ' মাইল এলাকা নিরাপদ। কিন্তু নর্দান হেমিস্ফেয়ারের অন্য অংশে ভাসছে দাহ্য গ্যাস। নতুন করে কোনও ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার পেলেই পরের মিসাইল পাঠাবে নিরাপদ এলাকার ওপাশে।'

'ওদিকে আছে দাহ্য গ্যাস,' বলল শ্যারন।

'সেক্ষেত্রে জ্বলে উঠবে পৃথিবীর পরিবেশ। বুঝতেই পারছ, শেষ হয়নি আমাদের লড়াই।'

ঝট্ করে বাইরে চাইল রানা।

'...এসব স্ফেয়ার আবারও চাই ওদের। এবার অপেক্ষা করবে না, হামলা করবে প্রাণপণে।'

কথাটা মাত্র বলেছে, এমন সময় ওদের বিমানকে ঘিরে রাখা ভেহিকেলগুলোর আড়াল থেকে ছিটকে এল বারোজন নেশাখোর। একে-৪৭-এর টানা গুলি করতে করতে রানওয়ে ধরে দৌড়ে আসছে বিমানের উদ্দেশে। তাদের পিছনে ছুটে এল গোটা আর্মি ফোর্স।

এইমাত্র মাসুদ রানা এবং ওর দলের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রাফিয়ান আর্মি।

প্রথম সারির চরমপন্থীদের দিকে গুলি পাঠাল নিশাত ও বুনো। আগের কোনও হামলা এত ভয়ঙ্কর ছিল না। ওরা বুঝে গেল, এবার ঠেকাতে পারবে না শত্রুদেরকে।

মৃত্যু এখন নিশ্চিত।

'আর বড়জোর দশ সেকেণ্ড, তারপর...' চুপ হয়ে গেল শ্যারন। চেয়ে আছে রানার চোখে। ভাবছে, সামান্যতম ভীত নয় কেন এই অদ্ভুত বাঙালি লোকটা!

শ্যারনের পাশ থেকে ডক্টর তারাসভ বললেন, 'কিন্তু কোথাও যাওয়ার নেই আমাদের। এবার...'

'সবসময় কোথাও না কোথাও যাওয়া চলে, ডক্টর,' বলল রানা। দেখছে দূরে। বেড়ে গেছে গোলাগুলির আওয়াজ।

চওড়া নদীর উপর স্থির রানার চোখ। ওটা সামান্য দূরেই। রানওয়ের পাশেই। কয়েক ধাপে নেমেছে পশ্চিমের ক্লিফ বেয়ে, তারপর বড় এক জলপ্রপাত তৈরি করে ঝরে পড়েছে সাগরে।

'ক্ষতি কী?' আনমনে বলল রানা, পরক্ষণে শ্যারন ও ডক্টর তারাসভকে পাশ কাটিয়ে ঠেলে দিল অ্যান্টোনভ বিমানের চার থ্রটল। একই সময়ে বিশাল বিমানের পিছনে পৌঁছে গেল পরের সারির উগ্রপন্থীরা। কিন্তু হঠাৎ ঝাঁকি খেল বিমান, রওনা হয়ে গেল শক্তিশালী ইঞ্জিনের কারণে। জোরালো ক্রিঁচ-ক্রিঁচ আওয়াজ তুলল টায়ার। তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়ল ভাঙা ফরোয়ার্ড ল্যাণ্ডিং গিয়ার। ঘষ্টে চলেছে রানওয়েতে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বিমান পেরোল পাকা জমিন, নেমে গেল সামান্য নীচের সরু পারে। তুষার ও মাটি খামচে তুলে ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলে নদী লক্ষ্য করে চলেছে বিমান।

অ্যান্টোনভ হোঁচট খেয়ে রওনা হতেই হোল্ডে পা পিছলে পড়েছে নিশাত ও ডিফেখন।

হাঁচড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল নিশাত, তারই ফাঁকে চেঁচাল, 'এসব কী করছেন, স্যর!'

'বাঁচার চেষ্টা!' পাল্টা জানাল রানা।

গোঁ-গোঁ শব্দে গতি তুলছে অ্যান্টোনভ, এবড়োখেবড়ো জমিতে

লাফিয়ে উঠছে ছাগলছানার মত। অবশ্য, কয়েক সেকেণ্ড পর ঝপাস্ করে নাক গুঁজে দিল নদীর বুকে। ওখানেই থামল না, ওটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ি নদী।

অ্যান্টোনভ পানিতে নামতেই ছলকে উঠেছে বিপুল পানি।

বেশিরভাগ আকাশযানের মতই সাগর বা নদীতে পড়লেও চট্ করে তলিয়ে যায় না এই বিমান। রিয়ার র‍্যাম্প খোলা, কিন্তু ভাসছে কর্কের মত।

ধীরভাবে চলেছে ভাটিতে, কিন্তু ক্রমে বাড়তে লাগল গতি। নাক তাক করেছে সাগরের দিকে। সামনে পড়বে ছোট কয়েকটি জলপ্রপাত, সেসব পেরোলেই আরেকটি জলপ্রপাত, ওখানে মস্ত পতন হবে বিমানের।

ডান দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে নিশাত। রেডিয়ো করল, 'এতে কী উপকার হবে আমাদের, স্যর?'

'ইউরেনিয়াম স্কেয়ার চাইছে ওরা,' বলল রানা, 'কাজেই সাগরে গিয়ে পড়ব বড় জলপ্রপাত পেরিয়ে।'

'তাতে স্কেয়ার কেড়ে নেয়া সহজ হবে না, এই তো, স্যর?'

'হ্যাঁ।'

চমকে গেছে নিশাত।

প্রায় পৌঁছে গেছে দুই স্ট্রেলা অ্যামফিবিয়াস অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ভেহিকেল। ভাসমান অ্যান্টোনভের পাশেই ছুটছে রানওয়েতে। দেরি না করেই ঝপাস্ করে নদীতে নেমে এল।

ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে চমকে গেল নিশাত। কখন যেন রক্তিম চোখের এক লোক রিয়ার র‍্যাম্প পেরিয়ে উঠেছে হোল্ডে, হাতে এখন করাতের মত মস্ত এক দাঁতাল ছোরা!

ছুটে আসছে নিশাতের বুক ফাড়তে!

অ্যান্টোনভ নদীর দিকে যেতেই সে ও তার তিনসঙ্গী ডাইভ দিয়েছে রিয়ার র‍্যাম্পে। সবার হাতে ছিল একে-৪৭, কিন্তু

তাড়াহুড়া করে উঠতে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র হারিয়েছে এই লোকটা।

রক্ত জমাট করা এক হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশাতের ওপর। কিন্তু থাবা দিয়ে ছোরা সরিয়ে দিল নিশাত ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা।

ভারসাম্য হারাল মহিলা ক্যাপ্টেন। মাথা দিয়ে বেদম গুঁতো দিয়েছে জানোয়ারটা ওর বুকে। পিছিয়ে গিয়ে পিছলে পড়তে শুরু করেছে নিশাত, বেরিয়ে গেল সাইড ডোর দিয়ে। খপ্ করে কিছু ধরতে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে জি-৩৬। অবশ্য, একহাতে ধরেও ফেলল ডোরফ্রেম। ঝুলছে বিমানের বাইরে। বুকের ব্যথায় শরীর প্রায় অবশ। সামান্য নীচে খলখল করে ছুটছে খরস্রোতা নদী।

লাফিয়ে সামনে বাড়ল আততায়ী, এবার বেদম লাথি দিয়ে বিমান থেকে ফেলে দেবে মহিলা শত্রুকে। কিন্তু তার আগেই জোর এক দুলুনি দিয়ে আবারও বিমানে ঢুকল নিশাত। উরুর হোলস্টার থেকে তুলে নিয়েছে বেরেটা এম৯। হামলাকারীর মুখে পিস্তলের নল ভরেই টিপে দিল ট্রিগার।

বিস্ফোরিত হলো চরমপন্থীর মাথা। নানাদিকে ছিটকে গেল রক্ত ও মগজ। ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল লাশ। মাথা নেই বললেই চলে।

হোল্ডের অন্য অংশে চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে ফ্রেঞ্চ বুনো। এইমাত্র দেখেছে নিশাতের উপর হামলা করেছে এক শত্রু।

তখনই ডিফেখনের চারপাশে ছিটকে উঠল অসংখ্য রঙিন ফুলকি। হোল্ডের আরেকপাশ থেকে তেড়ে আসছে দুই ফ্যানাটিক, হাতে একে-৪৭ রাইফেল। জিপ ও সিমেন্ট মিক্সার ঘুরে এসেই গুলি করল।

ওর কর্ড দিয়ে পাল্টা হামলা করল বুনো। পাশেই সিমেন্ট মিক্সারের ক্যাবের কাছে লুকিয়ে আছে ভীত পবন ও ফারিয়া। হুস্ আওয়াজ তুলে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট ঠং-ঠং

করে লাগছে ছাতে।

পবন ও ফারিয়াকে তাড়া দিল ডিফেখন, 'সোজা উঠে পড়ো সিমেন্ট মিক্সারে! লুকিয়ে পড়বে ভিতরে!'

তর্ক না করে নির্দেশ মানল পবন ও ফারিয়া।

ওদেরকে কাভার দিল বুনো।

ট্রাকের ক্যাবে উঠেই সিটে বসে পড়েছে দুই সিভিলিয়ান।

মস্ত সিমেন্ট ব্যারেলে লাগল কমপক্ষে বিশটা গুলি।

কিন্তু পিছনের ব্যারেল পুরু ইস্পাতের, ঠেকিয়ে দিল বুলেট।

দুই চরমপন্থী লক্ষ্য করে গুলি করছে বুনো।

বুম! বুম! আওয়াজ তুলছে কর্ড।

পরিষ্কার বুনো বুঝল: এরা সত্যিই উন্মাদ, কিন্তু মাথা পুরো গুলিয়ে যায়নি। বদলে নিচ্ছে লড়াইয়ের কৌশল। লুকিয়ে পড়েছে জিপের পিছনে, টিটকারি দেয়ার জন্য শিয়ালের মত খ্যা-খ্যা করে হাসছে। লাফিয়ে উঠছে কাভার থেকে, গুলি করেই বসে পড়ছে। যেন দুই শয়তানের চ্যালা।

'শালারা!' রেগে গেছে ডিফেখন। তখনই জিপের পিছনের সিটে উঠে এল এক উগ্রপন্থী, ওর দিকেই তাক করেছে একে-৪৭!

কর্ডের তাক বদলে নিয়েই গুলি করল ডিফেখন।

বুলেট লাগল জিপের পিছনের চাকার হ্যাণ্ডব্রেক ক্ল্যাম্পে।

টুকরো টুকরো হয়ে গেল জিনিসটা।

পিঠে আততায়ীকে নিয়ে ভীষণ দুলে উঠল জিপ, রওনা হয়ে গেল বিমানের রিয়ার র‍্যাম্পের দিকে। পরক্ষণে ভাসমান বিমান থেকে নদীতে গিয়ে পড়ল জিপ। ছলকে উঠল পানি।

মনে মনে বলল বুনো, 'একটা শত্রু কমল।'

বিমানের পিছনে যখন এসব ঘটছে, রানা দেখছে ককপিটের স্টারবোর্ডের জানালা দিয়ে। পাশেই শ্যারন ও তারাসভ। মুখ

শুকিয়ে গেছে ওদের দু'জনের।

তখনই পিছলে গেল বিমান।

ছোট একটা জলপ্রপাতের সঙ্গে গিয়ে পড়ল কয়েক ফুট নীচের নদীতে। তাল রাখতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেলেন ডক্টর তারাসভ।

পতন সামলে রানা দেখল, ডানদিকে দুই অ্যামফিবিয়াস স্ট্রেলা, জোর গতি তুলে আসছে বিমানের দিকেই।

দুই উভচর গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়াও আছে একজন করে লোক। কাঁধে তুলে নিয়েছে আরপিজি-৭ রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড লঞ্চার।

'অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে, এটা ধরো,' বলল রানা। শ্যারনের হাতে দিয়েছে তিন স্যামসোনাইট কেসের একটা।

ওটার ভিতরে রয়েছে ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার। 'আমরা বড় জলপ্রপাতের মুখে পৌঁছলেই যত দূরে পারো ছুঁড়ে ফেলবে কেস।'

'ওই পর্যন্ত কি আর যেতে পারব?' আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল শ্যারন। ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে ককপিটের জানালা। কোথা থেকে যেন গোলাগুলি শুরু করেছে কেউ।

চমকে গিয়ে প্রায় বসে পড়েছে শ্যারন।

'ধুপ! ধুপ!' আওয়াজ পেল।

অ্যান্টোনভে উঠে আসা তিন ফ্যানাটিকের দু'জন নেমেছে বিমানের বনেটে।

রানা বুঝে নিল কী ঘটেছে।

ওই দুই লোক উঠে পড়েছিল বিমানের পিঠে।

এইমাত্র হামলা করেছে ককপিট দখল করতে।

'ককপিট থেকে বেরোও!' শ্যারন ও তারাসভের পিঠে দু'হাতে ঠেলা দিল রানা। হোল্ডের দিকে পাঠাতে চাইছে।

ককপিটের দরজা খোলা, হুড়মুড় করে বেরোতে চাইল ওরা।

পরক্ষণে ককপিটে ঝড় বয়ে গেল গুলির।

ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ককপিটের দেয়াল ও সিট।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছেন ডক্টর তারাসভ।

অন্তত দশটা বুলেট বিঁধল তাঁর পিঠে। ধুপ্ করে পড়ে গেলেন মেঝেতে। পরক্ষণে শ্যারনকে নিয়ে দরজা পেরিয়ে গেল রানা।

ডক্টর তারাসভ অনেক সাহায্য করেছেন। আর কখনও ছেলে-মেয়ে বা নাতিপুতির মুখ দেখবেন না।

ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ করেই আছাড় খেল শ্যারন এবং রানা। এইমাত্র আরেকটা জলপ্রপাত পেরিয়ে আরেকটু নীচের নদীতে পড়েছে বিধ্বস্ত বিমান। নতুন করে গতি পেল। দূরে গিয়ে সরাসরি সাগরে পড়েছে নদী।

ককপিটের দরজার ওদিক থেকে আসছে গুলি। কানের পাশ দিয়ে বুলেট যেতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, টেনে তুলল শ্যারনকে। হোল্ডের পিছনে যাবার জন্য ঝেড়ে দৌড় দিল।

একটা বুলেট গাঁথল শ্যারনের কোমরে, বেরোল পেট ফুটো করে। ব্যথায় কাতরে উঠেছে ও। পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে।

থমকে ওকে তুলে নিতে চাইল রানা, তারই ফাঁকে দেখল হোল্ডের চারপাশ। বিমানের পোর্ট সাইডের দরজার কাছেই ডিফেখন, সিমেন্ট মিক্সারের পাশে। সতর্ক ফ্যানাটিকের দিকে পাল্টা গুলি করছে। মিক্সার টাবে লাগছে প্রতিপক্ষের বুলেট। ছিঁড়ে ছিটকে পড়ছে কেবল, নেটিং ও সিটের ফোম। খোলা রিয়ার র‍্যাম্প থেকে আসছে আলো, সামান্য পিছনেই নদী। স্টারবোর্ডের দরজার কাছে উবু হয়ে বসেছে নিশাত।

হঠাৎ করেই ওর মাথা ছুঁয়ে দরজা পেরোল একটা আরপিজি, লাগল সিমেন্ট মিক্সারে। বিকট আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হলো বোমা! আঘাত লাগতেই লাফিয়ে উঠেছে সিমেন্ট মিক্সার... সোজা ঘুরে গেল ক্যাপ্টেন ডিফেখনের দিকে, চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দেবে।

কোথাও যাওয়ার নেই বুনোর। সময় বা সুযোগও পেল না।

রানার চোখের সামনে ডিফেখনকে আড়াল করল সিমেন্টের ভারী মিক্সার। বিকট বুম আওয়াজে বাড়ি খেল ওটা স্টিলের দেয়ালে। এক সেকেণ্ড আগেও যেখানে ছিল ডিফেখন।

'হায় ঈশ্বর!' এত ব্যথার ভিতরেও আফসোস করল শ্যারন।

ওকে টেনে তুলল রানা, টলমল করছে নিজের দু'পা।

বিস্ফোরণের ফলে ভীষণ দুলছে বিমান।

দ্বিতীয় স্ট্রেলা থেকে এল আরেকটা আরপিজি, লাগল অ্যান্টোনভের ডান পাখার ইঞ্জিনে। ছিটকে আরেকদিকে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেল বিচ্ছিন্ন ইঞ্জিন।

খুঁড়িয়ে হাঁটা লোকের মত নাটকীয় হোঁচট খেল বিমান।

ডানদিকের ইঞ্জিন খসে যেতেই সাঁই করে কাত হয়ে বামে ঘুরে গেল অ্যান্টোনভ, হারিয়ে ফেলেছে ভারসাম্য। খোলা রিয়ার র‍্যাম্প বেয়ে হুড়মুড় করে উঠে এল নদী। কয়েক সেকেণ্ডে বিমানের মেঝেতে জমল এক ফুট উঁচু পানি।

খপ্ করে রানা ধরেছে হ্যাণ্ডরেইল। হঠাৎ করেই কাত হয়েছে হোল্ড।

'বড় প্রপাতের কাছে যাওয়ার আগেই আমাদেরকে তলিয়ে দিতে চাইছে,' বলল রানা।

আহত শ্যারন কিছু ধরতে পারেনি। বিমান কাত হতেই বেকায়দাভাবে পড়ল ও। হাত থেকে ফস্কে গেল স্যামসোনাইট কেস। মুহূর্তে হারিয়ে গেল একফুট পানির নীচে।

কাত হয়ে যাওয়া হোল্ডে এক ফ্যানাটিকের পায়ের সামনে সরসর করে গিয়ে থামল কেস।

এ লোকই খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে রাগিয়ে তুলছিল বুনোকে।

স্যামসোনাইট কেস দেখেই বুঝে নিল জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ। খপ্ করে তুলে নিল পানি থেকে।

পরিস্থিতি এমনিতেই গুরুতর, কিন্তু এবার দেখা দিল সত্যিকারের মহাবিপদ। সগর্জনে রিয়ার র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এল এক উভচর স্ট্রেলা, ওটার সামনের দিকে তৈরি হলো উঁচু ঢেউ। থমকে গেল গাড়ি।

ওটার ওপাশে রয়ে গেছে নিশাত সুলতানা। বুনো বোধহয় শেষ, এবং রানা ও শ্যারন রয়েছে অনেকটা দূরে।

বাঁদরের মত লাফিয়ে স্ট্রেলার দিকে ছুটল চরমপন্থী, হাতে ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার কেস। আরেক লাফে উঠল গাড়ির বো-ডেকে। চিৎকার করছে ড্রাইভারের উদ্দেশে। 'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি! রওনা হও!'

সময় নষ্ট করল না ড্রাইভার, তীক্ষ্ণ গর্জন ছাড়ল গাড়ি— সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে গেল। ঝপাস্ করে পড়ল নদীতে।

এমন সময় কর্কশ আওয়াজ হলো।

খ্যার-খ্যার-খ্যার!

ওটা দেখবার আগেই আওয়াজ পেয়েছে রানা।

পিঠে সিমেন্ট মিক্সার টাব নিয়ে গর্জে উঠেছে ট্রাক। ছিটকে পিছিয়ে গেল— বাড়ছে গতি— সোজা পিছিয়ে চলেছে পানি ভরা হোল্ডে।

ওই ট্রাক ড্রাইভ করছে পবন। এক সেকেণ্ড পর রিয়ার র‍্যাম্প থেকে নেমেই চেপে বসল পিছাতে শুরু করা স্ট্রেলার নাকে। ভারী সিমেন্ট মিক্সারের রিয়ার বাম্পার গেঁথে গেল ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টে। ভয়ঙ্করভাবে দুমড়ে গেল গাড়িটা। মুহূর্তে চ্যাপ্টা হয়ে মরল ড্রাইভার ও গানার।

শেষসময়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল পবন। পরিষ্কার দেখেছে ছোট কেস নিয়ে উভচর গাড়িতে উঠছে উগ্রপন্থী। তার পালিয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছে ও।

কিন্তু লড়াই শেষ হয়নি।

হাইব্রিড স্ট্রেলার উপর চেপে বসেছে সিমেন্ট মিক্সার, কিন্তু ক্রমেই ভাসতে ভাসতে সরছে বিমান! মাঝে তৈরি হচ্ছে ফারাক। কয়েক ফুট কাছের বিমান সরে গেল বহু দূরে। নদীর বুক চিরে রানওয়ের উল্টোদিকের পারে চলল স্ট্রেলা ও সিমেন্ট মিক্সার।

স্ট্রেলার উপর এখনও রয়ে গেছে ফ্যানাটিক।

ওই লোকের কাছেই আছে ইউরেনিয়ামের স্কেয়ারসহ কেস। সিমেন্ট মিক্সারের ক্যাব লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল সে। জানে, জিতে গেছে। সিমেন্ট মিক্সারের কারণে ঠিকভাবে গুলি করতে পারছে না, কিন্তু পবন ও ফারিয়ার আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে বুলেট। মাথা নিচু করে নিয়েছে ওরা। ঝরঝর করে ওদের উপর ঝরে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের ভাঙা কাঁচ।

ঝুঁকি নিয়ে চট্ করে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল পবন। আত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেল ওর। ক্যাবের দিকেই আসছে লোকটা, হাতে উদ্যত অস্ত্র। পরক্ষণে গুলির আঘাতে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল রিয়ার ভিউ মিরর।

মাথা নিচু করে ফেলেছে পবন ও ফারিয়া। ওদের মাথার উপরে নামল ধারালো সব কাঁচের টুকরো। দু'সেকেণ্ড পর আবারও মুখ তুলে চাইল ওরা। আততায়ী এসে দাঁড়িয়েছে ওদের ক্যাবের দরজায়। একহাতে স্কেয়ারের কেস, অন্যহাতে একে-৪৭ রাইফেল। অস্ত্রটা তাক করল দুই অসহায় মানুষের দিকে।

পাগলের মত করে খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল। এবার হাসতে হাসতে টিপে দেবে ট্রিগার।

'বাই-বাই, শালা-শালী!'

কিন্তু তখনই বেকায়দাভাবে ছিটকে পিছনে গেল তার মাথা। ঠিক নাকের উপর গুলি করেছে নিশাত সুলতানা। সিমেন্ট মিক্সারের আরেক পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে, হাতে বেরেটা এম৯ পিস্তল।

কেউ দেখেনি, কিন্তু পবন সিমেন্ট মিক্সার পিছাতে শুরু

করতেই ডাইভ দিয়ে ওটার পাশের রেইল ধরেছে নিশাত, উঠে এসেছে ট্রাকে।

নাকে গুলি নিয়ে দুলল আততায়ী, আর তখনই খপ্ করে তার হাত থেকে কেড়ে নিল ফারিয়া স্যামসোনাইট কেস। পরক্ষণে রানিং বোর্ড থেকে ধুপ করে নদীতে পড়েই টুপ্ করে ডুবে গেল লোকটা!

'আপা! ধন্যবাদ দেব না!' বলল পবন। আরও কিছু বলত, কিন্তু হোঁচট খেল বেচারা। হাইব্রিড স্ট্রেলা ঠেলে তীরে তুলেছে সিমেন্ট মিক্সার ট্রাকটাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর দক্ষিণের কয়েকটা বোল্ডারের ফাঁদে আটকা পড়ল দুই গাড়ি।

রানওয়ের উল্টো তীরে আছে ওরা।

পশ্চিমে চাইল নিশাত।

তিন শ' গজ দূরেই উঁচু জলপ্রপাত, প্রায় ওটার কাছে পৌঁছে গেছে বিমান। তখনই দ্বিতীয় স্ট্রেলা দেখল নিশাত। নদীর আরও ভাটিতে এ তীরেই উঠেছে ওটা। গা থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পানি।

'কপাল!' বিড়বিড় করল নিশাত।

আরেকবার চট্ করে দেখে নিল বিধ্বস্ত অ্যান্টোনভ। ওটা চলে গেছে জলপ্রপাতের খুব কাছে।

'স্যর!' রেডিয়ো করল নিশাত। 'আমার সঙ্গে পবন-ফারিয়া! সঙ্গে একটা স্কেয়ার কেস! কিন্তু ক্লিফের দিকে যেতে পারব না! ওদিক থেকে আসছে আরেকটা স্ট্রেলা!'

'সরে যান ওখান থেকে!' তাড়া দিল রানা, 'লুকিয়ে পড়বেন! অবস্থা বুঝে...'

কেটে গেল সিগনাল।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে নিশাত। পাঁচ সেকেণ্ড পর বলল, 'পবন-ফারিয়া, এসো! ক্লিফের দিকে যেতে পারব না।

অন্য কোনও উপায়ে সরিয়ে ফেলতে হবে স্কেয়ার।'

সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ওরা, দৌড় শুরু করল দক্ষিণ লক্ষ্য করে। ওদিকে পোলার আইল্যাণ্ডের পর্বতমালা।

এখনও বিধ্বস্ত অ্যান্টোনভ বিমানে রয়ে গেছে মাসুদ রানা। দুই স্যামসোনাইট কেস নিয়ে ভেসে চলেছে জলপ্রপাতের উদ্দেশে। সাগরে ফেলে দিতে হবে ওই চারটে ইউরেনিয়াম স্কেয়ার।

সবই যেন হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রণহীন। ছুটছে বিমান জলপ্রপাত লক্ষ্য করে। কোথায় চলেছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, জানে না রানা। বিমানের দেয়ালে সিমেন্ট মিক্সার লেগে মারা পড়েছে ক্যাপ্টেন ডিফেখন। মেঝেতে বসে পড়েছে আহত শ্যারন, প্রায় অচেতন। এদিকে ককপিটে রয়ে গেছে আরও দুই আততায়ী।

হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল ককপিটের দরজা, হোল্ডের চারপাশে গুলি পাঠাল দুই খুনি। ককপিটের সিঁড়ির কাছেই রানাকে দেখল তারা। ঝট্ করে অস্ত্র তাক করল ওর দিকে।

নিজে রানা অস্ত্র তাক করতে পারেনি।

এবার কেউ ঠেকাতে পারবে না নিশ্চিত মৃত্যু!

কিন্তু মস্ত হোঁচট খেল অ্যান্টোনভ বিমান! পৌঁছে গেছে ওরা জলপ্রপাতে! হুড়মুড় করে নীচে রওনা হয়ে গেল বিমান। পরক্ষণে আরেকটা হোঁচট খেয়ে থামল, থরথর করে কাঁপছে। কানফাটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুরু হচ্ছে ধাতুর উপর পাথরের ঘষায়। আচমকা থমকে গেছে বিমান!

বাইরে থেকে কেউ দেখলে বিস্মিত হবে:

আর্কটিকের মস্ত জলপ্রপাতের মুখে থেমে আছে প্রকাণ্ড কার্গো বিমান, ডানদিকের ডানা থেকে উঠছে কালো ধোঁয়া ও লাল আগুন। নাক নীচে তাক করেছে ককপিট। নদীর ঢেউয়ের সামান্য উপরে ঝুলছে দুই ডানা। তলা দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়ছে বিপুল পানি।

কাছেই রানওয়েতে দাঁড়িয়ে পড়েছে রাফিয়ান আর্মির প্রায় সব ভেহিকেল। শুধু নদীর অপর তীরে দুই স্ট্রেলা। একটার নাকে পবনের সেই সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। অন্য উভচর গাড়িটা পাহারা দিচ্ছে ক্লিফ।

বিমান হুমড়ি খেতেই সামনে ছিটকে গেছে সবাই।

শ্যারনকে নিয়ে দেয়ালে গুঁতো খেয়েছে রানা।

ওকে খতম করে দেয়ার এক সেকেণ্ড আগে ছিটকে পড়েছে দুই চরমপন্থী নীচের ককপিটে।

আসলে কী ঘটছে বুঝতে এক সেকেণ্ড সময় লাগল রানার।

ওই ল্যাণ্ডিং গিয়ার...

জলপ্রপাতের মুখে আটকে গেছে বিমানের রিয়ার ল্যাণ্ডিং হুইল। ওটাই থমকে দিয়েছে ওটার সাগরে পতন।

এমন চাইনি, তিক্ত মনে ভাবল রানা। নদীর শেষে ক্লিফের মাথা থেকে খসে পড়বে বিমান সাগরে। ফেলে দেবে স্কেয়ার। হলো না, ওরা থেমে গেছে জলপ্রপাতের মুখে! দু'সেকেণ্ড পর আবারও খুন করতে আসবে দুই উন্মাদ!

রানার চোখ গেল বিমানের দুই সাইড ডোরের উপর। ওগুলো মাত্র আট ফুট উপরে। ভাবল, ওখানে উঠে যাওয়ার সময় পাব? একবার স্কেয়ারগুলো সাগরে ফেলতে পারলে...

কিন্তু ককপিটে নড়াচড়া!

বিমানের পতন সামলে নিয়েছে দুই চরমপন্থী।

দু'চার সেকেণ্ড পরেই হাজির হবে।

ককপিটের দরজার ফাঁকা জায়গার দিকে পিস্তল ঘোরাল রানা। অন্যহাতে টেনে তুলল শ্যারনকে, বসিয়ে দিল পাশের সিটে। নিজের সিটে বসে বেঁধে নিল দুই সিটের নিরাপত্তা বেল্ট।

ককপিটের দিকে আবারও চাইল। পিস্তল তাক করেনি আততায়ীদের উদ্দেশে। ওর লক্ষ্য পাইলট সিটের ছাতে ঝুলন্ত

ল্যাণ্ডিং গিয়ার রিট্র্যাক্টার লিভার।

বুম্! করে উঠল ওর পিস্তল।

ঠং করে লাগল বুলেট ল্যাণ্ডিং গিয়ার লিভারে, ঝটকা দিয়ে সামনে গেল ওটা।

ফলাফল পাওয়া গেল এক সেকেণ্ড পর।

লাফ দিয়ে নদীর মেঝে থেকে উঠে এল ল্যাণ্ডিং গিয়ার, এবং সঙ্গে সঙ্গে উঁচু প্রপাত থেকে সাগরের দিকে সাঁই করে রওনা হয়ে গেল অ্যান্টোনভ বিমান!

দৃশ্যটা বিস্ময়কর!

রাজহংসীর মতই নাক নিচু করে ডাইভ দিয়েছে বিমান। প্রপাতের পানি এবং ওটার গতি ঠিক সমান। বাইরে থেকে কেউ দেখলে ভাববে, এবার ঠিকই সিনেমার দৃশ্যের মত উড়বে বিমান। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না।

প্রকাণ্ড জলপ্রপাতের নীচে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল শুভ্র ফেনা, ভয়ঙ্কর জোর এক ঝপাস্ আওয়াজ তুলে সেখানে গিয়ে নামল বিমান। চারপাশে প্রচুর বুদ্বুদ তৈরি করে সাগরে ডুব দিল কাঁচের নাক, যেন অলিম্পিকের স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত সাঁতারু।

সাগরের অনেক গভীরে চলে যেত বিমান, কিন্তু ওটার পতন ঠেকিয়ে দিল দুই ডানা ও তিন ইঞ্জিন। হাড়ভাঙা ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেল অ্যান্টোনভ, ওখানেই থমকে গেল। ককপিট চলে গেছে বিশফুট পানির তলে। আপাতত থেমে গেছে পতন।

ককপিটে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে দুই ফ্যানাটিকের।

বিমান নামতেই ভাঙা জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকেছে হাজার হাজার লিটার পানি। সেসব ভেদ করে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে সোজা ককপিট থেকে বেরিয়ে গেছে তারা সাগরে।

এদিকে ষাট-সত্তর ফুট উপর থেকে পড়ে ভীষণ ব্যথা পেয়েছে রানা ও শ্যারন। অবশ্য বেশিরভাগ ঝাঁকি সহ্য করেছে সিটবেল্ট।

গুলির ক্ষতের কারণে ব্যথায় গুঙিয়ে চলেছে শ্যারন। আপাতত হোল্ডে ওরা দু'জন ছাড়া কেউ নেই।

কিন্তু রানা জানে, এখনও শেষ হয়নি ওদের কাজ।

আরেকটা ব্যাপার: মাত্র শুরু হয়েছে সত্যিকারের বিপদ।

এতক্ষণ কর্কের মত ভেসেছে বিমান, কিন্তু এবার খাড়াভাবে সাগরতলের দিকে রওনা হবে ওটা!

কথাটা মাত্র ভেবেছে রানা, তখনই নীচে রওনা হয়ে গেল বিমান। ভাঙা ককপিট জানালা দিয়ে ঢুকছে বিপুল পানি, খলখল করে উঠে আসছে হোল্ডে। ওই রাক্ষুসে পানি এবার গিলে নেবে রানা ও শ্যারনকে।

নীচের দিকে নাক তাক করে নামছে বিমান। হোল্ডের সামনে আছে রানা ও শ্যারন। ককপিট থেকে ওদের দিকে উঠে আসছে বরফ-ঠাণ্ডা পানি।

ঝট্ করে শ্যারনের সিটবেল্ট খুলল রানা, নিজেরটা খুলতেই উপরে দেখল দু'পাশের দরজা দিয়ে ঝরঝর করে পড়ছে পানি। যেন ছোট জলপ্রপাত।

হোল্ডের রিয়ার র‍্যাম্প দিয়ে আসছে ধূসর দিনের আলো। চট্ করে চারপাশ দেখে নিল রানা। দু'ডানার কারণে আপাতত বিমানে তৈরি হয়েছে একটা ভারসাম্য। পতনের গতিও কমেছে। কিন্তু স্থির হয়ে গেছে বিমানের নিশ্চিত পরিণতি।

কিছুক্ষণ পর রিয়ার র‍্যাম্পের চৌকো জায়গাটা দিয়ে হুড়মুড় করে নামবে আস্ত সাগর। স্বাধারণ ধাতব টিউব হয়ে উঠবে এই বিমান, পাথরের মত নেমে যাবে নীচে।

এখনও অনেক কাজ, নিজেকে বলল রানা। সাগরের গভীরে ফেলতে হবে ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার।

কাঁধে শ্যারনকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজ তুলে চলে গেল বিমানের পোর্টসাইডের নেটিঙের কাছে। ওটা বেয়ে

উঠতে লাগল। আট ফুট উপরে দরজা।

একফুট একফুট করে উঠছে রানা। আর ওর বুটের নীচে খলবল করে উঠে আসছে সাগর। পানি উঠে আসবার গতি রানার উঠবার গতির চেয়ে বেশি।

এক সেকেণ্ড পর তলিয়ে গেল রানার বুট। পরের কয়েক সেকেণ্ডে হাঁটু পেরিয়ে উঠে এল পানি ওর কোমরে।

দরজার পাশে পৌঁছে গেল রানা। ওকে ভিজিয়ে দিয়ে নীচে পড়ছে ছোট জলপ্রপাত। শ্যারনের বামহাতে নেটিং পেঁচিয়ে দিল ও, এবার পড়বে না মেয়েটি। নিজেও দু'হাত ব্যবহার করতে পারবে। ছোট একটা স্যামসোনাইট কেস খুলল রানা, দেখা গেল চকচকে লাল ইউরেনিয়াম স্ক্বেয়ার। কেস সাগরে ফেললেই হবে, না, বেশিরভাগ কণ্টেইনারের মতই ওটাও বোধহয় ভাসবে।

একটা লাল বল তুলে নিল রানা। জিনিসটা ছোট, মসৃণ এবং ভারী। দরজার ওপাশে ওটা ফেলে দিল। নেমে গেল জিনিসটা।

একই পরিণতি হলো দ্বিতীয় স্ক্বেয়ারের। চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল সাগরতলে।

দুটো গেছে।

আরও দুটো রয়ে গেছে।

প্রথম স্যামসোনাইট কেস ফেলে দিল রানা, এবার ব্যাটল নেটিং থেকে খুলে নিল দ্বিতীয় কেস। ওর পাশে গুঙিয়ে কী যেন বলল শ্যারন।

কোনও ব্যাপারে সতর্ক করছে?

ঘুরে চাইল রানা, চমকে গেল।

ওর নাকের কাছে উঠে এসেছে এক কালো ফ্যানাটিক!

ফেনিল পানি পেরিয়ে ককপিট থেকে আবারও হাজির হয়েছে এসে হোল্ডে, রাগে কিড়মিড় করছে দাঁত। দু'হাতে খপ্ করে চেপে ধরল রানার গলা।

গায়ের জোরে দ্বিতীয় কেস দিয়ে বাড়ি মারল রানা। একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেল লোকটার নাক, দুই ফুটো দিয়ে ছিটকে বেরোল রক্তের ধারা। ঝপাৎ করে নীচের পানিতে গিয়ে পড়ল খুনি।

দরজার পাশের নেটিং ধরে ভারসাম্য রাখল রানা, তৈরি হয়ে নিচ্ছে পরের হামলার জন্য। কিন্তু আর এল না লোকটা, কারণ তখনই হোল্ডের পিছনের খোলা অংশটা তলিয়ে গেল সাগরে।

পাগল হয়ে উঠল সময়।

উপর থেকে হুড়মুড় করে নামল লাখখানেক লিটার পানি।

হোল্ডের পাশের নেটিং ধরে নিজেকে সামলে নিতে চাইল রানা। বুক দিয়ে চেপে ধরেছে শ্যারনকে, নইলে পড়ে যাবে মেয়েটি। আগ্রাসী ফ্যানাটিকের কপাল অতটা ভাল নয়, সে রয়েছে হোল্ডের ঠিক মাঝে— বিপুল পানি নেমেছে তার উপর।

পানিতে ভরে গেল হোল্ড। পুরো তলিয়ে গেছে বিমান।

রানার কথাই ঠিক হয়েছে, অ্যান্টোনভ সত্যিই হয়ে উঠেছে ধাতব টিউব।

ঘোলাটে হয়ে গেছে চারপাশের পানি, তার ভিতর দিয়ে দেখা গেল দুই বিস্তৃত ডানা নিয়ে হাজার হাজার ফুট নীচের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বিমান।

হোল্ডের ভিতর বৃত্তাকার দেয়ালগুলো জোর মড়মড় আওয়াজে গুঙিয়ে উঠল। অসম্ভব হয়ে উঠছে চারপাশের পানির চাপ। বেশিক্ষণ লাগবে না সাগরতলে বিমান নামতে। তার আগেই মুচড়ে যাওয়া বিয়ার ক্যানের মত হবে ফিউজেলাজ। তখন ভিতরে কেউ থাকলে জানে বাঁচবে না।

দম আটকে রেখে শ্যারনের ওয়েপন্স বেল্ট থেকে তুলে নিল রানা কমপ্যাক্ট স্কুবা রিব্রিদার। ওটা পাঁচ মিনিট বাতাস দেবে। মুখে আটকে নিল নাযল। বাতাসে ফুসফুস ভরে যেতেই দ্বিতীয় আরেকটা মিনি রিব্রিদার নিল রানা, গুঁজে দিল শ্যারনের মুখে।

কিছুক্ষণের জন্য পানির নীচে বাতাস পাবে ওরা।

এবার যে কাজে এসেছে দরজার পাশে, সেটা সারল রানা। হোল্ডে ভাসছে ও। খুলে ফেলল দ্বিতীয় স্যামসোনাইট কেস, ওটা থেকে বের করে খোলা দরজা দিয়ে ফেলে দিল দুই ইউরেনিয়াম স্কেয়ার। চিরকালের জন্য বহু নীচের সাগরে চলে গেল ওগুলো।

কাজ শেষে শ্যারনের মাথার পাশের কী যেন ধরল রানা। খুলতে শুরু করেছে গিঁঠ। আরেকহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে শ্যারনকে। জিনিসটার রিপ কর্ড ধরেছে রানা, তখনই খপ্ করে ওর বুট চেপে ধরল কে যেন!

সেই লোকটা! যেন পণ করেছে কিছুতেই মরবে না!

বিমানের ভিতর থেকে বেরোতেও দেবে না রানাকে।

মড়মড় আওয়াজ তুলল বৃত্তাকার দেয়াল। গুঙিয়ে উঠছে বিমান। আর কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সাগরের ভয়ঙ্কর চাপে চ্যাপ্টা হবে দেয়াল। ভিতরে কেউ থাকলে...

কিন্তু উন্মাদ লোকটা ছাড়ছে না রানার বুট!

বেরোতে দেবে না বিমান থেকে!

কষে লাথি মারল রানা তার মুখে। বুট ছাড়ছে না লোকটা! বাধ্য হয়ে সামনের জিনিসটার রিপকর্ড টেনে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা খেল লাইফ রাফট। বুলেটের মত উপরে রওনা হলো। একই সময়ে মুচড়ে পা ছাড়িয়ে নিয়েছে রানা। একহাতে ধরেছে আহত শ্যারনকে। বাতাস ভরা রাফটের টান খেয়ে রিয়ার র‍্যাম্প দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল ওরা।

বিমান চলেছে সাগরতলে।

ঝড়ের গতিতে উঠছে রাফট, পিছু নিয়েছে অসংখ্য বুদ্বুদ। শক্ত হাতে রাফট ধরেছে রানা, অন্যহাতে জড়িয়ে ধরেছে শ্যারনকে। চোখ নীচের দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই গভীর সাগরের প্রচণ্ড চাপে অ্যালিউমিনিয়ামের

ক্যানের মত দুমড়ে গেল অ্যান্টোনভ বিমান। চেপ্টে যাওয়ার কথা নেশাখোর ফ্যানাটিকের। তাকে পেটে নিয়ে সাগরের আঁধারে হারিয়ে গেল বিমান।

বড় দ্রুত উঠবার ফল কী হতে পারে, ভাল করেই জানে রানা ও শ্যারন। বারবার শ্বাস ফেলছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সাগরের উপর ভেসে উঠল ওরা।

পোলার আইল্যাণ্ডের উঁচু ক্লিফ ও মস্ত জলপ্রপাত পিছনে। দ্বীপের এদিকটা যেন বরফ মোড়া খাড়া দেয়াল, কোনওভাবে বেয়ে ওঠা অসম্ভব। পশ্চিমে বিস্তৃত সাগর জুড়ে বরফ। তার ভিতর দিয়ে গেছে দশফুট গভীর সব লিড।

শ্যারনকে ঠেলে রাফটে তুলল রানা।

কাজে সাহায্য করতে চাইল শ্যারন, কিন্তু কোমর ও পেটের ক্ষত ভয়ঙ্কর ব্যথা দিচ্ছে ওকে।

শ্যারনকে রাফটে তুলে দেয়ার পর নিজেও রানা উঠল। বৈঠা তুলে নিয়ে বাইতে লাগল। চলেছে নিরাপদ জায়গা লক্ষ্য করে। ক্লিফের মাথায় শত্রুরা হাজির হওয়ার আগেই ঢুকে পড়তে চায় কাছের লিডে।

একমিনিট যাওয়ার আগেই ওরা পেয়ে গেল লিডের আড়াল। চুপ করে বসে ছিল শ্যারন, এবার শুয়ে পড়ল। বুজে গেছে চোখ। চেতনা এবং জ্ঞান হারাবার মাঝে ভাসছে ও।

বৈঠা বেয়ে চলেছে রানা। ভাবছে: একদম বরবাদ হয়ে গেল ওর দুঃসাহসী সঙ্গীদের জীবন বিসর্জন, ওর নিজের এত পরিশ্রম।

ডক্টর তারাসভ নেই।

ডিফেখনও শেষ।

এখনও বেঁচে আছে তরুণ মেরিন কর্পোরাল বব বউলিং ও ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো, কিন্তু কোথায় আছে, কে জানে!

শেষ দুই স্কেয়ার নিয়ে পালাচ্ছে নিশাত সুলতানা, পবন ও

ফারিয়া।

নিশ্চয়ই এরই ভিতর পিছু নিয়েছে রাফিয়ান আর্মির লোক।

ধরতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে।

আর আছে শ্যারন আর ও নিজে।

শ্যারন আহত, যদি মারা না-ও যায়, আপাতত নড়তে পারবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। আমিও বিধ্বস্ত, সত্যিই ক্লান্ত, জানি না আবারও কীভাবে ফিরব যুদ্ধে, ফিরতে পারব কি না!

একুশ

আর্কটিকের পোলার আইল্যাণ্ড।

সকাল সাড়ে এগারোটা।

ইউএসএ-র ভার্জিনিয়া, ক্রিস্টাল সিটিতে তিন এপ্রিল।

রাত সাড়ে এগারোটা।

অ্যানালিস্ট রিনা গর্ডনকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেই দড়াম করে পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল কেভিন কনলন, হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। ভীষণ ভয় পেয়েছে।

একটু আগে একদল সশস্ত্র লোক রিনাকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভঙ্গি করছিল তারা ভিআইপি ট্র্যান্সপোর্ট টিম।

কেভিন ও রিনা গর্ডন পালাতে শুরু করে সোজা নেমেছে পেন্টাগনের রেল স্টেশনে। ওখান থেকে ট্রেনে উঠে হাজির হয়েছে ক্রিস্টাল সিটিতে। এখানেই কেভিনের বাসা। অফিস থেকে বেশ কাছেই।

'বুঝলেন, রিনা, সত্যিই অফিশিয়ালি ভিআইপি হয়ে গেছেন আপনি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কেভিন। 'আরেকটু হলে গেছিলাম! ভাবা যায়! পেন্টাগনের নাকের ডগা দিয়ে কিডন্যাপ করবে!'

'এরা কারা?' জানতে চাইল রিনা গর্ডন।

'জানি না,' মাথা নাড়ল কেভিন। 'কিন্তু ওরা জানত আপনি কে বা কোথায় যাচ্ছেন। আর তাই কিডন্যাপ করতে চাইছিল। বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক হবে না। একবার যদি জেনে যায় আমি কে, খুঁজে বের করবে এই অ্যাপার্টমেন্ট। কিন্তু আমরাও বসে থাকব না। তদন্ত করব কী কারণে পিছু নিয়েছে। এখন প্রথম দরকার কমপিউটার। ওটাতে কিছু জরুরি সফ্‌ট্‌ওয়্যার থাকতে হবে। ...দাঁড়ান!'

সামনে বেড়ে টেবিলের কাছে থামল কেভিন, ড্রয়ার টেনে বের করল ল্যাপটপ। দেরি না করেই চালু করল কমপিউটার। কানে পরে নিল ইয়ারপিস, টাইপ করতে লাগল কি-বোর্ডে।

'বিদেশি মনে হয়নি ওদের,' আনমনে বলল রিনা গর্ডন। কণ্ঠ এমন, যেন অতি সাধারণ কোনও বিষয়ে অ্যানালিসিস করছে। 'অন্য দেশের সুরে কথা বলেনি। নিশ্চয়ই আমাদের দেশিই। এমন ধরনের ভুল করেছে, যেটা বেশিরভাগ মানুষ দেখবেই না। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে ওটা হয়েছে। আইডি ট্যাগ বা গাড়ি— সবই ঠিক ছিল। কিন্তু গাড়ির রিম যে ঠিক নেই, তা খেয়াল করেনি। এ থেকে বোঝা যায় হঠাৎ করেই কিডন্যাপ করতে বলা হয়েছে। আর...

'একমিনিট,' হাত তুলে বাধা দিল কেভিন। আঙুল তাক করে দেখাল ইয়ারপিস। 'আমি ডি.সি.-র রেডিয়ো এয়ারস্পেসে ট্যাপ করছি। মিলিটারি, ইন্টেলিজেন্স ও পুলিশ চ্যানেল। কি-ওঅর্ড হিসাবে ব্যবহার করছি আমাদের নাম। লোকগুলো কিডন্যাপ

করতে পারেনি, কাজেই তাদের উপরওয়ালার কাছে সেল ফোন বা রেডিয়ো করবে...'

কমপিউটারের স্ক্রিনে হঠাৎ ভেসে উঠেছে একের পর এক বাক্য।

'সর্বনাশ...' বিড়বিড় করে বলল কেভিন।

'কী হলো? কী পেলে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রিনা।

মনিটরের দিকে ইশারা করল কেভিন। 'নিজেই দেখুন।'

স্ক্রিনে একের পর এক বাক্য আসছে:

ট্র্যাক
ভি-ডেটা সিস্টেম
অ্যাশেলন সাবসিস্টেম রিজিয়ন:
ই-৪ ওয়াশিংটন, ডি.সি. এবং চারপাশের
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: ৪৬১.৭৩১–৪৬৩.৮৪
মেগাহার্টয্ কিওঅর্ডস্: গর্ডন, রিনা, কনলন,
কেভিন কি-ওঅর্ডস্ ফাউণ্ড।
ফ্রম ইউযার: এ৬ (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স
এজেন্সি) প্রথম কণ্ঠ: পেন্টাগন থেকে রিনা
গর্ডনকে তুলে নেয়া যায়নি। কারণ কী?
দ্বিতীয় কণ্ঠ: আগেই আমাদের চিনে ফেলে।
আরেকজন ছিল। তার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।
তৃতীয় কণ্ঠ: আমরা তার নাম জানি। কেভিন
কনলন। ডিআইএ-র কর্মচারী। বাস করে
ক্রিস্টাল সিটিতে।
প্রথম কণ্ঠ: দেরি না করে ওখানে যাও।

'কাজেই বুঝতে পারছেন, একটু আগে আপনাকে কিডন্যাপ করতে

চেয়েছে সিআইএ,' রিনার দিকে চাইল কেভিন, 'এবার সোজা এখানে আসবে। তার আগেই চলুন জানটা নিয়ে বেরিয়ে যাই।'

দেরি না করেই অ্যাপার্টমেন্ট তালা মেরে বেরিয়ে এল ওরা। সঙ্গে ল্যাপটপ নিয়েছে কেভিন। প্রায় দৌড়াতে শুরু করে পৌঁছে গেল কাছের শপিং মলে। ওটা মাঝরাত পর্যন্ত খোলা থাকে। একটা বইয়ের দোকানে ঢুকল দু'জন, থামল ম্যাগাযিনের র‍্যাকের পাশে। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় দোকানের দরজা।

'আমাদের বোধহয় খোলাখুলি আলাপ করা দরকার,' বলল কনলন। 'আমি অনেক কিছুই জানি না। আবার আপনিও অনেক কিছুই জানেন না। তাই দু'জনের উচিত তথ্য বিনিময় করা।'

'কেন তোমাকে বিশ্বাস করব,' প্রায় প্রশ্ন আবার আনমনে বলা কথার মত শোনাল রিনা গর্ডনের কণ্ঠ।

'আমি কিন্তু নেভি ক্রস পেয়েছি...' নরম স্বরে বলল কেভিন। 'আর আরেকটা কথা, দু'জনই তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছি।'

'তা ঠিক।' মাথা দোলাল রিনা। 'ঠিক আছে, আলাপ করব আমরা।'

ম্যাগাযিনের র‍্যাকের মাথায় ল্যাপটপ রাখল কেভিন, কি-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করে মুখ খুলল: 'ঠিক আছে, আগে আমি বলছি। যা জানি বলব। আমার কণ্ট্যাক্ট আর্কটিকে আছেন। বাংলাদেশ আর্মিতে ছিলেন। এখন বিসিআই-এ কর্মরত। আজ আমাকে বলেছেন যুদ্ধে যাচ্ছেন। রাফিয়ান আর্মি এবং পোলার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। ওই দ্বীপ পুরনো এক সোভিয়েত বেস। ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র আছে ওখানে।

'আর রাফিয়ান আর্মি? তাদের ব্যাপারে জানতেই আপনার কাছে গিয়েছিলাম। পোলার আইল্যাণ্ড এবং ওই আর্মির বিষয়ে যা জানব, তা আমার কণ্ট্যাক্টের কাজে আসবে।' ল্যাপটপের স্ক্রিনে নতুন তথ্য এনেছে কেভিন। আঙুল তুলে দেখাল। 'আর এই যে

আমেরিকার মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইযেশনের সব তথ্য। এরা গত ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে পোলার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে যা জোগাড় করেছে, সবই এখানে আছে।'

মনিটরে চোখ রেখে ভুরু কপালে উঠল রিনা গর্ডনের। 'আরে! এই ডকুমেন্ট তো জেসিআইডিডির! শুধু দেখবেন জয়েন্ট চিফ্‌স্ আর সবচেয়ে উপরের...'

'আমি কোড-ক্র্যাকার, ভুলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক!'

'এখানে কারও নাম চিনছেন?' জানতে চাইল কেভিন।

কনলনের কমপিউটার স্ক্রিনের লিস্টে চোখ বোলাতে শুরু করেছে রিনা গর্ডন।

এজেন্সি	ডক টাইপ	সামারি	অথোর	ইয়ার
ইউএসএন	সোভিয়েত সাব রিপেয়ার বেসেস	লিস্ট অভ সোভিয়েত নেভি ব্যালেস্টিক মিসাইল সাব-মেরিন রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি	ড্র্যাপার, এ.	১৯৮০-প্রেযেন্ট

এনডাব্লিউ-এস	ম্যাক্রো ওয়েদার সিস্টেম অ্যানালাই-সিস	অ্যানালিসিস অভ জেটস্ট্রিম উইণ্ড প্যাটার্ন	হিউবার্ট এন.	১৯৮২
সিআইএ	পসিবল লোকেশন্স	জিয়োলজিকাল অপশন্স ফর অপারেশন 'কিল-ড্রাগন'	উইলিয়াম টি.	১৯৮৫
সিআইএ	সোভিয়েত কেম অ্যাণ্ড বায়ো ওয়েপন্স ডেভলপ্‌ড্ সাইট্‌স্	লিস্ট অভ নোউন সোভিয়েত কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজিকাল ওয়েপন্স ডেভেলপমেণ্ট সাইট্‌স্ অ্যাণ্ড ফ্যাসিলিটিয	ডেভিড, এম.	১৯৮৬

ইউএস-এএফ	হাই-ভ্যালু টার্গেট লিস্ট (ইউএস-এসআর)	লিস্ট অভ ফার্স্ট টার্গেট্স্ ইন দ্য ইউএসএস-আর ইন দ্য ইভেন্ট অভ আ মেজর কনফ্লিক্ট	জন ডাব্লিউ.	১৯৮৫–১৯৯১
এনআরও/ইউএস-এএফ	স্যাটালাইট লোকেশন লিস্ট	ইন্টার এজেন্সি সোয়েপ অভ জিপিএস ডেটা কনসার্নিং রাশান বেসেস	কর্বেট এন.	২০০৯-১৪
আর্মি	সোভিয়েত কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজি-কাল ওয়েপন্স সার্ভে	লিস্ট অভ নোউন কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজিকাল ওয়েপন্স কেপ্ট বাই ইউএসএস-আর/রাশান স্পেশাল ওয়েপন্স ডিরেক্টোরেট	রন এফ.এল.	১৯৮২-প্রেযেণ্ট

লিস্টের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে রিনা গর্ডন।

'আর্মি, এয়ার ফোর্স, নেভি, সিআইএ, এমনকী ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসও অ্যানালাইয করেছে জেটস্ট্রিম। কিন্তু যদি মনোযোগ দিয়ে দেখো, বুঝবে পোলার আইল্যাণ্ড নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেছে তারা।'

'একটু খুলে বলুন,' বলল কেভিন।

'ধরো, প্রথমে পোলার আইল্যাণ্ডের উপর চোখ পড়েছিল ইউএস নেভির। তখন উনিশ শ' উনআশি। ওখানে গড়তে লাগল সোভিয়েতরা ব্যালেস্টিক মিসাইল রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি। তখনই ওয়েদার সার্ভিস টের পেল, ওই দ্বীপের উপর দিয়ে গেছে জেটস্ট্রিম। কাজেই সতর্ক হয়ে উঠল সবাই।

'তুমি আগেই বলেছ, পোলার আইল্যাণ্ডের ওই ওয়েপন্স বেস তৈরি হয়েছে উনিশ শ' পঁচাশি সালে। কিন্তু এই ডকুমেন্টে দেখো: উনিশ শ' ছিয়াশি সালে সিআইএ-র লিস্টে উঠেছে ওই দ্বীপ। সোভিয়েত কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজিকাল ওয়েপন্স বেস। এয়ার ফোর্সের লিস্টে হাই-ভ্যালু সোভিয়েত টার্গেটের ভিতর ওটা অন্যতম। পরের লিস্টেও পোলার আইল্যাণ্ড আছে। উনিশ শ' একানব্বই সালে ইউএসএসআর-এর পতন হওয়া পর্যন্ত ওটার তাৎপর্য ছিল। তারপর সরে গেল হাই-ভ্যালু সাইট লিস্ট থেকে। শুনেছি উনিশ শ' পঁচাশি সালের সিআইএ-র রিপোর্টের কাছে অন্য রিপোর্ট কিছুই নয়। ফাইলের টাইটেল ছিল: পসিবল লোকেশন্স। ওটা তৈরি করে... আরেহ্... সর্বনাশ! এ তো সেই উইলিয়াম টি.!'

'উইলিয়াম টি.? তো কী?' অবাক হয়েছে কেভিন। 'কে সে?'

'উইলিয়াম টি. মানে উইলিয়াম থ্রাশার,' চিন্তিত স্বরে বলল রিনা। 'কিন্তু... কী করে... তা হলে এটা তার প্রজেক্ট? ...আশ্চর্য! ...কনলন, যেটা জানতে চাইছ, হয়তো এখানেই পাবে সে লিঙ্ক!'

'কীসের লিঙ্ক? ...আপনি চেনেন ওই লোককে?'

'চিনি মানে? ভাল করেই! রাফিয়ান আর্মির ওপর রিসার্চ করার সময় নামটা জেনেছি। আর এ থেকে অনেক কিছুই বুঝবে তুমি।'

আগ্রহী হয়ে উঠল কেভিন। 'আসলে কে সে? উনিশ শ' পঁচাশি সালে পোলার আইল্যাণ্ডের ওপর রিপোর্ট লিখেছিল? ওই বেস তো চালুই হয়েছে তার পরের বছর!'

দোকানের বাইরে আর্তচিৎকার ছাড়ল সাইরেন। ঝট্ করে ঘুরে চাইল কেভিন ও রিনা। না, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। পাশ কাটিয়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স। বড় করে দম নিল ওরা।

'উইলিয়াম থ্রাশার,' বলল রিনা, 'সিআইএ-র সত্যিকারের উজ্জ্বল তারকাদের একজন। আর্মি রেঞ্জার ট্রেনিঙের সময় উনিশ শ' আশি সালে তাকে রিক্রুট করা হয়। উনিশ শ' আটাত্তর সালে চিন তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয় সব প্রকল্প চালু করার পর, ওই দেশের ওপর গবেষণা করে। পরে সিআইএ-র প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ অবদান রেখেছে। তা স্পেশাল অপারেশন্স ডিভিশন হোক বা অন্যসব কর্মকাণ্ড— সে আজও রয়ে গেছে ওই সংগঠনের হিরো। উনিশ শ' আশির দশকের শেষে তাকে আমেরিকার মিলিটারি অ্যাকাডেমি স্কুলে ট্রেনিং দেয়ার জন্য ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ করা হয়। আগেও বলেছি, ইউএস আর্মির ট্রেনিং হতো ফোর্ট বেনিনে। তখন চিলির বেশ কয়েকজন অফিসার ও সৈনিককে ট্রেনিং দেয় সে...'

'আর তার কাছ থেকেই ছাত্ররা শিখেছে কীভাবে ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা যায়? পরে কেউ কেউ যোগ দিয়েছে রাফিয়ান আর্মিতে,' বলল কেভিন।

'হতে পারে। আগে কিছুই জানতাম না, কিন্তু যখন খেয়াল করলাম চিলির ভ্যালপারাইসো প্রিযন ভেঙে বেরিয়েছে বারোজন সেনা অফিসার, তখনই চোখ পড়ল থ্রাশারের ওপর। আমেরিকার সেই কালো সময়ে আর্মি প্রশিক্ষক ছিল ওই লোক। সেই পলাতক বারোজন অফিসার ছিল তারই ছাত্র।'

'ভয়ঙ্কর লোক বলেই...'

'কাজেই উইলিয়াম থ্রাশারের রেকর্ড ঘাঁটলাম,' বলল রিনা গর্ডন। 'তার মূল দায়িত্ব ছিল এজেন্সির সাইকোলজিকাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশনে। সত্যিকারের এক্সপার্ট। তার ফাইলের শিরোনাম থেকে কোট করছি, নিজেই বুঝবে সে কী: "শত্রুপক্ষের কেউ বন্দি হলে, তার কাছ থেকে সহজেই তথ্য পেতে কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত, তার বর্ণনা দেয়া হলো।"'

'কীভাবে নির্যাতন করবে, তা বলেছে?' বলল কেভিন।

'হ্যাঁ। গত তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে উইলিয়াম থ্রাশার সিআইএ-র সাইকো-অপারেশন বা মানসিক নির্যাতন বিষয়ে সেরা এক্সপার্ট। গত কয়েক বছর ধরে আবারও চল শুরু হয়েছে মানসিক নির্যাতনের। গিটমো বা অন্যান্য সাইটে থ্রাশারের মেথডই ব্যবহার করা হয়। সে-ই আসল মাস্টার।

'তার থিয়োরি অনুযায়ী, চাইলে যে-কোনও মানুষকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেয়া যায়, বা তার পেট থেকে বের করে নেয়া যায় সবই। সেজন্য বেশিকিছু করতে হবে না, শুধু আক্রমণ করতে হবে তার মনটাকে। শুনেছি, দুই হাজার পাঁচ সালে আফগানিস্তানে তিন তালেবানকে পাল্টে দেয় সে। স্ট্যাপল করে তাদের দুই চোখ খুলে রাখতে বাধ্য করেছিল। প্রতিদিন আটবার নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হতো জ্বলন্ত সিগারেট। ছয়দিন ভয়ঙ্কর সব ডিভিডি দেখিয়েছে। তার ভেতর ছিল ধর্ষণ, গর্দান কেটে নেয়া, ভয়াবহভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা— ইত্যাদি। ওই ছয়দিন সর্বক্ষণ বিকট সব আর্তনাদ, চিৎকার, কান্না শোনানো হয়েছে। এরপর ওই তালেবানদেরকে ছেড়ে দিতেই সোজা নিজ গ্রামে ফিরল তারা। ততদিনে হয়ে উঠেছে সাইকোলজিকাল টাইম বোমা, যে-কোনও সময়ে বিস্ফোরিত হবে। তারপর তাদের কাছে পৌঁছে গেল থ্রাশারের নির্দেশ। সিআইএ নির্দিষ্ট রেডিয়ো মেসেজ পাঠাতেই

উন্মাদ হয়ে গেল তারা। হামলা করল নিজ গ্রামে, খুন করল নিজেদের পঁয়ষট্টিজন লোককে। তারপর আত্মহত্যা করল।'

'যিশু!'

'উনিশ শ' আশির দশকে উইলিয়াম থ্রাশার ছিল সিআইএ-র সেরা জিনিয়াস। উনিশ শ' তিরাশি সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে "টার্গেট ৯৯৯" এক্সারসাইযে অংশ নিল প্রশিক্ষক হিসেবে। খুব কম মানুষই জানে ওই ট্রেনিঙের কথা। ওই ট্রেনিঙে ন্যাটোর প্রতিটি দেশের প্রেসিডেন্ট অংশ নেন। মনে গেঁথে দেয়া হয়, প্রয়োজন পড়লে কীভাবে নিউক্লিয়ার হামলা করতে হবে ইউএসএসআর-এর ওপর। থ্রাশার ধরেই নিয়েছিল প্রয়োজন পড়লে রাশানরাও ওভাবেই হামলা করবে। কাজেই আমাদের সবার উচিত নিউক্লিয়ার আর্সেনাল তৈরি রাখা। আমেরিকার প্রতিটি ইন্টেলিজেন্স ও মিলিটারি ওই ট্রেনিঙের ওপর চোখ রেখেছিল। আর উনিশ শ' আশির দশকের মাঝ থেকে শুরু করে একানব্বই সাল পর্যন্ত আমরা কী করে যেন জেনে গেছি সোভিয়েতরা এরপর কী করবে। ওই ট্রেনিং ভালবেসে ফেলেন প্রেসিডেন্ট রেগ্যান। তিনিই উইলিয়াম থ্রাশারকে পুরস্কার হিসেবে ইন্টেলিজেন্স মেডাল দেন।

'থ্রাশারের "টার্গেট ৯৯৯" ট্রেনিং দেখার পর সিআইএ তাকে নানান জিয়োপলিটিকাল অ্যানালিসিসের কাজে লাগাল। রাশা, চিন, দক্ষিণ আমেরিকা— থ্রাশার গবেষণা করতে লাগল। আসলে থ্রাশারকে শিকারী হিসেবে কাজে লাগাল সিআইএ। এমন এক অ্যানালিস্ট, যে আগেই বলে দিচ্ছে এরপর কী করবে শত্রু। নানান পরিস্থিতির কথা লিখে ভবিষ্যৎ দেখিয়ে দিয়েছে সে।

'মানুষের মন ও মগজের সত্যিকারের পাঠক থ্রাশার, আগেই বোঝে এরপর কী করবে কেউ। ব্যাপারটা প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মতই হয়ে উঠেছিল। ধরা যাক মিখাইল গর্বাচেভের ব্যাপারটাই। তিনি উনিশ শ' পঁচাশি সালে যেসব অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা করেছেন,

সেসব আগেই জানত আমেরিকা। গ্ল্যাসনস্ট বা পেরেস্ত্রোইকা আমেরিকার কাছে পুরনো জিনিস। প্রতিবার গর্বাচেভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে ব্যক্তিগতভাবে থ্রাশারের সঙ্গে বসে সব জেনে নিতেন প্রেসিডেন্ট রেগ্যান। পরে বলেছেন: থ্রাশারের কারণে তাঁর মনে হতো, আসলে পোকার খেলার আগেই গর্বাচেভের সব তাস জেনে ফেলতেন।'

বড় করে দম নিল রিনা গর্ডন, তারপর বলল, 'খুঁজতে শুরু করে চিনের উপর লেখা একটা পুরনো রিপোর্ট পেয়েছিলাম। ওটা লেখা হয়েছিল উনিশ শ' বিরাশি সালে। বেশকিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সে।'

এখনও রিনার হাতে ব্রিফকেস, ভিতরে রয়েছে জরুরি ফাইল ও নোট্স্। ওগুলো নিয়ে যাওয়ার কথা হোয়াইট হাউসে। ডালা খুলে একটা ছাপা ডকুমেন্ট বের করল সে, কেভিনের হাতে ধরিয়ে দিল।

ডকুমেন্টের উপর পাতায় লেখা:

মহাচিনের অবিশ্বাস্য উত্থান এবং আমেরিকার পতন।
উইলিয়াম থ্রাশারের
অ্যানালিসিস
অগাস্ট ১, ১৯৮২।

'ভাল টাইটেল দিয়েছে,' বলল কেভিন। 'ভয় লাগিয়ে দেয়ার মত।'

'কমিউনিস্ট পার্টি চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নাম দিয়েছিল: "সোশালিষম উইথ চাইনিয ক্যারাকটারিস্টিক্স।" বাস্তবে ওটাকে আমরা বলতে পারি আগ্রাসী সরকারের ফ্রি মার্কেট ক্যাপিটালিযম। পরিবর্তন শুরু হয়েছিল উনিশ শ' আটাত্তর সালেই। কিন্তু প্রথমে কাজ হচ্ছিল ধীরে। অবশ্য উনিশ শ' নব্বুই সালের মাঝ থেকে দুই

হাজার সালের ভেতর চিন হয়ে উঠল সত্যিকারের অর্থনৈতিক শক্তি। কিন্তু উনিশ শ' বিরাশি সালে প্রায়-বিধ্বস্ত অর্থনীতির সাধারণ খামার ও রাষ্ট্রীয় কারখানা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল চিন। কেউ ভাবতে পারেনি কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে ওই দেশ। কিন্তু ঠিকই বুঝেছিল উইলিয়াম থ্রাশার। ডকুমেন্টের হাইলাইট করা প্যারাগ্রাফ একবার দেখো, কনলন। মনে রেখো, ওগুলো লেখা হয়েছে উনিশ শ' বিরাশি সালে।'

হলুদ কালি দিয়ে চিহ্নিত প্যারাগ্রাফে চোখ বোলাতে শুরু করল কেভিন।

ডকুমেন্টের প্রথম পাতায় লেখা:

একুশ শতাব্দীর সুপার-পাওয়ার: মহাচিন

মনে, কোনও সন্দেহ রাখবার কারণ নেই, কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমানের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্টি হবে নতুন এক মহাচিন। ওই দেশ দুই হাজার দশ সালের ভিতর হুমকি হয়ে উঠবে আমেরিকার সামনে। তারাই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তি।

মস্ত হয়ে উঠবে চিনের অর্থনীতি, এবং ওই দেশই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবে বিশ্বের লোহার আকর ও অ্যালিউমিনিয়াম। ধনী হয়ে উঠবে চিনের মধ্যবিত্তরা। এক বিলিয়ন চিনা ক্রেতা চাইবে টিভি, গাড়ি, রেফ্রিজারেটার এবং অন্য সব সাধারণ সামগ্রী। আমেরিকার নাগরিক এসব সাধারণভাবেই ভোগ করত উনিশ শ' পঞ্চাশ সাল থেকে।

কিন্তু পতন শুরু হয়েছে আমেরিকার। আমরা এখন আর নতুন কিছুই তৈরি করছি না। উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ থেকে উনিশ শ' সত্তর আমেরিকার জন্য স্বপ্নিল সময়। সে সময়ে আমাদের ইণ্ডাস্ট্রির কোনও প্রতিযোগী ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পরাজিত

জার্মানি ও জাপানের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল দুর্বল। কিন্তু সে সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা। এখন আশির দশকে এসে দেখা যাচ্ছে জার্মানি ও জাপান আমাদের চেয়ে ভাল তৈরি করছে গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স এবং অন্যসব সামগ্রী। জাপান ও তাইওয়ানের মত দেশের সস্তা শ্রমের কারণে মার খাচ্ছে আমাদের কর্মীরা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ভয়ঙ্কর এক দানব আসছে সামনের দশকে— মহাচিন! অবিশ্বাস্য উন্নয়নের দিকে চলেছে ওই দেশ।

আমেরিকার সিভিল ওঅরে উত্তরের সব রাজ্য জিতেছিল শুধু তাদের কারখানার শক্তির কারণে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা টিকে থেকেছে শুধু তার শক্তিশালী ইণ্ডাস্ট্রির জন্য। এবং মহাচিন এবার যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষমতা দেখাবে, সেটা আগে কখনও এই পৃথিবীতে দেখা যায়নি। ওই দেশের অর্থনীতি মেরামত করা হয়েছে শুধু একটি কাজের জন্য। তা হচ্ছে: ঘুমন্ত ড্রাগনকে জাগিয়ে দেয়া। জেগে উঠছে তাদের কারখানাগুলো।

সত্যি যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তাদের শক্তি, কিছুদিনের ভিতর প্রতি বছর দশ সূচকের চেয়েও বেশি উন্নয়ন করবে ওই দেশ। এবং উনিশ শ' নব্বই সাল থেকে দুই হাজার সালের ভিতর...

'যিশু, এ লোক তো আশ্চর্য মানুষ!' বলল কেভিন। 'চিনের বর্তমান উন্নতি দেখেছে সে উনিশ শ' বিরাশি সালে!'

'পড়তে থাকো,' বলল রিনা গর্ডন।

পরের হাইলাইটেড প্যারাগ্রাফে চোখ নামাল কেভিন।

ওখানে লেখা:

মহাচিনের কারণে যা হতে চলেছে:

চিনের উন্নয়নের ফলে প্রথমেই ধস্ নামবে সাধারণ আমেরিকান মধ্যবিত্তের জীবনে। চিনের ইউয়ানের কাছে মূল্যহীন হয়ে উঠবে

আমেরিকার ডলার। আর যখন যে দেশে খুশি যেতে পারবে না আমেরিকানরা। যাবে চাইনিজরা। দুই দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনে দেখা দেবে বিপুল ঘাটতি। এবং বাধ্য হয়ে আমাদের সরকার ধার নেবে চাইনিজ সরকারের কাছ থেকে।

লাখে লাখে মানুষ বেকার হয়ে যাবে আমেরিকায়। অল্প দক্ষ কর্মীরা কম বেতনে কাজ পাবে চিনে। এবং অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত হতেই চিনের রাজনৈতিক ক্ষমতাও বাড়বে। ধনী হতে থাকবে চিন। তারাই সাহায্য দেবে গরীব দেশগুলোকে। ফলে চিন কিছুদিনের ভিতর গোটা পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি করবে নিজ ক্ষমতাবলয়। অর্থাৎ, ক্ষমতা কমবে আমেরিকার। এর কারণে...

ডকুমেন্ট থেকে চোখ তুলে চাইল কেভিন। 'দূরদর্শী লোক!'

'যা পড়লে তার এক শ' গুণ কঠিন সমস্যা নিয়ে লিখেছে সে,' বলল রিনা গর্ডন। 'তার বক্তব্য অনুযায়ী, একুশ শতকের শুরুর দিকেই চিন রাজি করিয়ে ফেলবে অলিম্পিক গেমস যেন তাদের দেশে করা হয়। আর নানা খেলার মাধ্যমে তারা গোটা পৃথিবীকে দেখাবে তাদের দেশ ও সংস্কৃতি।'

'হতে পারে,' বলল কেভিন। এক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করল, 'এই লোক এখন কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিনা গর্ডন। 'ডিআইএ বা সিআইএ-র কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। কেউ জানে না সে কোথায়, অথবা বলতে রাজি নয়। এটা জানি, এখনও এজেন্সির সঙ্গেই আছে। দশ সাল পর্যন্ত প্যারামিলিটারি স্পেশাল ফোর্স নিয়ে কী যেন করছিল। ...কেভিন, তুমি কি জানো এজেন্সির তিনটা স্টারজিয়ন-ক্লাস সাবমেরিন আছে? সেসবের মাধ্যমে নানাদেশে গোপন সব মিশন করা হয়। এগারো সালে ইজিপ্ট ও টার্কিতে রেনডিশন স্টেশনে ছিল থ্রাশার। কী করছিল কেউ জানে না। বা

বলবে না।'

'আপনার কি মনে হয় রাফিয়ান আর্মির সঙ্গে সে জড়িত?' জানতে চাইল কেভিন।

'ব্যক্তিগতভাবে ওই বারো চিলিয়ান অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল সে। তারা ভাল করেই চেনে তাকে। তার পদ্ধতিও জানে। দস্যু আর্মির অফিসার হওয়ার সব যোগ্যতা তাদের আছে। আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করার মত: সিআইএ-র রেনডিশন স্টেশন ছিল ইজিপ্ট ও টার্কিতে। ওই দুই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আফগানিস্তান ও ইরাকের বন্দিদের নির্যাতন করা হয়। আর ইজিপ্টের রেনডিশন সেন্টারে আফ্রিকার কয়েকটি সরকারের বন্দি শত্রুদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করে দেয় সিআইএ। আমাদের অন্যতম কাস্টমার ছিল সুদানের বিগত সরকার। পরে তাদের পতন হয়।'

'দ্বিতীয় জেলখানা ছিল ইউএন-এর,' বলল কেভিন। 'সুদান থেকেই পালিয়ে গেছে এক শ' সৈনিক। ...এক মিনিট! আপনি কি বলতে চাইছেন সিআইএ এজেন্ট থ্রাশারই গড়ে তুলেছে রাফিয়ান আর্মি? অফিসার ও সৈনিক জোগাড় করেছে চিলি থেকে, তারপর দল বড় করতে নিয়েছে সুদানের সৈনিকদের?'

'তা-ই বলতে চাইছি। আরেকটা থিয়োরি আছে আমার। কিন্তু বললে তুমি আমাকে পাগল ভাববে।'

'বলুন শুনি?'

দ্বিধা করল রিনা গর্ডন। 'আমি অবশ্য প্রমাণ দেখাতে পারব না...' বড় করে শ্বাস নিল সে। 'রাফিয়ান আর্মির সর্বোচ্চ নেতা অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, কঠোর, হৃদয়হীন— অথচ সবসময় নিজ মুখ ঢেকে রাখে। সত্যিই যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তা হলে স্বাভাবিক না তার নিজেকে জাহির করা, বড়াই করা? মুখ ঢেকে রাখবে কেন? সর্বক্ষণ চাইছে তার মুখ যেন কেউ দেখতে না পায়।

তার মানে, নিজের পরিচয় আড়াল করতে চাইছে। এমন হতেই পারে, সেরা সিআইএ এজেন্ট উইলিয়াম থ্রাশারই আসলে রাফিয়ান আর্মির জেনারেল।'

'কিন্তু কী কারণে ওই ডাকাতের মত আর্মি তৈরি করতে হলো?' জানতে চাইল কেভিন।

'ওটা মূল কথা নয়, কেভিন। থ্রাশার সিআইএ-র বড় অফিসারদের অন্তরের লোক। আসলে মূল কথা হচ্ছে: হঠাৎ কী কারণে সিআইএ ওরকম একটা আর্মি তৈরি করল।'

'আপনি এ কথা তুলবেন, হয়তো সেকারণেই আপনাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছে,' বলল কেভিন।

'হতে পারে,' আস্তে করে মাথা দোলাল রিনা। স্ক্রিনের দিক দেখাল। 'তোমার উনিশ শ' পঁচাশির ওই ডকুমেন্টে কী আছে? পোলার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে কী লিখেছে থ্রাশার? নাম দিয়েছে দেখছি: "কিল-ড্রাগন"। জিয়োলজিকাল অপশন্স ফর অপারেশন "কিল-ড্রাগন" বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে? এই ডকুমেন্ট আমি হাতে পাইনি। কী ধরনের অপারেশন ছিল ওটা?'

'আসুন একসঙ্গে পড়ি,' কি-বোর্ডে টোকা দিল কেভিন। টাইপ করল নিষিদ্ধ পাসওঅর্ড।

মনিটরে ভেসে উঠল সতর্কবাণী:

'দ্য ডকুমেন্ট ইউ আর অ্যাবাউট টু ওপেন ইয লোকেশন প্রোটেকটেড।'

'এর মানে কী?' জানতে চাইল রিনা গর্ডন।

'কারণ বোঝা সহজ, একবার ওই ফাইল খুললেই এই কমপিউটার ডিজিটালি জানিয়ে দেবে আমরা কোথায় আছি। ফাইলের মালিকের জানা হয়ে যাবে ফাইল খুলেছি। রিনা, এই

ফাইল যদি সত্যিই পড়তে হয়, ঝড়ের মত পড়তে হবে। তারপর দৌড়ের ওপর থাকতে হবে। ...তবুও দেখতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই। ...তুমি?'

'আমিও,' বলল কেভিন। 'চলুন পাশের ক্যাফেতে গিয়ে টেবিলে পাশাপাশি বসি।'

'চলো।'

বইয়ের দোকানের ভিতরেই ছোট ক্যাফে আছে। ওখানে মোটেও ভিড় নেই এখন। একটা টেবিল দখল করল ওরা।

কমপিউটার সামনে রেখে 'ওপেন ডকুমেন্ট'-এর উপর ক্লিক করল কেভিন।

খুলে গেল নতুন উইণ্ডো।

সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনের ডানদিকের উপরে টিপটিপ করতে লাগল টাইম কোডেড বক্স। সতর্ক করছে:

'ডকুমেন্ট ওপেনিং রেকর্ডেড।
সেভিং ইউযার আইডেন্টিফিকেশন।'

পাত্তা দিল না কেভিন, ঝটপট ডকুমেন্ট স্ক্যান করল।

পিডিএফ।

টাইপ রাইটারে ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল।

ডেট স্ট্যাম্প বলছে অগাস্ট ১, ১৯৮৫।

অপারেশন: 'কিল-ড্রাগন'
অ্যানালিসিস অ্যাণ্ড
অপারেশন কনসেপ্ট বাই
উইলিয়াম থ্রাশার
অগাস্ট ১, ১৯৮৫

মাত্র তিন পৃষ্ঠার রচনা।

দ্রুত পড়তে লাগল কেভিন ও রিনা। জানা নেই কমপিউটার থেকে কার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ডিজিটাল তথ্য।

সে জানবে ওরা আছে ভার্জিনিয়ার এ শহরের কোথায়।

প্রায় একই সময়ে পড়া শেষ হলো ওদের।

পরস্পরের দিকে চাইল, চোখে আতঙ্ক।

'হায় ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল কেভিন। 'ওই লোক খোদ শয়তান! সন্দেহ কী আপনাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছে সিআইএ! মস্ত বিপদে পড়েছি আমরা!'

ল্যাপটপের ওয়াই-ফাই অফ করতে চাইল কেভিন। এই কমপিউটার ফেলে যেতে হবে তা নয়, তবে বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ইন্টারনেটে যেতে পারবে না। গেলেই হাজির হবে একদল খুনি।

থমকে গেল কেভিন, ওয়াই-ফাই অফ করবার আগে আরেকটা কাজ আছে।

এবার সাইবার স্পেসে পাঠিয়ে দিল ওই ডকুমেন্ট।

'কানেকশন বন্ধ করো, বাছা,' তাড়া দিল রিনা। 'পালাতে হবে।'

কমপিউটার শাটডাউন করল কেভিন। পরক্ষণে প্রায় দৌড়াতে শুরু করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

বাইশ

পোলার আইল্যাণ্ড।

সকাল এগারোটা পঁয়ত্রিশ।

রাফিয়ান আর্মির জেনারেল বা বিশৃঙ্খলার সম্রাট— যাকে কেউ কেউ চেনে উইলিয়াম থ্রাশার হিসাবে— এইমাত্র রানওয়ের শেষে এসে পৌঁছেছে। একটু আগে কর্নেল সাইক্লোন ও স্যান্টা ক্লযকে এখানে পাঠিয়েছে।

রাফিয়ান আর্মির সৈনিক ও অফিসারদের মাঝে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। ক্লিফের উপর থেকে দেখছে অ্যান্টোনভের পতনের জায়গাটা।

ওখানে সাগর অত্যন্ত গভীর।

'আমাদের চারটে স্ফেয়ার নিয়ে জলপ্রপাত থেকে সাগরে পড়েছে মাসুদ রানা,' রিপোর্ট দিল কর্নেল সাইক্লোন। 'কিন্তু বিমান পড়ে যাওয়ার আগে তার দলের তিনজন সদস্য অ্যান্টোনভ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাদের কাছে একটা স্ফেয়ারের কেস ছিল। ওটার ভেতর দুটো স্ফেয়ার থাকার কথা। তারা চলে গেছে নদীর দক্ষিণ তীরে। কিন্তু ক্লিফ পর্যন্ত যেতে পারেনি। ওদিকে পাহারা দিচ্ছিল একটা স্ট্রেলা।'

'হাঁটছে?'

'জী, স্যর।'

'তুমি নিশ্চিত তাদের কাছে স্ফেয়ার আছে?'

'যতটুকু জানি, আছে, স্যর। এইমাত্র কয়েকটা স্ট্রেলায় করে দলবলসহ পচা নেইটরিচকে পাঠিয়ে দিয়েছি। নদীর ওপারে গেছে ওরা।'

নদীর দিকে চাইল বিশৃঙ্খলার সম্রাট। অনেক উপরের পাহাড় থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমেছে নদী। পোলার আইল্যাণ্ডের দক্ষিণে একের পর এক পাহাড়। ওখানে ছোট খনিও আছে। কাঁচা রাস্তাও আছে কিছু। কিন্তু লুকাবার জায়গা নেই কোথাও।

'ওদের খুঁজে বের করে খতম করবে,' বলল থ্রাশার। 'আর ওই স্ফেয়ার দুটো আনবে আমার কাছে। আমাদের হাতে এখনও সময়

আছে, কিন্তু চিরকাল থাকবে না।'

'আমরা আরও কিছু পেয়েছি,' বলল স্যান্টা ক্লয। সরে দাঁড়াল। সামনে এসে দাঁড়াল দুই সৈনিক। মাঝে ধরে রেখেছে শিথিল এক দেহ। হাত সরিয়ে নিতেই ধুপ্ করে থ্রাশারের সামনে পড়ল সে।

গালভরা দাড়ি। চুপচুপে ভেজা। প্রকাণ্ডদেহী।

থ্রাশারের পায়ের কাছেই পড়ে আছে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখন।

লোকগুলো জানে না, যখন সাঁই করে ডিফেখনের দিকে ছুটে এল সিমেন্ট মিক্সার, লাফিয়ে অ্যান্টোনভ বিমানের পাশের দরজা দিয়ে ছিটকে পড়েছে সে নদীতে। পরক্ষণে বিমানের দেয়ালে দড়াম করে লেগেছে সিমেন্ট মিক্সার।

'মিনিটখানেক আগে তীরে উঠেছে,' বলল স্যান্টা ক্লয। 'ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো। মাসুদ রানার দলের লোক।'

হতক্লান্ত ডিফেখনের দিকে চাইল উইলিয়াম থ্রাশার।

'মন্দ নয়,' বলল, 'ওকে কাজে লাগিয়ে দলের অন্যদেরকে ধরব। ওর ওপর নির্যাতন করলেই বুকফাটা আর্তচিৎকার শুনে ভড়কে যাবে তারা। স্যান্টা ক্লয, তুমি তো জানো, খুব কম মানুষই সহ্য করতে পারে করুণ চিৎকার। আমি প্রায় ভুলেই গেছি কীভাবে সত্যিকার মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে হয়। ...ঠিক আছে, চেষ্টা করতে দোষ কী! ওকে নিয়ে যাও গ্যাসওঅর্কে।'

পাহাড়ের গোড়ায় ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে ছুটছে নিশাত। সরিয়ে দিচ্ছে সামনের বরফ জমা সব সরু ডাল। খাড়াই বেয়ে উপরে উঠছে ওরা। নিশাতের পিছনেই পবন ও ফারিয়া। পবনের হাতে স্কেয়ারের কমপ্যাক্ট স্যামসোনাইট কেস।

'আপা!' প্রায় দৌড়ে উঠছে পবন। 'এবার কী করব আমরা?'

কিছুক্ষণ হলো ভাবছে নিশাত কী করবে।

'এখনও জানি না,' হাঁপাতে শুরু করেছে নিশাত। 'বেশিরভাগ সময় চিন্তার দায়িত্ব থাকে স্যারের, আমার কিছুই ভাবতে হয় না। জং ধরে গেছে মগজে। স্যর চিন্তা করেন, আর আমি গুলি করি। এখন ভাবতে গিয়ে নিজেকে পাথর-যুগের মানুষ মনে হচ্ছে!'

নিশাত ভাবতে চাইছে। বারবার মাসুদ রানার শেষ কথাগুলো ঘুরে আসছে মনে: 'সরে যান ওখান থেকে! লুকিয়ে পড়বেন! পরিস্থিতি বুঝে...'

নিজেকে জিজ্ঞেস করল নিশাত, এই পরিস্থিতিতে কী করতেন স্যর?

'প্রথম কাজ হওয়া উচিত যে-কোনও রাস্তা থেকে দূরে থাকা,' বলল নিশাত। 'ঝোপঝাড়ের ভেতর ট্রাক নিয়ে ঢুকতে পারবে না ওরা। দ্বিতীয় কাজ: উপকূলে পৌঁছতে হবে। কিন্তু এদিকে গেলে সাগরের কাছে যেতে পারব না। তার মানেই অন্য কোনও উপায় চাই। লুকিয়ে ফেলতে হবে স্ফেয়ারগুলো।'

'দ্বীপে লুকাতে পারবেন না, আপা,' বলল পবন। 'যত ছোটই হোক, রেডিয়োঅ্যাকটিভ জিনিস। মাটি-ধুলো বা বরফের নীচে রাখলেও গাইগার কাউন্টার দিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবে।'

'স্ফেয়ারসহ লুকিয়ে পড়ব আমরা,' বলল নিশাত। 'সম্ভব হলে চলার ওপর থাকব। যদি কয়েক ঘণ্টা সরে থাকতে পারি, হয়তো কোনও দেশের সেনাবাহিনী পৌঁছে যাবে।'

'ম্যাপে দেখেছি, এই দ্বীপে একটা খনি আছে,' বলল ফারিয়া। 'দুর্লভ গ্র্যানিটের খনি ওটা।'

এইমাত্র নিচু এক টিলার চূড়ায় উঠেছে ওরা।

নীচে দেখা গেল পাথুরে খনি। প্রবেশপথ চৌকো, দেয়াল পাথরের। সুড়ঙ্গ গেছে ছোট এক পাহাড়ের বুকে।

শক্ত মাটির র‍্যাম্প নেমেছে বিশাল এক গহ্বরে। এক র‍্যাম্প থেকে আরেক র‍্যাম্পে গেছে একের পর এক লোহার মই। একটু

দূরে পড়ে আছে রাশানদের পুরনো জং ধরা মাইনিং ট্রাক। একেকটা যেন যান্ত্রিক মূর্তি। খনির পাশে দুটো দালান, পাশেই মস্ত সুড়ঙ্গ— গেছে পাহাড়ের গভীরে।

টিলার মাথায় থমকে গেল নিশাত, সরু হয়ে গেছে দু'চোখ। ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল, 'ঠিক আছে, চিন্তা করো, বোকা মেয়ে! স্যর হলে কী করতেন?'

তখনই বুদ্ধি খেলল। পবন ও ফারিয়াকে বলল, 'জানি কী করব। মন দিয়ে শোনো। কোনও ভুল যেন না হয়...'

কয়েক মিনিট পর ওই টিলার উপর উঠে এল রাফিয়ান আর্মির স্ট্রেলা, থেমে গেল ওখানে। নীচে পাথুরে খনি। তখনই দেখা গেল সুড়ঙ্গ-মুখে নিশাত সুলতানাকে। অস্ত্র তাক করে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল খনির ভিতর।

ধাওয়াকারী দলের নেতা জল্লাদ রেডিয়ো করল। 'ওরা খনিতে ঢুকেছে।'

জবাব এল সাইক্লোনের তরফ থেকে: 'ওই খনিতে মাত্র দুটোই প্রবেশপথ। ওগুলো পাহারা দাও। নিজে খনির ভেতর ঢুকবে, একজনও যেন বাঁচতে না পারে।'

'ঠিক আছে,' বলল জল্লাদ। 'বেশিক্ষণ লাগবে না।'

সত্যিই সময় লাগল না নিশাতকে খুঁজে নিতে।

ঝড়ের মত খনিতে ঢুকল জল্লাদ-বাহিনী। নানা সুড়ঙ্গে পাহারা বসাল। বন্ধ করে দেয়া হলো খনি থেকে বেরোবার সব পথ। লিপফ্রগ করে একে অপরকে কাভার দিচ্ছে। কোঅর্ডিনেশন নিখুঁত।

জটিল নয় খনির সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। ফ্যাসিলিটি তৈরি করবার সময় কেটে নিয়ে যাওয়া হতো গ্র্যানিট। মাত্র পাঁচ মিনিট পর খনির এক কোনা থেকে এক ছায়ামূর্তি গুলি পাঠাল জল্লাদের লোকের উদ্দেশে।

নিশাত সুলতানা।

বেশিক্ষণ টিকল না তার প্রতিরোধ। পনেরো মিনিটের ভিতর হারতে হলো। বিপুল সাহস নিয়ে লড়ল, কিন্তু এতজনের বিরুদ্ধে কী করবে। শেষে তো গুলিই ফুরিয়ে গেল। গুলি থেমে যেতেই দু'পাশ থেকে চেপে এল জল্লাদবাহিনী। বাধ্য হয়ে মাথার উপর দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে চাইল নিশাত।

ওর উপর দুধের মাছির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কমপক্ষে পাঁচজন সৈনিক।

আর তখনই তারা বুঝল, আসলে নিশাত সুলতানা একা।

খনির ভিতর পবন হায়দার ও ফারিয়া আহমেদ নেই।

আরও বড় কথা, খনিতে গুরুত্বপূর্ণ ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার কেস নেই।

মাসুদ রানা যা করত, ঠিক তা-ই করেছে নিশাত সুলতানা। খনিতে ঢুকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করেছে শত্রুদেরকে। যতটা পেরেছে সময় দিয়েছে পবন ও ফারিয়াকে। ওরা এখন স্কেয়ার কেস নিয়ে সরে গেছে।

কোণের পযিশন থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হলো নিশাতকে। মাথার উপর তোলা ওর হাত। মুখের উপর পড়েছে কমপক্ষে আধডজন রাইফেল ব্যারেলের ফ্লাশলাইট।

রেডিয়ো করল জল্লাদ: 'স্যর, জল্লাদ বলছি। এক মেয়েলোক সৈনিক পেয়েছি। কিন্তু বেটি ঠকিয়েছে আমাদেরকে। অন্য দু'জন পালিয়ে গেছে কেস নিয়ে। তবে নিশ্চয়ই দ্বীপেই কোথাও আছে।'

বিশৃঙ্খলার সম্রাট উইলিয়াম থ্রাশার বলল, 'কে ওই মহিলা?'

'ওই বাঙালি বেটি, স্যর। বিরাট শরীর।'

'নিশাত সুলতানা?' নিশ্চিত হতে চাইল থ্রাশার।

নিশাতের পাঁজরে রাইফেলের কুঁদোর গুঁতো দিল জল্লাদ। 'অ্যাই বেটি, তোর নাম কি নিশাত সুলতানা?'

'হ্যাঁ।'

'জী, স্যর। এ সে-ই।'

'জীবিত রাখো, নিয়ে এসো আমার কাছে,' বলল থ্রাশার। 'মারধর করতে যেয়ো না। আমি নিজেই ওই আনন্দ পেতে চাই।'

বরফভরা ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে পবন ও ফারিয়া। বারবার মুখে ও দেহে লাগছে ডালপালা। পিছনের ওই পরিত্যক্ত খনি থেকে সরে যেতে হবে ওদেরকে অনেক দূরে।

ওরা ভাল করেই জানে, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হবে নিশাত সুলতানাকে। কিন্তু অনেকটা সময় পাইয়ে দিয়েছে সে ওদেরকে। এর ফলাফল নিশাতের জন্য মারাত্মক খারাপ হওয়ারই কথা। হয়তো অসহ্য কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হবে ওকে। নিশাতের যে আত্মত্যাগ, তা বৃথা যেতে দেবে না পবন ও ফারিয়া।

অবশ্য, দ্বীপের এই দক্ষিণে থাকা চলবে না ওদের। ধবধবে সাদা পাহাড়ে কোনও আড়াল নেই। লুকাবে কোথায়? কারও সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগও নেই। উপায় নেই কাউকে জানানো যে ওরা বাগড়া দিয়েছে রাফিয়ান আর্মির পরিকল্পনায়।

পবন ও ফারিয়া আলাপ করে দেখেছে, আসলে টিকে থাকতে হলে আবারও ওদেরকে যেতে হবে উত্তরদিকে। লুকিয়ে পড়তে হবে মস্ত মেইন কমপ্লেক্সে। আর যদি পেয়ে যায় কোনও কমিউনিকেশন গিয়ার, চেষ্টা করবে ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো ও বব বউলিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

ছুটছে পবন ও ফারিয়া। পেরিয়ে গেল ছোট একটা ঝর্না। আবারও উত্তর দিকে চলেছে মেইন কমপ্লেক্স লক্ষ্য করে।

ওদের একমাইল পিছনে খনির কাছে থমকে গেল রাফিয়ান আর্মির দুই স্ট্রেলা। উল্কিঅলা লোকগুলো হিংস্রভাবে দেখছে নিশাতকে।

কুৎসিত সব গালি দিচ্ছে। জল্লাদ এবং তার দল ফিরছে মেইন কমপ্লেক্সের দিকে।

মূল দল থেকে সরে গেছে একজন, হাঁটু গেড়ে বসেছে কাদাটে জমির পাশে। সে পচা নেইটরিচ। ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হয়েছে বাম কান। বিশ্রীভাবে চুইয়ে রক্ত পড়েছে গজ কাপড়ে, ভয়ানক লাগছে লোকটাকে দেখতে।

কঠোর চোখে কী যেন দেখছে কাদাটে জমিতে।

ওখানে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে জুতোর ছাপ।

গোপন সোভিয়েত বেসে এ ধরনের জুতো কেউ ব্যবহার করে না।

ছাপগুলো নাইকি হাইকিং-বুটের।

'শালা পবনের বাচ্চা...' বিড়বিড় করল পচা নেইটরিচ। 'আমি না শালা বলেছি ঠিকই তোকে খুঁজে বের করব!'

নিজের দলের লোক ডাকল সে। রওনা হয়ে গেল পায়ে হেঁটে। গাড়ি চাই না তার, নীরবে শিকার করবে।

রক্ষা নেই পবন হায়দার ও ফারিয়া আহমেদের!

তেইশ

পোলার আইল্যাণ্ডের পশ্চিমে আইস ফিল্ড।

সকাল এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিট।

হঠাৎ চমকে ঘুম ভাঙল ডিজিএসই এজেন্ট শ্যারন ফ্যেনুয়ার।

বারকয়েক কাশল। চোখ পিটপিট করে সচেতন হতে চাইছে। চারপাশ দেখল, ও আছে কমলা এক ইনফ্লেটেবল লাইফ রাফটে।

শান্ত আর্কটিক সাগরের লিড দিয়ে ধীরে চলেছে ওটা। বৈঠা বাইছে মাসুদ রানা। ব্যথা সহ্য করে শ্যারন ভাবল, মানুষটা এবার কী করবে? ওদের তো কোথাও যাওয়ার নেই!

লিডের দু'পাশের বরফ-দেয়াল কমপক্ষে দশফুট উঁচু।

নিজের দিকে চাইল শ্যারন। রানা পুরু ওয়াটারপ্রুফ ফিল্ড ড্রেসিং বেঁধে দিয়েছে ওর কোমর ও পেটে।

আপাতত থেমে গেছে রক্ত পড়া।

কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল শ্যারন, তারপর কষ্ট করে উঠে বসল। 'আচ্ছা, আমরা এখানে এলাম কী করে? শেষ যা মনে পড়ে...' থেমে গেল শ্যারন। ওর চোখ পড়েছে পোলার আইল্যাণ্ডের উপর।

লিডের দেয়ালের উপর দিয়েও দেখা গেল দ্বীপের দক্ষিণে উঁচু পর্বতমালা।

গম্ভীর রানা বলল, 'তুমি জ্ঞান হারিয়েছিলে। ড্রেস করে দিয়েছি ক্ষত। এপি-৭ ইনজেক্টও করেছি। ফিল্ড ড্রাগ। বাংলাদেশ আর্মির জন্য তৈরি করেছেন আমাদের এক মহৎ মনের বাঙালি বিজ্ঞানী। ওটা ব্যথানাশক, আবার একইসঙ্গে মন ও দেহ স্থির রাখে। যাতে সৈনিক ফিল্ড হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে।'

'তোমাদের দেশ বেশ দ্রুত উন্নতি করছে,' মন্তব্য করল শ্যারন।

'আপাতত দৌড়াতে পারবে না,' বলল রানা। 'কিন্তু হাঁটতে পারবে। সাগরে ফেলে দিয়েছি চারটে স্কেয়ার। কিন্তু আরও দুটো রয়ে গেছে। ওগুলো আছে আমার দলের নিশাত সুলতানা, পবন হায়দার ও ফারিয়া আহমেদের কাছে। ওরা আটকা পড়েছে দ্বীপে। আবারও ওখানে ফিরব আমরা।'

'ফিরবে? কী করে?'

'এসব লিডের ভেতর দিয়ে যাব পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তরে।

ওখানে ওয়েইলিং ভিলেজ আছে। এখন রাফিয়ান আর্মি কঠোরভাবে পাহারা দেবে কেবল কার বা গ্যান্ট্রি এলিভেটার। দ্বীপের আরেকপাশে সাবমেরিন স্টেশন, ওটাও ব্যবহার করতে পারব না। বাধ্য হয়েই ওই গ্রামের দিকে চলেছি।'

'তাতে সময় লাগবে,' বলল শ্যারন। নড়ে উঠতেই ব্যথা পেয়েছে।

ওর দিকে চাইল রানা। 'আজ আর তুমি লড়তে পারবে না। আরেকটু হলে মারাই পড়তে। স্প্লিনের তিন মিলিমিটার দূর দিয়ে গেছে বুলেট।'

গুঙিয়ে উঠল শ্যারন, চোখ পিটপিট করে সহ্য করতে চাইল ব্যথা। আবারও শুয়ে পড়ল। বাতাস নেই, ঢেউ নেই, পরিবেশটা খুবই শান্ত। দু'পাশে শুভ্র বরফ-দেয়াল, গেছে বহু দূরে। শ্যারন যেন ভাসছে কোনও মেঘে।

'ভুল না হয়ে থাকলে দশ মিনিটের ভেতর গ্রামে পৌঁছব,' বলল রানা। ধীরে ধীরে বৈঠা বাইছে।

'তুমি তলিয়ে যাওয়া বিমান থেকে আমাকে তুলে এনেছ,' আস্তে করে বলল শ্যারন।

চুপ করে থাকল রানা।

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন ছুঁড়ল শ্যারন। 'কেন এ কাজ করলে? আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে খুন করতে। আগেও এ কথা বলেছি: সব শেষ হলে যে কাজে এসেছি সেটা করব। মূল মিশন থেকে সরে যাওয়ার কোনও কারণ নেই আমার।'

কয়েক সেকেণ্ড বৈঠা স্থির রাখল রানা। শান্ত পানিতে ধীরে এগিয়ে চলেছে রাফট। শ্যারনের দিকে চেয়ে রইল ও।

'আমি তোমাকে সরিয়ে এনেছি, কারণ আপাতত তুমি আমার লোক। তোমাকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল, তাই করেছি।'

রানার চোখে চাইল শ্যারন। 'সত্যি... বিশ্বাস করো আমাকে?

...কেন?'

'আমার ওপর তোমার দেশের প্রতিশোধ-স্পৃহার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে একসঙ্গে কাজ করছি আমরা।'

'সে তো নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে।'

'আরও একটা কথা আছে: আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শুধু কর্তৃপক্ষের হুকুমে আমাকে খুন করতে আসোনি,' বলল রানা। 'তুমি এসেছ ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। তোমার ধারণা অন্যায় করা হয়েছে তার ওপর। নিরপরাধ এক বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে ভয়ঙ্কর এক খুনি। তোমাকে ধারণা দেয়া হয়েছে, আমিই সেই খুনি। কাজেই... তবে সত্যি কথা হচ্ছে, আমি তাকে খুন করিনি। আর এটাও সত্যি, নিরপরাধ সে ছিল না, একটা রিসার্চ সেন্টার আক্রমণে সাহায্য করেছিল নিষ্ঠুর একদল খুনিকে। তারা নির্বিচারে খুন করছিল সিভিলিয়ানদের। আমি তাকে বেঁধে রেখেছিলাম খুঁটির সঙ্গে। ভেবেছিলাম সে হয়তো ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওই অন্যায়টা করতে বাধ্য হয়েছে। খুন করতে চাইলে হাত-পা বাঁধার দরকার ছিল না। তুমি যা জেনেছ, সবই ভুল।

'তবে আরও একটা সত্য কথা জেনে রাখো, শ্যারন। তুমি যখন আমার বা আমার কোনও বন্ধুর দিকে অস্ত্র তুলবে, সেই মুহূর্তে বিনা দ্বিধায় তোমার বুকে গুলি করব আমি। এত কথা ভেঙেচুরে বলার কারণ: আমি জানি বিচারবুদ্ধি আছে তোমার, তোমার বিচারে আমি জঘন্য এক অপরাধী।'

'কিন্তু আসলে তা নও? আমার প্রতিশোধ নেয়া উচিত নয়?'

'শোধ নেয়ার ইচ্ছেতে আমি কোনও দোষ দেখি না।'

'তুমি আমার দেশের মস্ত ক্ষতি করেছ।'

'করেছি। বাধ্য হয়ে। সেজন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ওরাই আগ্রাসী ছিল, আমি যা করেছি, নিজের প্রাণ বাঁচাতে। ...জানো, আসলে তোমার সমস্যা হচ্ছে, তুমি ন্যায্য বিচার করতে

চাও। যারা এটা করতে চায়, আমার বিশ্বাস তারা আসলে ভাল মানুষ।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আসলে সুন্দর একটা নরম মনের মেয়ে তুমি। কোমল হৃদয়ের যে-কারও সঙ্গে যুক্তি দিয়ে কথা বলা যায়। তুমি পৃথিবীর বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছ, তাই আমি তোমার বিপদে সাহায্য করেছি।'

চোখ নামিয়ে নিল শ্যারন। নিজের মনে ভাবছে কথাগুলো।

একটু পর আবারও চোখ তুলল রানার চোখে। দৃষ্টি কঠিন। 'তুমি ভুল জানো। একসময় ন্যায় বিচারের ভক্ত ছিলাম। তখন বোকা ছিলাম। এখন আমি শুধুই খুনি। এই মিশন শেষে আহত থাকি বা সুস্থ— অক্ষরে অক্ষরে ওপরঅলার নির্দেশ পালন করব। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে তুমি আর নেই।'

রানার মুখে চিন্তার সামান্যতম ছাপ পড়ল না।

'সে যা হয়, দেখা যাবে,' মৃদু হাসল রানা। 'কিন্তু একসময় আততায়ী ছিলে না, তাই না?' সহজ স্বরে বলল।

'না, তা ছিলাম না।'

'আর সত্যিকারের খুনিও হতে পারোনি। তুমি বোধহয় বেশ চিন্তাশীল মেয়ে।'

'কী কারণে এটা মনে হচ্ছে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল শ্যারন।

'কারণ ঠাণ্ডা মাথার খুনির মনের মৃত্যু হয় প্রথম। ওরা বোকাও হয়। গাধাও ট্রিগার টিপতে পারে। যে কারও মনে হতে পারে, কাউকে খুন করলে সত্যিই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে সে। কিন্তু তুমি অমন নও। অন্যকিছু হয়েছিল তোমার জীবনে।'

'তুমি কি আমার সাইকো অ্যানালিসিস করছ?' একটু রেগে গিয়ে জানতে চাইল শ্যারন।

'আর কোনও কাজও তো নেই,' মৃদু হাসল রানা।

'ঠিক আছে।' আকাশে চোখ রাখল শ্যারন। 'নিজের কথা বলব তোমাকে। কিন্তু তোমাকেও বলতে হবে নিজের ব্যাপারে। বিশেষ করে জানতে চাই সুলতা রায় থেকে শুরু করে তিশা করিমের সঙ্গে কেমন ছিল তোমার সম্পর্ক।'

চোখ সরিয়ে নিল রানা, পরক্ষণে শ্যারনের চোখে চাইল। 'বেশ, বলব। তোমাকে দিয়েই শুরু হোক।'

'অ্যাকশন ডিভিশনে কাজ নেয়ার আগে, ছিলাম ডিজিএসই ডিরেক্টোরেট অভ ইন্টেলিজেন্স-এ,' বলল শ্যারন। 'আমার কাজ ছিল আলজেরিয়া, মরোক্কো ও ইয়েমেনের ইসলামিক এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপের ওপর চোখ রাখা। বিশেষ করে খেয়াল করতাম, তারা মহিলাদেরকে দলে টানছে আত্মঘাতী বোমাবাজ তৈরি করার জন্য। এক ইয়েমেনি মহিলার সঙ্গে গড়ে উঠল বন্ধুত্ব। তার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। বয়স ওর পঁয়ত্রিশ। নাম লিলি রহিম। তিনবছর ধরে প্রচুর তথ্য দিয়েছে। তার তথ্য পেয়েই প্যারিসের ওপর দুটো হামলা ঠেকিয়ে দিই। প্রথম হামলা ছিল আইফেল টাওয়ারে। অন্যটা চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে।

'তারপর একদিন, লিলি বলল যেন ওকে নিরাপত্তা দিই। তখন আবারও প্রেগন্যান্ট ও। ভয় পাচ্ছিল ওর নেতারা জেনে ফেলেছে, আসলে মুখ খুলেছে। আমি মার্সেইল্স্ ডিজিএসই অফিসে নিয়ে গেলাম লিলিকে। ডিব্রিফিং রুমে নেয়ার পর দায়িত্ব নিল আমার বস। সে আমার বাগ্‌দত্তও ছিল। টু ওয়ে কাঁচের ওপাশ থেকে সব দেখছিল। কিন্তু এর আগের বাচ্চা প্রসবের সময় লিলির ইউটেরাসে অপারেশন করে সেমটেক্সের দলা রেখে দেয়া হয়।

'একবারও ভাবিনি এমন হবে। লিলি জানত সবই। আমাদের এক্স-রে বা ক্যাথোড রে স্ক্যানার দেখল ব্যাণ্ডেজের মত ওই জিনিসটা আসলে তারই দেহের অংশ বা ফিটাস। লিলি আমাদের চারটে সিকিউরিটি স্ক্যানার পেরিয়ে ওই ঘরে ঢোকে। সেসময়

ওখানে ছিল ডিজিএসই-র দু'জন সিনিয়ার এজেন্ট। এ ছাড়া ঘরে ছিল আরও চার কলিগ। সবাই ছিটকে গেল বোমার বিস্ফোরণে। শুধু বেঁচে গেলাম আমি। বছরের পর বছর লিলি রহিম অপেক্ষা করেছে আত্মঘাতী হামলার জন্যে।'

চুপ করে আছে রানা।

'লিলির প্রতি দয়া দেখাতে গেলাম বলে মরতে হলো আমার বাগ্‌দত্ত এবং আরও কয়েকজনকে,' বলল শ্যারন। 'তখনই ঠিক করলাম, আর কখনও কারও প্রতি মনে সহানুভূতি জাগতে দেব না। শীতল এক মানুষ হয়ে গেলাম। ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলাম অ্যাকশন ডিভিশনে। প্রথম মাসেই খুন করলাম এক ধর্ষক-খুনিকে। আর তারপর থেকে এই কাজই করছি।'

থেমে গেল শ্যারন, তারপর বলল, 'অবাক কাণ্ড কী, জানো? তোমার বিষয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছি। সত্যিই বুঝতে পারিনি কীভাবে এত দক্ষ অপারেটর হলে তুমি।'

'রিসার্চ করেছ?'

'স্বাভাবিক। কাউকে খুন করতে চাইলে প্রথমে তার সম্পর্কে সবই জেনে নেয়া উচিত। আগে বুঝতে হবে প্রেশার পয়েন্ট, কাকে ভালবাসে, দুর্বলতা— ইত্যাদি। নইলে তাকে ফাঁদে ফেলব কী করে?'

'তা-ও ঠিক।'

'তুমি কি তোমার জীবনের ব্যর্থতা বা সাফল্য নিয়ে বলবে না?'

'তুমি রিসার্চার, তুমিই না হয় বলো,' হাসল রানা। 'কোথাও ভুল হলে ধরিয়ে দেব। এতে বুঝেও যাব কতটা জানো।'

'আমার আপত্তি নেই,' বলল শ্যারন। মনে গুছিয়ে নিল কথা, তারপর বলতে লাগল।

চুপ করে শুনছে রানা। চলে গেছে অতীতে। শ্যারন একের পর এক ওর মিশন ও ব্যর্থ প্রেমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছে।

একটু পর চাপা শ্বাস ফেলল রানা। ধীরে ধীরে রাফট নিয়ে চলেছে দ্বীপের দিকে। উদাস হয়ে গেছে মন। বুকে কোথায় যেন চাপা কষ্ট।

'...আর শেষে বুঝে গেলে সংসারের মায়াজাল তোমার জন্যে নয়। পরেও সোহানা বা তিশা তোমাকে বাঁধতে চায়নি।'

মাত্র সাত মিনিটে বক্তব্য সেরেছে শ্যারন।

নিজের মানসপটে তৈরি করেছে রানার নিখুঁত চিত্র।

হঠাৎ করেই বলল, 'আমি হলে হয়তো বাঁধতেই চাইতাম... ...সত্যি, রানা... ' চুপ হয়ে গেল শ্যারন।

'থামলে কেন?' মেয়েটির দিকে চাইল রানা।

ঢোক গিলল সুন্দরী শ্যারন। 'মিথ্যা বলব না... এমন কাউকে আমি জীবনে দেখিনি। অথচ দেখো, আমরা দুই মেরুর মানুষ— আমার ওপর নির্দেশ: যেন শেষ করে দিই তোমাকে।'

শুভ্র বরফের মাঠের মাঝ দিয়ে লিডে বৈঠা বাইছে রানা, একদম চুপ।

'কিন্তু এখন...' আবারও মুখ খুলল শ্যারন, 'সত্যি জানি না কী করব। পাগল হতে চাই না, রানা। জানা নেই আর একঘণ্টা বাঁচব কি না। কিন্তু এটা জানি: যদি বলা হয় তোমাকে শেষ করতে, সেটা আমি পারব না। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, সেজন্যেও নয়। কেন যেন আমার অস্তিত্বের ভেতর অনুভব করছি, জেনে-শুনে-বুঝে কোনও পাপ করোনি তুমি। করতে পার না।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রানা। এইমাত্র থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে রিস্টগার্ড।

মেসেজ এসেছে কেভিন কনলনের কাছ থেকে।

'পরে আবারও আলাপ করব,' বলল রানা। পড়তে শুরু করেছে মেসেজ।

অদ্ভুত চোখে চুপ করে ওকে দেখছে অপরূপা, আহত শ্যারন।

মনোযোগ দিয়েছে রানা রিস্টগার্ডের স্ক্রিনে:

কেভিন কনলন: ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, রানা! লেজ তুলে সিআইএ-র একদল খুনির কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি! নীচে যা পাঠালাম, সেসব ভাল করে পড়লে অনেক কিছুই বুঝবেন। আমার ধারণা আপনার রাফিয়ান আর্মির মাথায় আছে উইলিয়াম থ্রাশার নামের এক লোক। আবারও পালাতে হচ্ছে। পরে যোগাযোগ করব। ...বাঁচলে!'

সিআইএ? ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

মেসেজে অ্যাটাচ করা পিডিএফ ডকুমেন্ট।

টাইটেলে লেখা: 'কিল-ড্রাগন'।

ফাইল ওপেন করল রানা। সরে বসল শ্যারনের পাশে। এবার দু'জনই পড়তে পারবে।

চোখ বোলাতে লাগল রানা প্রথম পাতায়:

অপারেশন 'কিল-ড্রাগন'

অ্যানালিসিস অ্যাণ্ড

অপারেশন কনসেপ্ট বাই

উইলিয়াম থ্রাশার

আগস্ট ১, ১৯৮৫

উনিশ শ' বিরাশি সালে লিখিত 'মহাচিনের অবিশ্বাস্য উত্থান এবং আমেরিকার পতন' সূচক লেখার পর এজেন্সির ডিরেক্টর (অপারেশন্স) আমার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আগ্রহী হন। তার ফলে হয়তো ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার পতন ঠেকানো যেতে পারে। যে পরিকল্পনা আমি তৈরি করি, তা নীচে লিখিত হলো:

আমরা রাশাকে ব্যবহার করে শেষ করব মহাচিনকে।

চট্ করে শ্যারনের দিকে চাইল রানা। 'লোকটা লিখেছে রাশাকে কাজে লাগিয়ে চিনকে শেষ করে দেবে।'

'তা হলে কি এই মিশন আসলে চিনের বিরুদ্ধে?' আনমনে বলল শ্যারন।

দু'জন মিলে পড়তে লাগল:

এক্সিকিউটিভ সামারি

আমাদের নতুন কিছু অস্ত্রের বিষয়ে আগ্রহী হই, এবং সেগুলোর ভিতর একটি প্রোটোটাইপ ওয়েপন প্রোগ্রাম আমাদের অত্যন্ত কাজে আসতে পারে। অস্ত্রটা অ্যাটমোসফেরিক বা টেসলা ডিভাইস। পৃথিবীর জেটস্ট্রিম বা তুমুল বায়ুপ্রবাহ ব্যবহার করবে ওটা। ওই বায়ুর সঙ্গে নর্দান হেমিস্ফেয়ারে ছড়িয়ে পড়বে বিপুল দাহ্য গ্যাস। ওয়েদার মডেলের মাধ্যমে দেখা গেছে, আর্কটিকের নির্দিষ্ট এলাকা বা সোভিয়েত ফ্লিট মেইনটেন্যান্স স্টেশন পোলার আইল্যাণ্ডে অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন তৈরি করলে, ওটা প্রয়োগে বাস্তবে ক্ষতি রাশার হবে না, বরং চায়নার হবে।

সোভিয়েত গুপ্তচর সংগঠনগুলো ব্যস্ত হয়ে আমাদের গোপন তথ্য চুরি করছে। এসবের মাধ্যমেই ক্ষমতা পেয়েছে ওই দেশ। তারা খুবই খুশি হবে আমেরিকার মিলিটারির গোপন তথ্য সরাতে পারলে। এবং সন্দেহ নেই আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে দেরি করবে না। অর্থাৎ তৈরি করবে আমাদেরই আবিষ্কার সুপারওয়েপন।

আমার প্রস্তাব হচ্ছে: টেসলা ডিভাইসের প্ল্যান চুরি করবার সুযোগ করে দেয়া হোক কেজিবিকে। ডিভাইসের প্ল্যানের সঙ্গে অপটিমাল লোকেশন বিষয়ে দেয়া হবে আমাদের নিজস্ব ভুল তথ্য। সেসব ডেটার ভিতর নোট দেয়া হবে: পোলার আইল্যাণ্ডে অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপন তৈরি করলে ধ্বংস করা যাবে প্রায় গোটা আমেরিকা।

পোলার আইল্যাণ্ডের দিকে চাইল রানা। অসংখ্য লিডের উপর যেন ঝুঁকে আছে উঁচু, প্রকাণ্ড, পাথুরে দ্বীপ।

'এরা মানুষ না...' বিড়বিড় করল শ্যারন।

'সোভিয়েতরা যদি সত্যিই তৈরি করে ওই ডিভাইস— এবং আমি নিশ্চিত তাই করবে— তা হলে আমাদের পরের কাজ হবে সঠিক সময়ে মহাচিনের হুমকি দূর করে দেয়া। সেক্ষেত্রে তারা পৃথিবীর মাথায় ছড়ি ঘোরাতে পারবে না। এবং এই প্ল্যানের সবচে' ভাল দিক হচ্ছে: কেউ জানবে না আসলে কলকাঠি নেড়েছে আমেরিকা।

কাজেই নানাদিক বিবেচনা করে...

'সিআইএ-র এরা সত্যিকারের পশু,' রানার দিকে চাইল শ্যারন।

কোনও মন্তব্য করল না রানা। পড়ছে:

ঠিক হয়েছে, তৈরি করা হবে দেশহীন একটি সামরিক বাহিনী। সবমিলে দুই শ' থেকে আড়াই শ' লোক থাকবে ওটাতে। রাফিয়ান আর্মি বা অন্য যে-কোনও নাম দেয়া হবে ওই সেনাবাহিনীর। ওই দলের কাজ হবে সঠিক সময়ে পোলার আইল্যাণ্ড দখল করে টেসলা ডিভাইস চালু করা।

জরুরি একটি নোট: *ওই দলের কেউ যেন জানতে না পারে তাদের আর্মি শেষে থাকবেই না।*

সত্যিকারের সৈনিক কখনোই ভাল অভিনেতা হয় না। মার্সেনারিদেরকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। আর প্রাইভেট কণ্ট্র্যাক্টাররা মার্সেনারিদের চেয়েও বদ। এই মিশন সফল করতে হলে চাই সত্যিকারের বিশ্বাসী অফিসার ও সৈনিক। ধরে নেয়া যেতে পারে, তাদের কেউ কেউ বন্দি হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে আমাদেরই কোনও বন্ধু রাষ্ট্র। (তারাও জানবে না আমরা তৈরি করেছি নকল আর্মি, এবং আমাদের দু'চারজন বন্দি হলে আমেরিকারই উপকার হবে।)

সব শেষে আমার প্রস্তাব হচ্ছে: আমাদের উচিত মিলিটারি ট্রেনিং পাওয়া লোক নিয়োগ করা। আমরা সহজেই তাদেরকে ভুল পথে নিতে পারব। জানিয়ে দেয়া হবে পৃথিবীতে নানা বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য তাদেরকে জড় করা হয়েছে। ওই আর্মির উপরমহলের ছোট বৃত্তের কয়েকজন বিশ্বাসী লোক এবং আমি নিজে মিলে একের পর এক টেরোরিস্ট হামলা করব নানা দেশে। এর ফলে ওই আর্মির নাম ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না। এরপর সঠিক সময়ে দখল করা হবে পোলার আইল্যাণ্ড, এবং কাজে লাগানো হবে রাশান ডিভাইস।

আরেকটি জরুরি বিষয়: *আমাদের কাজ সমাপ্ত হলে শেষ করে দিতে হবে ওই আর্মির প্রত্যেককে।*

চোখ বোলাতে লাগল রানা ডকুমেন্টে:

জরুরি এই মিশনের কারণে কী ঘটতে পারে:

লেলিহান গ্যাসীয় আগুনে মহাচিন, তার সব শহর, বেশিরভাগ মানুষ এবং সমস্ত সম্পদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ায় জনবিরল হয়ে যাবে ওই বিশাল ভূমি। ছাই হবে পাক-ভারত-বাংলাদেশের নব্বুই ভাগ মানুষ। স্বল্প খরচে শ্রমিক মেলে, তাই ওই কয়েকটি দেশের কনফেডারেশনই ভবিষ্যতে হয়ে উঠত বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। এই একই মিশনে শেষ হবে দুই এলাকার দুই শত্রু প্রতিযোগী। ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার সামান্য এলাকা পুড়বে। (এ ক্ষতি মেনে নিতে হবে, নইলে হয়তো সন্দেহ এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ে।) দোষ গিয়ে পড়বে রাশার ওপর। উন্নত দেশের সরকার ভাল করেই জানে, দুর্বল সেফটি প্রোটোকলের জন্য বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাশা। এবারও তা-ই হবে, ঝাড়ে বংশে শেষ হবে চিনারা। শেষপর্যন্ত অবশ্য দোষ পড়বে এক টেরোরিস্ট দলের ওপর। এবং আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আমেরিকা। সাধারণ মধ্যবিত্ত নতুন করে বাঁচবে। নিশ্চিত হবে তাদের ভবিষ্যৎ।

শেষে আমেরিকার সাধারণ মানুষই ভোগ করবে এই বসুন্ধরা।

চুপ করে রিস্টগার্ডের স্ক্রিনে চেয়ে আছে রানা। মনে মনে বলল, 'নরকে যাক আমেরিকানদের উন্নতি।'

ওর মনে পড়েছে, অতি দেশ-প্রেমিক আমেরিকান এক এজেন্সির কথা। ওই সংগঠনের নাম ছিল: আইসিজি। মানুষ খুন করতে দ্বিধা করত না। কিন্তু এবার আমেরিকার সিআইএ যা করছে, এর কোনও তুলনা হয় না। রিস্টগার্ডের পরের পৃষ্ঠায় গেল রানা। ওখানে পৃথিবী দেখানো হয়েছে। সেই মানচিত্রে বিপুল গ্যাসের মেঘ। ওটা বিষাক্ত নয়, কিন্তু দাহ্য বলে আগুন জ্বেলে দেবে দেশে দেশে।

ঢেকে ফেলেছে পুরো চিন।

ভারতের পশ্চিমাংশ ছাড়া উপমহাদেশের অন্যসব এলাকা ছাই হবে।

নিজের সবুজ দেশটির কথা মনে এল রানার, মুচড়ে উঠল বুকের ভিতরটা। বাঙালি শান্তিপ্রিয়, গরীব— তাই হাজার বছর ধরে মানতে হয়েছে অনেক অত্যাচার, অবহেলা ও অপমান। একাত্তরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা মাথার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল অন্যায় যুদ্ধ। তারা খুন করেছিল লাখ লাখ বাঙালি। ধনী সব রাষ্ট্রের নানা দাবীর চাপ সহ্য করেও মাত্র কোমর সিধা করছে বাংলাদেশ। আর এখন বিশ্বের সম্রাট, যুদ্ধবাজ, অস্ত্রধারী, মহাধনী আমেরিকার একদল নিষ্ঠুর পশু চাইছে ওদেরকে বিনা অপরাধে শেষ করে দিতে!

বুকের ভিতর আগুন জ্বলছে রানার। আবারও ম্যাপ দেখল।

অ্যাটমোসফেরিক ওয়েপনের ফলে এশিয়া বা ইউরোপের চেয়ে অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমেরিকা।

ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল শ্যারন। নিচু স্বরে বলল, 'সত্যি তা হলে রাফিয়ান আর্মির জন্ম দিয়েছে সিআইএ।'

'এক শ' ভাগ আমেরিকার জিনিস,' তিক্ত স্বরে বলল রানা।

আবারও কিল-ড্রাগন ডকুমেন্টে মন দিল ওরা।

ডকুমেন্টে জরুরি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছে উইলিয়াম থ্রাশার:

মুখ থুবড়ে পড়বে সোভিয়েত ইউনিয়ন

সিআইএ কর্তৃপক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে আমাদের পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এবং আমারও ধারণা: এই দশকের শেষের দিকে ওই দেশই থাকবে না। আর তার ফলে কঠিন হবে আমাদের কাজ। কিন্তু এ-ও ঠিক, আরও জরুরি হয়ে উঠবে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ হয়ে যাওয়ায় যে কনফেডারেশন তৈরি হবে, তাদের জন্য কষ্টকর হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধ্বংসী হাজার হাজার নিউক্লিয়ার আর্সেনাল নিয়ন্ত্রণ করা। এবং টেসলা ডিভাইসের মত অস্ত্র নিজেদের কাছে রাখা কঠিন হবে রাশার জন্য। পোলার আইল্যাণ্ডের ভয়ঙ্কর ওই অস্ত্র পাহারা দেয়ার জন্য হয়তো থাকবে আর্মির কয়েকজন স্টাফ ও সৈনিক। তারা হবে স্কেলিটন ক্রু। কাজেই সহজে তাদেরকে কিনেও নেয়া যাবে।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'মেনে নেয়া কঠিন, ওই লোক এসব লিখেছে উনিশ শ' পঁচাশি সালে। সত্যিই মস্ত অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠেছে চিন। কিন্তু দুটো ব্যাপারে ভুল করেছে থ্রাশার। প্রথম কথা: পালিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর ম্যাকসিম তারাসভ, ডিসট্রেস সিগনালও দিতে...'

'আর দ্বিতীয় ভুল?' প্রশ্ন ছুঁড়ল শ্যারন।

'তার জানা ছিল না আমাদের ছোট্ট টেস্টিং টিম ছিল কাছেই।'

চুপ হয়ে গেছে রানা, এইমাত্র থামল রাফট।

কয়েক শ' ফুট সামনে লিড শেষে উঁচু পোলার আইল্যাণ্ড।

ওই তীরেই বরফ-ছাওয়া শত বছর পুরনো পরিত্যক্ত তিমি শিকারীদের গ্রাম।

ওদিকে চোখ গেল রানার। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আরেকটা বিষয় মোটেও আঁচ করেনি থ্রাশার। তার জানা নেই, তাকে রুখতে আমরা কতটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।'

চব্বিশ

মেইন ভেন্টের কাছেই নিচু এক দেয়ালের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো ও কর্পোরাল বব বউলিং। পরিষ্কার চোখে পড়ছে পোলার আইল্যাণ্ডের মিসাইল ব্যাটারি। টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা, সম্পূর্ণ সতর্ক। শত্রুপক্ষ জানে না ওরা এখানে আছে। বিস্ময় এখনও দূর হয়নি ওদের।

একটু আগে দেখেছে, রাশান কমপ্লেক্সে ঢুকে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়ে ইউরেনিয়ামের স্কেয়ারসহ তার দলবল নিয়ে রানওয়ের দিকে পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা।

অবশ্য তার ফলে কিছুই বদলে যায়নি। মাসুদ রানা ও তার মিশন ব্যর্থ হয়েছে। এবার ওদেরকে কিছু করতে হবে। কঠিন কাজ।

ধ্বংস করতে হবে রাফিয়ান আর্মির মিসাইল ব্যাটারি।

শুধু তা-ই নয়, ওই আর্মিকে ঠেকাতে হবে, নইলে আবারও গ্যাসভরা আকাশে ইউরেনিয়ামের স্কেয়ার ছুঁড়বে তারা।

একটা চিন্তা ঢুকেছে বব বউলিঙের মনে। বাধ্য হলে খুঁজে বের

করবে রাফিয়ান আর্মির আপলিঙ্ক। ওটা যোগাযোগ রাখছে মিসাইল-স্পটিং স্যাটালাইটের সঙ্গে। ওই আপলিঙ্ক উড়িয়ে দিলে ওরা নিজেরাও বাঁচবে না। রাশান বা আমেরিকান মিসাইল উড়িয়ে দেবে এই দ্বীপ।

বব জানে, প্রয়োজনে নিজের প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না ও।

কিন্তু আপলিঙ্ক খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ওই ডিশ খুব বড় হতে হবে, তা নয়। বাসনের সমান জিনিসটা আকাশে তাক করলেই হলো। সত্যি যদি খুব চালাক হয় রাফিয়ান আর্মির অফিসাররা— এবং তার উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে— সেক্ষেত্রে এমন কোথাও আপলিঙ্ক রেখেছে, যেখানে কারও চোখে পড়বে না ওটা। দ্বীপে উঠবার পর ডিশের মত কিছুই দেখেনি বব বা পাওলো।

মাসুদ রানা চলে যাওয়ার পর গ্যাস ভেন্টের দক্ষিণে মিসাইল ব্যাটারির কাছে অবস্থান নিয়েছে ওরা। পরনে এখনও মৃত রাফিয়ান আর্মির পার্কা।

এখন যেখানে আছে, সেটা ভাল জায়গা।

নীচেই মিসাইল ব্যাটারি।

অবশ্য ওদের চোখের সামনেই লঞ্চ করা হয়েছে মিসাইল।

ধবধবে সাদা হয়ে জ্বলে উঠেছিল দক্ষিণের আকাশ।

ওদের মনে হয়েছিল পুরো ব্যর্থ হয়েছে ওরা।

সফল হয়েছে রাফিয়ান আর্মি।

কিন্তু এর একটু পরেই শুনল হৈ-চৈ।

ছিটকে গিয়ে নানাদিকে ছুটল অফিসার ও সৈনিকরা।

ওই হুলুস্থুলের ভিতর এক সৈনিক দেখে ফেলেছিল ওদেরকে, কিন্তু সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের গুলিতে লোকটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো।

দেরি না করে লাশটা সরিয়েও ফেলেছে ওরা। তখন লোকটার

ইয়ারপিস নিয়েছে ক্যাপ্টেন।

সিঙ্গল ইয়ারপিসে কান পেতেছে দু'জনই। শুনেছে রাফিয়ান আর্মির কথাবার্তা।

নদীপথে পালাতে শুরু করেছিল দুঃসাহসী মাসুদ রানা।

'এইমাত্র বিমান নিয়ে নদীতে নেমেছে হারামজাদা...'

'ধরতে স্ট্রেলা পাঠাও!'

'...শালার ধচা বিমানের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে কারা যেন!'

'তিনজন! সিমেন্ট মিক্সারে!'

'ধর শালাদের! ওই যে দুই স্কেয়ারের কেস!'

'কেড়ে আন্ ওই স্কেয়ার!'

এর একটু পর অ্যান্টোনভ বিমান পড়ে গেল জলপ্রপাত থেকে নীচের সাগরে। আরও একটু পর আবারও শোনা গেল ট্র্যান্সমিশন। কোথায় যেন আছে একটা খনি, সেখানে কী যেন ঘটছে। শেষে নীরব হয়ে গেল রেডিয়ো।

এখন চুপচাপ অপেক্ষা করছে বউলিং ও পাওলো। চোখ রেখেছে পোলার আইল্যাণ্ডের মিসাইল ব্যাটারির উপর। প্রথম মিসাইল লক্ষ্য ঠেকাতে পারেনি, কিন্তু এরপর আর ভুল করবে না।

ওই ব্যাটারি আসলে সমতল উঁচু এক জায়গা, ওই জমিকে বেসের সঙ্গে যুক্ত করেছে সরু একটা দীর্ঘ সেতু।

গহ্বর পেরিয়ে মেইন টাওয়ারে গেছে সেতু।

পাথরের সমতল জায়গাটা চেঁছে সমান করা, তার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেমি-ট্রেইলারের মত দেখতে ছয়টা ট্র্যান্সপোর্টার ইরেকটর লঞ্চার। প্রতিটার পিঠে একটা করে মিসাইল।

মিসাইল ব্যাটারির দিকে চেয়ে আছে বব বউলিং। 'আমরা যদি সেতুর পাশে দড়ি ঝুলিয়ে নেমে যাই? কারও চোখ না এড়িয়েই নামতে পারব কূপের ভেতর। তারপর ম্যাগহুক ব্যবহার করে

আবারও উঠে যাব মিসাইল ব্যাটারিতে।'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন পাওলো। 'যিশু! তুমি পাগল নাকি! আমরা শেষ! মাসুদ রানা খতম! অন্যরাও একটু পর মরবে!'

'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ— লড়ব আমরা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বব। 'এ ছাড়া উপায়ও নেই। চলুন, স্যর, ব্যাটারি উড়িয়ে দিই!'

সাবধানে এগোতে শুরু করেছে তরুণ।

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল ক্যাপ্টেন পাওলো। বিড়বিড় করে বলল, 'সব শালা হিরো হয় না, বাছা!'

বব বউলিঙের কথামতই কাজ করল পাওলো। নেমে গেল গভীর কূপে, তারপর ম্যাগহুক ব্যবহার করে আবারও উঠল ব্যাটারিতে। দেরি না করেই চট্ করে লুকিয়ে পড়ল একটা ট্র্যান্সপোর্টার ইরেকটর লঞ্চারের তলে।

প্রায় কেউ খেয়াল করেনি ওরা কোথায় গেছে।

কিন্তু ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ খেয়াল করছে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা।

কমাণ্ড সেণ্টারে নীরবে সবই দেখছে বিশৃঙ্খলার সম্রাট উইলিয়াম থ্রাশার। এইমাত্র ব্যাটারি বেয়ে ট্রাকের নীচে ঢুকেছে দুই মেরিন।

মাইক্রোফোন তুলে নিল থ্রাশার।

ওদিকে লঞ্চারের নীচে সতর্ক হয়ে উঠেছে বব বউলিং। হাঁপাচ্ছে দৌড়ে আসা কুকুরের মত।

'ঠিক আছে, স্যর, এবার গ্রেনেড দিন,' পাওলোকে বলল।

খুব উৎসাহী হতে পারল না ক্যাপ্টেন পাওলো। হাত বাড়াল ওয়েবিঙে রাখা গ্রেনেড পাউচের দিকে। আর তখনই শুনল একটা কণ্ঠ: 'ক্যাপ্টেন পাওলো, তুমি এসেছ আমেরিকার টেক্সাস থেকে। পরিষ্কার দেখছি মিসাইল ব্যাটারিতে শুয়ে আছ আমার একটা লঞ্চারের নীচে।'

চমকে গেল পাওলো। চট্ করে দেখে নিল বব বউলিংকে। ছোকরা কিছুই শোনেনি। ক্যাপ্টেন এবার বুঝল, ওই কণ্ঠ এসেছে রাফিয়ান আর্মির ইয়ারপিসে।

'আমার কোনও কথা শুনবে না ও। শুনবে শুধু তুমি। এ-ই তো ভাল। তোমাকে চমৎকার একটা প্রস্তাব দিচ্ছি।'

বরফের মূর্তি হয়ে গেল পাওলো।

'স্যর, গ্রেনেড দিন,' তাড়া দিল বব বউলিং।

হাত তুলে দেরি করতে ইশারা করল পাওলো। ভঙ্গি করছে কাছের সেন্ট্রির কারণে দ্বিধা করছে। আসলে শুনছে ইয়ারপিসের কণ্ঠ: 'আমি বিশৃঙ্খলার সম্রাট, রাফিয়ান আর্মির জেনারেল। আমি তোমার শত্রু। কিন্তু শত্রুই থাকতে হবে, এমন তো নয়।'

'স্যর...' ডাক দিল বব।

চারটে গ্রেনেড দিল পাওলো।

চুপচাপ কথা শুনছে। 'ঠিক আছে,' মুখে বলল।

'কিছু বললেন, স্যর?' অবাক হয়েছে বব, কিন্তু আর কিছু বলল না।

'পরিষ্কার দেখছি নির্দেশ পালন করছ, পাওলো। ধ্বংস করে দেবে আমার মিসাইল। ফলে গ্যাসের মেঘে স্ফেয়ার ছুঁড়তে পারব না। আগের মতই চলবে অন্যায় ভরা এই পৃথিবী। কিন্তু তুমি কি বোকা মনে করো আমাকে? ভেবেছ আরও মিসাইল ও লঞ্চার আমার নেই? আরও ভাবো, পাওলো। এরপর তোমার কী হবে? তোমাকে রক্ষা করবে কে?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল ক্যাপ্টেন পাওলো।

ওই লোকের মত, ওর মনেও একই চিন্তা এসেছে।

যেইমাত্র ওরা ব্যাটারি উড়িয়ে দেবে, বোলতার ঝাঁকের মত আসবে রাফিয়ান আর্মির লোক।

রক্ষা নেই ওদের।

ভয়ঙ্করভাবে মরতে হবে ওকে।

অন্য কোথাও আছে আরও লঞ্চার।

'পাওলো, বুঝতে চেষ্টা করো, যদি এসব লঞ্চার ধ্বংস করো, তোমাকে স্রেফ খালি হাতে ছিঁড়ে ফেলবে আমার লোক।'

ক্যাপ্টেনের দিকে ভুরু কুঁচকে দেখছে তরুণ বব বউলিং। জানে না, কোথায় হারিয়ে গেছে স্যারের মন। কিছু শুনছে বোধহয়। 'স্যর, চুপচাপ কী করছেন?'

হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলল পাওলো।

'নিশ্চিত থাকো, আরও লঞ্চার আছে আমার। পাওলো, তোমার মৃত্যু হবে খামোকা। করুণ মৃত্যু। পাওলো, এ মুহূর্তে আমার সামনে তোমার ফাইল। তুমি বোকা নও। তোমার মামা ভিট্টোরিয়ো হলে বলত, "ভাগ্নে, এ সুযোগে নিজের পিঠ বাঁচা!"'

'আপনার কথা মানলে কী পাব?' জানতে চাইল পাওলো।

'আপনি কী করছেন, স্যর,' কাছে চলে এসেছে বউলিং।

'তুমি যদি ওই ছোকরাকে শেষ করো, ধ্বংস না করো আমার ব্যাটারি বা লঞ্চার— কথা দিচ্ছি, তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দেব। নিরাপদে যেতে পারবে এই দ্বীপ ছেড়ে। আর এসব শেষ হওয়ার পর তোমাকে চিলিতে দেয়া হবে একটা ম্যানশন। যত খুশি মেয়েলোক ভোগ করতে পারবে। শুধু তা-ই নয়; আরও দেয়া হবে পঞ্চাশ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আয়াস করে পার করবে বাকি জীবন।'

অনেক কাছে চলে এসেছে বব বউলিং। বুঝে গেছে ক্যাপ্টেন কী করছে। বিস্ময় নিয়ে তার দিকে চাইল তরুণ।

'স্যর, আসলে কী করতে চাইছেন আপ...'

জবাবে ঝট্ করে মেরিনদের এম৯ পিস্তল বের করল পাওলো, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করল বব বউলিঙের কপালে।

'বুম!' করে উঠেছে পিস্তল।

ছিটকে পিছনের মাটিতে গিয়ে পড়ল তরুণ।

উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো, রওনা হয়ে গেল। এখন লুকিয়ে নেই। ওকে দেখুক রাফিয়ান আর্মির লোক, ওকে খুন করবে না তারা।

পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে গভীর এক ত্রিকোণ ক্যানিয়নে পুরনো, পরিত্যক্ত রাশান তিমি-ধরা গ্রাম। ওই ক্যানিয়ন গেছে ক্লিফের বুক চিরে দূরে। গ্রাম থেকে দ্বীপের মেইন কমপ্লেক্সে যেতে হলে ব্যবহার করতে হবে ক্যানিয়নের দেয়ালের উপর তৈরি সরু এক রাস্তা।

উনিশ শতকের গ্রামে আজও রয়ে গেছে ছোট সব কুটির, বড় কসাইখানা, গোলাকার পানির ট্যাঙ্ক ও একের পর এক গ্যাংওয়ে ও জেটি। প্রতিটি বাড়ির সামনে ঝুলছে শিকল, হুক ও পুলি। আর্কটিকের শুকনো, হিমশীতল পরিবেশে সবই আগের মত রয়েছে। অবশ্য জ্বলে গেছে সব কাঠের তক্তার রং। তার উপর জমেছে শক্ত বরফের পাতলা স্তর।

বাংলাদেশের গ্রামের দক্ষ সাঁতারুদের মতই পানি কাটছে রানা ও শ্যারন। বরফের মাঠের কাছ থেকে রওনা হয়ে এক শ' গজ খোলা সাগর পেরিয়ে উঠতে হবে দ্বীপের ক্লিফে। সামান্যতম ঢেউ তৈরি করছে না ওরা। তীরে কোনও প্রহরী থাকলেও সে বা তারা বুঝবে না ওদিকে চলেছে দু'জন মানুষ। আহত শ্যারনকে সাহায্য করছে রানা। ওর কমব্যাট ওয়েবিঙে আটকে নিয়েছে মেয়েটির ওয়েপন্স বেল্ট।

কিছুক্ষণ পর পৌঁছল তীরের ক্লিফের কাছে।

মাত্র এক শ' গজ পশ্চিমে জনমানবহীন গ্রাম।

ক্লিফ ঘেঁষে পৌঁছল ওরা প্রথম জেটির পাশে।

মাত্র দু'চার জায়গায় বরফভরা সাগর থেকে ওঠা যায় পোলার

আইল্যাণ্ডে।

কাজেই ওরা ধরে নিয়েছে, এ জায়গা পাহারা দেবে সেন্ট্রিরা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে: আছে কোথায় তারা!

কোথাও কোনও সেন্ট্রি দেখল না রানা বা শ্যারন।

নিঃশব্দে জেটিতে উঠল ওরা, ওখান থেকে বরফে ঢাকা বোট র‍্যাম্প। ভাবছে, কারও চোখে না পড়েই উঠতে পেরেছে দ্বীপে।

বাস্তবে তা নয়।

ক্লিফের গোড়ায় উঠতেই চোখে চোখে রাখা হয়েছে ওদের।

অবশ্য ওই চোখ সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার।

বরফে ছাওয়া গ্রামে পৌঁছে কুটিরগুলোর আড়াল নিল ওরা। সামনে বাড়ছে সতর্কভাবে।

গ্রামের আরেকপ্রান্তে এসে দেখতে পেল সেন্ট্রিদল।

খুবই সহজ হয়ে উঠেছে তাদের কাজ।

রাস্তার মুখে পাহারা দিলেই চলবে।

তাদের রোডব্লকের পর শুরু হয়েছে এক লেনের রাস্তা, ঢালু হয়ে উঠে গেছে মেইন কমপ্লেক্সের দিকে।

সাগর থেকে গ্রামে উঠতে পারবে যে কেউ, লুকিয়ে পড়তে পারবে গ্রামের কুটিরে বা কসাইখানায়— কিন্তু মূল দ্বীপের রাশান স্থাপনায় যেতে হলে ব্যবহার করতে হবে ওই সরু রাস্তা।

পথের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা দুটো জিপ ও একটা সাইডকারসহ মোটরসাইকেল, আটকে দিয়েছে রাস্তা। যানগুলোর উপর বসে আছে ছয়জন রাফিয়ান আর্মির সৈনিক। পরনে ভারী মেরিন পার্কা। ধূমপান চলছে অলস সময়ে। কাঁধ থেকে ঝুলছে স্লিঙে একে-৪৭ রাইফেল।

'এবার ওদেরকে পেরোবে কী করে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'তোমার কাছে স্মোক গ্রেনেড ছিল— এখনও কি আছে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল শ্যারন।

'দুটো দাও।'

ওয়েপন্স বেল্ট থেকে দুটো গ্রেনেড নিয়ে রানার হাতে দিল শ্যারন।

'এবার শোনো আমার প্ল্যান,' বলল রানা, 'আমি যাব ওই রোডব্লকের খুব কাছে। লোকগুলোর ওপর গ্রেনেড ফেলব। আর ধোঁয়া বেরোতে শুরু করতেই ডানদিকের সৈনিকদেরকে শেষ করবে তুমি। বামদিকের লোক আমার।'

'ব্যস? এ-ই তোমার প্ল্যান?' হতাশ হয়েছে শ্যারন।

'ভাল আর কোনও প্ল্যান আছে তোমার?'

'না, ঠিক তা না,' স্বীকার করল শ্যারন। 'একমিনিট, দাঁড়াও! তুমি রোডব্লক পর্যন্ত কীভাবে যাবে? সামনে পড়বে কমপক্ষে পঞ্চাশ গজ ফাঁকা জায়গা। এত দূর থেকে কোনও কাজ করবে না গ্রেনেড।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'সেজন্য আমার আলাদা প্ল্যান আছে।'

'সেটা কী?'

'আত্মসমর্পণ করব।'

একমিনিট পর আড়াল থেকে বেরোল রানা। ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে চলেছে রোডব্লকের দিকে। হেরে যাওয়া হতাশ এক লোক, দু'হাত মাথার উপর।

এদিকে চোখ পড়েই চমকে গেছে রাফিয়ান আর্মির লোক। ঝট্ করে অস্ত্র তাক করল রানার দিকে।

ধুপধাপ শব্দে লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড, টের পেল রানা। ওকে যেতে হবে লোকগুলোর খুব কাছে।

আন্দাজ দশ গজ?

তারপর ছুঁড়ে মারবে দুই স্মোক গ্রেনেড।

ও-দুটো আছে কাঁধের পিছনের ক্লিপে, সামনের দিক থেকে চোখে পড়বে না।

পেরোতে হবে আরও তিরিশ গজ।

'আমি সারেণ্ডার করছি,' হাঁটতে হাঁটতে চেঁচাল রানা।

গুলি করা হলো না।

'খবরদার! মাথার ওপর হাত রাখো!' তর্জন ছাড়ল এক সৈনিক।

গুনগুন করে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে হাঁটছে রানা। মনের চোখে দেখল বিসিআই চিফকে। ভয়ঙ্কর ভুরু কুঁচকে ওকে দেখছেন। হতাশ মুখে মাথা নাড়লেন, তারপর কঠোর কণ্ঠে ধমকের সুরে বললেন, 'গানের কিচ্ছু হচ্ছে না, গাধা!'

গম্ভীর চেহারা করে হাঁটতে লাগল রানা।

আর বিশ গজ...

পনেরো...

দশ...

শক্ত হয়ে উঠল রানার দু'হাতের পেশি। এবার খপ্ করে ধরবে গ্রেনেড, তারপরই...

'নড়বে না, মাসুদ রানা! শালার ওই দুই হাত গ্রেনেড থেকে দূরে রাখো!' ডানদিক থেকে বলা হয়েছে কথাটা। কর্কশ স্বর।

বরফের মূর্তি হয়ে গেল রানা। বিড়বিড় করে গালি দিল ভাগ্যকে। আগেই রাস্তার পাশের ওই করাগেটেড ছাউনির দিকে খেয়াল দেয়া উচিত ছিল। ভিতরে যে লুকিয়ে আছে একলোক, তা কে জানত!

ব্যাটা তালগাছের সমান লম্বা, দু'হাতে বাগিয়ে ধরেছে আধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল। গায়ের পার্কায় স্টেনসিলে লেখা: কর্নেল সাইক্লোন।

ছাউনি থেকে রাস্তায় নামল লম্বা খুঁটি।

রানার মাথা লক্ষ্য করে চেয়ে আছে তার অস্ত্রের মাযল।

পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নেয়া হলো রানার দুই গ্রেনেড, ফেলে দেয়া হলো রাস্তার বরফে।

'ছিহ্, এসব হাতের কাছে রাখতে হয়?' বলল সাইক্লোন।

রোডব্লকের লোকগুলো ঘিরে ফেলল রানাকে। অস্ত্রগুলোও কেড়ে নিল কর্নেল। 'মাথার উপর হাত, মেজর রানা।'

মাথার পিছনে গেল রানার দু'হাত। ভাবল, এ বিপদে সাহায্য করতে পারবে শ্যারন? নাহ্! সাঁতার কাটতেই কষ্ট হচ্ছিল ওর। হামলা তো দূরের কথা! তা ছাড়া, ওর কাছে অস্ত্র বলতে আছে শুধু শ্টায়ার টিএমপি ও দুই পিস্তল— শেষের দুটো সিগ সাওয়ার পি২২৬ ও ছোট্ট রুগার। এসব অস্ত্র দিয়ে এতজনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না শ্যারন।

নাকে প্রায় নাক ঠেকিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল সাইক্লোন। চারপাশ দেখতে দিচ্ছে না।

ভয় লাগিয়ে দেয়ার মত লোকটার দুই চোখ।

কঠোর দৃষ্টি। মরা মাছের চোখের মত অস্বচ্ছ।

এ ধরনের চোখের লোক আগেও দেখেছে রানা।

এরা সত্যিকারের সাইকোপ্যাথ।

'আমার বস্ ধারণা করেছিলেন তুমি আবারও ফিরবে,' বলল সাইক্লোন। 'তুমি কাঁঠালের আঠার মত লোক, মিস্টার।'

'খুন যদি করতে চাও, করে ফেলো,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা। 'অত বক্তৃতা শুনতে পারব না।'

'নিশ্চয়ই খুন হবে, মেজর। এতে কোনও সন্দেহ রেখো না মনে। কিন্তু আপাতত তোমার দাম আছে আমাদের কাছে। বস্ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

রানা দেখল, মাথা সামান্য কাত করল সাইক্লোন।

ওর পিছনে নড়ে উঠেছে কেউ।

ঝট্ করে ঘুরল রানা, দেখল ওর মুখের উপর নেমে আসছে এক লোকের রাইফেলের কুঁদো।

আঁধার নামল দুই চোখে।

পঁচিশ

হিমশীতল আর্কটিক।

পোলার আইল্যাণ্ড।

দুপুর সাড়ে বারোটা।

মিসাইল লঞ্চের সময় পেরোবার পর কেটে গেছে দেড় ঘণ্টা।

মুখে একের পর এক চড়-চাপড় পড়তেই ভয়ানক বিরক্তি নিয়ে সচেতন হয়ে উঠল মাসুদ রানা। চোখ সামান্য খুলল, স্টিলের পুরনো এক খাড়া খাটিয়ার ফ্রেমে আটকে রাখা হয়েছে ওকে। কটের দু'পাশের হ্যাণ্ডকাফে আটকানো দু'হাত। বেডফ্রেমের নীচের অংশে দুই দড়িতে বাঁধা ওর দু'পা।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল সাইক্লোন। নিচু স্বরে বলল, 'ভোর হলো, ডাকে পাখি, ওঠো জাগি...'

পরিবেশটা পছন্দ হলো না রানার। শালা আবার ছড়া কাটতে শুরু করেছে! মন কু ডাকল ওর, ভয়ঙ্কর কিছু করবে ব্যাটা।

ওর বুক পুরো খোলা।

কাঁধ থেকে টেনে কোমরের কাছে নামানো হয়েছে ওয়ান পিস স্নো ক্যামোফ্লেজ ড্রাইসুট। এভাবে ওভারঅল নামায় গাড়ির মেকানিকরা।

শীতে থরথর করে কেঁপে উঠল রানা।

পার্কা, ওয়েপন্স বেল্ট— সবই সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

অবাক কাণ্ড, মোজা ও বুটও উধাও।

খালি পায়ে কনকনে ঠাণ্ডা লাগছে।

হাওয়া হয়ে গেছে কুয়াশার দেয়া হাই-টেক রিস্টগার্ড।

রয়ে গেছে শুধু ওর ডিজিটাল ঘড়ি। বোধহয় ধরে নেয়া হয়েছে, জিনিসটার দাম এতই কম, ওটা নেয়া অর্থহীন।

অস্ত্র ও ম্যাগহুক সরিয়ে নিয়েছে।

ঘড়ি বাদে সম্বল বলতে ওর আছে সানগ্লাস। মাথার উপর তুলে রাখা।

মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখল রানা। খুবই ছোট একটা ঘরে আছে ও। দেয়ালে সিরামিক টাইল। মেঝের একপাশে অগভীর নালা। দেয়ালে শাওয়ার। এটা কোনও বাথরুম।

এইমাত্র দরজা দিয়ে এল বহু মানুষের চিৎকার।

আওয়াজের দিকে মাথা ঘোরাতে পারল না রানা।

ওটা কি উল্লাসের ধ্বনি?

আবারও রানার গালে চড় দেয়া হলো। আগের চেয়ে জোরে।

কর্নেল সাইক্লোন ধমকে উঠল, 'জেগে ওঠ্, শালা!'

দ্বিতীয় এক লোক এসে দাঁড়িয়ে গেল রানার সামনে।

চিনে ফেলল রানা। এ লোকই ভিডিয়ো লিঙ্কে রাশান প্রেসিডেন্টকে মোটেও পাত্তা না দিয়ে ডেঁটে দিয়েছে। নিজের নাম দিয়েছে: বিশৃঙ্খলার সম্রাট।

সাইক্লোনের চেয়ে বয়স বেশি এর। কমপক্ষে ষাট। কিন্তু পুরোপুরি ফিট। শক্তিশালী, ব্যায়াম করে নিয়মিত। বাম চোয়ালে অ্যাসিডের দাগ। কাছ থেকে দেখলে ঘিনঘিন করে ওঠে গা। ঘায়ের মত ক্ষত। চোখদুটো অবাক করা, ধূসর। হিপনোটিক। সাইক্লোনের চোখের মত মরা নয় দৃষ্টি। সাইকোটিক নয়। অবশ্য, সামান্যতম দয়ামায়ার আভাস নেই দৃষ্টিতে। বরং উল্টো, দু'চোখ

যেন চট্ করে বুঝে নেবে সামনের লোকটার অনুভূতি, চিন্তা ও ব্যথা। বুদ্ধির ঝিলিক দুই চোখে। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী।

দাঁড় করিয়ে রাখা খাটিয়ার ফ্রেমে লটকে আছে রানা।

গভীর মনোযোগে ওকে দেখছে লোকটা। যেন অ্যানালিসিস করছে, বুঝে নিচ্ছে ওর ওজন।

'ও, তা হলে তুমিই সেই বিখ্যাত মেজর মাসুদ রানা,' বলল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমার নাম...'

'থ্রাশার,' বলল রানা, 'উইলিয়াম থ্রাশার। সিআইএ-র লোক। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমেরিকান সরকারের নুন খাচ্ছ।'

দুঃখ নিয়ে হাসল থ্রাশার। 'সত্যি দুঃখিত। এই জ্ঞান থাকার কারণে মরতে হবে তোমাকে। আর কখনও বেরোতে পারবে না এই দ্বীপ থেকে।'

'আরও কিছু তথ্য দেব?' বলল রানা, 'এই আর্মি বা এই দ্বীপের মিশন— সবই সিআইএ-র। তুমি সেই গাধার গু-ভরা পোঁদ, যে কিনা ওই এজেন্সিকে বুঝিয়েছ, আমেরিকানদের প্ল্যান চুরি করে এই দ্বীপে ফ্যাসিলিটি তৈরি করুক রাশানরা। ভাল করেই জানতে ওই কাজই করবে ওরা। আগেই তোমার জানা ছিল বাড়তি স্কেয়ার থাকবে টাওয়ারের নীচের বাঙ্কারে। গোটা কমপ্লেক্স ডিযাইন করেছে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা। এখন সত্যিই অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠেছে চিন, হুমকির মুখে পড়েছে বিশ্বে আমেরিকান কর্তৃত্ব। কাজেই নকল আর্মি তৈরি করে হামলা করবে তুমি অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইস ব্যবহার করে চিনের ওপর।'

হাসল উইলিয়াম থ্রাশার। 'এই টেরোরিস্ট আর্মি নকল নয়। অন্তত তাই মনে করে সৈনিকরা। ওরা কিন্তু কল্পনা-প্রসূত নয়।'

'আর তুমি? বিশৃঙ্খলার সম্রাট? তোমার মুখের ওই অ্যাসিডের দাগও নিশ্চয়ই নকল?'

বাম চোয়ালের ক্ষত স্পর্শ করল থ্রাশার।

'নিখুঁত প্লাস্টিক সার্জারি? তোমার চোখের মতই নকল।'

'আবার দেশে ফিরলে মেরামত করা হবে সব। মুছে ফেলা হবে উল্কি। তখন ফেলে দেব ধূসর কন্ট্যাক্ট লেন্স। বাধ্য হয়েই এসব করতে হয়েছে।'

রানার নাকের কাছে মুখ নিল থ্রাশার। 'সব শেষে, মেজর, একেবারে অন্য একটা মুখ নিয়ে বাঁচব। যা কিছু করছি, সবই আমেরিকার উন্নয়নের জন্যে। নতুন এক ধনী চিন মানেই তিরিশ কোটি আমেরিকান মধ্যবিত্তের মুখের রুটি কেড়ে নেয়া। ভয়ঙ্কর স্বার্থপর এবং দুর্নীতিপরায়ণ চিনা কমিউনিস্ট পার্টি। তোমরা কি সত্যিই চাও ওরা পৃথিবী শাসন করুক? বিশ্ব চালাতে গিয়ে হাজার দোষ করছে আমেরিকা, কিন্তু চিন যা করবে, তার চেয়ে অনেক ভাল শাসন করছে। তোমার চোখ বলছে, তুমি বরং চিনা নেতৃত্ব মেনে নেবে। সত্যিই তুমি চাও চিন সুপার পাওয়ার হোক? ছিহ্, রানা, আমার মনে হয় তোমার উচিত আমেরিকার পক্ষে কাজ করা।'

'আমি চিনের লোক নই,' বলল রানা, 'আমেরিকানও নই। নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষা করি। আর কে পৃথিবীর মাথায় ছড়ি ঘোরাবে, তা দেখার দায়িত্বও আমার না।' একটু চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'সত্যিই যদি পৃথিবী শাসনে ব্যর্থ হয় আমেরিকা, সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব থেকে তার সরে যাওয়াই উচিত। তোমরা কোনও দেশের ক্ষতি করে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে চাইলে, আমরা অবশ্যই আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ব।'

'অন্যরা হয়তো লড়বে, তুমি নও, তুমি বাঁচলে তো!' কাঁধ ঝাঁকাল থ্রাশার। 'খামোকা সময় নষ্ট করলাম। আমরা একমত হতে পারব না। পাশে তোমাকে পেলে খুশি হতাম, কিন্তু তা হওয়ার নয়। দুঃখজনক। তুমি ব্রিলিয়ান্ট আর দৃঢ়চিত্ত। আমরা একমত হলে খুবই ভাল টিম হতাম।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়েছে রানার। বলল, 'তুমি কিন্তু এখনও স্ফেয়ার হাতে পাওনি।' সাইক্লোনের দিকে ইশারা করল। 'এ কারণে আমাকে খুন করেনি তোমার চ্যালা।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে কথাটা মেনে নিল থ্রাশার। 'হ্যাঁ, আমার লোক খুঁজছে তোমার সিভিলিয়ান সঙ্গীদেরকে। তাদের একজন বাংলাদেশ সরকারের অফিসার, অন্যজন তোমার বন্ধু, বিজ্ঞানী কুয়াশার সহকারী। কিন্তু ধরা পড়তেই হবে ওদেরকে।'

অবাক হয়েছে রানা। পবন ও ফারিয়ার খবরও আছে এর কাছে? এসব তথ্য কোথা থেকে পেল এ? মিলিটারি ডেটাবেসে থাকবে না।

'তুমি বিস্মিত ওদের নাম জানি বলে, তাই না?' বলল থ্রাশার, 'এত খারাপ পরিস্থিতিতেও সবই খেয়াল করছ। মেজর, আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। জানতে চাও কী করে জানলাম? ...ক্যাপ্টেন?'

থ্রাশার ডাকতেই বাথরুমে ঢুকল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো। হাতে হ্যাণ্ডকাফ নেই। চেহারা স্বাভাবিক।

'পাওলো...' চুপ হয়ে গেল রানা।

'যা বলার ওই বলেছে,' বলল থ্রাশার। 'তবে এখানে আসার আগে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে খতম করেছে কমবয়েসী মেরিন কর্পোরালকে। তার আগে পাওলোর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। যে প্রস্তাব দিয়েছি, রাজি না হয়ে পারেনি।'

'কুকুরের বাচ্চা,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

নির্বিকার চেহারায় গালিটা হজম করল লোকটা। তারপর বলল, 'দুঃখিত, রানা। কোনও দলে যেতেই হয়। আমি আমার দল বেছে নিয়েছি। জানি এই দলই জিতবে।'

'মেরে ফেলেছিস বব বউলিংকে?' কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠ।

'চট্ করে পৌঁছে গেছে ঈশ্বরের কাছে,' শ্রাগ করল পাওলো। 'দু'জন এখন গল্প করছে।'

'তুই সত্যিই কুকুরের বাচ্চা— এমন এক ঘেয়ো কুকুরের, যে এক বেশ্যার গর্ভে তোকে রেখে গিয়েছিল,' বলল রানা।

মুখ কালো করে ফেলল আমেরিকান ক্যাপ্টেন।

'মেজর,' দৃষ্টি আকর্ষণ করল থ্রাশার, 'জানি মিস্টার হায়দার ও মিস আহমেদ কাছেই কোথাও আছে। আগে হোক আর পরে, ওদেরকে ধরা পড়তেই হবে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, ওদের পালিয়ে থাকা ঠেকাতে কাজে আসবে তুমি।'

'জীবনেও না!'

'মেজর,' হাসল থ্রাশার। 'আমার নাম শুনেছ। কিন্তু এটা জানো না, কী কাজে আমি দক্ষ। বছরের পর বছর ধরে দারুণ কিছু মেথড সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ যখন শেষ হবে, তুমি জানবে আমেরিকার অশুভ, অন্ধকার একটা দিকও আছে।

'প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমেরিকাকে নিরাপদ রাখতে চাইছি। সবসময় কাজ করছি মানুষের মন নিয়ে। নির্যাতন করলে কী ঘটে, আমার চেয়ে বেশি কে জানে! আমার জানা আছে বন্দির মন নিয়ে কীভাবে খেলতে হয়। কীভাবে কষ্ট দিতে হয়। কীভাবে আশা দিয়ে ভেঙে দিতে হয় মন। আপাতত ভাবছ সহায়তা করবে না। কিন্তু জানো না, একটু পর ব্যস্ত হয়ে উঠবে। যে অভিজ্ঞতা হবে তোমার, এর আগে আর কখনও হয়নি। আর তোমার ভীষণ কষ্ট টের পেয়েই লুকিয়ে থাকতে পারবে না পবন ও ফারিয়া।'

সাইক্লোনের দিকে আস্তে করে মাথার ইশারা করল থ্রাশার।

খুঁটির মত লোকটা চড়-চড় শব্দে ডাক্ট টেপ আটকে দিল রানার মুখে।

'হয়তো সত্যিই অবাক হব তোমার নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা দেখে,' বলল থ্রাশার। সে ইশারা করায় খাড়া করে রাখা খাটিয়াটা রানাসহ তোলা হলো একটা চাকাওয়ালা ট্রলির উপর।

'আমি ভেঙে দেব তোমার মন,' বলল থ্রাশার। রওনা হয়ে

গেল। নিখুঁত অভিনয়, আবার হয়ে উঠেছে সে বিশৃঙ্খলার সম্রাট।

পাশেই হাঁটছে বিশ্বাসঘাতক ম্যাক পাওলো।

পিছনে অসহায় রানাকে নিয়ে ট্রলি ঠেলে আসছে সাইক্লোন।

সবাই বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠল উল্লসিত রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা।

চাকাওয়ালা ট্রলিতে করে একটা ব্যালকনিতে আনা হলো রানাকে। প্রকাণ্ড ঘরে উপস্থিত হয়েছে কমপক্ষে চল্লিশজন সৈনিক, অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

চারপাশে চেয়ে রানা বুঝল, ওকে আনা হয়েছে পোলার আইল্যাণ্ডের মস্ত দুই ভেন্টের নীচের গ্যাসওঅর্কে। তিনতলার বড় একটা ব্যালকনিতে আছে ও। নীচে ফুটবল মাঠের মত ফাঁকা জায়গা। দ্বিতীয়তলায় দীর্ঘ এক কনভেয়ার বেল্ট। ওটার শেষে নীচতলায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্নেস। পাশেই তিনটে বিশাল বৃত্তাকার ভ্যাট।

ওই তিন ভ্যাটে বলকাচ্ছে সবুজ তরল। ওখান থেকে উঠছে ধোঁয়া। ইস্পাতের ঘুরন্ত কিছু বাহু বারবার নাড়ছে তরল। ওই ভ্যাট আছে প্রকাণ্ড এক ভেন্ট টাওয়ারের সরাসরি নীচে। দূরে আরেকটা ভেন্ট টাওয়ার।

দ্বীপে উঠেই আকাশ-ছোঁয়া ওই দুই টাওয়ার দেখেছিল রানা।

এখন কাছ থেকে দেখে বুঝল, টাওয়ারের নীচের ভ্যাট জুড়ে সরু-মোটা পাইপ, গজ ও ভালভ। এসব ভ্যাট অ্যাটমোস-ফেরিক ওয়েপনকে জুগিয়ে চলেছে তাপ। চকচকে গ্যাস উঠছে ভ্যাট থেকে, তার সঙ্গে মিশছে টিইবি— এসবের কারণেই জ্বলে উঠবে গোটা আকাশ।

নীচে, উত্তরদিকে মাঠের মত বিস্তৃত জায়গাটা চোখে পড়ল রানার। ওখানে অপেক্ষা করছে বিশাল এক কালো ট্রেন। আকারে স্বাভাবিক ট্রেনের দ্বিগুণ। পুরু রিইনফোর্স্ড্ স্টিলের তৈরি। খোলা

এক প্ল্যাটফর্মের পাশে থেমেছে। চওড়া এক র‍্যাম্প বেয়ে হাজির হয়েছে গ্যাসওঅর্কে। রেললাইন দেখে রানা বুঝল, গ্যাসওঅর্ক তৈরি করবার সময় ব্যবহার করা হতো ওই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেন। ওটার মাধ্যমেই পুব উপকূলের সাবমেরিন ডক থেকে মালামাল আসত।

গোটা এলাকা জুড়ে ভাসছে বিশ্রী কেমিকেলের দুর্গন্ধ। বোধহয় টিইবি। না, আরও কিছু। হঠাৎ করেই চিনে ফেলল রানা অস্বাভাবিক গন্ধটা। চমকে গেল। পোড়ানো হয়েছে মানুষের শরীর।

বন্দি রানাকে দেখেই হৈ-হৈ করে উঠেছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা।

তখনই অন্য বন্দিদের দেখল রানা।

সবমিলে চারজন। দু'জন কাছেই। এরই ভিতর নির্যাতন শুরু হয়েছে তাদের উপর। এদের কষ্টেই চিৎকার করে ফুর্তি প্রকাশ করছিল সৈনিকরা। চারজনের অন্য দু'জন রানা থেকে বেশ দূরে। কাছের দু'জনের দিকে মনোযোগ দিল রানা।

তাদের একজনকে ওর মত করেই দাঁড় করানো হয়েছে লোহার খাটিয়ার ফ্রেমে। অন্যজন ঝুলছে এক ফোর্কলিফটের প্রং থেকে। ভীষণ ব্যথা পাওয়ার কথা। পিঠের পিছনে দুই কব্জি নিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে হ্যাণ্ডকাফে। মেঝে থেকে তিনফুট উপরে ঝুলছে দুই পা।

বেডফ্রেমে ঝুলন্ত লোকটা সিল টিম নেতা: নটি এরিক বা হাতুড়িমাথা। দলের কেউ বেঁচে নেই, কিন্তু একাই স্যাবোটাজ করেছিল টিইবি গ্যাস ভেণ্ট। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

ফুলে আছে গোটা মুখ। থেঁতলে গেছে গাল-নাক-ঠোঁট। এখন পুরো উলঙ্গ। পিঠে দগদগে পোড়া দাগ। বেচারার পায়ের কাছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেব্‌ল্। আরেকপ্রান্ত একটু দূরের ট্র্যান্সফর্মারে। বিদ্যুৎ

ব্যবহার করে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে পিঠ-নিতম্ব ও দুই পা। রানা দেখল, নটি এরিকের রক্তাক্ত দু'সারি দাঁতের মাঝে গুঁজে দেয়া হয়েছে কাঠের গোঁজ।

ফোর্কলিফট থেকে ঝুলছে দ্বিতীয় বন্দি, জাড ময়লান। রাগী আমেরিকান কণ্ট্র্যাক্টার। বুকের উপর নেমেছে মাথা। একদম নড়ছে না। রানা নিশ্চিত হতে পারল না, সে মৃত, না জীবিত। কব্জির হ্যাণ্ডকাফের কারণে কাঁধের হাড়ের জোড়া থেকে মট্ করে খুলে গেছে দু'হাত।

জাড ময়লানের দিকে রানাকে চাইতে দেখেছে থ্রাশার।

'এই আদরকে বলে "স্ট্র্যাপাডো" বা "রিভার্স হ্যাঙিং"। কয়েক শ' বছর ধরেই চলছে। চালু করেছিল ফ্লোরেন্সের মেডিসি ফ্যামিলি। নাযিরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কাজে লাগাত। এখনও টার্কিতে ব্যবহার করা হয়। আমি নিজেই টর্চার অফিসারদের শিখিয়েছি। ভয়ঙ্কর ব্যথা তৈরি করে স্ট্র্যাপাডো, আর ওই পযিশনে বেশিক্ষণ থাকলে পঙ্গু হতে হয়।'

মিষ্টি করে হাসল থ্রাশার। 'কাউকে ওই পযিশনে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায় আমার। বন্দি থাকে সম্পূর্ণ অসহায়। দু'হাত পিছনে ঝুলছে, আর ঠেলে বেরিয়ে আছে বুক— তার প্রাণশক্তি বা হৃৎপিণ্ড আমার নাগালের ভেতর। যা খুশি করতে পারি।'

অন্য দুই বন্দির দিকে চাইল রানা। চমকে গেল তাদেরকে চিনতে পেরে। ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ড। দ্বিতীয় ফোর্কলিফটের দু'প্রঙে ঝুলছে তারা দু'জন। স্ট্র্যাপাডো পযিশন। জাড ময়লানের মত হাল ছাড়েনি, এখনও উঁচু করে রেখেছে মাথা। সহজেই তাদেরকে চিনেছে রানা।

নিশাত সুলতানা ও পিয়েখে ডিফেখন।

রানার মতই কেড়ে নেয়া হয়েছে ওদের শীতের পোশাক। বাঁধা দু'কব্জির কারণে ফুলে বেরিয়ে আছে ডিফেখনের মস্ত বুক— রোমশ

ও পেশিবহুল।

নিশাতের পরনে সামান্য ট্রাউযার ও কালো স্পোর্ট্স্ ব্রা।

দু'জনের নাকে-ঠোঁটে রক্ত। ঝুলিয়ে দেয়ার আগে বোধহয় পিটিয়ে নেয়া হয়েছে। কাছেই রাফিয়ান আর্মির প্রকাণ্ডদেহী এক লোক। একটু আগে তাকে স্যাণ্টা ক্লয নামে কে যেন ডেকেছিল। দু'বন্দির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, পিঠে ঝুলছে ডিফেখনের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া মেশিনগান— কর্ড।

রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা হৈ-হৈ করে উঠতেই ঘুরে চেয়েছে নিশাত। বেডফ্রেমে রানাকে দেখে মুখ কালো হয়ে গেল ওর। হায় হায় করে উঠল: 'স্যর! আপনিও...'

মুখে ডাক্ট টেপের কারণে কথা বলতে পারল না রানা। দু'জনের চোখ আটকে গেল পরস্পরের উপর।

'মন শক্ত রাখুন, স্যর!' জোর গলায় বলল নিশাত, 'ওদেরকে হারতেই হবে, স্যর!'

হাতুড়িমাথার পাশেই দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো রানার বেডফ্রেম। ঝাঁকি খেয়েছে রানা, তখনই দেখল ওর দিকে চেয়ে আছে নটি এরিক। পুরো বিধ্বস্ত। হেরে যাওয়া মানুষ। নির্যাতন শেষ করে দিয়েছে তাকে। বাকি আছে শুধু মৃত্যু। মাথা তুলে দেখাই যেন কঠিন। গা থেকে আসছে পোড়া চামড়ার বাজে গন্ধ।

রানার পাশে দাঁড়িয়ে হাতুড়িমাথার দিকে ইশারা করল থ্রাশার। 'রানা, আমাদের সিল টিম নেতা ব্যথার অভিযানে তোমার চেয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু ভয় নেই, তুমিও ওকে ধরে ফেলবে।'

রাফিয়ান আর্মির এক সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে ইলেকট্রিকাল ট্র্যান্সফর্মারের পাশে। ওটা থেকে তার গেছে হাতুড়িমাথার লোহার খাটিয়ায়।

থ্রাশার ঘুরল লোকটার দিকে।

ওই লোক সুদানিয, এখানে ওখানে ত্বক ফুটো করে ঝুলিয়ে

দিয়েছে বড় বড় দুল। ফোলা চোখদুটো হলদে। পিঠের হোলস্টারে ঝুলছে ম্যাগহুক।

রানা দেখল, ওটা ওরই।

'কর্পোরাল সালা মাতারি,' নরম স্বরে বলল থ্রাশার, 'ইলেকট্রিকের তার কাজে লাগাও। আগে পানিতে ভিজিয়ে নাও নটি এরিককে, তারপর বিদ্যুৎ চালাও ওর ওপর। ও নিকেশ হলে ব্যবহার করবে মেজর রানার ওপর।'

পাশেই মেঝেতে রাখা বালতি ভরা পানি এরিকের শিথিল দেহে ছুঁড়ে দিল সুদানিয।

ব্যাখ্যা দিল উইলিয়াম থ্রাশার: 'কাউকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করতে চাইলে বড় সমস্যা তার ত্বক। ওটা যখন শুকনো, রীতিমত বাধা দেবে। কাউকে পোড়াতে যতই ভোল্টেজ বাড়াও, বড়জোর পুড়বে তার সামান্য ত্বক। গন্ধ বড়ই খারাপ, রীতিমত আপত্তিকর, কিন্তু তেমন কিছুই হবে না তার। কিন্তু তাকে ভিজিয়ে নিলে? বাধা দেয়ার ক্ষমতা হারাবে ত্বক। কমপক্ষে এক শ' গুণ সহজে গ্রহণ করবে শক। দাঁড়াও, রানা, একটা কাজ শেষ করি। দ্বীপের সবাইকে জানাতে হবে এখানে কী ঘটছে।'

পাশের ডেস্ক থেকে মাইক্রোফোন নিল থ্রাশার, ওটার তার গেছে দেয়ালের পাশের কমিউনিকেশন কন্সোলে। টিপে দিল 'টক' বাটন। কথা বলতেই গমগম করে উঠল গ্যাসওঅর্কে তার কণ্ঠ। দ্বীপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য লাউডস্পিকার।

'পবন হায়দার, ফারিয়া আহমেদ— আমি জানি তোমরা আমার প্রতিটা কথা শুনছ। কান খাড়া করো— এবার শুনবে তোমাদেরই এক সঙ্গীর মৃত্যু আর্তনাদ!'

সুদানিয কর্পোরালের দিকে ঘুরল থ্রাশার। 'মাতারি, প্লিয, দশ হাজার ভোল্ট।'

ট্র্যান্সফর্মারের ডায়াল ঘোরাল লোকটা। তখনই স্বর্গীয় নীল

আগুন জ্বলে উঠল হাতুড়িমাথার বেডফ্রেমে। যেন আকাশ থেকে নেমেছে নীলচে বজ্র।

ইলেকট্রিসিটি দেহে বইতেই ভীষণ ঝাঁকি খেল এরিক। কাঁপছে থরথর করে। যেন নদী থেকে ওঠা ভালুক, নানাদিকে ছিটকে দিল পানির ফোঁটা। কামড়ে ধরেছে দু'সারি দাঁতের মাঝে কাঠের গোঁজ। ভয়ঙ্কর কষ্টে ছটফট করছে, সেইসঙ্গে করুণ গোঙানি। সরিয়ে নেয়া হলো কাঠের গোঁজ। ফুলে উঠেছে ঘাড়ের সব রগ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বিকট এক আর্তনাদ ছেড়েই স্থির হয়ে গেল।

পুরো সময় নটি এরিকের মুখের কাছে মাইক্রোফোন রেখেছে থ্রাশার। দ্বীপের প্রতিটি কোণে শোনা গেছে ওই করুণ মরণ চিৎকার।

ভয়ানক আর্তনাদের পর শিথিল হয়ে গেছে এরিকের প্রতিটি পেশি। এখনও চালু আছে ট্র্যান্সফর্মার, কারেন্ট চলছে বেডফ্রেমের ভিতর দিয়ে।

থ্রাশারের নির্দয়তা দেখে চমকে গেছে রানা।

হাতুড়িমাথা নটি এরিক মৃত, কিন্তু তাতেই সব শেষ হয়নি।

'আ...গু-ন! আ...গু-ন! আ...গু-ন!' চিৎকার ছাড়ছে সৈনিকরা।

আস্তে করে লাশের দিকে মাথা তাক করল থ্রাশার।

ট্রলিতে করে সরানো হলো এরিকের লাশ, এখনও আটকে আছে বেডফ্রেমে। ব্যালকনি থেকে বেডফ্রেমসহ নীচের কনভেয়ার বেল্টে ফেলা হলো লাশ। চলছে ধীর গতির বেল্ট। সামনেই ট্রেন প্ল্যাটফর্মের চওড়া র‍্যাম্প। তার তলা দিয়ে যাওয়ার পর ওদিকে আবারও দেখা গেল লাশ। শেষমাথায় গিয়ে আবারও বেল্ট ফিরছে তলা দিয়ে। লাশ পৌঁছে গেছে ফার্নেসের মুখে।

গনগনে কমলা আগুনে উল্টে পড়ল নটি এরিক ও বেডফ্রেম।

'আ-গু-ন! আ-গু-ন! আ-গু-ন!' বিকট হুঙ্কার ছাড়ল রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা। বেদম খুশি মৃত্যু দেখতে পেয়ে!

পোলার আইল্যাণ্ডের পাহাড়ি এক অংশে পরস্পরের দিকে চাইল পবন ও ফারিয়া। এইমাত্র লাউডস্পিকারে শুনেছে ভীষণ করুণ আর্তনাদ। ভয়ে কাঁপছে ওদের বুক।

'হায় আল্লা... হায় আল্লা...' ফিসফিস করছে ফারিয়া, 'কী ভয়ঙ্কর... কী ভয়ঙ্কর!'

গ্যাসওঅর্কে স্ট্র্যাপাডো পযিশনে ফোর্কলিফট থেকে ঝুলন্ত জাড ময়লানের পাশে থামল থ্রাশার। চড়াৎ করে এক চড় কষাল লোকটার গালে।

গুঙিয়ে উঠল একযেকিউটিভ। মরেনি।

নাটকীয় ভঙ্গিতে সৈনিকদের দিকে ঘুরল থ্রাশার। 'তোমরা কী বলো? এবার কি ইঁদুরের খেলা?'

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল লোকগুলো।

'মাতারি,' আদেশ দিল থ্রাশার। 'ইঁদুর আনো।'

পাশের এক ঘরে গেল কর্পোরাল সালা মাতারি, আবারও ফিরল তারের তৈরি বড় এক ক্রেট নিয়ে। ভিতরে হুটোপুটি করছে অনেকগুলো ইঁদুর।

চোখ সরু হয়ে গেল রানার।

নানা আকারের ইঁদুর।

ছোট থেকে শুরু করে পেটমোটা, বড় ইঁদুরও আছে।

কুচকুচে কালো রোম। রোমহীন দীর্ঘ লেজ। চকচকে সাদা দাঁত। হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটা আরেকটার উপর।

'জানো, রানা, অতি মস্ত সাহসীও ভয় পায় ওদেরকে?' দাঁত বের করে হাসল থ্রাশার। 'ইঁদুর বা তেলাপোকা। এদের বংশ মানুষের চেয়ে বেশি টিকবে। বিশেষ করে ইঁদুর। বছরের পর বছর আছে এই দ্বীপে। সোভিয়েতরা আর নেই, কিন্তু ওরা আছে। এবার

মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখো।'

জাড ময়লানের দিকে চিবুক তাক করল থ্রাশার। 'ওর মাথার ওপর বসিয়ে দাও বাক্স।'

মই এনে উপরের ধাপে উঠে আদেশ পালন করল মাতারি। কাঠের এক বাক্স চাপিয়ে দিয়েছে ময়লানের ঝুলে থাকা মাথার উপর। বাক্সের দেয়াল পোক্ত কাঠের। কিন্তু মেঝেতে গোল গর্ত। শিকারের ঘাড়ে শক্তভাবে আটকে গেছে। ময়লানের মাথায় বাক্স বসাবার পর ন্যাকড়া দিয়ে গর্তের চারপাশ বুজে দিল মাতারি। আমেরিকান কণ্ট্র্যাক্টারকে দেখে মনে হলো, সে যেন ম্যান ইন দ্য আয়ার্ন মাস্কের সেই লোকটা।

বাক্সের উপরে কব্জাওয়ালা প্যানেল।

চুপ করে সব দেখছে রানা। শিরশির করছে গা। বুঝে গেছে এরপর কী হবে।

বাক্সের প্যানেল খুলল মাতারি, অন্যহাতে তারের খাঁচা থেকে খপ্ করে লেজ ধরে বের করে আনল বিশাল এক ধেড়ে ইঁদুর।

রানার মনে হলো, ওর বুকের ভিতর জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। অজান্তেই ঢোক গিলল।

খেয়াল করেছে থ্রাশার।

'তুমি তো শিক্ষিত মানুষ, রানা, হয়তো পড়েছ উনিশ শ' চুরাশি সালে লেখা অরওয়েলের দারুণ বইটা? ওখানে এমনই একটা ইঁদুরের খেলার বর্ণনা দিয়েছে। উইনস্টন স্মিথের মন ভাঙতে ওই হুমকি দেয়া হয়, বাস্তবে ইঁদুর দিয়ে খাওয়ানো হয়নি। কিন্তু রানা, আমি আবার খামোকা হুমকি দেয়ার লোকই নই। ...মাতারি, কাজ শুরু করো।'

বাক্সের ভিতর ইঁদুর ছেড়ে দিল মাতারি। পরক্ষণে দ্বিতীয় ইঁদুর। এবারেরটা আকারে একটু ছোট। ঠং আওয়াজ তুলে বন্ধ করে দেয়া হলো উপরের প্যানেল।

আবারও বাক্সের কাছে মাইক্রোফোন ধরল থ্রাশার। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'পবন... ফারিয়া... মনে পড়ে তোমাদের ক্যাম্পের মিস্টার ময়লানকে? এবার ক্ষুধার্ত ইঁদুর খেয়ে ফেলবে তাকে জীবন্ত।'

ফোর্কলিফট থেকে ঝুলে ব্যথায় প্রায় মরেই গেছে ময়লান। সামান্যতম নড়ছিল না। কিন্তু এবার হঠাৎ করেই তাকে নড়তে দেখা গেল। আচমকা আর্তচিৎকার ছাড়ল সে। মনে হলো খেপে উঠেছে বদ্ধ কোনও উন্মাদ। ভীষণভাবে ঝটকা খেল দুই পা। ছিঁড়ে ফেলতে চাইল দু'কব্জির বাঁধন। কিন্তু মুক্তি নেই।

রানা চোখে দেখছে না বাক্সের ভিতর কী হচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারছে। বমি পেয়ে গেল ওর। সামলে নিল কষ্ট করে।

ওই দুই ইঁদুর ভীষণ ক্ষুধার্ত!

জীবিত ময়লানের নাক-মুখ ছিঁড়ে খাচ্ছে ওগুলো!

কিছুই করবার নেই ঝুলন্ত লোকটার!

প্রথমেই তার দু'চোখ খেয়ে নেবে ইঁদুর, চারপাশের মাংস ছিঁড়ে ঢুকে পড়বে অক্ষিকোটর দিয়ে করোটির ভিতর। চিবুতে শুরু করবে মগজ। ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরছে মানুষটা।

চারপাশ ভরে গেল জাড ময়লানের করুণ চিৎকারে, মুহূর্তে মুহূর্তে কেঁদে উঠছে হাউমাউ করে। কাঠের বাক্স কমাতে পারেনি ওই আওয়াজ।

বাক্সের কাছে মাইক্রোফোন ধরেছে থ্রাশার। প্রতিটি আহাজারি শুনছে নির্বিকার চেহারায়।

পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পর ময়লানকে বাঁচিয়ে দিল সর্বশক্তিমান।

হঠাৎ করেই স্থির হলো দেহ। মৃত্যু হলো তার। তবে থরথর করে কাঁপতে থাকল তার মাথা। হুড়োহুড়ি করে খাওয়ায় ব্যস্ত দুই ইঁদুর।

বিকট চিৎকার করে তাদের ফুর্তি প্রকাশ করল রাফিয়ান আর্মির

পিশাচ সৈনিকরা।

তাদের উদ্দেশে হাসল থ্রাশার।

জাড ময়লানের লাশের দিকে চেয়ে আছে নিশাত ও বুনো, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। মানতে পারছে না কেউ এ কাজ করতে পারে।

মরা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে রানার গলা, মাথায় বেদম ব্যথা। চুপ করে চেয়ে রইল উইলিয়াম থ্রাশারের দিকে।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল থ্রাশার, চেহারা খুবই স্বাভাবিক। রানাকে দেখতে দেখতে মাইক্রোফোনে বলল, 'পবন? ফারিয়া? ...শুনছ? তোমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে এসব বন্ধ করতে পারো। শুধু ধরা দেবে। এর বেশি কিছুই করতে হবে না। আর তা যদি না করো, এবার ধরব ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানাকে। তারপর ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখনকে। শেষে মেজর মাসুদ রানা। এরা সবাই এখানে বন্দি।'

কাঁধ ঝাঁকাল থ্রাশার। রানাকে বলল, 'আমরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করব, রানা। ততক্ষণ আলাপ করা যাক। ইচ্ছে করলে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারো।'

কঠোর চোখে তাকিয়ে থাকল রানা।

'আমার অভিজ্ঞতা বলে, প্রিয় কারও ওপর নির্যাতন হতে দেখলে মানুষ দেরি না করেই মুখ খোলে,' বলল থ্রাশার। 'বন্দির কাছ থেকে তথ্য পেতে এটা ভাল পন্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুনিয়ার সেরা অত্যাচারী জাতি জাপানিরা চিনের ন্যানকিঙে কুখ্যাত হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।

'তুমি তো জানো, আমি চাইছি দেরি না করে যেন পবন ও ফারিয়া আত্মসমর্পণ করে।' রানার কানে ফিসফিস করে বলল থ্রাশার, 'আমি তোমাকে নিয়ে যাব মৃত্যুর এক ইঞ্চি দূরে। আর তখন পা ধরতে চাইবে তুমি। যেন চট্ করে তোমাকে রেহাই দিই। কিন্তু তা করব না। আগে ভেঙে দেব তোমার মন, তারপর নিজের

সময়মত খুন করব। ...মাতারি, রানার দু'সারি দাঁতের মাঝে কাঠের গোঁজ দাও।'

রানার দিকে এল সুদানিয় সৈনিক, মুখে টিটকারির হাসি। সামনের চারটে দাঁত নেই, বীভৎস দেখাল কালো গহ্বরটা। চড়-চড় শব্দে রানার মুখ থেকে ডাক্ট টেপ খুলল সে। গুঁজে দেবে কাঠের টুকরো।

তার আগেই সুযোগ নিল রানা, মাতৃভাষায় বলল, 'আপা! আমি যদি চলেও যাই, আপনি কিন্তু শেষপর্যন্ত লড়বেন!'

পরক্ষণে কাঠের টুকরো দিয়ে রানার মুখ বুজে দেয়া হলো।

নিশাত ও রানার চোখের চাহনি মিলেমিশে গেল।

অসহায় দৃষ্টি ওদের।

দূর থেকে বলল নিশাত, 'আমি তাই করব, ভাই! ...তাই করব!' করুণ শোনাল ওর কণ্ঠ।

'মেজর, তোমাকে যে ডিভাইসে আটকে দেয়া হয়েছে, ওটার নাম প্যারিয়া,' বলল থ্রাশার, 'চিলি সরকারের জনপ্রিয় নির্যাতন ওটা। প্যারিয়া ইংরেজিতে ভাষান্তর করলে হবে: "শিককাবাব"। এই নির্যাতন করতে ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক শক। যে ধাতব ফ্রেমে আটকে রাখা হয় বন্দিকে, তার ভেতর দিয়ে চলে কারেন্ট। এ দ্বীপের মিলিটারি ব্যারাকে বেডফ্রেম পেয়েছি। এসব বেডফ্রেমের সঙ্গে আছে স্টিলের স্প্রিং ও সরু সব ক্রসবার। এ কারণেই ইলেকট্রিক কারেন্ট চমৎকারভাবে কাজ করবে। পুড়তে শুরু করবে বন্দির পিঠ। ...মাতারি, মেজরের আনন্দের জন্যে প্রথমে দুই হাজার ভোল্ট, প্লিয!'

ট্র্যান্সফর্মারের ডায়াল ঘুরিয়ে দিল মাতারি।

ভীষণভাবে ঝাঁকি খেল রানা।

চোখের সামনে অতি উজ্জ্বল সাদা আলোর ঝিলিক দেখল, সেইসঙ্গে ভীষণ ব্যথা। যেন আগুন ধরে গেছে গোটা শরীরে।

ঝটকা দিয়ে পিছনে যেতে চাইল মেরুদণ্ড। মড়মড় করে উঠল সব কশেরুকা। কিন্তু সামান্যতম নড়তে পারল না রানা। ওকে বাঁধা হয়েছে খুব শক্ত করে। কামড়ে কাঠের গোঁজ ভাঙতে চাইল। আর্তচিৎকারের বদলে মুখ থেকে বেরোল বিদঘুটে, কর্কশ, জান্তব গোঙানি।

ওর মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরেছে থ্রাশার।

দ্বীপের চারপাশে ব্রডকাস্ট হচ্ছে ভয়ানক ব্যথার ধ্বনি।

'পবন ও ফারিয়া,' বলল থ্রাশার, 'তোমরা এখন শুনছ তোমাদের অসমসাহসী মেজরের গোঙানি। তাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হচ্ছে।'

প্রচণ্ড ব্যথার ভিতর হঠাৎই গন্ধটা পেল রানা। পুড়তে শুরু করেছে ওর পিঠের চামড়া। অকল্পনীয় কষ্টে আবারও চিৎকার করে উঠতে চাইল ও।

দু'কব্জির বাঁধন ছিঁড়তে চাইছে নিশাত, চিৎকার করে থ্রাশারকে বলল, 'বেশ্যার বাচ্চা! আমি কামড়ে ছিঁড়ে নেব তোর হৃৎপিণ্ড!'

আস্তে করে মাথা কাত করে মাতারির দিকে ইশারা করল থ্রাশার। ডায়াল ঘুরিয়ে ট্রান্সফর্মার বন্ধ করে দিল সুদানিয।

বেডফ্রেমে এলিয়ে গেল রানা। অতিক্লান্ত, হাঁপিয়ে চলেছে। দরদর করে ঘামছে এই শীতে। বুকের কাছে নেমেছে মাথা। বড় করে দম নিতে চাইল।

মৃদু হাসল উইলিয়াম থ্রাশার। 'ওটা মাত্র দুই হাজার ভোল্ট, রানা। তোমার বন্ধু সিল টিম লিডারকে ভিজিয়ে দেয়ার পর কনডাকটিভিটি বেড়েছিল কমপক্ষে এক শ' গুণ। একটু পর মাতারিকে বলব, তোমাকেও গোসল করিয়ে নিতে। আর তারপর আগের চেয়ে অনেক বেশি ডায়াল ঘোরাবে। আসলে তোমার চাই বেশি ভোল্ট। তখন শুধু ভেজা ত্বক পুড়বে না, সরাসরি হৃৎপিণ্ডে হামলা করবে কারেন্ট। ফলাফল: আকস্মিক মৃত্যু!'

থ্রাশার মাথা দোলাতেই পানি ভরা বালতি তুলে নিল সুদানিয মাতারি। ঝপ্‌ঝপ্‌ করে পানি পড়ল রানার উপর। বেডফ্রেমে প্রায় ঝুলছে রানা। সারাশরীর থেকে টপটপ করে পড়ছে পানি।

মাথা কাত করে মাতারিকে চোখের ইশারা করল থ্রাশার।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে রানা, কিন্তু সবই বুঝল। ধক্‌ করে উঠল হৃৎপিণ্ড।

ব্যস, সব শেষ? আর কিছুই করার নেই!

কিন্তু কর্কশ আওয়াজে হেসে উঠেছে উইলিয়াম থ্রাশার।

'ছি-ছি-ছি, রানা, ভয় পেয়েছ? কিন্তু না, এখনই মৃত্যু নয় তোমার জন্যে। তোমাকে না বলেছি, আগে একদম ভেঙে ফেলব তোমাকে? আগে তুমি দেখবে কীভাবে ভীষণ কষ্ট পেয়ে মরছে তোমার বিশ্বস্ত সহকারী নিশাত সুলতানা।'

প্রচণ্ড জ্বলুনির ভিতরেও চট্‌ করে নিশাতের দিকে চাইল রানা।

'সত্যি, রানা, প্রিয় কারও চলে যাওয়া বড়ই কষ্টের। ...কেমন লাগবে তোমার দেখতে, কী ব্যথা নিয়েই না মরছে তোমার ঘনিষ্ঠ কেউ? চোখের সামনে দেখতে হবে সব। এ কারণেই মন ভেঙে যায় পুরুষদের।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ।

মিষ্টি করে হাসল উইলিয়াম থ্রাশার।

'মাতারি, মেয়েলোকটার মাথার ওপর বসিয়ে দাও বাক্স। তারপর ভেতরে দেবে ধাড়ি দেখে দুটো ইঁদুর।'

দুর্বল, অসহায়, বন্দি রানা হতবাক হয়ে চাইল নিশাতের দিকে। কিচ্ছু করার নেই ওর। ভেঙে যাচ্ছে বুকটা। চোখের কোণে টলটল করে উঠল একফোঁটা অশ্রু। মুখ সরিয়ে নিল রানা। কাউকে দেখতে দেবে না ওর দুর্বলতা।

মৃত ময়লানের মাথার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো বাক্স। ওদিকে চোখ পড়তেই রানা দেখল, মানুষটার ক্ষত-বিক্ষত মুখ।

খুবলে খেয়ে ফেলা হয়েছে দুই চোখ। রক্তাক্ত দুই কোটর ফাঁকা। চারপাশে ঝুলছে ছেঁড়া মাংস। হাঁচড়েপাছড়ে ডান কোটরের ভিতর ঢুকে গেল ছোট ইঁদুরটা, রক্তাক্ত— বেরোল লাশের মুখের গহ্বর দিয়ে।

ভীষণ বমি পেল রানার, আরেকদিকে ফিরিয়ে নিল মুখ।

প্রং থেকে লাশটা খুলে ছুঁড়ে ফেলা হলো কনভেয়ার বেল্টে।

ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সৈনিকরা বিকট চিৎকার ছাড়ল: 'আ-গু-ন! আ-গু-ন! আ-গু-ন!'

লাশ গিয়ে পড়ল ফার্নেসের গনগনে কমলা রঙা আগুনে।

বাক্স হাতে নিশাতের ফোর্কলিফটের সামনে পৌঁছে গেল সালা মাতারি।

বুকের ভিতর মুচড়ে উঠল রানার। বুঝে পেল না কীভাবে সহ্য করবে এতদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী নিশাত আপার ভয়ানক মৃত্যুদৃশ্য।

হঠাৎ করেই বলে উঠল থ্রাশার, 'খেলা আরও জমুক! দুই নম্বর বাক্সটাও আনো! ওটা পরবে আমাদের ফ্রেঞ্চ বন্ধু!'

আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল সৈনিকরা।

দ্বিতীয় বাক্স আসতেই উল্লাস প্রকাশ করল তারা।

কপালের দু'পাশের শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করছে রানার। চিৎকার করে থ্রাশারকে গাল দিতে চাইল, কিন্তু মুখের গোঁজের কারণে সেটা সম্ভব হলো না।

মই বেয়ে উঠে নিশাতের মাথায় রক্তাক্ত বাক্স বসিয়ে দিল কর্পোরাল সালা মাতারি। তার আগে নিশাতের চোখে চেয়েছে রানা।

সরাসরি রানার দিকেই চেয়ে ছিল নিশাত। খুবই বিমর্ষ। আস্তে করে নাড়ল মাথা, মুখ হাঁ হলো, নীরবে বলছে যেন, 'সত্যিই বিদায়, ভাই!'

তারপর নিশাতের মাথায় বসিয়ে দেয়া হলো বাক্স।

নিশাতের মুখ আর দেখতে পেল না রানা। আপ্রাণ চেষ্টা করল হ্যাণ্ডকাফ খুলতে। কিন্তু কাজটা অসম্ভব। ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, ফুরিয়ে গেছে সব শক্তি। ওদের কারও কিছুই করবার নেই। রুখতে পারবে না ও নিশাত সুলতানার মৃত্যু। নিজ চোখে দেখতে হবে প্রিয় মানুষটার নির্মম হত্যাকাণ্ড!

এক মার্কিন পিশাচ ওর চোখের সামনে খুন করছে আপাকে, কিন্তু ওর সাধ্য নেই কিছু করে— ক্ষোভে-দুঃখে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল রানার চোখ থেকে।

ওর দিকেই চেয়ে আছে উইলিয়াম থ্রাশার। বুঝে গেছে মন ভাঙছে শক্ত লোকটার।

দ্বিতীয় বাক্স চাপিয়ে দেয়া হলো পিয়েখে ডিফেখনের মাথায়। ঘাড়ের কাছের ফাঁক-ফোকর বুজে দেয়া হলো ন্যাকড়া দিয়ে। রানার মনে হলো ডিফেখনকে কী যেন বলল নিশাত। কণ্ঠ ছিল অস্পষ্ট। বোধহয় বিদায় নিল।

এবার হাসতে হাসতে দুই বন্দির মাঝে মই বেয়ে উঠল মাতারি, খুলে ফেলল দুই বাক্সের প্যানেল। দু'হাতে তুলে নিল দুটো ধেড়ে ইঁদুর। প্রতিটি বাক্সের জন্য বরাদ্দ চারটে করে। তৈরি সে, চাইল থ্রাশারের দিকে। WWW.BOIGHAR.COM

চিৎকার শুরু করেছে সৈনিকরা, যেন এখনই খেলা শুরু করা হয়। কিন্তু থ্রাশারের সিগনালের জন্য অপেক্ষা করল মাতারি।

মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলল থ্রাশার। 'পবন? ...ফারিয়া? ...আবারও গল্প করব আমরা। এবার তোমরা শুনবে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা আর ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখনের মরণ চিৎকার। জীবন্ত ওদের নাক-কান-চোখ খেতে শুরু করবে ইঁদুর।'

আস্তে করে মাতারির দিকে ইশারা করল থ্রাশার।

প্রতিটি বাক্সে দুটো করে ইঁদুর ফেলল মাতারি।

হুল্লোড় করে উঠল সৈনিক দল।

এবার ফেলা হলো আরও দুটো করে। ঠং করে প্যানেল বন্ধ করে দিল মাতারি।

অসহায় চোখে চেয়ে রইল রানা।

তখনই শুরু হলো নিশাত ও পিয়েখের পা ছোঁড়াছুঁড়ি। ছটফট করছে ওরা, সেইসঙ্গে ভীষণ চিৎকার।

জাড ময়লানের মত করেই করুণ মৃত্যুর দিকে চলেছে ওরা।

নিশাত ও পিয়েখের মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরল থ্রাশার।

বাক্সের ভিতর ভীষণ ব্যথায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছাড়ছে ওরা। ভীষণ ঝটকা খাচ্ছে ঝুলন্ত দুই দেহ। নানাদিকে ছুঁড়ছে দু'পা।

বাক্সের ভিতর থেকে অস্বাভাবিক সব আওয়াজ আসছে। চিৎকার, আর্তনাদ, গোঙানি, কচকচ আওয়াজ।

ময়লানের মৃত্যুর মতই, কয়েক সেকেণ্ডে শেষ হয়ে গেল সব। প্রায় একইসময়ে স্থির হলো নিশাত ও বুনোর দেহ, ঝুলছে স্ট্র্যাপাডো পযিশনে। এখন একদম স্থির মাথা।

টপ্ করে আরও দু'ফোঁটা অশ্রু নামল রানার গালে।

'সত্যিই বিপজ্জনক মানুষ তুমি, রানা,' বলল থ্রাশার। 'সত্যিই জানি না এত মৃত্যু দেখেও কীভাবে বেঁচে আছ। কিন্তু এবার কেউ বাধা দেবে না তোমাকে।' রানার চোখ ভেজা দেখে হেসে ফেলল থ্রাশার। 'সত্যিই ভেঙে পড়লে? তেমনই মনে হচ্ছে! আর তাই যদি হয়, এবার সময় হয়েছে তোমার পরপারে যাওয়ার। রানা...'

'স্যর!' একযিট ডোরওয়ে থেকে ডাক দিল এক সৈনিক।

দরজার দিকে ঘুরে চাইল থ্রাশার ও রানা।

'কী?' জানতে চাইল থ্রাশার।

'ধরা পড়েছে, স্যর! দুই সিভিলিয়ানের কাছে পাওয়া গেছে দুটো স্ফেয়ার! নেইটরিচ ধরেছে তাদেরকে! এখন নিয়ে আসছে!'

উইলিয়াম থ্রাশার যেভাবে প্ল্যান করেছে, সেভাবেই বন্দি হয়েছে

পবন হায়দার ও ফারিয়া আহমেদ। ওরা খনিতে নিশাত সুলতানার কাছ থেকে আলাদা হয়ে রওনা দিয়েছিল দূরে কোথাও লুকিয়ে পড়বে বলে, সঙ্গে দুই ইউরেনিয়াম স্কেয়ারের কেস।

নদী পেরিয়ে আবারও ফিরেছে বেসের রানওয়েতে, খুব সতর্ক। ঢুকতে চেয়েছিল গিয়ে ব্যারাকে। দীর্ঘ হল পেরোতেই সামনে পড়ল প্রাক্তন সোভিয়েত ফোর্সের বিশাল লিভিং কোয়ার্টার।

পবন ভেবেছিল পরিত্যক্ত জায়গাটা লুকাবার জন্য আদর্শ। চারপাশে ধুলো। একের পর এক কট, ট্রাঙ্ক ও ফুট-লকার। পাশেই লকার রুম, টয়লেট ও শাওয়ার রুম।

কার বাপের সাধ্যি ওদেরকে খুঁজে বের করবে!

লুকাবার জায়গার অভাব নেই।

কিন্তু সতর্ক পায়ে প্রথম ব্যারাকে ঢুকেই চমকে গেল ওরা।

এক ঘর থেকে আরেক ঘরে গেল একটিমাত্র পা নিয়ে খোঁড়া এক মহিলা। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট।

'আরেহ্!' অবাক হয়ে বিড়বিড় করল পবন।

ওর কানে ফিসফিস করল ফারিয়া: 'ওই যে আরেকজন!'

সত্যি, দ্বিতীয় মেয়েটি ঢুকল আরেক রুমে। ঠোঁটে সিগারেট।

ওই ঘরের দরজার পাশ থেকে উঁকি দিল পবন।

হিটারের সামনে বসেছে মেয়েটি। আরও কয়েকটা মেয়ে ঘরে। সবার পরনে স্বচ্ছ নাইটি। মুখে কড়া মেকআপ। পুব ইউরোপের কোনও দেশের ভাষায় কথা বলছে।

'ছয় সপ্তাহ আর্কটিকে থাকবে, তাই রাফিয়ান আর্মির অফিসাররা এদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে,' ফারিয়াকে বলল পবন। 'চলো পরের ব্যারাক ঘুরে দেখি।'

কপাল মন্দ, দ্বিতীয় ব্যারাকও খালি নেই।

ওটা ব্যবহার করে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা।

ঘরগুলো আপাতত ফাঁকা। দীর্ঘ হলে একের পর এক বাঙ্ক

বেড। বেশিরভাগ ফুট-লকার খোলা।

না, এখানে লুকাতে পারবে না ওরা।

বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় ব্যারাক পেরিয়ে রানওয়ের পাশের এক হ্যাঙারে ঢুকল পবন ও ফারিয়া।

এখানে বেশিরভাগ জায়গা দখল করেছে মস্ত বড় এক অ্যান্টোনভ বিমান। এমনই এক বিমান নিয়ে সাগরে পড়েছে মাসুদ রানা।

খোলা রিয়ার র‍্যাম্পে উঠে ভিতরে উঁকি দিল পবন। বিমানের পেটে অজস্র ক্রেট ও বড় বড় কী যেন। সব ঢেকে রাখা হয়েছে তারপুলিন ও নেটিং দিয়ে।

'আরেকটা বিমান আছে ওদের?' আনমনে বলল ফারিয়া।

'ভেতরে বহুকিছু রেখেছে, ওসবের পিছনে লুকিয়ে পড়তে পারি,' বলল পবন। 'এসো!'

প্রকাণ্ড বিমানের হোল্ডে ঢুকে কোণে রাখা উঁচু মালের স্তূপের পিছনে লুকিয়ে পড়ল ওরা।

তখনই লাউডস্পিকারে শুনল ভয়ানক অত্যাচারিত মানুষের আহাজারি।

প্রথমে মৃত্যু হলো হাতুড়িমাথা নটি এরিকের।

তারপর মারা হলো জাড ময়লানকে।

কিন্তু প্যারিয়ায় রানার ইলেকট্রিক শক ধরিয়ে দিল ওদেরকে।

কাদায় পবনের নাইকি বুটের ছাপ দেখবার পর সতর্ক হয়ে উঠেছে ক্যাম্পেন ফন নেইটরিচ।

পবন ও ফারিয়া পালাতে ব্যস্ত, কিন্তু নেইটরিচ তাড়াহুড়ো না করে মেথড মেনে চলেছে। ধৈর্যের অভাব নেই। এসেছে চারপাশ দেখতে দেখতে। নাইকি বুটের ছাপ পেয়েছে বরফে ও কাদায়।

এবং হ্যাঙারের দরজার সামনেই ছিল একটা ছাপ।

এই হ্যাঙারেই আছে অ্যান্টোনভ কার্গো বিমান।

যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে নেইটরিচ।

নিঃশব্দে তার লোকজন নিয়ে প্রায়ান্ধকার হ্যাঙারে ঢুকেছে সে।

লাউডস্পিকারে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ছে জাড ময়লান।

দলের সবাইকে নীরব থাকতে ইশারা করল নেইটরিচ। হাতে জাদু-দণ্ডের মত চেহারার লিসেনিং ডিভাইস। কান পাতল হেডফোনে।

মাসুদ রানাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া শুরু হতেই অ্যান্টোনভ বিমানের হোল্ডের দিকে দণ্ড তাক করল নেইটরিচ। আর রানার গোঙানি বাড়তেই হেডফোনে শুনল সবই।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে কোনও মেয়ে।

ঝড়ের মত বিমানে ঢুকল নেইটরিচের লোক।

দশ সেকেণ্ডে ধরা পড়ল পবন ও ফারিয়া।

সর সর শব্দে ওদের মাথার উপর থেকে সরিয়ে দেয়া হলো তারপুলিন।

পবনের হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো স্যামসোনাইট কেস।

ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পবন ও ফারিয়াকে গ্যাসওঅর্কে ঢোকাল পচা নেইটরিচ ও তার দলবল।

প্রকাণ্ড ঘরের পরিবেশটা ভয়ানক।

এইমাত্র শেষ হয়েছে নিশাত ও পিয়েখের উপর অকল্পনীয় নির্যাতন। প্রং থেকে ঝুলছে দুই লাশ, মাথার উপর কাঠের বাক্স। মাসুদ রানাকে আটকে রাখা হয়েছে খাড়া করা খাটিয়ার ফ্রেমে, ওটা থেকে তার গেছে ট্র্যান্সফর্মারে।

একহাতে স্যামসোনাইট কেস নিয়ে উইলিয়াম থ্রাশারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নেইটরিচ। দু'হাতে তুলে ধরল কেস। 'স্যর, আমাদের স্কেয়ার।'

কেসের ঢাকনি খুলল থ্রাশার। গাঢ় লাল, চকচকে স্ফেয়ারের দিকে চেয়ে হাসি-হাসি হয়ে গেল তার চেহারা।

'ধন্যবাদ, নেইটরিচ,' আন্তরিক হাসল। 'ভালভাবেই কাজ সমাধা করেছ।' মাথার ইশারা করল ফারিয়ার দিকে। 'পুরস্কার বুঝে নাও। এই মেয়ে এখন তোমার। পুরনো মেয়েলোকগুলোর চেয়ে অনেক নতুন।'

সামনে ঝুঁকে গেল নেইটরিচ। 'স্যর, পুরো আমার?'

'হ্যাঁ, নেইটরিচ। ...ছেলেরা!' গলা উঁচু করল থ্রাশার। 'এই মেয়ে এখন থেকে শুধু পচা নেইটরিচের। কেউ হাত বাড়াবে না ওর জিনিসের দিকে। তবে ওর ইচ্ছে হলে ভাগ দিতে পারে, বা ভাড়াও দিতে পারে। সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য পালনের জন্য নেইটরিচকে ওই মেয়েটা দিয়ে দেয়া হলো।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যর!' মেঝের কাছে চলে গেল নেইটরিচের মাথা, কুর্নিশ করল বারকয়েক। বেরিয়ে পড়েছে বত্রিশ পাটি হলুদ দাঁত। 'আপনি অনেক দয়ালু, স্যর!' খপ্ করে ফারিয়ার ডানবাহু ধরল সে, জোর টান দিয়ে অসহায় মেয়েটিকে নিয়ে গেল ব্যালকনির শেষে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল পবন। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো এক তস্কর উল্টো হাতের চড় দিল ওর গালে। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল পবন। মুখের কশা ফেটে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ওর করুণ অবস্থা দেখে খিক-খিক করে হাসল অন্য তস্করা।

কর্নেল সাইক্লোনের দিকে স্ফেয়ার কেস বাড়িয়ে দিল থ্রাশার। 'কর্নেল, এটা নেবে মিসাইল ব্যাটারিতে। তবে এখনই নয়, আমি নিজে দেখতে চাই গ্যাসের মেঘে ফায়ার করা হলো। আর মনে রাখবে, গ্যাসহীন আকাশ পার করার পর মিসাইল ফাটাতে হবে। নইলে জ্বলবে না আগুন।'

স্ফেয়ার কেস হাতে দৌড়ে দরজা পেরিয়ে গেল কর্নেল

সাইক্লোন।

ব্যথা সারা শরীরে, ক্লান্ত রানা অসহায় চোখে দেখল চারপাশ।

স্কেয়ার নিয়ে চলে গেছে সাইক্লোন।

এবার কে ঠেকাবে উইলিয়াম থ্রাশারকে!

খুন হয়ে গেছে নিশাত সুলতানা ও ডিফেখন।

ফারিয়াকে ধর্ষণ করবে পশুর মত এক লোক।

টিইবি ভরা গ্যাসের মেঘে মিসাইল পাঠাবে কর্নেল সাইক্লোন।

পুড়ে ছাই হবে চিন ও উপমহাদেশের বেশিরভাগ এলাকা।

পুরোপুরি রক্ষা পাবে না ইউরোপও।

শত শত কোটি মানুষকে হত্যা করছে আমেরিকার সিআইএ-র কিছু দুর্বৃত্ত।

ঠেকাতে পারবে না ওরা।

কিন্তু এবার আরও খারাপ হয়ে উঠল পরিস্থিতি।

নির্যাতন করবার সময় যেমন হাসি-হাসি মুখ বানিয়ে রাখে উইলিয়াম থ্রাশার, সেই চেহারা নিয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল। নিচু স্বরে কথা বলে উঠল:

'কংগ্র্যাচুলেশন্স, মেজর, তোমার কাজ তুমি সমাপ্ত করেছ। কিন্তু দুঃখের কথা, এরপর কোনও কাজে আসবে না তুমি। এবং এর মানেই, নোংরা এ পৃথিবীর শেষ হয়ে যাওয়া দেখতে পাবে না। আর কিছুই বলব না তোমাকে। কোনও নির্যাতনও করা হবে না। এবার শুধু চুপচাপ মৃত্যুবরণ করবে।'

রানার মাথার উপর রাখা সানগ্লাস তুলে নিল থ্রাশার। মনে হলো দেখছে দারুণ দামি কোনও হীরা। সানগ্লাসের ফ্রেমে ও কাঁচে অনেক আঁচড়ের দাগ। একটা কাঁচের সামনের দিক চেঁছে নিয়ে গেছে একটা বুলেট।

'আমি যখন কাউকে হারাই, তার কাছ থেকে সুভ্যেনিয়র নিই,' বলল থ্রাশার। ট্রফি বলতে পারো। পরে স্মৃতিচারণ করব হয়তো।

এই সানগ্লাস আমাকে মনে করিয়ে দেবে আজ হেরে গিয়েছিল আমার একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।'

কোমরের খাপ থেকে ছোরা নিল সে, একটা কাঁচে জোরে আঁচড় কাটল। একটা বৃত্ত তৈরি করে তার ভিতর খোদাই করল **R. A.**। সানগ্লাসটা তুলে দেখাল তার অনুচরদের।

গর্জন ছেড়ে উল্লাস প্রকাশ করল তারা।

জ্যাকেটের পকেটে সানগ্লাস রাখল থ্রাশার। রানার কাছ থেকে সরে গেল। 'কর্পোরাল স্যালা মাতারি, মাসুদ রানার বুকে আরেকটা ইলেকট্রোড লাগাও। এবার পুরো দশ হাজার ভোল্ট। দুঃখিত, রানা, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি, সত্যিই ভাল প্রতিযোগী ছিলে।'

মাতারি বাড়তি ইলেকট্রোড আটকে দিল রানার ভেজা বুকে। জায়গাটা ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর। তারপর আদেশের অপেক্ষায় গিয়ে দাঁড়াল ট্র্যান্সফর্মারের পাশে।

আস্তে করে একবার মাথা দোলাল থ্রাশার।

ডায়াল ঘুরিয়ে দিল মাতারি।

আগের চেয়ে অন্তত কয়েক গুণ বেশি কাঁপতে লাগল রানা।

বেডফ্রেম থেকে উঠছে নীল ফুলকি।

ভয়ঙ্করভাবে নানাদিকে ছিটকে যেতে চাইল রানা। যেন উল্টোদিকে গিয়ে ভাঙবে মেরুদণ্ড। কোটর ছেড়ে কপালে উঠতে চাইল দু'চোখ। পরক্ষণে যেন দপ্ করে শেষ হয়ে গেল সব।

পুরো শিথিল রানার দেহ। স্টিলের বেডফ্রেমে ঝুলছে। সামান্যতম নড়ছে না।

ডায়াল ঘুরিয়ে ট্র্যান্সফর্মার বন্ধ করল কর্পোরাল মাতারি।

টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে রাফিয়ান আর্মির সবাই।

মাসুদ রানার পাল্‌স্ পরীক্ষা করল উইলিয়াম থ্রাশার। সোজা

হয়ে ঘুরে দাঁড়াল, হাসছে আনমনে। কিছুই বলতে হলো না কাউকে।

বিকট চিৎকারে উল্লাস প্রকাশ করল নারকীয় লোকগুলো।

অসহায় অবস্থায় করুণ, নির্মম মৃত্যু বরণ করেছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের তীক্ষ্ণধী এজেন্ট মেজর (অব.) মাসুদ রানা। চিরতরে থেমে গেছে তার বাংলাদেশের জন্য ভালবাসা ভরা বুকটা! দেশের জন্য আর কাঁদবে না তার হৃদয়।

ছাব্বিশ

আর্কটিক সাগর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে— আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি.।

রাত এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিট।

ওয়াশিংটনের সড়কে ঝড়ো গতি তুলছে কেভিন কনলন। পাশের সিটে রিনা গর্ডন। গাড়িটা দু'হাজার সাত সালে তৈরি ছোট টয়োটা প্রিমিও।

উইলিয়াম থ্রাশারের সিআইএ ফাইল খুলবার পর, কিল-ড্রাগন আসলে কী, তা পড়েছে ওরা। জানত, ওই কমপিউটার জানিয়ে দেবে ওদের অবস্থান। তাই কাজ শেষে ফাইল বন্ধ করেই পালাতে শুরু করেছে।

এবং সে কারণেই ওরা এখন প্রিমিও গাড়িতে। ওটা একটা যিপকার নেটওঅর্ক থেকে নেয়া হয়েছে। এ ধরনের ইকো-ফ্রেণ্ডলি গাড়ি শহরের নানা জায়গায় রাখে ভাড়া-গাড়ির কোম্পানি। তাদেরই কাস্টোমার কেভিন কনলন। কার্ড দেখিয়ে যে-কোনও

একটায় চড়ে বসলেই হলো।

জানত, ওই ফাইল পড়ার জন্য বেশি সময় পাবে না। এমনকী গাড়ি ভাড়া করতে গিয়েও বিপদ হতে পারে। কারণ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলেই সিআইএ জানবে কোথা থেকে নেয়া হয়েছে গাড়ি। এরপর তারা লেলিয়ে দেবে ওয়াশিংটনের পুলিশকে। তবুও ঝুঁকি নিয়েছে কেভিন, স্থির করেছে বেশিক্ষণ ব্যবহার করবে না এই গাড়ি।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়, কেভিন?' জানতে চাইল রিনা গর্ডন।

কঠিন মুখে সামনে চেয়ে আছে কনলন। 'মাত্র একটা জায়গাতেই যেতে পারব। আর ওরা চাইছে আপনি যেন ওখানে যেতে না পারেন।'

বাঁক নিয়ে পেনসিলভ্যানিয়া অ্যাভিনিউর উত্তর-পশ্চিম বাহুতে পড়েছে ওরা। শেষমাথায় বিখ্যাত, বিশাল ম্যানশন— ঝলমল করছে রাতের অত্যুজ্জ্বল ফ্লাডলাইটে।

'যেভাবে হোক আপনাকে পৌঁছে দেব হোয়াইট হাউসের অ্যাপয়েন্টমেন্টে,' বলল কেভিন।

'আমাদেরকে ঠেকাতে চাইবে সিআইএ,' বলল রিনা। রাতের হালকা ট্রাফিকের ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ি। 'চারপাশে থাকবে তাদের লোক।'

'জানি,' মাথা দোলাল কেভিন। 'কাজেই ভাগ্যের জোর চাই।'

পেনসিলভ্যানিয়া অ্যাভিনিউ ও ওয়েস্ট একযেকিউটিভ অ্যাভিনিউয়ের কোণে পৌঁছেছে ওরা, সামনের রাস্তায় হোয়াইট হাউসের পশ্চিম গেট।

গাড়ি নিয়ে ওয়েস্ট একযেকিউটিভ অ্যাভিনিউতে পড়ল কেভিন। সোজা চলেছে হোয়াইট হাউসের পশ্চিম গেট লক্ষ্য করে। প্রবেশপথের পাশে দেখা গেল বুমগেটসহ গার্ডহাউস।

সিআইএ-র লোক সতর্ক থাকবে, কাছেই চারপাশে চোখ

রেখেছে রিনা গর্ডন। লাফায়েট স্কয়্যারে বরাবরের মতই মানুষের ভিড়: হরেক জাতের টুরিস্ট, আমেরিকান পুলিশ এবং...

সুট পরা চারজোড়া লোক। স্ট্র্যাটেজিক সব জায়গায় পযিশন নিয়েছে। দু'একজনের হাত কানে, কজির কাছে কী যেন বলছে ফিসফিস করে। চোখ বোলাচ্ছে চারপাশে।

'আমি ওদেরকে দেখেছি,' বলল কেভিন।

'হয়তো সিক্রেট সার্ভিসের...' চুপ হয়ে গেল রিনা।

হঠাৎ করেই লোকগুলোর একজন ঝট্ করে হাত তুলেছে ওদের গাড়ির দিকে। পরক্ষণে দৌড়ে আসতে লাগল।

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করল রিনা। 'আমরা ধরা পড়ে গেছি!'

ক্রিঁচ-ক্রিঁচ শব্দে রাস্তা ছাড়ল প্রিমিও, বামে বাঁক নিয়েই ছুটল ওয়েস্ট উইং এন্ট্র্যান্স লক্ষ্য করে। মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরেছে কেভিন। 'শালার কপাল!' বিড়বিড় করল।

যা ভেবেছে, ইউনিফর্ম পরা সিক্রেট সার্ভিসের প্রহরীরা গেটহাউস থেকে গুলিবর্ষণ করল ওদের গাড়ির উপর। মনে মনে কপাল চাপড়াল কেভিন। শালাদের আক্কেল নেই? হাইব্রিড গাড়ি নিয়ে হোয়াইট হাউসে হামলা করবে কোন্ টেরোরিস্ট?

ঝট্ করে মাথা নিচু করে নিয়েছে কেভিন ও রিনা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল উইণ্ডশিল্ড। দুটো বুলেট সিঁথি কেটে দিল রিনার চুলে।

বাঁক নিয়েই দড়াম করে রিইনফোর্স্ড্ গেটপোস্টে গুঁতো লাগাল গাড়ি। থেমে গেল আচমকা। ভয়ঙ্কর মুচড়ে গেছে বনেট। ঝটকা খেয়ে সামনে বেড়েছে কেভিন ও রিনার মাথা— তখনই ভুস্ আওয়াজ তুলে সামনে খুলে গেছে গাড়ির এয়ারব্যাগ।

স্স্স্স্ আওয়াজ তুলছে গাড়ির ইঞ্জিন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে কেভিনদেরকে ঘিরে ফেলল ছয়জন সিক্রেট সার্ভিস গার্ড, হাতে উদ্যত পিস্তল।

সিআইএ-র যে লোক তেড়ে আসছিল, সে দূরেই রয়ে গেল। কেভিন ও রিনা আছে এখন সিক্রেট সার্ভিসের লোকের হাতে। এবং হোয়াইট হাউসের সিকিউরিটির বিষয়ে কারও সঙ্গে আপোস করে না সিক্রেট সার্ভিস। কাউকে বন্দি করলে তদন্ত তারা নিজেরাই করে।

'মাথার ওপর হাত রেখে গাড়ি থেকে বেরোও!' ধমক দিল এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

নির্দেশ মত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কেভিন ও রিনা। বেদম দুই ধাক্কা খেয়ে জমিতে শুয়ে পড়ল ওরা, ধুলোয় ভরে উঠল মুখ। দু'হাত পিঠের কাছে নিয়ে হ্যাণ্ডকাফে আটকে দেয়া হলো। দেরি না করে গাড়ি সার্চ করতে লাগল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা।

'কোনও ডিভাইস নেই গাড়িতে, নীচেও না,' একটু পর জানাল এক গার্ড।

দলের নেতা তিক্ত চেহারায় মাথা নাড়ল। 'এদের আইডি চেক করো।' হ্যাঁচকা টানে কেভিনকে দাঁড় করাল সে। 'বাছা, এবার মস্ত বিপদে পড়েছ।'

বেসুরো গলায় বলল কেভিন, 'স্যর, আমার নাম কেভিন কনলন, কাজ করি ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে। আর ইনি রিনা গর্ডন, তিনিও ডিআইএ-তে কর্মরত। দয়া করে ভিযিটার্স লগ দেখুন। ওখানে মিস গর্ডনের নাম আছে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

সব কাজ শেষ হতে বিশ মিনিট লাগল। পুরো সময় ওয়েস্ট উইং এন্ট্র্যান্সের ভিতরে এক প্রিযন ভ্যানে বন্দি করে রাখা হলো কেভিন ও রিনাকে। অবশ্য, এরপর ডাক এল ওদের।

সিনিয়ার এক সিক্রেট সার্ভিস গার্ড নিজেই ভ্যানের দরজা খুলল। পাশে সুট পরিহিত প্রেসিডেনশিয়াল এইড।

'এই ভদ্রমহিলার সত্যিই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে,' বলল গার্ড।

'আর, মিস্টার কনলন, তোমার রেকর্ড খুবই ভাল। আমাকে বলা হয়েছে, রিনা গর্ডন যদি তোমাকে সঙ্গে করে হোয়াইট হাউসে নিতে চান, আমরা যেন আপত্তি না তুলি।'

'ও আমার সঙ্গে যাবে, সন্দেহ কী,' রাগী কণ্ঠে বলল রিনা।

'পরেরবার গেটে থামবেন, সময় হলে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল গার্ড।

'আমাদের উপায় ছিল না,' বলল কেভিন। 'চারপাশে শত্রু। সুযোগ পেলেই ঠেকিয়ে দিত, যাতে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে না পারি। যদি থামতাম, লাশ হতাম।' দুর্বল হাসি দিল কেভিন। 'সরি, আপনারদের গেট ভাঙতে চাইনি।'

রিনা গর্ডন রওনা হয়ে গেছে, তার পিছু নিল কেভিন।

ঢুকে পড়ল ওরা হোয়াইট হাউসে।

বরফখণ্ড ভরা আর্কটিক সাগরের মাঝে পোলার আইল্যাণ্ড।

দুপুর বারোটা পঞ্চান্ন মিনিট।

হাতুড়িমাথা নটি এরিক ও জাড ময়লানের লাশের মতই অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যালকনি থেকে কনভেয়ার বেল্টে ফেলে দেয়া হলো মাসুদ রানার লাশ।

বেডফ্রেম ও মৃতদেহ রওনা হয়ে গেল পঞ্চাশ গজ দূরে, নীচের ফার্নেস লক্ষ্য করে। লাশটা যাবে চওড়া এক র‍্যাম্পের তলা দিয়ে, গিয়ে পড়বে গ্যাসওঅর্কের লেলিহান আগুনে।

তেতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাফিয়ান আর্মির লোক। ওরা দ্বিতীয়তলায় দশ সেকেণ্ডের জন্য দেখতে পাবে না রানার লাশ।

'আ-গু-ন! আ-গু-ন! আ-গু-ন!' বদ্ধ উন্মাদের মত চিৎকার করছে লোকগুলো। ব্যস্ত চোখ দেখছে শত্রু-নেতার লাশ গিয়ে পড়বে গনগনে অগ্নিশিখার ভিতর।

মৃতদেহের উপর আঠার মত আটকে আছে তাদের চোখ। কনভেয়ার বেল্টে পড়ে থাকা রানার লাশ চলে গেল র‍্যাম্পের নীচে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও দেখা যাবে লাশ।

অন্যদের সঙ্গে নিজেও ওদিকে চেয়ে আছে উইলিয়াম থ্রাশার।

এবার চিরকালের জন্য হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে মাসুদ রানা।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ভুরু কুঁচকে গেল থ্রাশারের।

র‍্যাম্পের তলা দিয়ে বেরোচ্ছে না কেন লাশটা!

এগিয়ে চলেছে র‍্যাম্প, কিন্তু যেখানে রানার লাশ থাকা উচিত, সে জায়গা ফাঁকা।

পিটপিট করে আবারও চাইল থ্রাশার, দ্বিধান্বিত।

র‍্যাম্পের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় কী ঘটল ওই লাশের?

নীচে গিয়ে দেখবার জন্য দু'জন লোক পাঠাল থ্রাশার।

মাত্র আধ মিনিট পর র‍্যাম্পের তলা থেকে এল তুমুল গুলির আওয়াজ।

লোক দু'জন ফিরল না।

স্টিলের মইয়ের দিকে পা বাড়াল থ্রাশার, নামবে নীচতলায়...

কিন্তু তখনই আবারও দেখা দিল মাসুদ রানা— জ্যান্ত!

এখন বেডফ্রেমের সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফে বন্দি নয় সে!

ব্যাটা মরেও আবারও বাঁচে কী করে? হতবাক হয়ে ভাবল থ্রাশার। অভিনয় করছিল? উঁহুঁ।

কয়েক লাফে স্টিলের মইয়ের কাছে পৌঁছে গেল রানা, ঝড়ের বেগে মই বেয়ে উঠল উপরের ব্যালকনিতে।

নিজ চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না উইলিয়াম থ্রাশার।

হতবাক হয়ে রইল রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা।

হরর সিনেমার দৃশ্য থেকে যেন উঠে এসেছে পাথরের মূর্তির মত অবিচল মাসুদ রানা!

ঘাম ও পানিতে ভেজা খোলা বুক, পায়ে মোজা বা বুট নেই।

পিঠে পোড়া দাগ। দেহে রক্তাক্ত জখম। ভয়ঙ্কর দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। দু'চোখ রক্তলাল। ভুরু কুঁচকে উইলিয়াম থ্রাশারের দিকে চাইল খুনির দৃষ্টিতে।

মাসুদ রানা যে শুধু মৃত জগৎ থেকে ফিরেছে, তা নয়, দু'হাতে শ্‌টায়ার টিএমপি মেশিন পিস্তল ও সিগ সাওয়ার পি২২৬ পিস্তল!

ব্যালকনিতে উঠে আসতেই কী যেন নামিয়ে দিয়েছে মেঝেতে। পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে বের করেছে দুই অস্ত্র।

রানার পাশে বিশ্বস্ত কুকুরের মত অপেক্ষা করছে ছোট্ট, রুপালি রোবট!

কুয়াশার রোবট সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে, এটা জানানো উচিত: খুবই দায়িত্বসম্পন্ন রোবট সে।

কেবল কার টার্মিনালে বিস্ফোরণের আঘাতে নীচের হিমঠাণ্ডা সাগরে গিয়ে পড়েছিল ও। অত উপর থেকে পড়েও সামান্যতম ক্ষতি হয়নি তার। বাতাস ভরা বেলুন ব্যবহার করে আবারও ভেসে উঠেছে। তখন কেউ দেখলে ভাবত, ওটা যান্ত্রিক কোনও হাঁস।

পানির তলা থেকে উঠতেই একটা বিশেষ প্রোগ্রাম কাজ করল ওর চিপসে, কাজেই ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধুকে খুঁজল।

পানির ভিতর বনবন করে ঘুরতে লাগল চাকা, দেরি হলো, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত রোবট চলে এল উপসাগরের কিনারায়। ততক্ষণে বুঝেছে, পশ্চিমে রয়েছে পোলার আইল্যাণ্ডের পরিত্যক্ত তিমি-মাছ ধরা গ্রাম।

ওখানে পৌঁছুতে প্রায় একঘণ্টা লেগেছে ওর।

তখনই দেখল, ওই যে দূরে ওর দ্বিতীয় বন্ধু মেজর মাসুদ রানা! পাশেই শ্যারন ফ্যেনুয়্যা।

গ্রামে ঢুকবার সময় রানা ও শ্যারনকে যে যান্ত্রিক চোখ খেয়াল করেছিল, সে চোখ আসলে রোবট বন্ধুর।

নিজের সাধ্যমত বন্ধুর কাছে যেতে চেয়েছে রোবট, কিন্তু

অনেক দ্রুত হেঁটেছে মাসুদ রানা। তারপর রোডব্লকে বন্দি হলো সে। সরিয়ে নেয়া হলো।

তখনই খুব কাছে বলে উঠল এক মহিলা কণ্ঠ: 'ভাল আছ, বন্ধু?'

'বন্ধুকে যেতে হবে দ্বিতীয় বন্ধু মেজর মাসুদ রানার কাছে,' আন্তরিক সুরেই বলল রোবট।

'তা ঠিক। তা তো যেতেই হবে। আর তুমি যখন ওকে খুঁজে পাবে, তাকে আমার তরফ থেকে কয়েকটা জিনিস দিয়ো,' বলল শ্যারন।

কিছুক্ষণ পর দু'জনের চেষ্টায় রোডব্লক পেরিয়ে গেল ওরা। রানার ফেলে যাওয়া দুই স্মোক গ্রেনেড গুলি করে ফাটিয়ে দিল শ্যারন। ওগুলো পড়ে ছিল রাস্তার উপর। আর ধোঁয়ার ফলে যে আড়াল তৈরি হলো, সেসময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল বন্ধু।

গাইডেড থারমাল ইমেজার ব্যবহার করে ধোঁয়ার ভিতর সবই দেখেছে। আর নির্দ্বিধায় মেশিনগান দিয়ে উড়িয়ে দিল রোডব্লকের লোকগুলোকে। কারও বাঁচবার উপায় ছিল না। এরপর ছোট ছোট চাকা ব্যবহার করে বেঁটে রোবট রওনা হয়ে গেল খাড়া রাস্তা ধরে। খুঁজতে শুরু করেছে দ্বিতীয় বন্ধুকে।

আহত শ্যারন আগেই বুঝেছে, কোনও সাহায্যে আসবে না, কাজেই বন্ধুকে আরও একটা নির্দেশ দিয়েছে। 'জিপের চাকার নতুন দাগ অনুসরণ করবে। ওই যে, যে জিপে নিয়ে গেছে রানাকে।'

নির্দেশ মেনেছে বন্ধু, শেষপর্যন্ত হাজির হয়েছে গ্যাসওঅর্কে।

ছোট চাকায় ভর করে পাশের এক দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে ওখানে। অপেক্ষা করেছে র‍্যাম্পের নীচে। আর তখনই দেখল ধুপ্ করে কনভেয়ার বেল্টে পড়ল রানার দেহ।

বিস্মিত হওয়ার অধিকার তাকে দেয়া হয়নি, নির্বিকার ভাবে

অপেক্ষা করল দ্বিতীয় বন্ধুর জন্য। চলে গেল কনভেয়ার বেল্টের পাশে, আর রানা আসতেই কাজে লাগাল রোবটিক বাহু। টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিল বেডফ্রেম ও রানাকে। স্ক্যান করতেই বন্ধু বুঝল, ওর বন্ধুর পাল্‌স্‌ নেই। পেট থেকে ডিফিব্রিলেটার বের করল সে, ব্যবহার করল সিপিআর প্রোগ্রাম।

'ধুপ! ...ধুপ! ... ধুপ!'

নির্দিষ্ট পরিমাণের কারেন্ট দিয়ে শক দেয়া হলো রানাকে।

তিনবার ঝাঁকি খেল রানার দেহ...

তারপর খুলে গেল ওর দু'চোখ। হাঁপিয়ে উঠবার মত করে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে দম নিল। ফুসফুস ভরে গেল অক্সিজেনে।

বারকয়েক শ্বাস নিতে না নিতেই ব্লো-টর্চ দিয়ে ওর হ্যাণ্ডকাফের শিকল ও দড়ি পুড়িয়ে দিল বন্ধু।

দুর্দান্ত বিশ্বস্ত রোবটের কারণে আবারও জীবন ফিরে পেয়েছে রানা। অথচ মৃত্যু ছিল নিশ্চিত।

বন্ধুর ফার্স্ট-এইড প্যাক থেকে কুয়াশার এপি-৭ নিডল নিয়ে বামবাহুতে ইঞ্জেক্ট করল রানা। ব্যথা কমবে, স্থির থাকবে দেহ। কয়েক সেকেণ্ডে সত্যিই স্থিতিশীল হলো ওর শ্বাস, জোরও ফিরে এল দেহে।

তখনই বন্ধুর পিঠে তিনটে জিনিস দেখল রানা।

শ্যারনের শ্‌টায়ার টিএমপি, সিগ সাওয়ার পি২২৬ পিস্তল ও ম্যাগনেটিউয়েক্স।

উঠে দাঁড়াল রানা, আস্তে করে বলল, 'বন্ধু, তুমি সত্যি কাজের। এবার এসো কাজে নামি। তবে তার আগে বন্ধু ও শত্রুর মেমোরি ব্যাঙ্ক খুলে দাও।'

'খুলে দিলাম মেমোরি ব্যাঙ্ক অ্যাক্সেস,' বলল বন্ধু।

'বন্ধুর তালিকা থেকে মুছে ফেলো ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলোর নাম।'

'এন্ট্রি ডিলিটেড।'

'গুড, চলো এবার। জরুরি কিছু কাজ করতে হবে আমাদের!'

গ্যাসওঅর্কে উইলিয়াম থ্রাশার এবং তার দস্যু আর্মির সৈনিকদের মুখোমুখি হয়েছে রানা ও রোবট বন্ধু— চল্লিশজনের বিরুদ্ধে ওরা দু'জন। রানা ও বন্ধুর অস্ত্র একই সময়ে কমলা আগুন উগরে দিল।

ফুল অটোতে মেশিনগান ব্যবহার করছে বন্ধু। নল থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে তিনফুটি আগুনের জিভ। ভারী ক্যালিবারের বুলেট সহজেই পেয়ে গেল ভিড় করা লোকগুলোকে। প্রথম বুলেট স্রোত থেমে যাওয়ার আগেই অক্কা পেল সতেরোজন সৈনিক। মাত্র এক হামলায় প্রায় অর্ধেক শত্রু সাফ করে ফেলেছে রোবট। মেঝের নানাদিকে বইছে রক্তের স্রোত।

বন্ধুর চেয়ে অনেক সতর্ক রানা, গুলি করছে নিখুঁত লক্ষ্যে। কিন্তু ওর বুলেটবর্ষণ রোবটের হামলার চেয়ে কম ক্ষতি করল না।

সবার আগে উইলিয়াম থ্রাশারের বুকে স্থির হলো ওর অস্ত্রের মাযল। কিন্তু সিআইএ এজেন্ট বাঁদরের মতই ক্ষিপ্র। রানা গুলি করবার এক সেকেণ্ড আগে নিজের সামনে কর্পোরাল সালা মাতারিকে নিয়ে এসেছে সে। পরপর দু'বার বুকে গুলি খেল সুদানিয। আর ওই সময়ে ডাইভ দিয়ে কাছের একযিট ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল থ্রাশার। তাকে অনুকরণ করল ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো।

পরক্ষণে অস্ত্র ঘুরিয়েই পবনকে ধরে রাখা দুই লোকের মাথা ফুটো করে দিল রানা। লাশদুটো মেঝেতে পড়বার আগেই চেঁচিয়ে বলল, 'পবন, শুয়ে পড়ো!'

কুয়াশার সহকারী মেঝেতে চিৎপটাং হয়েই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মাথা।

টেকো এক লোকের দিকে অস্ত্র তাক করল রানা। সে লোকই

আটকে রেখেছে ফারিয়াকে। সামান্য দ্বিধা নিয়ে গুলি করল রানা, কিন্তু তার আগেই হ্যাঁচকা টানে ফারিয়াকে নিয়ে একটা মই বেয়ে নেমে গেল সে। তার গায়ে গুলি লাগল কি না, নিশ্চিত হতে পারল না রানা। কিন্তু এ মুহূর্তে দেখবার সময়ও নেই। ওর খুব কাছ দিয়ে গেল লেলিহান নীল আগুনের শিখা। ডাইভ দিয়ে আরেক পাশে পড়ল রানা।

ওই আগুনের জিভ আসলে তাক করা হয়েছে বন্ধুর উদ্দেশে।

ছোট রোবট ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে, তাকে ঠেকাতে কাজে নেমেছে এক দস্যু সৈনিক। দু'কাঁধের হার্নেসে ফ্লেমথ্রোয়ার। ছিটকে বেরুচ্ছে আগুনের বর্শা। লেলিহান আগুনে পুরো হারিয়ে গেল বন্ধু। পরক্ষণে শরীর গড়িয়ে বেরিয়ে এল শিখার ভিতর থেকে। জ্বলছে রাবারের চাকা। বন্ধুর গুলির আঘাতে ফ্লেমথ্রোয়ারের দু'চোখের মাঝে তৈরি হলো নতুন একটা রক্তিম নয়ন।

লাশটা মেঝেতে পড়বার আগেই আরও অনেক বিপজ্জনক হামলা এল বন্ধুর উপর।

ইউরোপিয়ান এক অফিসার—জল্লাদ—মেঝে থেকে তুলে নিয়েছে আরপিজি, নিক্ষেপ করল রকেট গ্রেনেড।

দূর থেকে এসে সোজা বন্ধুর নিম্নাঙ্গে লাগল রকেট।

বিকট বিস্ফোরণে খানখান হয়ে গেল বন্ধুর একাংশ।

চারদিকে ছিটকে গেল টাইটেনিয়ামের ধারাল টুকরো ও জ্বলন্ত চাকা। ধূসর ধোঁয়ার মেঘে হারিয়ে গেল বন্ধু।

কী ঘটেছে খেয়াল করেছে রানা। মন খারাপ হয়ে গেল ওর, কিন্তু গুলি বন্ধ করবার উপায় নেই। এই লড়াইয়ে এখন ও একা। বুঝে গেল, চট্ করে শেষ করতে হবে লড়াই।

পরবর্তী তিরিশ সেকেণ্ড লড়াইয়ের সমস্ত দক্ষতা কাজে লাগাল রানা। আধমিনিট আগে ছিল বারোজন সৈনিক, কিন্তু একত্রিশ সেকেণ্ডে কেউ দাঁড়িয়ে থাকল না।

রানা যেন হয়ে উঠেছিল বিধ্বংসী কোনও প্রাকৃতিক শক্তি।

সম্পূর্ণ নির্বিকার চেহারা, চোখে নেই কোনও অনুভূতির ছাপ। ঠাণ্ডা মাথায় নিয়েছে প্রতিটি পদক্ষেপ। নষ্ট করেনি একটিও বুলেট। চোখের সামনে যারা ছিল, কেউ রক্ষা পায়নি।

মাত্র দু'চারজন আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তাক করতে চেয়েছিল, কিন্তু রক্তাক্ত বুক বা মুখ নিয়ে ছিটকে পড়েছে লাশ হয়ে। আরপিজি ফায়ার করবার পর নিজেদের এক লোককে বর্মের মত ব্যবহার করেছে জল্লাদ, কিন্তু এক পশলা শ্‌টায়ারের গুলি অক্কা পাইয়ে দিয়েছে দু'জনকেই। সামনের লোকটাকে ভেদ করে জল্লাদের হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে বুলেট।

তখনই স্যাণ্টা ক্লযকে দেখেছে রানা, কিন্তু ভীষণ চালু প্রকাণ্ডদেহী চিলিয়ান লেফটেন্যাণ্ট— ডাইভ করে বেরিয়ে গেছে একযিট ডোর দিয়ে। কয়েকজন পিছু নিতে চেয়েছিল, কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে দেখল, ওদিক থেকে তালা মেরে দেয়া হয়েছে। পিছন থেকে আসছে স্বয়ং যম— মাসুদ রানা!

ভীষণ ভয় পেল তারা।

গম্ভীর, কঠোর চোখে যেন মৃত্যুর ওপার থেকে ওদেরকে দেখছে ভয়ঙ্কর শত্রু!

মাত্র একটু আগেই ওর উপর প্রচণ্ড নির্যাতন হচ্ছে বলে হৈ-হৈ করে ফুর্তি করছিল তারা।

ব্রাশ ফায়ারে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই লাশ হয়ে পড়ে রইল লোকগুলো।

রানা ও পবন ছাড়া জীবন্ত কেউ থাকল না ব্যালকনিতে।

ছুটে নিশাতের পাশে পৌঁছে গেল রানা।

ফোর্কলিফটের প্রং থেকে ঝুলছে নিথর লাশ।

কিন্তু হঠাৎ চমকে গেল রানা।

সামান্য নড়ে উঠেছে নিশাতের মাথা।

'আপা?' কেঁপে গেল ওর কণ্ঠ। পুরো নিশ্চিত হতে পারছে না ভুল দেখেছে কি না। মারা যাওয়ার পরেও কখনও কখনও পেশি নড়ে লাশের।

'ভাই?' কাঠের বাক্সের কারণে ভোঁতা শোনাল নিশাতের কণ্ঠ। 'সত্যিই কি আপনি? আপনিই কি এত গোলাগুলি করলেন?'

পরের পঁচিশ সেকেণ্ডে ফোর্কলিফট নিচু করে আনল রানা।

মেঝেতে শুয়ে পড়ল নিশাত। পাশেই পড়ে আছে ডিফেখন।

গুলি করে দু'জনের হ্যাণ্ডকাফের শেকল ছিঁড়ে দিল রানা। ঝটপট সরিয়ে ফেলল নিশাতের মাথার বাক্স।

ওটার ভিতর থেকে গড়িয়ে পড়ল চার মৃত ইঁদুর। কামড়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে মাথা। ঘাড় রক্তাক্ত।

নিশাতের দাঁতে রক্ত, দেখল রানা।

'আপা...' আর কিছু বলতে পারল না ও, দু'হাতে ধরল নিশাতের হাত।

'ওই লেখক যা খুশি লিখুক,' আপত্তির সুরে বলল নিশাত। 'ভয় পাব কেন? কিন্তু...' রানার দু'হাতে আলতো চাপড় দিল ও।

'কিন্তু কী, আপা?'

'দুটো কিন্তু,' বলল নিশাত। 'প্রথম কথা, আটকানো হাতে ক্ষুধার্ত ইঁদুরের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। আর... বড় খারাপ স্বাদ ওগুলোর!'

পবন পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে খুলে ফেলল ফ্রেঞ্চ বুনোর বাক্স। নিশাতের বাক্সের মতই ওখান থেকে পড়ল চারটে মাথাহীন ইঁদুর।

থু-থু করে কয়েক টুকরো হাড় ফেলল ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্টেন, নিশাতের দিকে চাইল। 'অত খারাপ না স্বাদ! আসলে সমস্যা ওদের লোম!'

'কি প্ল্যান করেছিলেন?' নিশাতের কাছে জানতে চাইল রানা।

'মারা গেছেন ভঙ্গি করবেন, আর আপনাদেরকে ফার্নেসে ফেলে দেয়ার সময় পালাতে চাইবেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। শেষ যা বুঝলাম, আপনাকে টোস্টের মত ভাজা হচ্ছিল। তখন আগে পরে কখন যেন আপনি বললেন, হাল যাতে না ছাড়ি। কাজেই হাল ছাড়লাম না।'

'ভাল প্ল্যান করেছিলেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল নিশাত। 'মাথার ওপর বাক্স বসিয়ে দিতেই ডিফেখনকে বললাম, "ইঁদুরগুলোকে চিবিয়ে খেয়ে চুপচাপ ঝুলতে থাকো, বাপু!" খুবই ভাল লোক, স্যর, ঠিকই বুঝেছে কী বলতে চাই।'

'মৃত্যুও ভয় পাবে আপনাকে, আপা,' হাসল রানা। 'ডিফেখন, আপনিও দারুণ দেখিয়েছেন।'

নীরবে প্রশংসা নিল ডিফেখন, রানার অস্ত্রগুলো দেখিয়ে বলল, 'মোসিউ, এসব অস্ত্র আমার চেনা। খুবই লক্ষ্মী এক মেয়ের। ও কি বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ। পরে ওর ব্যাপারে আলাপ হবে। আমাদের পুনর্জন্মের পর আপাতত জরুরি কাজ আছে। আরও একটা মিসাইল লঞ্চ করার আগেই কুকুরগুলোকে ঠেকাতে হবে।'

উঠে দাঁড়িয়েই রানা দেখল, একটু দূরে কুঁজো হয়ে কী যেন দেখছে পবন। ওর পাশে চলে গেল ও।

মেঝেতে রোবট বন্ধু, ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

গ্রেনেডের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে নীচের পুরো অংশ।

চাকা ও মোটরও নেই।

এত ভাল রোবট হয়ে উঠেছে প্রায় জঞ্জাল।

দেহের উপরাংশ এখনও আস্ত। কাজ করছে ইন্টারনাল ব্যাটারি। একদিক থেকে আরেকদিক ঘোরাচ্ছে অস্ত্র। এদিক ওদিক সরছে চোখ বা লেন্স। সাহসিকতার সঙ্গে এখনও খুঁজছে শত্রু।

যদিও তাদের কেউ নেই।

'ওর অবস্থা কী?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও লড়তে চাইছে, কিন্তু নড়তে পারবে না।'

ছোট রোবটের দিকে আবারও চাইল রানা। 'মরে যাওয়ার পরেও আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, ও আমার সঙ্গে থাকবে।'

'আমাকে সঙ্গে নিতে চাওয়ায় অনেক ধন্যবাদ, বন্ধু,' বলল বন্ধু, 'প্রাণের বন্ধু!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, চট্‌পট্‌ নতুন সব শব্দ শিখছে রোবট। চলে গেল ও কাছের এক রাফিয়ান সৈনিকের পাশে। মেঝে থেকে নিল একটা জিনিস। ফিরে এসে সাবধানে তুলল বন্ধুকে, এবার এমন এক কাজ করল যে হেসে ফেলল পবন।

'বাহ্‌, ভাল তো,' বলল।

আবার ব্যালকনির আরেকদিকে গিয়ে থামল রানা। কর্পোরাল সালা মাতারির পাশ থেকে তুলে নিল নিজের ম্যাগহুক, পিঠে হোলস্টার বেঁধে তার ভিতর রাখল। দরজা দেখিয়ে বলল, 'চলুন সবাই।'

রওনা হয়ে গেল ওরা।

দলের পিছনে নিশাত ও ডিফেখন। মৃত শত্রুদের পাশ থেকে তুলে নিয়েছে দুটো দুটো করে চারটে একে-৪৭ রাইফেল। সংগ্রহ করেছে বেশকিছু গুলিভরা ম্যাগাযিন ও দুটো ইয়ারপিস।

রানার পিছনে ছুটতে শুরু করেও চট্‌ করে ফেলে আসা জায়গাটা দেখল নিশাত।

ওখানে পড়ে আছে প্রায় চল্লিশজন সৈনিকের লাশ।

ডিফেখনের পাশে চলতে চলতে নিচু স্বরে বলল নিশাত, 'একটা কথা মাথায় গেঁথে রাখুন, ডিফেখন, কখনও রাগাতে হয় না মাসুদ রানাকে!'

সাতাশ

পিছনে নিশাত, বুনো ও পবনকে নিয়ে থামল রানা।

গ্যাসওঅর্কের এদিকের দরজা লক করা।

সামান্য প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করে তালার জায়গাটা উড়িয়ে দিল রানা, আস্তে করে খুলল কবাট।

দূরে দেখা গেল উইলিয়াম থ্রাশারকে, সঙ্গে প্রকাণ্ডদেহী স্যান্টা ক্লয এবং ছয় সৈনিক।

সবাই চলেছে মিসাইল ব্যাটারি লক্ষ্য করে।

তাদের চেয়ে এগিয়ে আছে কর্নেল সাইক্লোন, থ্রাশারের জন্য অপেক্ষা করছে উঁচু সেতুর মুখে। নেতা আসছে দেখেই চলল মিসাইল ব্যাটারির দিকে, হাতে স্কেয়ারের স্যামসোনাইট কেস।

তখনই ঝট্ করে পিছনে চাইল থ্রাশার, দরজায় বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছে নিশ্চয়ই। রানা ও তার দলের ক'জনকে দেখেই চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল।

ঘুরেই গুলি শুরু করল রাফিয়ান আর্মির সৈনিক। ঠেকিয়ে দেবে শত্রুদেরকে। আর সে সুযোগে স্কেয়ার কেস নিয়ে মিসাইল ব্যাটারিতে চলে যাবে কর্নেল সাইক্লোন।

দরজার আড়াল নিয়েছে রানা। বুঝে গেছে, দেরি করে ফেলেছে। এখন দৌড়েও পিছনে ফেলতে পারবে না সাইক্লোনকে। তখনই অনেকটা দূরে ছোট কাউকে দেখল রানা।

সে আছে উঁচু সেতুর শেষমাথায়।

তার দিকেই ছুটছে সাইক্লোন।

হঠাৎ করেই ওই দূরের মানুষটাকে চিনল রানা।

আর তখনই আকাশে লাফিয়ে উঠল গোটা মিসাইল ব্যাটারি!

ওখানে সৃষ্টি হলো কমলা আগুনের মস্ত একটি বল।

বোকা হয়ে দৌড় থামাল সাইক্লোন।

উড়ে গেছে তাদের সাধের মিসাইল ব্যাটারি!

একের পর এক বিস্ফোরণে আকাশে উঠছে বিধ্বস্ত ছয় ট্র্যান্সপোর্ট ইরেকটর লঞ্চার এবং ওগুলোর পিঠের মিসাইল।

মাত্র একটা ব্যাখ্যাই এল রানার মনেঃ ওই দূরের সেতুর শেষে যে বসে ছিল, সে-ই বসিয়েছে এসব এক্সপ্লোসিভ।

কর্পোরাল বব বউলিং!

চোখের সামনে আগুনের মাঝে হারিয়ে গেছে বেচারা, আর দেখা গেল না তাকে।

রানার মনে পড়ল, ওকে নির্যাতন করবার আগে ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলোকে দেখেছে। বিশ্বাসঘাতকটা যোগ দিয়েছিল থ্রাশারের দলে। বাথরুমে বলেছিল, গুলি করেছে তরুণ ববের কপালে।

রানা নিশ্চিত নয়, তবে আঁচ করতে পারছে কী ঘটেছে।

ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ম্যাক পাওলো বেশিরভাগ ক্রিমিনালের মতই মস্ত ভুল করেছে। বউলিঙের কপালে গুলি করেই সন্তুষ্ট হয়েছে।

বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাসঃ কারও কপালে গুলি করলে মরতেই হবে তাকে। কিন্তু বাস্তবে হাজার হাজার বছর ধরে মগজ নিরাপদে রাখতে মানুষের কপালের হাড় অনেক শক্ত করে দিয়েছে প্রকৃতি। করোটির সবচেয়ে পুরু হাড় কপালেই থাকে। কাজেই মাথার পিছনে কমপক্ষে দুটো গুলি করে দক্ষ খুনি— একযেকিউশন স্টাইল কিলিং। সুযোগ থাকলে শত্রুর মাথার চাঁদিতে গুলি করে স্নাইপাররা।

কপালে গুলি লাগলে বেশিরভাগ সময় আহতকে হাসপাতালে

নিলে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে সে।

আহত, কিন্তু বেঁচে ছিল বব বউলিং।

সময় লেগেছে, কিন্তু ঠিকই শেষ করেছে নিজের মিশন।

মনের চোখে দেখল রানা, রক্তাক্ত কপাল নিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে বব, এক এক করে বসিয়ে দিচ্ছে গ্যাস ট্যাঙ্কগুলোয় টাইম সেট করা গ্রেনেড। কাজ শেষে চুপ করে বসে পড়েছে সেতুর মুখে। অপেক্ষা করেছে জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য।

মস্ত সব বিস্ফোরণে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে শেষে।

পুরো বিধ্বস্ত হয়েছে মিসাইল ব্যাটারি, ওদিকে চেয়ে হাঁ হয়ে গেছে উইলিয়াম থ্রাশার। কয়েক সেকেণ্ড পর আস্তে করে মাথা নাড়ল। কণ্টিনজেন্সি প্ল্যান ছাড়া এমনি এমনি এত দূরে আসেনি সে। হাতে এখনও অন্য উপায় আছে।

'স্যাণ্টা ক্লয!' হাঁক ছাড়ল সে। সাইক্লোনের কাছ থেকে কেস নিয়ে একটা স্কেয়ার বের করল, ওটা ধরিয়ে দিল প্রকাণ্ডদেহী তস্করের হাতে। 'ট্রেন নিয়ে রওনা হও! ব্যবহার করবে মোবাইল মিসাইল লঞ্চার, জ্বেলে দেবে পরিবেশে আগুন! ...সাইক্লোন! আমার সঙ্গে এসো!'

'ইয়েস, স্যর!' গ্যাসওঅর্কের দিকে দৌড় লাগাল স্যাণ্টা ক্লয। বুক থেকে নামিয়ে ফেলেছে কর্ড মেশিনগান। তার সঙ্গে চলেছে ছয় সৈনিক। একে-৪৭ দিয়ে গুলি করছে রানাদের দরজা লক্ষ্য করে। বেরোতে পারবে না কেউ।

গ্যাসওঅর্কে ঢুকবার জন্য রানাদের ওই দরজা ব্যবহার করল না স্যাণ্টা ক্লয। তার দল গুলি করতে করতে পাশ কাটিয়ে গেল, চলেছে গ্যাসওঅর্কের উত্তর কোণে। ওখানে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের আউটার এণ্ট্র্যান্স।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর সামান্য ফাঁক করল রানা দরজা,

দেখতে পেল উইলিয়াম থ্রাশারকে।

একটা জিপে লাফিয়ে উঠেছে সিআইএ এজেন্ট। সঙ্গে রয়ে গেছে একটা ইউরেনিয়াম স্কেয়ার। সাইক্লোন ও পাওলোও জিপে। ঝড়ের গতি তুলে রওনা হলো গাড়ি। চলেছে রানওয়ের দিকে।

'যায় কই এরা?' জানতে চাইল নিশাত।

'থ্রাশারের অন্য প্ল্যান আছে,' বলল রানা। 'ট্রেন থেকে স্কেয়ার ভরা মিসাইল লঞ্চ করতে একদলকে পাঠাল। তারা যদি সফল হয়, থ্রাশার জিতবে। যদি ব্যর্থ হয়, লোকটার কাছে থাকবে আরেকটা স্কেয়ার। আর তার যদি আরও একটা বিমান থাকে...'

'আছে,' বলল পবন, 'হ্যাঙারে। ওখানেই লুকিয়ে ছিলাম ফারিয়া আর আমি। আপনি যে বিমানটা নিয়ে সাগরে পড়লেন, ঠিক একই জিনিস ওটা। হোল্ডে বহু কিছু।'

'তাই?' চুপ হয়ে গেল রানা। কী যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'ওই ট্রেনের মিসাইল ছাড়া আর নেই ওর কাছে। তার মানেই, ট্রেনের মিসাইল নষ্ট হলে বিমানে উঠে গ্যাসের মেঘে স্কেয়ার ফেলবে।'

দরজায় দাঁড়িয়ে দ্রুতগতি জিপের দিকে চাইল রানা। অবাক হতে হলো ওকে।

কেব্‌ল্ কার টার্মিনালের সামনে থামল জিপ। ওটা থেকে লাফিয়ে নেমে গেল সাইক্লোন।

রানা ভাবল, আবারও রওনা হবে জিপ। কিন্তু নড়ল না ওটা।

এক দৌড়ে টার্মিনালে ঢুকেছে কর্নেল, একমিনিট পর দেখা গেল তাকে ছাতে।

ওদিকে চেয়ে আছে রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'সর্বনাশ!'

ছাতের নিচু দেয়ালের পাশেই উবু হয়েছে সাইক্লোন, তুলে নিয়েছে কী যেন।

জিনিসটা অত্যাধুনিক, কালো তারের তৈরি স্যাটালাইট ডিশ।

সামান্যতম সময় নষ্ট না করেই আবারও নীচে নেমে এল সাইক্লোন, উঠে পড়ল জিপে। ধুলো-বালি ছড়িয়ে রওনা হয়ে গেল গাড়ি।

সরু হয়ে গেল রানার চোখ, ঝড়ের বেগে ভাবছে। এক এক করে জোড়া দিচ্ছে ছেঁড়া সুতো। একটু পর বলল, 'বোধহয় বুঝতে পেরেছি থ্রাশার কী করবে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম আগেই সব বুঝেছেন,' বলল ডিফেখন।

'তার দ্বিতীয় প্ল্যান আছে,' বলল নিশাত। 'সেটার কথাই বলছেন স্যর।'

'ওটা তার একযিট প্ল্যান,' বলল রানা। 'বিশবছর ধরে এই মিশনের জন্য বিমান রেখেছে সিআইএ। ওই একযিট স্ট্র্যাটেজির কারণে চিহ্নও থাকবে না রাফিয়ান আর্মির। থাকবে না কোনও সাক্ষী।'

চারপাশে চাইল রানা। এখন একটা গাড়ি দরকার।

একটু দূরেই আছে একটা জিপ।

'ওই বিমানে করে আকাশে উঠে যাওয়ার আগেই তাকে ঠেকাতে হবে, নইলে দ্বীপও শেষ, আমরাও ইতিহাস,' বলল রানা।

'কেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'খুলে বলবেন?' প্রশ্ন করল ডিফেখন।

'এখন বলার সময় নেই,' জরুরি সুরে বলল রানা, 'আপনারা ট্রেনে গিয়ে উঠুন। যেভাবে হোক ঠেকাবেন মিসাইল লঞ্চ। এদিকে পবন আর আমি যাব থ্রাশারের বিমান ঠেকাতে। পবন...'

ঘুরে চাইল রানা।

কোথাও নেই পবন। একটু আগেই ছিল, এখন একেবারে হাওয়া।

'এই বিপদের ভিতর কোথায় গেল ছেলেটা?' বিরক্ত হয়ে বলল

নিশাত।

গ্যাসওঅর্কের দিকে চেয়ে ফারিয়ার কথা মনে পড়ল রানার। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমি বোধহয় জানি কোথায় গেছে। আপাতত ওকে সাহায্য করতে পারব না। থ্রাশারকে ঠেকাতে না পারলে কোটি কোটি মানুষ মরবে। আপা, ডিফেখন, ট্রেনের মিসাইল ঠেকান। আমি দেখছি ওই বিমান।'

আলাদা হয়ে গেল ওরা, গ্যাসওঅর্কের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে ছুট লাগাল নিশাত ও ডিফেখন।

এদিকে একটু দূরের জিপে চেপে বসল রানা, পাঁচ সেকেণ্ড পেরোবার আগেই ছিটকে রওনা হলো জিপ।

যেভাবে হোক, ঠেকাতে হবে উইলিয়াম থ্রাশারকে।

গ্যাসওঅর্কের নীচতলায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইয পাইপের জটিল জঙ্গলে নিঃশব্দে হাঁটছে পবন হায়দার, চারপাশে সাপের মত ফোঁস-ফোঁস করছে ভালভ, একটু দূরে বাষ্প তোলা সব ভ্যাট। প্রতিটি ভ্যাটের পাশের লেবেলে রাশান ভাষায় লেখা সতর্কবাণী। এসবের ভিতর মস্ত এক ভ্যাটে বোল্ড অক্ষরে লেখা: **TEB.** ওটার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝল পবন।

পচা নেইটরিচের খোঁজে এখানে এসেছে ও।

বুঝে গেছে, আরও অনেক জরুরি কাজে ব্যস্ত অন্যরা, কাজেই সাহায্য চায়নি।

দরজার কাছে একবার ঘুরে চেয়েছিল গ্যাসওঅর্কের দিকে, তখনই নীচতলায় দেখেছে পচা নেইটরিচকে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে সে ফারিয়াকে।

মাসুদ রানার পুনর্জন্ম হওয়ার পরে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়েছিল পবন, তখনও দেখেছে নেইটরিচকে।

পবন এখন জানে, পুরস্কার হিসাবে পাওয়া ফারিয়াকে কোথায়

নিয়েছে লোকটা।

মিস্টার রানা ও অন্যরা পৃথিবী রক্ষা করুন ভাল কথা, কিন্তু ফারিয়ার কী হবে? ওকে তো ধর্ষণ করে মেরে ফেলবে ওই ভয়ঙ্কর পিশাচ!

রানা ও অন্যদেরকে কিছুই বলেনি পবন, দৌড়াতে শুরু করেছে গ্যাসওঅর্কের নীচতলা লক্ষ্য করে। মই বেয়ে নেমেছে ওখানে, অবশ্য তার আগে এক লাশের হোলস্টার থেকে নিয়েছে পিস্তল।

গ্যাসওঅর্কের অন্য এক অংশে ছুটছে নিশাত ও ডিফেখন। তারা আছে দ্বিতীয়তলায়। একটু দূরেই উত্তরদিকে রেলওয়ে সাইডিঙে পার্ক করা প্রকাণ্ড রেলগাড়ি। সামনে মস্ত জায়গা ফাঁকা।

ছুটতে ছুটতে নিশাত দেখল, নড়তে শুরু করেছে মস্ত ট্রেন। ওটার উপর দাঁড়িয়ে আছে স্যাণ্টা ক্লয ও কয়েকজন সৈনিক, হাতে একে-৪৭।

ট্রেনে বগি সর্বমোট পাঁচটা। একেকটা দানবসদৃশ। পিছনে এবং সামনে দুই আর্মার্ড লোকোমোটিভ। মাঝের কয়েকটি বগি আসলে কার্গো ক্যারেজ, ওখানে থাকতে পারে জিপ ও অন্যান্য ভারী যান। মাঝখানে এক ফ্ল্যাটবেড কার। ওটার উপর হাইড্রোলিক রাইযারে মোটা মহিলার মত পাশাপাশি শুয়ে আছে মস্ত দুই চুরুট সদৃশ এসএস-৩৩. ইণ্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ ব্যালেস্টিক মিসাইল। আপাতত দিগন্ত দেখছে।

'রাশানরা অনেক ট্রেন-লঞ্চড্ মিসাইল সিস্টেম তৈরি করেছিল,' বলল ডিফেখন। নিশাতের পাশে ছুটছে। 'কিন্তু এসব মিসাইল লঞ্চ করতে হলে আগে থামাতে হবে ট্রেন, নইলে মিসফায়ার হবে।'

'তার মানে আগে দালান থেকে ট্রেন বেরিয়ে আবারও থামার পর মিসাইল ফায়ার করতে হবে?' বলল নিশাত।

'হ্যাঁ।'

ঠোঁট মুচড়ে কী যেন ভাবল নিশাত। বিড়বিড় করে বলল, 'ভাবো, নিশাত! ...স্যর কী করতেন?'

'কী বলছেন?'

'কিছুই না।' তখনই বুঝল নিশাত। 'ট্রেনকে থামতেই দিতেন না স্যর। আসুন, ওটার ওপর উঠে সামনের লোকোমোটিভ দখল করব। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন চলতে থাকে ট্রেন।'

জিপ নিয়ে তুমুল গতিতে ছুটছে রানা, পাশ কাটিয়ে গেল উঁচু মেইন টাওয়ার। চলেছে রানওয়ে লক্ষ্য করে। সঙ্গে রোবট বন্ধু, তবে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে— এ কারণেই তখন হেসেছিল পবন।

বন্ধু আছে রানার পিঠে, ভালভাবে ওকে ঝুলিয়ে নেয়া হয়েছে ফ্লেমথ্রোয়ারের হার্নেসে। সাধারণত জিনিসটার কারাবিনার ক্লিপ ব্যবহার করা হয় কারও পিঠে ট্যাঙ্ক আটকে রাখবার জন্য। নিখুঁতভাবে বন্ধুর ধাতব দেহ ধরে রাখছে।

রানার ডান কাঁধের উপর দিয়ে চোখ রাখছে বন্ধু। ডান থেকে বামে ঘুরছে চোখ। ওদিকে রানার বাম কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়েছে ওর এম২৪৯ কামান।

জিপের মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরেছে রানা, তুলেছে সর্বোচ্চ গতি। সামনে বড় এক ঢিবি ঘুরে ওদিকে গেল থ্রাশারের জিপ, লক্ষ্য রানওয়ে।

সময় ছিল না বলে নিশাত ও ডিফেখনকে রানা বলতে পারেনি, কেন কেবল কার টার্মিনালে থেমেছিল থ্রাশারের জিপ।

যে স্যাটালাইট ডিশ তুলে নিয়েছিল কর্নেল সাইক্লোন, ওটাই ছিল আপলিঙ্ক। রাশান ও আমেরিকান নিউক্লিয়ার মিসাইল স্ট্রাইক থেকে নিরাপদ রাখছিল পোলার আইল্যাণ্ডকে।

প্রথম যখন কেবল কার ব্যবহার করে দ্বীপে উঠল, আপলিঙ্কের জন্য চারপাশে চোখ বুলিয়েছে রানা। যদি পেত, দরকার পড়লে

ডিসেবল করত, বা ধ্বংস করে দিত। কিন্তু জিনিসটা লুকিয়ে রাখা ছিল। অথচ ওটা ছিল খুবই কাছে, টার্মিনালের ছাতে!

কর্নেল সাইক্লোন আপলিঙ্ক সরিয়ে নেয়ার পরিণতি ভয়ঙ্কর!

সবই বুঝতে পারছে রানা।

উইলিয়াম থ্রাশার এবং তার দলের কর্নেল সাইক্লোন ও লেফটেন্যান্টরা সরে যেতে চাইছে দ্বীপ ছেড়ে, পিছনে পড়ে থাকবে তাদের সাধের রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা। এরা ভাবছে একবার আকাশে আগুন জ্বলে উঠলেই জেনারেল ও অফিসাররা ফিরবে।

কিন্তু তা হওয়ার নয়।

নিরাপদ বিমান থেকে নজর রাখবে থ্রাশার, আর তার লোক ট্রেন থেকে মিসাইল লঞ্চ করলেই সফল হবে তার পরিকল্পনা। অথবা, স্কেয়ার ব্যবহার করে আগুন জ্বেলে দেবে সে গ্যাসের মেঘে। দুটোর যেটাই হোক, খুশি মনে আপলিঙ্কের সুইচ অফ করবে থ্রাশার।

এখনও নিজেদের স্যাটালাইট ব্যবহার করে পোলার আইল্যাণ্ডের উপর চোখ রাখছে রাশান মিসাইল কমাণ্ড, যখন জানবে ডিফেন্সিভ আপলিঙ্ক অফ করে দেয়া হয়েছে, দেরি না করেই কাজে নামবে। মাফ করবার প্রশ্নই ওঠে না, তাদের একটা মিসাইল সাইট উড়িয়ে দিয়েছে থ্রাশার নিউক্লিয়ার মিসাইল ব্যবহার করে। কাজেই সরাসরি পোলার আইল্যাণ্ডে নামবে রাশান মিসাইল।

পরিবেশের আগুনে ইউরোপ, আফ্রিকার একাংশ, এশিয়ার চিন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপালসহ বেশ কয়েকটি দেশ পুরোপুরি ধ্বংস হবে। এদিকে রাশান নিউক্লিয়ার মিসাইলের আঘাতে হাওয়ায় মিশে যাবে নকল আর্মির সৈনিক। চিরকালের জন্য পাল্টে যাবে পৃথিবীর মানব-সভ্যতার ইতিহাস। দোষ পড়বে রহস্যময় এক টেরোরিস্ট গ্রুপের উপর। নিজ দলের কয়েকজনকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে থ্রাশার।

এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে?

কাজেই যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে উইলিয়াম থ্রাশারকে।

রানা যদি কোনওভাবে তাকে দ্বীপে আটকে রাখতে পারে, আপলিঙ্কের সুইচ অফ করবে না সে। নইলে মরতে হবে তাকেও।

রানার জিপে এসে লাগল এক পশলা বুলেট।

ঘুরে চাইল ও, পিছন থেকে তেড়ে আসছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকদের একটা ট্রাক। গুলি আসছে ওখান থেকেই।

'বন্ধু, ঠেকাও ওদের!'

'ঠিক বলেছেন, রানা!'

ড্রাইভিঙে মনোযোগ দিয়েছে রানা, ওদিকে গা মুচড়ে নিজের লেন্স ও কামান ঘুরিয়ে নিয়েছে বন্ধু— গোলা দাগল 'বুম! বুম!' আওয়াজ তুলে।

প্রথম গোলা লাগল ট্রাকের গ্রিলে, ফুটো করল রেডিয়েটার— ফণা তোলা সাপের মত ফোঁস আওয়াজ তুলে বনেটের তলা থেকে বেরোল বাষ্পের সাদা মেঘ। পরের গোলা লাগল সামনের বাঁ দিকের চাকায়। টলমল করে উঠল ট্রাক, পরক্ষণে স্কিড করে চলে গেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কাত হয়ে দড়াম করে পড়ল রাস্তার উপর। ঝরঝর করে ওখান থেকে খসে পড়ল সৈনিকরা।

তিক্ত হাসল রানা। কানে তালা লেগেছে। কিন্তু নতুন একটা চোখও পেয়েছে ও! মাথার পিছনে শক্তিশালী অস্ত্র! খারাপ কী?

সামনে দেখা গেল, খাড়া ঢালু পথে তীর গতিতে নেমে যাচ্ছে থ্রাশারের জিপ। একটু সামনেই রানওয়ে। অনুসরণ করতে চাইল রানা, কিন্তু তখনই রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল রাফিয়ান আর্মির একদল সেন্ট্রি। তাদের তরফ থেকে এল তুমুল গুলিবর্ষণ। আবার একজনের সঙ্গে আছে ফ্লেমথ্রোয়ার, ওটার কমলা লকলকে জিভ জ্বলজ্বল করছে।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা। ওর সাধ্য নেই পেরিয়ে যাবে

ওই ব্লকেড। অবশ্য সামান্যতম দেরি না করেই বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, সামনে দু'দিকে গেছে দু'রাস্তা, ডানদিকের রাস্তা বেছে নিল ও। উত্তরদিকের উঁচু জমি ঘুরে যেতে হবে, কিন্তু ঠিকই পৌঁছতে পারবে রানওয়েতে।

অবশ্য এর ফলে কতটা বাড়তি সময় লাগবে, জানে না রানা। এ-ও জানে না, সঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে কি না। প্রাণপণ চেষ্টা করবে, তাতে কোনও ভুল নেই। পিঠে বন্ধুকে নিয়ে জিপের মেঝেতে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল রানা।

আটাশ

ওদের দু'জনকে দেখবার আগেই কথা শুনতে পেল পবন।

'না-না! ছেড়ে দাও! দোহাই লাগে!'

ফারিয়ার ক্রন্দনরত কণ্ঠ।

চড়াৎ করে জোরালো আওয়াজ হলো।

চড় দেয়া হয়েছে গালে।

'চুপ্ শালী!' পচা নেইটরিচের কণ্ঠ ঘুরতে লাগল পাইপের জঙ্গল, ট্যাঙ্ক ও ভ্যাটগুলোর ভিতর। 'কোনও শালা নেই তোকে সরিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে! ওই শালা পবনের কথা ভুলে যা! আমার দিকে দ্যাখ্, এই আমিই ঠাণ্ডা করব তোকে! পাগল হবি সুখে! তুই জানিস কত মেয়ে...'

একটা বাঁক ঘুরেই সামনের দৃশ্য দেখল পবন।

মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে ফারিয়া, বুকের উপর চেপে বসেছে পচা নেইটরিচ। একহাতে খুলছে প্যান্টের বোতাম।

'কত মেয়ের সর্বনাশ করেছিস!' সামনে বেড়ে দড়াম করে একটা লাথি বসিয়ে দিল পবন নেইটরিচের পাঁজরে।

ছিটকে পড়েছে বদমাশটা। তবে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঝটকা দিয়ে উঠে বসেছে ফারিয়া, চোখে টলটলে অশ্রু। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'পবন!' আশা ও ভয় খেলা করছে ওর দুই চোখে।

ভয়ঙ্কর রাগে চোখ পাকিয়ে ফেলেছে পচা নেইটরিচ।

'শালা পবনের বাচ্চা!' বেরিয়ে এল নোংরা হলদে দাঁত। 'কে জানত তুই আসবি, শালা! নিয়ে যেতে চাস আমার মাল? তুই শালা জানিস আমি দুনিয়ার সেরা রেপিস্ট!'

পিস্তল তুলল পবন।

'আমার কাছে কিন্তু অস্ত্র নেই, পবন শালা,' বলল নেইটরিচ। 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবি?'

'হ্যাঁ, তাই করব।'

'মিস করবি না তো?'

চোয়াল শক্ত করে ট্রিগার টিপে দিল পবন। দু'বার।

দু'বারই পচা নেইটরিচের মাথার উপর দিয়ে গেল বুলেট। মোটা একটা পাইপে লেগে আরেক দিকে গেছে।

আবারও কয়েকবার ট্রিগার টিপল পবন।

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

ভয়ঙ্কর শয়তানি হাসি ফুটে উঠল নেইটরিচের মুখে, ফ্যাসফেঁসে স্বরে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা, এবার লাথিয়ে তোকে হাগিয়ে ছাড়ব! তোকে বেঁধে রেখে তোর ডার্লিংকে আদর করতে করতে মেরেই ফেলব!'

একলাফে ফারিয়ার পাশে পৌঁছে গেল নেইটরিচ, হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলেই ঠেলে দিল লোহার খাঁচার মত এক স্টোরেজ রুমে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করেই আটকে দিল বোল্ট।

পাগলের মত খাঁচার দরজা ঝাঁকাল ফারিয়া। কোনও লাভ

হলো না। বন্দি হয়েছে ও। চোখের সামনে দেখবে দুই পুরুষের প্রাণপণ লড়াই। বারবার আশা ও নিরাশায় দুলছে ওর মন। এক পক্ষে রাফিয়ান আর্মির খুনি পচা নেইটরিচ, অন্য পক্ষে নিরীহ পবন।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পবনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জার্মান রেপিস্ট।

মাথা নিচু করে প্রথম দুই ঘুষি এড়িয়ে গেল পবন, টলমল করছে পা, তারই ফাঁকে থাবা বসাতে চাইল শত্রুর নাকে।

রানার কাছে শুনেছে ওই আঘাতের নাম কিলার পাঞ্চ—ঠিকভাবে নাকের হাড় ভাঙলে মগজে গেঁথে যায়, ফলাফল লোকটার নিশ্চিত মৃত্যু।

থমকে গেল পবন।

ও কি সত্যি পেরেছে...

হাসতে শুরু করেছে পচা নেইটরিচ।

'ব্যস? এ-ই তোর ক্ষেমতা? ...এবার দ্যাখ্!'

গোখরা সাপের মতই ক্ষিপ্র সে, পর পর দুই ঘুষি বসিয়ে দিল পবনের মুখে। সামলে নিতে পারল না কুয়াশার সহকারী, ধুপ্ করে পড়ল মেঝেতে। ঠোঁট ও থুতনি ভেসে গেল রক্তের স্রোতে।

কলার ধরে ওকে টেনে তুলল নেইটরিচ, নিজের কপাল দিয়ে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো দিল শত্রুর কপালে। কলার ছেড়ে দিতেই পা পিছলে মেঝেতে সটান হলো পবন।

'পবন!' আর্তচিৎকার করল ফারিয়া।

পবনের উপর ঝুঁকে এল নেইটরিচ, মুখ না ফিরিয়েই ফারিয়াকে বলল, 'চিৎকার কর্, ডার্লিং! আরও চিৎকার কর্! মেয়েলোকের চিৎকার শুনলে আমার দারুণ লাগে!'

হ্যাঁচকা টানে পবনকে তুলল সে, একহাতে প্রচণ্ড জোরে ঠেসে ধরল পুরু এক পাইপের গায়ে। আরেকটু হলে পবনের মাথা ঠুকে

যেত পাইপ থেকে বেরিয়ে আসা এক ভালভে।

ব্যথায় নিজেকে পাগল মনে হচ্ছে পবনের। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। ভীষণ অসুস্থ লাগছে। এই বুঝি জ্ঞান হারাবে। আর সেক্ষেত্রে ওরা দু'জনই শেষ। না, যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে ফারিয়াকে!

অস্পষ্ট চোখে মাথার পাশে ভালভ দেখল পবন।

ওখানে কী যেন লেখা।

ঝাপসা লাগছে অক্ষরগুলো: **T... E...**

হঠাৎ করেই পবনের মুখের সামনে মুখ নিয়ে এল নেইটরিচ।

'কুকুরের বাচ্চা, তুই উড়িয়ে দিয়েছিস আমার একটা কান!' ঘড়ঘড় আওয়াজে বলল, 'এবার তোর দুই কান কেটে নেব আমি, চিবিয়ে খাবো! তারপর তোকে বেঁধে রেখে তোর সামনে ওই সুন্দরীকে...' খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল সে। কোমরের খাপ থেকে বের করে ফেলেছে হান্টিং নাইফ, ওটা পবনের চোখের সামনে তুলে দেখাল।

লোকটা একহাতে গলা টিপে ধরেছে বলে শ্বাস আটকে গেছে পবনের। কাশি আসছে বেদম।

'কিছু বলার আছে, শালা, তোর?' জানতে চাইল নেইটরিচ।

ফিসফিস করে কী যেন বলল পবন।

'ঠিক করে বল, শালা!'

'আমি... বল ...ছি...' শরীরের শেষ শক্তি কাজে লাগাল পবন, ঝট করে হাত তুলেই নীচে টেনে দিল পাশের গ্যাস ভালভের লিভার। ওই ভালভের লেবেলে লেখা: **TEB.**

ভালভ খুলে যেতেই হাই-প্রেশার সবুজ তরল স্প্রে হয়ে ছিটকে পড়ল পচা নেইটরিচের দু'চোখে।

বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল জার্মান রেপিস্ট, অতি উত্তপ্ত তরল নামছে মুখ বেয়ে। পড়ে গেল ছোরা, চেপে ধরল দু'হাতে দু'চোখ।

কপাল, গাল, নাক ও মুখের ত্বক গলে পড়ছে!

বেসুরো আর্তনাদ থেমে গিয়ে শুরু হলো করুণ বিলাপ।

আকাশে আগুন জ্বেলে দেয়ার বিস্ফোরক ফিউয়েল মিক্সচার খেয়ে ফেলছে তার গোটা মুখের ত্বক ও মাংস!

খামচে ধরল গাল। তালুর ঘষায় খসে এল ত্বক ও মাংস, বেরিয়ে গেল রক্তমাখা হাড়। নেইটরিচের দু'হাত সরে যেতেই পবন দেখল গলছে লোকটার দু'চোখ। আবারও দু'হাতে চোখ খামচে ধরতেই পিং-পং বলের মত বেরিয়ে এল, শিরার উপর ভর করে ঝুলতে লাগল নাকের দু'পাশে।

ভয়ঙ্কর কষ্টে জন্তুর মত চিৎকার করছে নেইটরিচ। অন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিছু ধরতে চাইল রক্তাক্ত দু'হাতে। কিন্তু পা তুলে তার বুকে জোরালো লাথি মারল পবন।

মেঝেতে পড়ে গেল পচা, বিকট গলায় কাঁদতে শুরু করেছে। অবশ্য একমিনিট পেরোবার আগেই তার মগজ খেয়ে ফেলল টিইবি তরল। স্থির হয়ে গেল মহাবদমাশ লোকটা।

ছুটে খাঁচার সামনে গেল পবন, বোল্ট টেনে খুলে দিল দরজা।

পরক্ষণে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফারিয়া, কাঁদছে হু-হু করে।

ওকে আলতো করে ধরে রইল পবন। আজ এতকিছুর পরেও নাকে এল ফারিয়ার চুলের মিষ্টি সুবাস।

রেল সাইডিং ধরে রওনা হয়েছে কালো, প্রকাণ্ড ট্রেন, পাশেই ছুটছে নিশাত ও ডিফেখন, লাফিয়ে উঠে পড়ল শেষ ক্যারেজে। ওটা উল্টোদিকে তাক করা আরেকটা আর্মার্ড লোকোমোটিভ।

দুলতে দুলতে ধীরে চলেছে ট্রেন, সোভিয়েত আমলের মস্ত এক দানব। সবদিক থেকে সাধারণ রেলগাড়ির চেয়ে দ্বিগুণ বড়। উচ্চতায় দোতলা, চওড়ায় স্বাভাবিক ট্রেনের ডবল।

রেললাইনও তেমন পোক্ত, দুটো নয় লাইন, পাশাপাশি দুটো

দুটো করে চারটি পাত।

গতির জন্য তৈরি নয় এসব। ভারী মালামাল বইবার জন্য।

প্রকাণ্ড রেলগাড়ি পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তর-পুবের ডক থেকে এনেছে স্থাপনার সমস্ত মালামাল। পরবর্তীতে ওই ডক বদলে নেয়া হয়েছে সাবমেরিন ডক হিসাবে। দ্বীপের মাঝে গ্যাসওঅর্ক থেকে মন্থরভাবে রওনা হয়েছে দানব ট্রেন, এই মুহূর্তে গতি বড়জোর ঘণ্টায় আড়াই মাইল।

হয়তো বহু বছর পর খোলা জায়গায় এসেছে স্টেশন ছেড়ে। একটু পর থামবে, কারণ ফায়ারিং পযিশন না নিলে লঞ্চ করতে পারবে না পিঠের মিসাইল।

'সামনের লোকোমোটিভে উঠতে হবে, বলল নিশাত। 'চলার ওপর না থাকলে সব শেষ হয়ে যাবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন ডিফেখন।

কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াবে চিলিয়ান লেফটেন্যান্ট স্যান্টা ক্লয এবং ছয় সৈনিক। তাদের দু'জন আছে সামনের লোকোমোটিভের কণ্ট্রোলে। অন্য চারজন স্যান্টা ক্লযের সঙ্গে, আত্মরক্ষামূলক পযিশন নিয়েছে মাঝের মিসাইল ক্যারেজে।

এখন একটা মিসাইলের উপর ঝুঁকে আছে লেফটেন্যান্ট ওয়ারহেডে বসিয়ে দিচ্ছে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার।

হামলার নানাদিক নিয়ে ভাবছে নিশাত।

সামনের লোকোমোটিভে উঠতে হলে পেরোতে হবে মাঝে মিসাইলের ফ্ল্যাট কার।

'ঠিক আছে,' ডিফেখনকে বলল নিশাত, 'আপনি এখান থেকে শিলাবৃষ্টির মত গুলি করুন, আর সেই সুযোগে সামনের ইঞ্জিনে উঠব আমি। পরে চলে আসবেন।'

'মাফ করুন, নিশাত, ওদেরকে পাশ কাটাবেন কী করে?' জানতে চাইল ডিফেখন।

'আমি মোটেও পাশ কাটাব না,' বলল নিশাত। 'তলা দিয়ে যাব। এবার গুলি শুরু করুন।'

'নিশ্চয়ই।'

দেরি না করেই একে-৪৭ দিয়ে স্যান্টা ক্লয ও তার লোকদের লক্ষ্য করে বুলেট বর্ষণ শুরু করল ডিফেখন। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে গেল নিশাত, ঢুকে পড়ল লোকোমোটিভের নীচে। দৌড় শুরু করেছে কুঁজো হয়ে।

উপরে ডিফেখনকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করছে স্যান্টা ক্লয, হাতে বুনোরই কর্ড মেশিনগান। জোরালো ঢং-ঢং শব্দে পিছনের লোকোমোটিভের আর্মারে লাগছে ভারী বুলেট। বাধ্য হয়ে আড়াল নিতে হলো দুঃসাহসী ডিফেখনকে।

'শালা!' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, কাউকে বলছে না। 'আমারই এত সুন্দর অস্ত্র দিয়ে আমারই দিকে গুলি করছে!'

অনেক দুর্বল একে-৪৭ ব্যবহার করে জবাব দিতে চাইল' ডিফেখন।

তাতে কাজ হলো, ওর দিকেই পূর্ণ মনোযোগ দিল স্যান্টা ক্লয ও তার চার সহকারী। জানল না গুড়গুড় আওয়াজ তোলা মস্ত ট্রেনের তলা দিয়ে ছুটে চলেছে নিশাত সুলতানা।

আপাতত পাঁচ মাইল গতি তুলছে উঁচু ট্রেন। ওটার তলা দিয়ে অনায়াসেই ছুটছে বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন। সতর্ক থাকল প্রথম কার্গো কার পেরোবার সময়, বুকে ভয়, এই বুঝি ওকে দেখে ফেলল লেফটেন্যান্ট বা তার লোক।

পেরিয়ে গেল মিসাইল ফ্ল্যাটকার। ওটার পর শুরু হলো দ্বিতীয় কার্গো কার। ক্ষণিকের জন্য আড়াল থেকে বেরোতে হলো নিশাতকে। দিনের আলো পড়ল ওর উপর। রেলওয়ে সাইডিঙের অর্ধেক জায়গা পেরিয়ে এসেছে ট্রেন! একবার মিসাইল ক্যারেজ পুরো বেরিয়ে এলে প্রস্তুত হবে উৎক্ষেপের জন্য।

এক ছুটে দ্বিতীয় কার্গো ক্যারেজের অর্ধেক পথ পাড়ি দিল নিশাত, সামনের লোকোমোটিভের দিকে চেয়ে চমকে গেল। সর্বনাশ! ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে আনছে ট্রেন!

থামতে শুরু করেছে!

পৌঁছে গেছে ফায়ারিং পযিশনে?

'ঝেড়ে দৌড় দে রে, নিশাত!' মনে মনে বলল ও। কার্গো কারের তলা থেকে বেরিয়েই প্রাণপণে ছুটল। পিছনে শুনল গুলি করছে ডিফেখন। এখনও কেড়ে রাখছে স্যান্টা ক্লযের লোকদের মনোযোগ।

পরের কয়েক সেকেণ্ডে সামনের লোকোমোটিভের পাশে পৌঁছে গেল নিশাত, লাফিয়ে উঠল পাশের রানিং বোর্ডে। তখনই চাকাগুলোর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে থেমে গেল রেলগাড়ি। পুরো স্থির। একই সময়ে ক্যাবে ঢুকে পড়ল নিশাত উদ্যত অস্ত্র হাতে।

কে এসেছে দেখতে ঘুরে চাইল প্রকাণ্ড রেলগাড়ির দুই চালক। দু'চোখ কপালে উঠল তাদের। পরক্ষণে হাত বাড়াল অস্ত্রের দিকে।

বুম! বুম!

দুই সৈনিকের মাথার পিছন দিক ছেতরে দিয়ে উইণ্ডশিল্ডে লাগল নক্ষত্র আকৃতির রক্তের ছিটা। মেঝেতে পড়ল দুই লাশ।

ব্যস্ত হয়ে কণ্ট্রোলের কাছে গেল নিশাত, আবারও সামনে ঠেলে দিল থ্রটল। একটা হোঁচট খেয়ে নতুন করে রওনা হলো ট্রেন। অলস ভঙ্গিতে গতি তুলছে।

মিসাইল কারে ঝাঁকি খেয়ে অবাক হলো স্যান্টা ক্লয, ঝট্ করে ঘুরে চাইল।

চার সৈনিকের উদ্দেশে বলল, 'শালারা ইঞ্জিন দখল করে নিয়েছে!' চারজনের দু'জনকে নির্দেশ দিল, 'এখানে থাকবে। মিসাইলের যেন কিছু না হয়। আটকে রাখবে ওই ভালুকের মত

শয়তানটাকে।' অন্য দু'জনের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো! থামাতে হবে ট্রেন!'

দু'পাশে দু'জনকে নিয়ে রওনা হলো সে, হাতে কর্ড মেশিনগান। আবার দখল করে নেবে লোকোমোটিভ।

'ধূর!' তিন ইবলিশকে দেখতে পেয়েছে নিশাত। চট্ করে উইণ্ডশিল্ড দিয়ে সামনেটা দেখে নিল।

আন্দাজ এক কিলোমিটার দূরে সাবমেরিন ডকের এণ্ট্র্যান্স। তার আগে ফাঁকা জমি, কোথাও আড়াল নেই। তারপর সাগরের কাছে গিয়ে জমির বুকে ডেবে গেছে রেললাইন, দু'পাশে শুরু হয়েছে ক্লিফ। জায়গাটা প্রায় টানেলের মতই। দানবীয় ট্রেন থামিয়ে মিসাইল লঞ্চ করবার জন্য যথেষ্ট সময় ও জায়গার অভাব নেই।

যদি থামতে হয়, সব শেষ— ভাবল নিশাত। কিন্তু ঠেকাব কী করে এদেরকে? তখনই বুদ্ধি এল।

ওর মাথার উপরে ছাতে লেগে ঢং আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল কর্ড মেশিনগানের গুলি। মোটেও পাত্তা না দিয়েই পুরো সামনে থ্রটল ঠেলে দিল নিশাত। যতটা মন্থরগতি মনে করেছিল, দানব ট্রেন তা নয়, চমকে দিয়ে দ্রুত বাড়তে লাগল বেগ।

এবার লিভার রেখে একে-৪৭ তুলে নিল নিশাত, নতুন উদ্যমে যোগ দিল যুদ্ধে।

একা লড়তে হবে সামনের এই লোকোমোটিভে, বিপক্ষে তিন সশস্ত্র যোদ্ধা। অন্তরের ভিতর বুঝে গেল নিশাত, আসলে জিতবে না এই লড়াইয়ে। বড়জোর বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারবে শত্রুপক্ষকে।

তারপর?

বাধ্য হয়েই মানতে হবে রূঢ় বাস্তবতা— মৃত্যু!

উত্তর-পুবের বরফ-ঢাকা ফাঁকা জমির ভিতর দিয়ে গুড়-গুড় আওয়াজ তুলে চলেছে, গতি বাড়ছে রেলগাড়ির।

দুই সৈনিককে নিয়ে দ্বিতীয় ক্যারেজের ছাতে উঠে এগোতে শুরু করেছে স্যাণ্টা ক্লয, গুলি করছে সামনের লোকোমোটিভ লক্ষ্য করে। ওদিক থেকে ঝলসে উঠছে একাকী রাইফেল। ড্রাইভার কমপার্টমেণ্টের পিছনের খোলা জানালা দিয়ে গুলি করা হচ্ছে।

এদিকে রেলগাড়ির পিছনে থেমে গেছে গোলাগুলি।

দ্বিতীয় বগির ছাতে নিখুঁত ফর্মেশনে লিপফ্রগ করে সামনে বাড়ছে স্যাণ্টা ক্লয ও তার দু'সৈনিক। কাঁচা লোক নয় তারা, ভাল করেই জানে ভাল অবস্থানে আছে। নিশাত একা, তার ফায়ার পাওয়ারও অনেক কম। কিছুক্ষণের ভিতর লোকোমোটিভের কাছে পৌঁছে গেল তারা। খুব কাছ থেকে গুলি করছে।

হঠাৎ দেখা গেল ভীষণ ঝাঁকি খেয়েছে মহিলা শত্রু।

গুলি লেগেছে ডান কাঁধে। ছিটকে পিছিয়ে গেছে।

সামনেই ড্রাইভারের কমপার্টমেণ্ট। নতুন উদ্যমে সামনে বাড়ল স্যাণ্ট ক্লয এবং তার সঙ্গীরা, কয়েক সেকেণ্ডে ঢুকে পড়ল ক্যাবে।

অস্ত্র তাক করা হলো নিশাতের বুকে।

কণ্ট্রোল লিভারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল স্যাণ্টা ক্লয, কিন্তু তখনই চোখের কোণে দেখল, কে যেন ধপ্ করে পড়েছে লোকোমোটিভের সামনের বনেটে!

মুখ তুলে চাইল স্যাণ্টা ক্লয। চমকে যেতে হলো তাকে।

দাড়িভরা প্রকাণ্ডদেহী এক লোক শুয়ে আছে লোকোমোটিভের বনেটে, অস্ত্র তাক করেছে স্যাণ্টা ক্লযের মুখ লক্ষ্য করে!

কাঁচের ওপাশ থেকে দু'বার গুলি করল ডিফেখন।

ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ, একটা বুলেট ঢুকল স্যাণ্টা ক্লযের বাম চোখে, করোটির পিছন দিক ফাটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে

গেল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ওখানেই ধুপ্ করে পড়ল লোকটার লাশ। পাশেই কর্ড মেশিনগান।

ডিফেখনের আরও দুই গুলি শুইয়ে দিল অন্য দুই বদমাশকে।

ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে ক্যাবে নামল সে। বসে পড়ল নিশাতের পাশে।

'চমৎকার আগমন,' ব্যথা চেপে বলল নিশাত, একহাতে ধরেছে কাঁধের ক্ষত।

'আমি ফ্রেঞ্চ,' বলল ডিফেখন। 'আমরা মায়ের পেট থেকে বেরোই স্টাইল নিয়ে।'

মৃদু না হেসে পারল না নিশাত। 'তুমি একটা পচা লোক, এটা জানো? কথা না ছিল ট্রেনের পিছনে থাকবে?'

'থাকতে পারলাম না,' আফসোস করে মাথা নাড়ল ডিফেখন। 'ওরা আরও লোক পাঠিয়ে দিয়েছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের জানালা দিয়ে চাইল নিশাত।

দানব ট্রেনে উঠছে রাফিয়ান আর্মির দু'ডজন সৈনিক!

ট্রেনের দু'পাশে চলছে দুই ট্রুপ ট্রাক।

'কাজেই না এসে পারলাম না,' নিশাতের পাশে দাঁড়াল ডিফেখন। 'তোমার মত করেই ট্রেনের তলা দিয়ে এসেছি।'

ওদের মাথার উপরে ছাতে লেগে ছিটকে গেল একটা বুলেট। পরক্ষণে এল কমপক্ষে এক শ'টা গুলি।

ঝুপ্ করে বসে মাথা নিচু করে নিল ওরা। বামহাতে রাইফেল তুলল নিশাত। মেঝে থেকে প্রিয় কর্ড মেশিনগান নিল ডিফেখন। তাড়া দিল, 'এসো! বনেটে উঠতে হবে! ওটাই আমাদের শেষ আত্মরক্ষা ব্যূহ! সেরা জায়গা!'

'তা হলে সব শেষ হয়ে এল, না?' আনমনে বলল নিশাত। ডিফেখনের পাশে নেমে পড়ল বনেটে।

গুড়-গুড় আওয়াজ তুলে ছুটছে রেলগাড়ি। ওটার পিছনের

দিকে চেয়ে আছে ওরা। এগোতে শুরু করেছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা।

কিছুক্ষণের ভিতর দু'পক্ষের গোলাগুলি হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর।

পিলপিল করে একদল পিঁপড়ের মত রেলগাড়ির নানাদিক দিয়ে উঠছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা। আর সামনের লোকোমোটিভের বনেট থেকে তাদের বাধা দিতে চাইছে নিশাত ও বুনো। ডানে ও বামের লোকগুলোকে গুলি করে ফেলে দিচ্ছে ওরা।

তবুও থামছে না সৈনিকরা, সামান্যতম ভয় নেই প্রাণে, অভাব নেই গুলিরও।

পাল্টা গুলি করছে নিশাত ও ডিফেখন।

স্‌স্‌স্‌ শব্দে নিশাতের কানের লতি আঁচড়ে দিয়ে গেল একটা বুলেট। ছিঁড়ে দিল ইয়ারপিসের ফিলামেণ্ট মাইক্রোফোন।

কান স্পর্শ করে চোখের সামনে তর্জনী নিল নিশাত, রক্ত বেরিয়ে এসেছে। মাত্র এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে...

হঠাৎ গোলাগুলির মাঝে বলল ডিফেখন, 'নিশাত! তুমি সত্যিই দারুণ যোদ্ধা! তারও বড় কথা, মানুষটাও খুবই ভাল! ...এখন একটা কথা বলতে চাই, কখনও কাউকে ভালবেসেছ বা তুমি কি বিবাহিত? যদি ভালবেসে না থাকো, বা অবিবাহিত হও, আর এই লড়াইয়ের শেষে বেঁচেই যাই, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

প্রথমবারের মত অন্য চোখে ভালুকের মত মানুষটাকে দেখল নিশাত, অবাক হয়েছে। কিছুই বলল না। গুলি করছে শত্রু উদ্দেশে। মনে কীসের যেন অভিমান। সেই ছোটবেলা থেকে চারপাশের সবাই অবহেলা করেছে, কই, কেউ তো কখনও ওকে পছন্দ করেনি, ভালবাসেনি— এখন এই ফ্রেঞ্চ মানুষটা নিজের ভাল লাগার কথা জানাল, কিন্তু এখন যে আর সময় নেই। একটু পর ওরা এই পৃথিবীতে থাকবেই না!

'নিজের সম্মান রক্ষা করে চলতে জানি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল

ডিফেখন। 'চুপ থাকলে বুঝব আপত্তি আছে তোমার। সেক্ষেত্রে কিছুই বলার নেই। আর কখনও এ বিষয়ে কথা উঠবে না।'

'না, আমি কাউকে ভালবাসিনি বা বিয়েও করিনি,' চাপা স্বরে বলল নিশাত। কেন যেন কাঁপছে বুক, ভিজে গেল চোখের কোণ।

'আমি বোধহয় ভাগ্যবান!' কর্ড দিয়ে একপশলা গুলি ছুঁড়ল ডিফেখন। 'মস্ত মনের এক মেয়েকে জীবনে পেলেও পেতে পারি!'

সামনের লোকোমোটিভের ছাতে উঠে এসেছে রাফিয়ান আর্মির কমপক্ষে দশজন সৈনিক। এবার অনায়াসেই দখল করে নেবে এই রেলগাড়ি।

সবই বুঝল নিশাত ও ডিফেখন। ফুরিয়ে আসছে ওদের সময়। দোরগোড়ায় উঁকি দিচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত!

হঠাৎ করেই সামনে বাড়ল ডিফেখন, চট্ করে নিশাতের কপালে আলতো চুমু দিয়েই বলল, 'ভুলে যেয়ো না, বোকা আর রাগী একটা লোক মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতর ভালবেসে ফেলেছিল তোমাকে!'

নিশাতের জবাবের জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করল না ডিফেখন, মস্ত এক লাফে উঠে পড়ল লোকোমোটিভের উঁচু ছাতে। সম্পূর্ণ খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। ছড়িয়ে দিল দুই দৃঢ় পা। দু'হাতে তুলে ধরেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র— কর্ড।

ট্রিগার টিপে ধরল ডিফেখন।

জ্যান্ত হয়ে উঠল বিশাল মেশিনগান। মাযল থেকে ছিটকে বেরোল লকলকে কমলা আগুন। দা-র আঘাতে কাটা কচু গাছের মত ছিটকে যেতে লাগল সামনের রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা।

ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তারা। রেলগাড়ির উপর থেকে ছিটকে পড়ছে লাশ। কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি শত্রু। তাদের কারও কারও গুলি লক্ষ্যভেদ করল। প্রথম বুলেট লাগল ডিফেখনের বাম বাহুতে, পরেরটা উরুতে, শেষে কাঁধে।

তিনটা গুলি খেয়েও লড়াই চালিয়ে গেল ডিফেখন।

অসহায় চোখে ওর দিকে চাইল নিশাত, কাঁদছে ওর অন্তর।

সমান জমিনে ছুটে চলেছে দানবীয় ট্রেন, গতি অনেক।

চতুর্থ বুলেট ফেলে দিল ডিফেখনকে।

দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে পড়েছে, তবুও কয়েকটা গুলি করল কর্ড দিয়ে।

তারপর পঞ্চম গুলি বিঁধল সোজা ডিফেখনের বুকে। ধড়াস্ করে ছাতে উপুড় হয়ে পড়ল ও।

বনেটে রয়ে গেছে নিশাত, আহত। কিছুই করতে পারল না। একবার নিজের উপর প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'না!'

তখনই চারপাশ থেকে আঁধার নামল রেলগাড়ির উপর।

ওরা ঢুকে পড়েছে সাবমেরিন ডকের টানেলে।

প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিয়েখে ডিফেখন, দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন বুনোকে যে কাজে পাঠানো হয়েছিল, তা নিজ জীবন দিয়ে পালন করে গেছে সে। তার তুমুল লড়াইয়ের কারণে ওরা পৌঁছে গেছে ডকে। এখন আর কেউ রুখতে পারবে না এই রেলগাড়ি।

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে খাটো টানেল পেরিয়ে গেল মেগাট্রেন। সামনের লাইন ঢালু। গতি আরও বাড়ছে। ট্রেনে রয়ে গেছে কমপক্ষে বারোজন দস্যু সৈনিক।

বদ্ধ জায়গায় বিকট হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে সাবমেরিন ডকে পৌঁছে গেল দানব রেলগাড়ি— গতি এতই বেশি— এখন আর উপায় নেই নিয়ন্ত্রণ করবার! লাইনের শেষে পলকা ম্যাচকাঠির মত উড়িয়ে দিল কাঠের পোক্ত গার্ডরেল, নানাদিকে কাঠের টুকরো ছিটকে তুমুল বেগে বিপুল পানি ছলকে নেমে গেল সাগরে! সামনের লোকোমোটিভের পিছু নিল একের পর এক ক্যারেজ, ওই রেলগাড়ি যেন মস্ত কোনও খেপা সাপ। মুহূর্তে তলিয়ে গেল মিসাইল ফ্ল্যাটবেড কার। কারও সাধ্য নেই উৎক্ষেপ করবে ওটার

পিঠের ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী দুই মিসাইল।

মুহূর্তে ফুরিয়ে এল রেললাইন আর লোকোমোটিভের বনেট থেকে নিশাত দেখেছে, পানিতে অর্ধ নিমজ্জিত মস্কোভা ফ্রেইটারের উপর সারাদিনের সেরা অদ্ভুত দৃশ্য। দলের জন্য নায়কোচিতভাবে জীবন দিয়েছে বুনো, ভাবল নিশাত। টের পেল, ওর নীচ থেকে আরও নীচে লাফিয়ে পড়ছে লোকোমোটিভ।

মাত্র দশ সেকেণ্ডে সাগরে পড়ল ট্রেন।

রাফিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে ওর লড়াই সমাপ্ত করেছে নিশাত, এখন মৃত্যুও যদি আসে, নিশ্চিন্তে মরবে— ওকে হারাতে পারেনি ওই পিশাচগুলো।

রেলগাড়ি তুমুল বেগে সাগরে নেমেই তলিয়ে গেছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে ওটাকে ঘুটঘুটে আঁধার।

উনত্রিশ

বিশালকায় রেলগাড়িতে চড়ে সলিল সমাধির দিকে ছুটছে বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা ও ফ্রেঞ্চ আর্মির ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখন, ওই একই সময়ে পোলার আইল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সমতলে রানওয়ে লক্ষ্য করে ঝড়ের গতি তুলে জিপ ছুটিয়ে চলেছে মাসুদ রানা। ওর পিছু নিয়েছে দুই আর্মি ট্রাক এবং একটি সাইডকারসহ মোটরসাইকেল। রানার পিঠে হার্নেস থেকে শত্রুর দিকে গুলি করছে বন্ধু। ওই একই কাজ করছে রানা নিজেও, গুলি পাঠাচ্ছে শ্‌টায়ার টিমপি ব্যবহার করে।

বারবার নিচু করে নিতে হচ্ছে মাথা। এইমাত্র উঠে এল একটা

টিলার উপর, সামনেই দেখা গেল রানওয়ে। ওখানেই দেখা গেল উইলিয়াম থ্রাশারের দ্বিতীয় বিমান— অ্যান্টোনভ এন-১২। আগের বিমানটার মতই বেরিয়ে এসেছে হ্যাঙার থেকে, ঘুরে রওনা হয়ে গেছে ট্যাক্সিওয়ে ধরে। নেমেছে মূল রানওয়েতে, টেক-অফ স্পিড পাওয়ার জন্য গতি তুলছে।

কোনাকুনি ভাবে বিমানের দিকে চলল রানা। যে-কোর্স বেছে নিয়েছে, বিমান ও জিপ মিলিত হবে রানওয়ের শেষ মাথায়।

ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ প্ল্যান করেছে রানা। বিমানের সামনে যাবে জিপ নিয়ে, ভেঙে দেবে ল্যাণ্ডিং গিয়ার। টেক-অফ করতেই দেবে না বিমান। এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই ওর। একবার যদি হাত ফস্কে বেরিয়ে যায় উইলিয়াম থ্রাশার, গোটা পৃথিবী...

হঠাৎ করেই ঝনঝন করে জিপের উইণ্ডশিল্ড ভেঙে পড়ল। ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা।

ওটা সেই শত্রু মোটরসাইকেল। পাশেই সাইডকারে অস্ত্র হাতে যাত্রী। লোক দু'জন চলে এসেছে পাশে।

টিএমপি তুলে নিল রানা, কিন্তু ট্রিগার টিপেই টের পেল ফুরিয়ে গেছে গুলি। অবশ্য কপাল ভাল, ওই একই সময়ে কাত হলো দুই গুলিতে খতম করে দিল দুই যাত্রীকে। নিয়ন্ত্রণ নেই, কয়েক ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল মোটরসাইকেল।

নতুন করে টিএমপিতে বুলেট ভরে নিল রানা, মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। রানওয়ের পাশ দিয়ে ছুটছে জিপ। গতি এক শ' কিলোমিটারের বেশি। একটু পিছনেই অ্যান্টোনভ।

কিন্তু তখনই সামনের দিকে ঝটকা দিল বিমান। এবার পৌঁছে যাবে টেক-অফ স্পিডে। গতি বাড়ছে অকল্পনীয়ভাবে...

বড় একটা লাফ দিয়ে রানওয়েতে উঠল রানার জিপ। সর্বোচ্চ গতি তুলছে ইঞ্জিন।

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে টারমাকের শেষের দিকে ছুটছে বিমান,

আরও বাড়ছে গতি। কয়েক সেকেণ্ড পর জিপকে ছাড়িয়ে যাবে, আর তারপরই ভেসে উঠবে আকাশে। সঠিক সময়ে আগুন জ্বলে উঠবে গোটা আকাশে, আর পোলার আইল্যাণ্ডে যারা রয়ে যাবে, তাদেরকে শেষ করে দেবে রাশান নিউক্লিয়ার মিসাইল।

এখনও বিমানের পাশেই ছুটছে রানার জিপ।

একটু দূরেই রানওয়ের শেষপ্রান্ত। বড় বেশি কাছে। ওই জায়গা শেষে খাড়া ক্লিফ নেমেছে সাগরে।

'যেভাবে হোক, ওই বিমানের সামনে পৌঁছুতে হবে,' মনে মনে বলল রানা।

স্টিয়ারিঙে মোচড় দিয়ে বামে সরল, কিন্তু তখনই পাশে শুনল বিমানের বিকট গর্জন। সামনের চাকা রানওয়ে থেকে আকাশে উঠতে শুরু করেছে!

যাহ্!

দেরি করে ফেলেছে রানা!

রানওয়ের শেষের পনেরো গজ থাকতে ভেসে উঠল প্রকাণ্ড বিমান।

যেভাবে পোলার আইল্যাণ্ডের রানওয়ে থেকে আকাশে ডানা মেলল রাশান বিমান, যে কেউ মুগ্ধ হবে। কিন্তু আজকের ওই বিমানের উড়ে যাওয়া একটু অন্যরকম।

কেউ দূর থেকে চাইলে পরিষ্কার দেখবে আকাশে বিমান ভেসে উঠতেই ওটার পাশ দিয়ে গেছে একটা জিপ, ওটার চালক প্রাণপণ চেষ্টা করেছে বিমানের সামনে যেতে। কিন্তু ততক্ষণে উড়তে শুরু করেছে অ্যান্টোনভ।

অবশ্য খরদৃষ্টির কেউ এ-ও বলবে, ওই জিপ থেকে লাফিয়ে পড়েছে এক লোক, কী যেন তাক করেছিল বিমানের দিকে। জিনিসটা থেকে ছিটকে গেছে কালো কেব্‌ল্।

জিপ নিয়ে বিমানের পাশাপাশি ছুটবার সময় তুমুল হাওয়া

উড়িয়ে নিতে চেয়েছে রানাকে, কানে তালা লেগে গেছে অ্যান্টোনভের বিকট গর্জনে। জিপের সিটে উঠে ভাসমান বিমান লক্ষ্য করে ম্যাগনেটিউয়েক্সের হুক ফায়ার করেছে ও।

ডিভাইসটির তীরের মত ফলা খচ্ করে বিঁধে গেছে বিমানের নাকের কাছে ফিউজেলাজে, আর তখনই সাঁই করে রানাকে নিয়ে কমপক্ষে এক শ' ফুট উঠে গেছে অ্যান্টোনভ।

ম্যাগনেটিউয়েক্সের কেবল থেকে ঝুলছে রানা।

ক্রমেই বাড়ছে উচ্চতা। একবার নীচে চাইল বিসিআই এজেন্ট। পৌঁছে গেছে জিপ রানওয়ের শেষে, পরক্ষণে ক্লিফ থেকে লাফ দিয়ে পড়ল অনেক নীচের সাগরে।

প্রায় খাড়াভাবে উঠতে লাগল অ্যান্টোনভ, ম্যাগনেটিউয়েক্সের কেবল থেকে ঝুলতে ঝুলতে হিসাব কষে ফেলল রানা। গ্যাসের মেঘের আগে রয়েছে সত্তর কিলোমিটার এলাকা। এখানে গ্যাস নেই। এই জায়গা পেরোতে বড়জোর দশ মিনিট লাগবে অ্যান্টোনভের। আর একবার ওখানে পৌঁছলে গ্যাসের মেঘে আগুন জ্বালতে ওয়ারহেড ফেলবে থ্রাশার।

কেব্‌ল্ রিল করে উঠতে লাগল রানা। পৌঁছে গেল বিমানের নাকের কাছে। এই অ্যান্টোনভ অন্যগুলোর মতই, ককপিট থেকে সামনের সব দেখবার জন্য তৈরি করা হয়েছে কাঁচের বাল্‌বের মত নাক।

বিমানের গম্বুজের মত নাকের নীচে পৌঁছে হোলস্টার থেকে সিগ সাওয়ার পিস্তল নিয়ে কাঁচে গুলি করল রানা।

দুটো গুলি করতেই ফুরিয়ে গেল ম্যাগাযিন, অবশ্য নিজের কাজ সমাধা করেছে পিস্তল। ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে কাঁচের বাধা। পিস্তল ফেলে সামান্য দুলে নিয়ে হাঁচড়েপাছড়ে বিমানের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা।

চারপাশে বরফ-ঠাণ্ডা শোঁ-শোঁ হাওয়া।

রওনা হয়ে গেল ও, আর তখনই দেখল ম্যাক পাওলোকে।

রানার মাথা লক্ষ্য করে এম৯ পিস্তল তুলছে সে।

আশপাশে দেখা গেল না উইলিয়াম থ্রাশার বা সাইক্লোনকে। তারা বোধহয় আছে নোয কোনের ওপরের ককপিটে।

পাওলোর পিছনের হোল্ডে তারপুলিন দিয়ে ঢাকা প্রকাণ্ড কী যেন। বিমানের শেষে বন্ধ র‍্যাম্পের কাছে একটা জিপ। ওটাতে করেই গ্যাসওঅর্ক থেকে বিমানে পৌঁচেছে থ্রাশার।

'পাওলো...' শান্ত স্বরে ডাকল নিরস্ত্র রানা। দু'হাত দু'পাশে সরিয়ে রেখেছে। বিমানে উঠবার সময় ফেলে এসেছে সিগ সাওয়ার।

'আমি দল বেছে নিয়েছি, রানা!' দমকা হাওয়ার উপর দিয়ে বলল বিশ্বাসঘাতক ক্যাপ্টেন। 'তার মানেই বাড়ি ফিরব আমাদের দু'জনের যে-কোনও একজন।'

'তোমার জন্যে এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক,' বলল রানা। 'নিজের দেশের বিরুদ্ধে...'

'চুপ কর্, শালা!' চেঁচিয়ে উঠল পাওলো। 'আবারও দেখা হবে নরকে!'

ট্রিগার টিপতে শুরু করেছে সে। অবাক হলো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা। দু'হাত দু'দিকে সরিয়ে রাখা। কারণ কী?

কী যেন বলে উঠল মাসুদ রানা, আর তখনই ওর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল বন্ধু। ঝট্ করে তাক করল মেশিনগান।

বুম! বুম! বুম!

বিস্ফোরিত হলো ম্যাক পাওলোর বুক। মনে হলো পিছন দিকে ওড়া কোনও পাখি সে। শূন্যে উঠে গেল দুই পা, ছিটকে গিয়ে ধুপ করে পড়ল পিছনে। মেঝেতে পড়বার আগেই মারা গেছে।

'চোরের উচিত না যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করা,' বিড়বিড় করল

রানা। 'চলো, বন্ধু, কাজ আছে!'

পাওলোর লাশ টপকে রওনা হয়ে গেল রানা। চলেছে স্টিলের খাটো সিঁড়ির দিকে। উঠবে ককপিটে।

আঁচ করছে বিমানের ককপিটে আছে থ্রাশার।

উইলিয়াম থ্রাশার মনোযোগ দিয়ে দেখছে নির্দিষ্ট মনিটর।

ককপিটের পাশের জানালার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে স্পেকট্রোস্কোপিক লং-পাথ অ্যানালাইযার। জিনিসটা দিগন্তের দিকে তাক করা মোটা এরিয়ালের মত। ওটার মাধ্যমে সহজেই জানবে বিমানের চারপাশের পরিবেশ কেমন।

পর্দায় ভেসে উঠছে রেযাল্ট।

বৃত্তাকার স্কোপের মত ছবির উপরাংশে ঘন মেঘের মত কী যেন। ওটার দিকেই ছুটে চলেছে বিমান। কয়েক সেকেণ্ড পর পর পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্য, দেখা যাচ্ছে ওই মেঘের আরও কাছে পৌঁছে গেছে বিমান।

আপাতত গ্যাসের মেঘ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে বিমান। আর মাত্র চার মিনিটে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে।

মুচকি হাসল উইলিয়াম থ্রাশার।

স্পেকট্রোস্কোপের তারে যুক্ত রাশান আরএস-৬ নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড, এখন শুইয়ে রাখা হয়েছে মেঝেতে। সামান্য বদলে নেয়ায় এখন ওটার ভিতর রয়েছে রক্তিম ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার। কোন্ আইসক্রিমের মত ওয়ারহেডে স্টেনসিলে লেখা সতর্কবাণী।

ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক বোমা।

ওটার বিস্ফোরণে খুন হবে লাখে লাখে মানুষ।

তার চেয়েও অনেক বড় ক্ষতি করবে ওটা, জ্বেলে দেবে গোটা পৃথিবী জুড়ে দাউ-দাউ আগুন। পুড়ে মরবে শত শত কোটি মানুষ!

বিমানে উঠবার পর দেরি না করেই ওয়ারহেডের চেম্বারে

স্কেয়ার রেখেছে থ্রাশার। আর এখন স্পেকট্রোস্কোপের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে ওয়ারহেড। একবার স্পেকট্রোস্কোপে দাহ্য গ্যাসের মেঘ দেখা দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশ পৌঁছে যাবে। এর মাত্র দু'মিনিট পর হবে ওয়ারহেডের ডেটোনেশন। দু'মিনিট রাখা হয়েছে থ্রাশার ও সাইক্লোনের জন্য, সে সময়ে সরে পড়বে তারা।

ভয়ঙ্কর হবে বিশেষ এই ওয়ারহেডের বিস্ফোরণ।

টিশ্যু পেপারের মত ভুস্ করে আগুনে হাওয়া হয়ে যাবে বিমান। আকাশ জুড়ে জ্বলে উঠবে লেলিহান অগ্নিশিখা, পুড়বে গোটা নর্দার্ন হেমিস্ফেয়ার। অবশ্য, এর আগেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবে থ্রাশার ও সাইক্লোন।

ককপিটে আরেকটা ডিভাইস রেখেছে থ্রাশার। ওটা একটি কমপ্যাক্ট, কালো স্যাটালাইট ডিশ। ওটাই আপলিঙ্ক। পোলার আইল্যাণ্ড থেকে বিমান যথেষ্ট দূরে সরলেই অফ করে দেয়া হবে আপলিঙ্কের সুইচ। পোলার আইল্যাণ্ডের কোনও মানুষ বা প্রাণী বাঁচবে না। রাশান নিউক্লিয়ার মিসাইল সেটা নিশ্চিত করবে।

হোল্ডের কাছে গুলির আওয়াজ পেয়ে ঘুরে চাইল থ্রাশার। 'কী ব্যাপার? নীচে গিয়ে দেখো তো, সাইক্লোন!'

বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিল থ্রাশার, ককপিট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজা খুলল সাইক্লোন। পিস্তল হাতে নামছে সিঁড়ি বেয়ে, বেদম চমকে গেল।

অ্যান্টোনভের ভিতরে শুরু হয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। ফড়-ফড় আওয়াজে উড়তে চাইছে তারপুলিন। দড়ি দিয়ে না বাঁধা সব জিনিস নানাদিকে ছুটছে। কাত হয়েছে হোল্ড। এখনও উপরে উঠছে বিমান।

কিছু করবার আগেই হঠাৎ করেই সাইক্লোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কে যেন!

স্টিলের সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল

সাইক্লোন, হাত থেকে ছুটে গেছে পিস্তল।

সাইক্লোনের পাশেই পড়েছে আক্রমণকারী।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল সাইক্লোন, একটু দূরেই দেখল মাসুদ রানাকে— সে-ও উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

'বারবার ফিরে আসছিস তুই,' শোঁ-শোঁ হাওয়ার উপর গলা চড়িয়ে বলল সাইক্লোন।

যেন বৃত্তের ভিতর আটকা পড়েছে ওরা। পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে ঘুরছে।

'থ্রাশার তোমাকে কোথায় পেয়েছিল— চিলিতে?' জানতে চাইল রানা।

'লিভেনওঅর্থে,' বলল সাইক্লোন। 'আর্মি রেঞ্জারে ছিলাম, কিন্তু খুন করে ফেলেছিলাম আরেক রেঞ্জারকে। সে শালা কর্তৃপক্ষকে আমার কিছু দোষের কথা বলে দিতে চেয়েছিল। আর আমার মত দেশপ্রেমিক দক্ষ লোক দরকার ছিল থ্রাশারের। জেলখানা থেকে বের করে আনে, আর আমি আবার আনি একদল সৈনিক।'

'বাহ্, দেশপ্রেমিক কাকে বলে,' বলল রানা। গলা উঁচু করল: 'বন্ধু!'

আবারও ওর কাঁধের উপর দিয়ে দেখা দিল রোবট...

কিন্তু ক্লিক আওয়াজ তুলল মেশিনগান।

আর গুলি নেই!

রানা কিছু করবার আগেই ওর উপর ঝাঁপিয়ে এল সাইক্লোন। ধুপ্ করে বাড়ি খেল দু'জন। মেঝেতে পড়ে গড়াতে শুরু করেছে। ঘুষি মারতে চাইছে একে অপরকে। কয়েক সেকেণ্ড পর আলাদা হলো ওরা, লাফিয়ে উঠল রিয়ার হোল্ডে রাখা জিপের পিছনে। রানাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চাইল সাইক্লোন, ফেলেও দিল, কিন্তু তার আগেই তার দুই উরু জড়িয়ে ধরেছে রানা দু'হাতে। ধাতব মেঝেতে হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন। গড়াতে শুরু করেছে

অপ্রশস্ত জায়গায়।

রানার বুকে ও মুখে ভয়ঙ্কর কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিল সাইক্লোন।

প্রতিবার ঠেকাতে চাইছে রানা। কিন্তু ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে দেহ। শীঘ্রি দেখা গেল মার খেতে শুরু করেছে রানা। একের পর এক ঘুষি পড়ছে বুকে-নাকে-মুখে, প্রতিরোধ করতে পারছে না, পাল্টা হামলা করা তো দূরের কথা!

অ্যান্টোনভ বিমানের ককপিটে খুশি হয়ে উঠেছে উইলিয়াম থ্রাশার। এইমাত্র জোরালো বিপ্-বিপ্! আওয়াজ ছেড়েছে স্পেকট্রোস্কোপ। বিমান ঢুকে পড়েছে দাহ্য গ্যাসের মেঘে।

শুরু হয়ে গেছে ওয়ারহেডের কাউন্ট ডাউন।

'এবার সময় শেষ,' আপনমনে বলল থ্রাশার। 'বিদায় পোলার আইল্যাণ্ড। রীতিমত ভালবাসি রাফিয়ান আর্মির সবাইকে। হ্যাঁ, ওরা ওদের কাজ ঠিকভাবেই শেষ করেছে।'

অফ করে দিল থ্রাশার স্যাটালাইট আপলিঙ্কের সুইচ।

দপ্ করে নিভে গেল ডিভাইসের প্রতিটি আলো।

আর একই সময়ে পশ্চিম সাইবেরিয়ার এক রাশান মিসাইল লঞ্চ ফ্যাসিলিটিতে কন্সোল অপারেটার সোজা হয়ে বসল।

'স্যর! পোলার আইল্যাণ্ডের স্যাটালাইট মিসাইল ডিটেকশন শিল্ড অফ করে দেয়া হয়েছে!'

অপারেটারের স্ক্রিনে কয়েক মুহূর্ত চোখ রাখল তার কমাণ্ডার, তারপর তুলে নিল সিকিয়োর একটি ফোন, দেরি না করেই তথ্যটা জানিয়ে দিল মস্কোতে রাশান প্রেসিডেন্টকে।

সঙ্গে সঙ্গে এল জবাব।

'ইয়েস, স্যর!' বলে ফোন রেখে দিল মিসাইল কমাণ্ডার।

'আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিউক্লিয়ার মিসাইল লঞ্চ করতে! টার্গেট পোলার আইল্যাণ্ড! ফায়ার!'

পাঁচ সেকেণ্ড পর বিশাল সাইলো থেকে ছিটকে আকাশে উঠল এসএস-১৮ ইন্টারকণ্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল। মাথায় নিয়ে চলেছে পাঁচ শ' কিলোটন থারমালনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড।

গন্তব্য: পোলার আইল্যাণ্ড।

ঠিক বাইশ মিনিট পর আঘাত হানবে টার্গেটে।

উইলিয়াম থ্রাশারের তৈরি প্ল্যান ঠিকভাবেই কাজ করছে।

উন্মাদের আস্তানা যেন রাশান বিমান অ্যান্টোনভ-১২-এর হোল্ড। এখনও কাত হয়ে উপরে উঠছে বিমান। দামাল হাওয়ায় উড়ছে অনেক কিছুই।

উড়ছে রানা নিজেও, তবে তা এক সেকেণ্ডের জন্য। এইমাত্র কপালে প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে জিপের পিছনের মেঝেতে ধুপ্ করে পড়ল। লড়াই পুরোপুরি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে সাইক্লোন। ঝাঁপিয়ে পড়ে একের পর এক ঘুষি বসাচ্ছে রানার বুকে-মুখে-নাকে।

প্রচণ্ড সব ঘুষি খেয়ে চোখে আঁধার দেখছে রানা। ফেটে গেছে ঠোঁট, কশা বেয়ে নামছে রক্ত। তখনই খেয়াল করল, হোল্ডে বইতে শুরু করেছে উল্টোপাল্টা তুমুল হাওয়া। চট্ করে রিয়ার র‍্যাম্পের দিকে চাইল।

খুলছে চৌকো দরজা।

চোখের কোণে রানা দেখল ককপিট ছেড়ে হোল্ডে হাজির হয়েছে উইলিয়াম থ্রাশার। এইমাত্র দেয়ালে বসানো কণ্ট্রোল ব্যবহার করেছে।

'আরেহ্, এ দেখি সেই আঠা মাসুদ রানা, হাহ্-হাহ্-হাহ্!' অট্ট হাসল থ্রাশার। 'তা হলে আবারও দেখা হলো! প্রশংসা না করে পারছি না, সত্যিই কঠিন লোক তুমি, বাপু! হাল ছাড়তে শেখোনি।

কিন্তু দেরি হয়ে গেল যে! আমরা পৌঁছে গেছি গ্যাসের মেঘে। আর চালু হয়েছে ওয়ারহেড। আর ঠেকাতে পারবে না কেউ। ...সাইক্লোন! গাধাটাকে শেষ করো! সরিয়ে ফেলবে ওই জিপ!'

হোল্ডের সামনের দিকে তারপুলিন দিয়ে ঢাকা জিনিসটার দিকে মাথা কাত করে দেখাল থ্রাশার। জিপ না সরালে বের করা যাবে না ওই জিনিস।

'ইয়েস, স্যর!' চিৎকার করে বলল সাইক্লোন। দুর্বল ও মার খাওয়া রানার গলা টিপে ধরল সে, চোখে খুনির দৃষ্টি।

জিপের পিছনের মেঝেতে পড়ে আছে অসহায়, ধুলোমাখা রানা, একহাত ঝুলছে জিপ থেকে। ছেঁচে গেছে গাল। মুখের কোণে অগভীর নালায় রক্তের স্রোত, থুতনি বেয়ে নামছে বুকে।

মুঠো পাকিয়ে হাত উপরে তুলল সাইক্লোন, এবার শেষ করবে শত্রুকে। এক থাবড়া দিয়ে রানার মগজে পাঠিয়ে দেবে নাকের হাড়। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে।

প্রচণ্ড বেগে নামছে সাইক্লোনের ঘুষি। আর একই সময়ে খোলা হাতে জিপের চাকা আটকে রাখা লিভার খুলে দিল রানা।

ওই লিভার ছেড়ে দিল কয়েকটি শিকল। ওগুলোই হোল্ডে আটকে রেখেছিল জিপটাকে। গাড়ি নড়ে উঠতেই লক্ষ্যচ্যুত হলো সাইক্লোনের ঘুষি। উপরে উঠতে থাকা বিমানের খাড়া হোল্ড ছেড়ে সড়াৎ করে বেরিয়ে গেল জিপ খোলা আকাশে।

ওই জিপে রয়ে গেছে মাসুদ রানা ও কর্নেল সাইক্লোন।

হঠাৎ করেই জিপ উধাও হওয়ায় হাঁ হয়ে গেছে থ্রাশার। আরে! গায়েব হয়ে গেছে তার সেরা অনুচর! এই ছিল, পরক্ষণে নেই!

'ফাক-ফাক-ফাক!' বিড়বিড় করে গাল বকল থ্রাশার।

তবে সামলে নিতেও সময় লাগল না।

সাইক্লোনকে হারিয়ে ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মস্ত কোনও বিপদ হয়নি। সাইক্লোন তার পরিচয় জানত। এ-ও জানত, থ্রাশার

সিনিয়ার সিআইএ এজেন্ট। এই কারণে এক সময়ে তাকে মেরে ফেলতেই হতো। হয়তো ভালই হলো, লোকটাকে খুন করতে হলো না নিজ হাতে।

আর ওই মাসুদ রানা, শালা যমের অরুচি! ওই শালাও শেষ!

রওনা হয়ে গেল থ্রাশার। এবার বেরিয়ে যেতে হবে।

এইমাত্র গ্যাসের মেঘে ঢুকেছে বিমান, চলছে অটোপাইলটে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আরও ঘন মেঘে ঢোকে। দু'মিনিট পেরোবার আগেই বিস্ফোরিত হবে ককপিটের ওয়ারহেড।

ঝটপট তারপুলিন ঢাকা জিনিসটার পাশে পৌঁছে গেল থ্রাশার, সরিয়ে ফেলল ঢাকনি। নীচে দারুণ একটা মিনি-সাবমারসিবল!

রাশান মির-২-এর চেয়েও আধুনিক— মির-৪। দৈর্ঘ্যে বড়জোর পাঁচ মিটার। সামনের দিকে গম্বুজের মত কাঁচের বুদ্বুদ। ভিতরে বসতে পারে ছয়জন যাত্রী। রাশানরা বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যবহার করে তারা। কিন্তু শোনা যায়, আসলে মির-৪ ব্যবহৃত হয় গোপনে অন্য দেশের তীরে পৌঁছতে। কয়েক মাস আগে রাফিয়ান আর্মির দখল করে নেয়া রাশান ফ্রেইটার মস্কোভায় এ জিনিস ছিল দুটো।

এখন জিপ সরে যেতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে বেরোবার পথ। বিমানের দেয়ালের একটা সুইচ টিপল থ্রাশার, লাফ দিয়ে উঠল সাবমারসিবলে। নীচের কেবল হোল্ড থেকে টেনে বের করছে মির-৪। দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল র‍্যাম্পে, জিপের মতই ঝুপ্ করে নেমে গেল ওটা আর্কটিকের ধূসর আকাশে।

কিন্তু জিপের মত নয়, মির-৪-এর সঙ্গে রয়েছে চারটে প্যারাশুট, ভারী সাবমারসিবল নেমে যেতেই ফটাশ্ ফটাশ্ আওয়াজে খুলে গেল। নামিয়ে নিয়ে চলেছে আর্কটিক সাগরের হিমশীতল পানির দিকে।

একটু পরে আস্তে করে ছলাৎ শব্দ তুলে সাগরে নামল

সাবমারসিবল। দেরি না করে পানি-সমতল থেকে ডুব দিল থ্রাশার। চলেছে নির্দিষ্ট একটি জায়গা লক্ষ্য করে। ওখানে সিআইএ-র স্টারজিয়ন-ক্লাস সাবমেরিন অপেক্ষা করছে তার জন্য। বহু বছরের মিশন অবশেষে ফুরিয়েছে। সত্যিই পাল্টে দিতে চলেছে থ্রাশার মানব-সভ্যতার ইতিহাস।

বড় নিখুঁত পরিকল্পনা করেছে সে।

তৈরি করেছে দাহ্য গ্যাসের মেঘ, জোগাড় করেছে ওয়ারহেড— একটু পর ধ্বংস হবে পোলার আইল্যাণ্ড, সঙ্গে যাবে রাফিয়ান আর্মিও।

নিজেও সরে গেছে নিরাপদ জায়গায়।

কিন্তু একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে।

অ্যান্টোনভ বিমানের পেটের কাছে ম্যাগহুক থেকে ঝুলছে এক লোক: সে বিসিআই এজেন্ট এমআরনাইন— মাসুদ রানা!

বিমান থেকে পড়তেই সোজা সাগরের দিকে রওনা হয়েছিল জিপ। ওটার উপর ছিল কর্নেল সাইক্লোন। হেঁড়ে গলায় কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে সাগরে আছড়ে পড়তে।

কিন্তু আপত্তি আছে রানার এভাবে মরতে।

বিমানের পেট থেকে জিপ খসে পড়তেই ব্যবহার করেছে বিশ্বস্ত ম্যাগহুক। ম্যাগনেটিউয়েক্সের মত অত শক্তিশালী বা আধুনিক নয়, কিন্তু ওটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না রানার কাছে।

লাফ দিয়ে পড়ন্ত জিপছাড়া হয়েছে রানা, বিমানের দিকে ফায়ার করেছে ম্যাগহুক। ঠং করে বিমানের তলপেটে লেগেছে বালবের মত ম্যাগনেটিক হেড। র‍্যাম্পের নীচে কেবলে ঝুলতে শুরু করেছে রানা। সাঁই সাঁই করে নেমে গেছে জিপ অনেক নীচের সাগরে, কিন্তু র‍্যাম্পের নীচে তখন ঝুলছে মাসুদ রানা।

ম্যাগহুকের ইন্টারনাল স্পুলার ব্যবহার করে কেবল গুটিয়ে আবারও র‍্যাম্পের তলে পৌঁছে গেছে রানা। আর তখনই হোল্ড

থেকে নীচে নেমে গেল মিনি-সাবমারসিবল। চারটে প্যারাশুট খুলে যেতেই গতি কমল ওটার।

'বিদায় নিল সত্যিকারের জানোয়ার,' বিড়বিড় করল রানা। হাঁচড়েপাছড়ে উঠে এল র‍্যাম্পে। ও ছাড়া বিমানে কেউ নেই। ভাবল, এখনও শেষ হয়ে যায়নি সব।

ঝোড়ো হাওয়ার ভিতর হোল্ড পেরিয়ে খালি ককপিটে ঢুকল রানা। ঝটপট চারপাশ দেখল। বিমান চলছে অটোপাইলটে। স্পেকট্রোস্কোপের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, বিমান ঢুকে পড়েছে দাহ্য গ্যাসের মেঘে। পাশেই মেঝেতে শুয়ে আছে জগৎবিধ্বংসী ওয়ারহেড। বলছে ওটার টাইমার:

০০:৪৩...

০০:৪২...

০০:৪১...

'দুনিয়া শেষ হওয়ার শুরু চল্লিশ সেকেণ্ড পর,' বিড়বিড় করল রানা। কী করা যায়, ভাবছে।

আসলে ভয়ঙ্কর এক উড়ন্ত বোমার ভিতর ঢুকে পড়েছে ও!

একবার পরিবেশে দাবানল ধরলে পুড়ে ছাই হবে একের পর এক দেশ!

০০:৩৯...

০০:৩৮...

০০:৩৭...

ওয়ারহেডের দিকে চেয়ে আছে রানা। বোমার বাইরের দিকের সব প্যানেল স্ক্রু দিয়ে আটকে গেছে উইলিয়াম থ্রাশার। সঠিক সময়ে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ার বের করতে পারবে না ও।

তা হলে? ভাবল রানা। উপায় নেই! বড় দেরি হয়ে গেছে!

জীবনে প্রথমবারের মত ওর মনে হলো, কিছুই করবার নেই।

০০:৩৪...

আর তেত্রিশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে রাশান নিউক্লিয়ার বোমা!

আর তারপর ভয়ঙ্কর আগুন ধেয়ে যাবে একের পর এক দেশ পুড়িয়ে ছাই করতে!

বিপুল শক্তি নিয়ে ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ারসহ বিস্ফোরিত হলো ভয়ঙ্কর রাশান নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড, চারপাশে ছিটিয়ে দিল চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া ধবধবে সাদা আগুন ও তেজস্ক্রিয়তা।

মির-৪ সাবমারসিবলের ভিতর আর্কটিক সাগরের নীচে সবই টের পেল উইলিয়াম থ্রাশার। এত দূরে এসেও থরথর করে কাঁপছে সাবমারসিবল।

কিন্তু হঠাৎ করেই ভুরু কুঁচকে ফেলল থ্রাশার।

সাগরের এত গভীরে বিস্ফোরণের ঝাঁকি আসার তো কথা নয়! যে-কোনও কংকাশন ঠেকাবার সেরা জিনিস পানি। কিন্তু তার পরেও সবই টের পেয়েছে সে। যেন ওই ওয়ারহেড বিস্ফোরিত হয়েছে পানির...

'না!' থমথমে সাবমারসিবলের ভিতর বিকট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল থ্রাশার, 'না! না! অসম্ভব!'

সন্দেহ নেই, ডেটোনেট হয়েছে নিউক্লিয়ার বোমা, ভিতরে লাল ইউরেনিয়ামের স্ফেয়ারও ছিল, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: ওই বোমা গ্যাস ভরা আকাশে বিস্ফোরিত হলো না কেন?

এইমাত্র ওটা ফেটেছে পানির নীচে!

একমাত্র যৌক্তিক কাজটিই করেছে রানা, গড়িয়ে ককপিট থেকে হোল্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে কোন্ আইসক্রিম আকৃতির ওয়ারহেড।

০০:২৯...

০০:২৮...

০০:২৭...

ঠেলে র‍্যাম্পের কাছে নিয়ে গেছে ওটাকে।

০০:২৩...

০০:২২...

০০:২১...

পার করিয়ে দিয়েছে র‍্যাম্প।

টিকটিক করে চলছে তখনও টাইমার।

আকাশ চিরে সাগর লক্ষ্য করে রওনা হয়েছে ওয়ারহেড।

ঝপাস্ করে পড়েছে সাগরে। এক সেকেণ্ডও লাগেনি তলিয়ে যেতে।

০০:০৭...

০০:০৬...

০০:০৫...

আবছা নীলের রাজ্যে আরও নীচে চলেছে ওয়ারহেড।

০০:০২...

০০:০১...

০০:০০

বী-ই-ই-ইপ! শব্দ তুলল টাইমার, তখনই বিস্ফোরণ হলো।

সাগরের গভীরে থারমোনিউক্লিয়ার ডিভাইস যা করে, মিসাইলের ওয়ারহেডও তাই করল।

নানাদিকে ছিটিয়ে দিল ধবধবে সাদা লেলিহান আগুনের শিখা, ওটা দপ্ করে মিলিয়ে যেতেই সাগর-তলে তৈরি হয়ে গেল মস্ত গোলাকার অতি উত্তপ্ত জল-কণার মেঘ। খ্যাপার মত ঘুরছে মেঘের অতি ক্ষুদ্র কোটি কোটি বুদ্বুদ, ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। উঠে এল সাগর-সমতলে। দূর থেকে কেউ দেখলে ভাবত, সাগরের বুক থেকে উঠছে বিপুল পানি নিয়ে প্রকাণ্ড এক ফুটবল। আকাশে উঠল মস্ত বড় এক ফোয়ারা। আগে কখনও পৃথিবীর বুকে এমন দেখা

যায়নি।

ভাগ্য সত্যিই ভাল, সাগরের গভীরে বিস্ফোরিত হয়েছে নিউক্লিয়ার বোমা। বিপুল পানির চাপে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেনি ওটা, জ্বেলে দিতে পারেনি আকাশে লেলিহান আগুন।

এখন শুধু রাগে থরথর করে কাঁপছে সিআইএ-র সিনিয়ার এজেন্ট উইলিয়াম থ্রাশার! শেষমেশ হেরেই গেল সে! নিশ্চয়ই ওটাকে প্লেন থেকে ঠেলে নীচের সাগরে ফেলেছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ওই বেপরোয়া এজেন্টটা!

আবারও অ্যান্টোনভ বিমানের ককপিটে ফিরেছে বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা। নীচে দেখল, সাগরের বুকে প্রকাণ্ড ফোয়ারা। মস্ত শ্বাস ফেলে ধপ্ করে বসে পড়ল পাইলটের সিটে।

ও রক্তাক্ত। মার খেয়ে ফুলে উঠেছে মুখ ও দেহ। প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া এক মানুষ বলে নিজেকে মনে হলো ওর। ভাবতে গিয়ে ছোট হয়ে গেল মন, প্রায় অসম্ভব এ মিশনে এসে একের পর এক খাঁটি অন্তরের মানুষ হারিয়েছে ও।

সামনে ছিল হিমালয়ের মত উঁচু বাধার প্রাচীর।

ঠেকাতে হবে রাফিয়ান আর্মি, নইলে পরিবেশে আগুন জ্বেলে দেবে তারা, এর ফলাফল: কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু।

সেসব ঠেকাতে পেরেছে ওরা।

কিন্তু পোলার আইল্যাণ্ডের ধ্বংস রুখতে পারবে না।

তখনই জিনিসটার উপর চোখ পড়ল ওর।

আপলিঙ্ক ডিশ।

গ্যাঁট মেরে বসে আছে মেঝেতে। নিভে গেছে সব বাতি।

অফ করে দেয়া হয়েছে সব সুইচ।

'আরে...' মনে পড়ে গেছে রানার রাশানদের কথা।

আপলিঙ্ক অফ করে দেয়ায় এখন সম্পূর্ণ অনিরাপদ পোলার

আইল্যাণ্ড!

নিশ্চয়ই রাশানরা জেনে গেছে?

এতক্ষণে হয়তো পোলার আইল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছে নিউক্লিয়ার মিসাইল!

তার মানে বড়জোর বিশ মিনিট পর কিছুই থাকবে না ওই দ্বীপে!

অটোপাইলট অফ করেই বিমান ঘুরিয়ে নিল রানা, পূর্ণ গতি তুলে ফিরছে পোলার আইল্যাণ্ড লক্ষ্য করে।

ত্রিশ

আর্কটিক, পোলার আইল্যাণ্ড।

সকাল এগারোটায় পৃথিবী জুড়ে প্রলয় শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু এখন দুপুর দুটো।

ছুটছে রানার অ্যান্টোনভ বিমান, উত্তর দিগন্তে দেখা দিয়েছে আবছা সাদা পোলার আইল্যাণ্ড। এগিয়ে আসছে দ্বীপের দক্ষিণের পর্বতমালা। দেখা গেল উত্তরের মালভূমি, মাথার উপর সসার নিয়ে উঁচু টাওয়ার ও প্রকাণ্ড দুই ভেন্ট।

অ্যান্টোনভের রেডিয়ো ব্যবহার করল রানা। 'শুনছেন, আমেরিকান লিসেনিং পোস্ট? বাংলাদেশ আর্মির মেজর মাসুদ রানা বলছি! মস্ত বিপদে পড়েছি আমরা! কেউ কি মনিটর করছেন এই ফ্রিকোয়েন্সি?'

মুহূর্তে এল জবাব। রাশান ভাষায়। বোধহয় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ায় হেরে রেগে কাঁই হয়ে আছে। অবশ্য, এক সেকেণ্ড পর তার গলা

টিপে ধরল কড়কড় আওয়াজের স্ট্যাটিক। এবার এল এক আমেরিকানের কণ্ঠ: 'মেজর মাসুদ রানা, এক সেকেণ্ড, আমরা সিকিয়োর লাইনে যাচ্ছি।' কয়েকটা সুইচ টেপার আওয়াজের পর বলল, 'স্যর, এটা ইউনাইটেড স্টেট্স্ এয়ার ফোর্স লিসেনিং পোস্ট ব্রাভো-স্মিথ-সেভেন-নাইনার, অপারেট করা হচ্ছে এলেশন দ্বীপপুঞ্জের এরেকসন এয়ার স্টেশন থেকে। আপনি যোগাযোগ করতে পারেন বলে আগেই আমাদেরকে জানানো হয়েছে। দয়া করে নিজের কোড নেম দিন, সঙ্গে ভেরিফিকেশনের কম সিকিউরিটি পাসওঅর্ড।'

নিজের নাম ও পাসওঅর্ড দিল রানা, তারপর বলল, 'সরাসরি হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে লাইন দিন।'

'জী, স্যর।'

এখনও হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে আছেন প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর ক্রাইসিস টিমের সবাই। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের বাড়তি দু'জন কর্মী: কেভিন কনলন ও রিনা গর্ডন। এ মুহূর্তে রুমে নেই সিআইএ-র রিপ্রেযেন্টেটিভ। রিনা গর্ডন ও কেভিন ব্রিফ শুরু করবার আগে তাকে অনুরোধ করেছে, যাতে ঘর ত্যাগ করে সে।

কিছুক্ষণ হলো ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে রিনা গর্ডন।

কিন্তু হঠাৎ করেই প্রাক্তন এক মেরিন জেনারেল, বর্তমানে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইযার, তিনি চালু করে দিলেন স্পিকারফোন। মুখে বললেন, 'মাসুদ রানা লাইনে আছেন।' মাইক্রোফোনে জানালেন, 'আমি কার্টিস উডল্যাণ্ড বলছি, মিস্টার রানা। আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আছেন। আপনি কোথায়, মিস্টার রানা? দয়া করে বলুন কী হয়েছে অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইসের।'

'ওই ডিভাইস বিকল করা হয়নি, স্কেয়ার ও মিসাইল নষ্ট করে দেয়া হয়েছে,' বলল রানা। 'এখন জরুরি একটা কথা জানতে

চাই। যখন আপলিঙ্ক সিগনাল বন্ধ হলো, সেসময়ে কি পোলার আইল্যাণ্ড লক্ষ্য করে নিউক্লিয়ার মিসাইল লঞ্চ করেছে রাশানরা?'

'হ্যাঁ, তাই করেছে। তিন মিনিট আগে।'

'কখন আঘাত হানবে?'

'উনিশ মিনিট পর।'

'আপনারা রাশানদের সঙ্গে বললে মিসাইল নষ্ট করবে তারা?'

'না। কেউ ওই মিসাইল ফেরাতে পারবে না, ওটার গাইডেন্স কণ্ট্রোল সিস্টেম ডিসেবল করে দেয়া হয়েছে। রাশানরা ধ্বংস করতে পারবে না ওটা। নিশ্চিত করেছে, যাতে ওই নিউক্লিয়ার মিসাইল ঠিকভাবে পোলার আইল্যাণ্ডে আঘাত হানে।'

লাইনে চুপ হয়ে গেছে রানা।

'মিস্টার রানা?' বললেন উডল্যাণ্ড, 'আপনি কোথায়?'

'পোলার আইল্যাণ্ডের দক্ষিণে, একটা বিমানে।'

'তা হলে বসে আছেন কেন? সরে যান ওখান থেকে। উনিশ মিনিট পর ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ধ্বংস হবে ওই দ্বীপ।'

'দ্বীপে আমার লোক রয়ে গেছে, মিস্টার উডল্যাণ্ড,' গম্ভীর শোনাল রানার কণ্ঠ।

স্পিকারফোনের কাছে ঝুঁকে এলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিস্টার রানা, আমি প্রেসিডেন্ট...'

'এক্সকিউয মি, স্যর, আপনি কি জানেন হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কেভিন কনলন নামের কেউ?'

চট্ করে কেভিন কনলনের দিকে ঘুরলেন প্রেসিডেন্ট।

'হ্যাঁ, তা করেছে। একটা গেট উড়িয়ে দিয়ে এখানে এসে ঢুকেছে। আমার পাশেই আছে। সঙ্গে ডিআইএ-র আরেকজন, ব্রিফ করছিল দু'জন মিলে। সিআইএ-র কিল-ড্রাগন নামের প্ল্যান ও উইলিয়াম থ্রাশার নামের এক লোকের বিষয়ে কথা বলছিল।'

'সারা সকাল ওই উইলিয়াম থ্রাশারের সঙ্গে লড়েছি আমরা। ...হাই, কনলন।'

'হাই, মিস্টার রানা,' স্পিকারফোনের কাছে সরে এল কেভিন। সবার চোখ ওর উপর স্থির। 'কী করছেন ওখানে?'

'কিছুক্ষণের জন্য মারা পড়েছিলাম, আপাতত ভাল আছি। এত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, কেভিন। তোমার দেয়া নানান তথ্য না পেলে মস্ত বিপদে পড়তাম। আশা করি বিরাট কোনও বিপদে ফেলে দিইনি?'

'না, তেমন কিছুই না,' মৃদু হাসল কেভিন।

'ঠিক আছে। ...মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি: আমরা ঠেকিয়ে দিয়েছি অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইসের আগুন। কিন্তু একযিট প্ল্যান অনুযায়ী সঠিক সময়ে সরে গেছে উইলিয়াম থ্রাশার। আবারও দেখা দেবে ল্যাংলিতে। আমি হয়তো আর ফিরব না, কিন্তু, স্যর, আমি চাই তার শাস্তি হোক। আপনি কি তা নিশ্চিত করবেন?'

'আমরা তাকে খুঁজে বের করব,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কথা দিলাম।'

'ধন্যবাদ, স্যর। এবার বিদায় নিতে হচ্ছে, পৌঁছে গেছি পোলার আইল্যাণ্ডের কাছে।'

নামতে শুরু করেছে অ্যান্টোনভ বিমান, সামনেই পড়বে দ্বীপের এয়ারস্ট্রিপ।

হাতঘড়ি দেখল রানা।

উনিশ মিনিট পর রাশান নিউক আসছে শুনেই টাইমার চালু করেছিল। এখন দেখাচ্ছে টাইমারে:

১৪:৪৭...

১৪:৪৬...

১৪:৪৫...

দেরি না করেই অঙ্ক কষল রানা।

অবতরণে একমিনিট, দলের জীবিত নিশাত, বুনো, পবন, ফারিয়া ও শ্যারনের কাছে পৌঁছুতে দশ মিনিট। চার মিনিট আবারও অ্যান্টোনভের উঠে মিনিমাম সেফ ডিসট্যান্স বা এমএসডি-এ পৌঁছে যাওয়া।

হিসাবের সংখ্যাগুলো ভাল ঠেকল না রানার কাছে।

হাতে সময় বা ভাল অস্ত্র নেই যে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়বে। অস্ত্র বলতে বন্ধু, কিন্তু ফুরিয়ে গেছে তার গুলি। বিমানে পেয়েছে কয়েকটা পিস্তল, এসব দিয়ে যুদ্ধ চলে না।

ভোরে ক্যাম্পে নিজের বলা কথা মনে পড়ল ওর, 'আপনাদের কাউকে বিপদে ফেলে যাব না। বন্দি হতে পারেন, কিন্তু বেঁচে থাকলে ফিরে আসব সরিয়ে নিতে।'

রানওয়ের দিকে যাওয়ার সময় রানা দেখল, রেস থেকে নানাদিকে রওনা হয়েছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিক।

তারা যে শুধু সুপ্রিম লিডারকে হারিয়েছে, তা নয়, থ্রাশারের সঙ্গে উধাও হয়েছে গোটা কমাণ্ড গ্রুপ। সৈনিকরা এখন চাইছে নির্দেশ দেয়া হোক তাদেরকে। বুঝছে না কী করা উচিত।

বন্ধুর শর্ট-রেঞ্জ রেডিয়ো ব্যবহার করল রানা।

'আপা! বুনো! পবন! ফারিয়া! শ্যারন! তোমরা শুনছ আমার কথা?'

এক লোকের কণ্ঠ শুনল রানা।

'আরে শালা, তোমার মাকে...

'কী বলছিস্ কুকুরের বাচ্চা!' হিসহিস করে উঠল আরেক কণ্ঠ: 'নিজের মাকে কর্! আমি করেছিলাম, তোর মা খুবই খুশি হয়েছিল!'

নিশাত, ডিফেখন বা অন্য কারও সাড়া নেই।

'মেজর, আমি,' নরম একটা কণ্ঠ বলল।

পবন।

'বেঁচে আছি। আমার সঙ্গে "এফ"।' পবন বুঝতে পেরেছে, অন্যরাও শুনবে ওর কণ্ঠ। তাই ফারিয়ার নাম উচ্চারণ করেনি।

'ঝটপট দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল রানা। 'বুনো যে জায়গায় ডিজেল ফেলেছিল, ওখানে এসো নয় মিনিটের ভেতর।' রানাও চাইছে না জানাতে কোথায় সাক্ষাৎ হবে ওদের।

'ঠিক আছে। দেখা হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড পর ফ্রেঞ্চ উচ্চারণে বলল এক মেয়ে, 'রানা, সত্যি...' দুর্বল ভাবে কাশল, তারপর বলল, 'সত্যিই ফিরে এলে আমাদের নিয়ে যেতে?'

'তুমি কোথায়?'

'যেখানে রেখে গেছ। কিন্তু সমস্যায় পড়ে গে...' গুড়ুম করে উঠল পিস্তল। 'বড় ধরনের সমস্যা!'

'ওখানেই থাকো, আমি আসছি।'

'ঠিক আছে!' "বুম!" করে উঠল পিস্তল।

এয়ারওয়েভে টিটকারির সুরে বলল এক লোক, 'ওহ্-আহ্, ডার্লিং! থাকো ওখানেই, আমরাও আসছি!'

১৪:০৪...

১৪:০৩...

১৪:০২...

রানওয়ের দিকে যেতে যেতে নিশাত ও ডিফেখনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল রানা। কিন্তু বদলে শুনল ভয়ঙ্কর বাজে কয়েকটা গালি।

নিশাত সুলতানা বা পিয়েখে ডিফেখন সাড়া দিল না।

খারাপ হয়ে গেল রানার মন।

সাঁৎ করে প্রকাণ্ড দুই ভেন্ট পাশ কাটিয়ে এল ও, সসারের মত টাওয়ার ছুঁয়ে নামতে শুরু করেছে রানওয়ের দিকে। কখন যেন

ছোট পিরিচটা খসে পড়েছে টাওয়ার থেকে, ওটা আছে এখন টাওয়ারেরই পায়ের কাছে। কয়েক সেকেণ্ড পর রানওয়ে স্পর্শ করল অ্যান্টোনভের চাকা। ভুস্ করে ধোঁয়া উঠল পোড়া রাবারের। কমতে শুরু করেছে গতি, রানওয়ের মাঝে পৌঁছে গেল। থামল বিমান পশ্চিমের ক্লিফের পঞ্চাশ গজ দূরে।

সগর্জনে বিমান এয়ারস্ট্রিপে নেমে আসতেই হ্যাঙারের সামনে জড় হয়েছে কমপক্ষে বিশজন রাফিয়ান আর্মির সৈনিক।

লাফ দিয়ে জিপে উঠল তারা, তেড়ে এল বিমানের দিকে। তাদের জানতে হবে তাদের নেতা অ্যান্টোনভে আছে কি না।

বিমান থেকে লাফিয়ে নামল রানা। চট্ করে দেখে নিল টাইমার:

১৩:১২...

১৩:১১...

১৩:১০...

তখনই জিনিসটা দেখল রানা।

রানওয়ের উত্তরদিকে পড়ে আছে মোটরসাইকেলটা। ওটার দুই আরোহীকে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছিল বন্ধু। একটু দূরেই পড়ে আছে দুই লাশ।

এক দৌড়ে মোটরসাইকেলের পাশে পৌঁছে গেল রানা, দুই টানে সোজা করে নিল ওটাকে। চেপে বসেছে সিটে, কিকারে তিন লাথি দিতেই গর্জে উঠল শয়তানের বাহন।

মুচড়ে ধরল থ্রটল, পিছনে তুষার ছিটকে দিয়ে রওনা হয়ে গেল মোটরসাইকেল।

১২:৩১...

১২:৩০...

১২:২৯...

মনে মনে একবার কপালের দোষ দিল রানা। আবারও

ফিরতেই হয়েছে অভিশপ্ত দ্বীপে, আর নেতাহীন একদল সশস্ত্র পশু সুযোগ পেলেই মেরে ফেলবে ওদেরকে!

তার চেয়েও বড় কথা: মাত্র সাড়ে বারো মিনিট সময় পাবে সঙ্গীদেরকে নিয়ে সরে যাওয়ার!

থ্রটলের কান মুচড়ে ধরেছে রানা, রানওয়ে থেকে সাঁই-সাঁই করে উঠে যাচ্ছে টিলার উপরে— সামনে পড়বে তিমি মাছ ধরা গ্রাম। মাত্র আধঘণ্টা আগে ওখান থেকেই উঠে এসেছিল ও।

১১:০৫...

১১:০৪...

১১:০৩...

একবার চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে রানওয়ের দিকে চাইল রানা।

চার জিপ ভরা রাফিয়ান আর্মির চোরের দল পৌঁছে গেছে বিমানের কাছে। লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকল বিমানের ভিতরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ফিরে চাইল রানা। এবার দেখল বিমানের পেট থেকে বেরিয়ে আসছে তস্করগুলো। হতাশ ও দ্বিধান্বিত মনে হলো তাদেরকে। হঠাৎ ছুটন্ত মোটরসাইকেলের দিকে আঙুল তুলল একজন। লাফ দিয়ে দুই জিপে উঠল কয়েকজন, শুরু করেছে ধাওয়া।

সামনে টিলার মাথায় উঠে দু'দিকে গেছে দুই রাস্তা। বামেরটা বেছে নিল রানা। তীর গতি তুলছে, সামনেই পড়বে তিমি মাছ ধরা গ্রাম।

জানিয়ে চলেছে ওর ঘড়ির টাইমার:

০৯:৫৯...

০৯:৫৮...

০৯:৫৭...

একমিনিট পেরোতেই গ্রামের রোডব্লকে পৌঁছে গেল রানা। এখানেই ওকে বন্দি করেছিল কর্নেল সাইক্লোন।

একপাশে পার্ক করা রাফিয়ান আর্মির জিপ। কিন্তু আশপাশে জীবিত কেউ নেই। রাস্তার উপর লাশ হয়ে পড়ে আছে কয়েকজন তস্কর সৈনিক। শ্যারনের স্মোক গ্রেনেডের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে খতম করেছিল রোবট বন্ধু।

ঝড়ের গতিতে রোডব্লক পেরিয়ে গেল রানা, স্কিড করে থামল তুষার ঢাকা গ্রামের মুখে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মোটরসাইকেল থেকে, হাতে উদ্যত পিস্তল। 'শ্যারন!' গলা ছাড়ল রানা।

বামে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর।

দুই ছাউনির মাঝ দিয়ে ছুটছে রোমশ এক পোলার বেয়ার।

গুড়ুম! গুড়ুম!

গুলির আওয়াজ।

গ্রামের ভিতর থেকে এসেছে শব্দ। ওদিকেই গেছে ভালুক।

দেরি না করেই ছুট লাগাল রানা ওদিকে।

একটা বাঁক নিয়েছে, এমন সময় আবারও গর্জে উঠল অস্ত্র।

তখনই দেখল একটা দেয়ালের কোণে পিঠ ঠেকিয়ে বসে গুলি করছে শ্যারন। ওটা ওর শেষ অস্ত্র। ক্ষুদে রুগার এলসিপি পকেট পিস্তল। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে, গুলি করছে দানবের মত মস্ত এক ভালুক ঠেকাতে!

উপুড় হয়ে ধুপ্ করে তুষারে পড়ল ভালুক, সারাদেহে বুলেটের ক্ষত। ব্যস্ত রানা লক্ষ করল, তুষারে পড়ে আছে আরও তিন ভালুকের মৃতদেহ। ও চলে যাওয়ার পর একের পর এক মেরু ভালুক হামলা করেছে শ্যারনের উপর। এত ছোট ক্যালিবারের গুলি দিয়ে এসব দানব শেষ করা প্রায় অসম্ভব!

নতুন ভালুক বিকট গর্জন ছেড়ে শ্যারনের দিকে ধেয়ে গেল।

ওটাকে লক্ষ্য করে গুলি করল শ্যারন।

কিন্তু ওই বুলেট ছিল ম্যাগাযিনের শেষ গুলি।

আর নেই!

আতঙ্ক নিয়ে ভালুকের দিকে চাইল শ্যারন।

বিকট গর্জন ছাড়ল ভালুক। সোজা তেড়ে গেল শ্যারনকে লক্ষ্য করে। এবার কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে!

রানার দু'হাতের দুই পিস্তল গুড়ুম করে উঠল।

শ্যারনের পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেরু ভালুক। দু'বার ফুটো হয়ে গেছে ওটার করোটি। দীর্ঘ জিভ বেরিয়ে এল, তুষারে পড়ছে গলে যাওয়া রক্তাক্ত মগজ।

মুখ তুলে রানার দিকে চাইল শ্যারন, বড় করে দম নিল।

ঝটপট ওর সামনে পৌঁছে গেল রানা, দু'হাতে কোলে তুলে নিল, আরেক দৌড়ে এসে নামাল মোটরবাইকের সাইডকারের আরামদায়ক সিটে।

ওকে বয়ে আনবার সময় রানার পিঠে ঝুলন্ত বন্ধুকে দেখেছে শ্যারন।

'হ্যালো, ম্যাম,' ইলেকট্রনিক কণ্ঠে বলল বন্ধু।

'অ্যালো,' মিষ্টি করে হাসল শ্যারন। রানাকে বলল, 'ঠিক সময়ে এসেছ। কখনও ভাবিনি সত্যিই ফিরবে।'

'আমি অনেকের কাছেই খারাপ লোক, কিন্তু অতটা খারাপ বোধহয় নই,' বলল রানা। চট্ করে দেখে নিল টাইমার:

০৮:০২...

০৮:০১...

০৮:০০...

'আর মাত্র আট মিনিট, তারপর বোমা পড়বে এই দ্বীপে,' বলল রানা। 'রওনা হয়েছে রাশান নিউক্লিয়ার মিসাইল।'

'তার পরেও সত্যিই ফিরলে?' অবাক স্বরে বলল শ্যারন।

'দলের কাউকে ফেলে যাই না আমি,' সহজ স্বরে বলল রানা।

সিটে উঠে মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে নিল। 'শক্ত করে বসে থাকো।'

ঝড়ের গতিতে টিলার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। আবারও ফিরছে রাশান স্থাপনাগুলোর দিকে।

ষাট সেকেণ্ড পর আবারও পৌঁছল টিলার মাথায় রাস্তার সঙ্গমে। ওখান থেকে পোলার আইল্যাণ্ডের বেশিরভাগ জায়গা দেখা যায়।

ওই যে এয়ারস্ট্রিপ, মেইন টাওয়ার, উত্তরদিকের উপসাগর...

০৭:০০...

০৬:৫৯...

০৬:৫৮...

বাইক দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা। চোখ গিয়ে পড়েছে রানওয়ের উপর।

হায়-হায় করে উঠল ওর মন।

ওই যে অ্যান্টোনভ বিমান। ওটাকে ঘিরে ফেলেছে রাফিয়ান আর্মির সৈনিকরা। ঠেলে নিয়ে গেছে ক্লিফের কাছে। এবার রানওয়ে থেকে ফেলে দিলেই অনেক নীচে...

একটা মস্ত হোঁচট খেয়ে ক্লিফের নীচের ধাপে গিয়ে পড়ল অ্যান্টোনভ, পরক্ষণে হুড়মুড় করে নেমে গেল অনেক নীচে। আর দেখা গেল না ওটাকে।

নাচতে শুরু করেছে তস্কররা।

মস্ত ঢোক গিলল রানা। বহু কিছুই ঘটতে পারে, কিন্তু এমন যে হবে, ভাবতেও পারেনি। লোকগুলোর খ্যাপার কারণ বুঝতে পারছে। নেতা নেই। অফিসাররা নেই। ওদেরকে ফাঁকি দেয়া হয়েছে।

ওরা জানে না থারমোনিউক্লিয়ার মিসাইল আসছে মাত্র ছয় মিনিট পর!

'এবার, রানা?' শুকনো স্বরে বলল শ্যারন। চোখ রানার চোখে।

'ওই বিমান ছিল মুক্তির একমাত্র উপায়,' নীরস কণ্ঠে বলল

রানা। 'কাজেই আপাতত আটকে গেছি আমরা এই দ্বীপে।'

রানওয়ে শেষে সাগরে গিয়ে পড়েছে অ্যান্টোনভ বিমান, পতনের ওই জায়গার দিকে চেয়ে আছে ফ্রেঞ্চ ডিজিএসই এজেন্ট শ্যারন। আনমনে বলল, 'নিশ্চয়ই বাঁচার কোনও উপায় আছে। কোনও বিমান, হেলিকপ্টার, বা কোনও বাঙ্কার... যেখানে আশ্রয় নিলে বাঁচব আমরা।'

স্‌স্‌স্‌ করে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট। এইমাত্র রানওয়ে থেকে এদিকে পৌঁছে গেছে দুই জিপ।

কী যেন ভাবছিল রানা, হঠাৎ করেই চাইল শ্যারনের দিকে। 'হ্যাঁ, একটা বাঙ্কার... নিউক্লিয়ার বাঙ্কার।'

'ডক্টর ম্যাক্সিম তারাসভ বলেছিলেন মেইন টাওয়ারের নীচে ল্যাবোরেটরির বাঙ্কার বিশেষভাবে তৈরি নিউক্লিয়ার স্ট্রাইকের জন্য...' থেমে গেল শ্যারন।

'না, ওটা নয়,' মানা করে দিল রানা। 'সময় মত ওখানে পৌঁছতে পারব না। ওটা ছাড়াও আরেকটা আছে। ...কিন্তু আছে কোথায়...'

মাথার উপর দিয়ে গেল অন্তত দশটা গুলি।

সাইডকারে মাথা নিচু করে নিল শ্যারন। 'রানা, ভাবতে ভাবতে যেতেও তো পারো? নইলে যে মরব দু'জনেই!'

'ঠিক!' মুঠোর জোরে থ্রটল মুচড়ে দিল রানা। ছিটকে রওনা হয়েছে। পালাতে শুরু করেছে জিপ থেকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর শ্যারনের দিকে চাইল, 'মনে পড়েছে!'

'কী মনে পড়েছে?'

'কোথায় আছে বাঙ্কার।'

০৫:৫৯...

০৫:৫৮...

০৫:৫৭...

তুমুল গতিতে মোটরবাইক স্কিড করে থামল কেবল কার টার্মিনালের সামনে। শ্যারনকে কোলে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে রানা, এমন সময় খুলে গেল গ্যারাজের পাশের একটা দরজা। ভিতর থেকে খুলে দিয়েছে পবন ও ফারিয়া। কথামত এখানেই হাজির হয়েছে ওরা। ডিফেখন এখানেই ফেলেছিল ডিজেল।

০৫:২৩...

০৫:২২...

০৫:২১...

রানার পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল পবন, 'কী হয়েছে, মিস্টার রানা?'

থামল না রানা, চলবার পথে বলল, 'রাশানরা যখন দেখল আপলিঙ্ক অফ করে দেয়া হয়েছে, দেরি না করেই নিউক্লিয়ার মিসাইল লঞ্চ করেছে। আর পাঁচ মিনিট পর এই দ্বীপে ওটা আঘাত হানবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল পবন। 'পাঁচ মিনিট? মাত্র? এত অল্প সময়ে কোথায় যাব?'

'আমরা যাব নিউক্লিয়ার বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে,' গ্যারাজ পেরিয়ে গেল রানা, ঢুকে পড়েছে মূল টার্মিনালে। প্রায় ছুটে পৌঁছল কেবল কারের সামনে। ওখান থেকে অনেক নীচের অ্যাসিড দ্বীপে গেছে পুরু সব কেবল।

ওর মনে আছে ওই দ্বীপের ল্যাবোরেটরির নীচতলায় একটা পোক্ত সীসার দরজা আছে। ওটার উপর আছে নিউক্লিয়ার সিম্বল ও সিরিলিক সাইন। তখন মনে করেছিল ওই চেম্বার নিউক্লিয়ার স্টোরেজের জন্য। কিন্তু তা নয়, ওদিকের ঘর নিউক্লিয়ার বাঙ্কার।

নিশ্চয়ই পোলার আইল্যাণ্ডে আরও কয়েকটি নিউক্লিয়ার বাঙ্কার থাকবে। কোল্ড ওয়ারের সময় এই দ্বীপ ছিল ফার্স্ট-স্ট্রাইক টার্গেট। এদিকে অ্যাসিড দ্বীপে বাঙ্কার রাখাও যুক্তিযুক্ত ছিল। তিন দিক

থেকে খাড়া ক্লিফের মাধ্যমে নিরাপদ ওই দ্বীপ। পোলার আইল্যাণ্ড থেকে ওটাকে আলাদা করেছে সাগর। আর বিপুল পানিও বাফার হিসাবে কাজ করবে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন হলে।

'কেবল কার অনেক ধীরগতি, ঠিক সময়ে নামতে পারব না আমরা,' বলল ফারিয়া।

'ঠিক, তাই ওভাবে যাব না,' বলল রানা। চেয়ে আছে অনেক নীচের অ্যাসিড দ্বীপের স্টেশনের দিকে। ওটা এক হাজার ফুট দূরে। ঘুরে চাইল ও। 'সবাই ওঠো কেবল কারের ছাতে। কেবল ব্যবহার করে যিপলাইন বেয়ে নীচে নামব আমরা।'

০৪:২১...

০৪:২০...

০৪:১৯...

অজস্র বুলেটে বিদ্ধ কেবল কারের ছাতে উঠতে লাগল ওরা। এখান থেকে নীচে গেছে কেবল। শেষ হয়েছে বহু দূরের দ্বীপের টার্মিনালে। এত উপর থেকে নীচে চাইলে ঘুরে উঠতে চায় মাথা।

সবাই কেবল কারের ছাতে উঠে পড়বার পর রানা বলল, 'ঠিক আছে, পবন! ফারিয়া! বেল্ট ব্যবহার করবে। কেবলের উপর এভাবে লূপ করতে হবে।'

দুই কেবলের উপর দিয়ে পবনের বেল্ট ঘুরিয়ে আনল রানা। এর ফলে বেল্টের দুই অংশ তৈরি করল একটা X। 'উঠে আসার সময় কেবলের বেশিরভাগ বরফ খসে গেছে, আশা করি খুব সমস্যা হবে না। নেমে যাওয়ার শেষ দিকে দু'হাত বাইরের দিকে ঠেলবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের বেল্ট চেপে বসবে কেবলের ওপর। গতি কমবে। ...বুঝতে পেরেছ? ...গুড। এবার রওনা হও।'

দু'হাতে বেল্টের দু'প্রান্ত ধরে রওনা হয়ে গেল পবন। ওর সঙ্গে দূরে যাচ্ছে ভীত আর্তনাদ: আ-আ-আ-আ!

কয়েক মুহূর্তে অনেক নীচে এবং দূরে চলে গেল পবন।

এবার ফারিয়া, সাবধানে দাঁড়াল কেবল কারের ছাতের শেষে। বুঝতে পারছে না কী করা উচিত।

'আমাদের সময় নেই, ফারিয়া,' বলল রানা। 'কাজটা করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন,' শেষবারের মত বড় করে দম নিল ফারিয়া, তারপর রওনা হয়ে গেল পিছলে গিয়ে।

বাকি রয়ে গেছে রানা ও শ্যারন।

নিজের বেল্ট কেবলের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল রানা।

০৩:৩১...

০৩:৩০...

০৩:২৯...

তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরল শ্যারনকে।

দু'জনের মুখ পরস্পরের মাত্র এক ইঞ্চি দূরে।

শক্ত করে রানার ঘাড় জাপ্টে ধরল শ্যারন।

রানার দু'হাত উপরে, লূপ করা বেল্টে।

'শক্ত করে ধোরো,' বলল ও।

এক সেকেণ্ডের জন্য রানার চোখে চাইল শ্যারন।

আর ওই মুহূর্তে অবাক হলো রানা।

ওর ঠোঁটে আবেগঘন চুমু দিল শ্যারন। চট্ করে বলল, 'তোমার মত কারও সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি আমার। তুমি সত্যি অন্যরকম।' ঠোঁট সরিয়ে নিল। 'ঠিক আছে, চলো এবার উড়ে যাই!'

কথাটা মাত্র শেষ করেছে ও, এমন সময় টার্মিনালের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রাফিয়ান আর্মির পাঁচ সৈনিক। গুলি করতে করতে ভিতরে ঢুকেছে। BOIGHAR

অবশ্য কাউকে আহত করল না তাদের গুলি।

তস্কররা দেখল, এইমাত্র সুন্দরী মেয়েটাকে বুকে নিয়ে আর

পিঠে রোবট নিয়ে কেবল কারের ছাত থেকে লাফিয়ে সাগরের দিকে নেমে গেল মাসুদ রানা!

একত্রিশ

পোলার আইল্যাণ্ডের ক্লিফের উপর বসে থাকা টার্মিনাল থেকে পরিষ্কার দেখা গেল, দীর্ঘ কেবলে ঝুলে নীচের অ্যাসিড দ্বীপের টার্মিনালের দিকে নেমে চলেছে মাসুদ রানা ও সুন্দরী শ্যারন ফ্যেনুয়্যা।

পিছনে উঁচু, প্রকাণ্ড ক্লিফ আর ঘোড়ার নাল সদৃশ উপসাগরের তুলনায় নিজেদেরকে অতিক্ষুদ্র মনে হলো দুই এজেন্টের। এখন চমৎকার দৃশ্য দেখবারও সময় নেই।

ঝুলন্ত কেবলে তেলমাখা বাঁশে ওঠা বাঁদরের মত পিছলে নেমে চলেছে ওরা, পুরো বিশ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল গন্তব্যের কাছে। দ্বীপের কাছে আসতেই দু'হাতে শক্ত করে বেল্ট ধরল রানা, চোখের সামনে মস্ত হাঁ করেছে স্টেশনের চৌকো দরজা। বাইরের দিকে বেল্ট ঠেলে দিল রানা, ওটা চেপে বসছে কেবলে।

পতনের গতি কমতে শুরু করেছে। প্রথমে রানা ভেবেছিল দেরি করে ফেলেছে, এবার আছড়ে পড়বে স্টেশনের ভিতরের দেয়ালে। কিন্তু প্রাণপণে বেল্ট টাইট করতেই কেবলে এঁটে বসল ওটা। কমে আসছে গতি, ঢুকে পড়ল ওরা স্টেশনে, আরও কয়েক গজ যাওয়ার পর বেকায়দাভাবে দুলতে লাগল।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেছে পবন ও ফারিয়া। শ্যারনকে নেমে পড়তে সাহায্য করল ওরা।

ডিজিএসই এজেন্ট নিরাপদে নামবার পর প্ল্যাটফর্মে নামল রানা, চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি:

০৩:১৩...

০৩:১২...

০৩:১১...

'আর বড়জোর তিন মিনিট,' বলল রানা। 'দৌড় শুরু করো সবাই!'

কেবল কার স্টেশন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা। শ্যারনকে বুকে তুলে ছুটছে রানা। ঝড়ের গতিতে সামনের রাস্তা পেরিয়ে এল ওরা, ঢুকে পড়ল প্রকাণ্ড হলরুমের মত দালানে। চারপাশে একের পর এক অ্যাসিডের ভ্যাট ও ট্যাঙ্ক।

০২:০৩...

০২:০২...

০২:০১...

চারজনের দলের সামনে ছুটছে পবন ও ফারিয়া। পিছনে শ্যারনকে পাঁজাকোলা করে রানা।

০১:৩১...

০১:৩০...

০১:২৯...

দৌড়ে কয়েকটি ক্যাটওয়াক পেরিয়ে গেল ওরা।

০১:০৪...

০১:০৩...

০১:০২...

দৌড় না থামিয়ে বলল রানা, 'আর বড়জোর এক মিনিট!'

ছোট কয়েকটা মই বেয়ে নামছে ওরা। নামবার সময় শ্যারনকে কাঁধে তুলে নিল রানা।

০০:৪১...

০০:৪০...

০০:৩৯...

পবন ও ফারিয়ার পর শ্যারনকে নিয়ে নীচের তলায় নামল রানা। একটু দূরেই সেই পুরু সীসার দরজা। বুকে নিউক্লিয়ার সিম্বল আঁকা। 'ওই যে, চলো!'

০০:৩২...

০০:৩১...

০০:৩০...

লেজে আগুন ধরা পায়রার মত উড়ছে যেন ওরা।

০০:২৯...

০০:২৮...

ভারী রিইনফোর্স্ড্ দরজা দিয়ে ছিটকে ভিতরে ঢুকল ফারিয়া ও পবন।

সামান্য পিছনে পড়ে গেছে ক্লান্ত রানা।

০০:১৫...

০০:১৪...

শ্যারন ও বন্ধু রোবটকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকল রানা।

০০:১২...

০০:১১...

পবন ও ফারিয়া মিলে দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছে ভারী দরজা। বদ্ধ ঘরে কবাট আটকে যাওয়ার আওয়াজটা বুক কাঁপিয়ে দেয়ার মত হলো।

০০:০৯...

সংক্ষিপ্ত কংক্রিটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা।

পরপর আরও দুটো ভারী দরজা পেরিয়ে গেল।

গায়ের জোরে পিছনের কবাট বন্ধ করে দিল রানা। শ্যারনকে কোলে নিয়ে ধুপ্ করে বসে পড়ল। দৌড়ে এসে জিভ বেরিয়ে

গেছে। মনে করতে পারল না, আগে কখনও এমন জোরে ছুটেছে।

০০:০৫...

০০:০৪...

০০:০৩

০০:০১...

০০:০০.

রানা শুনল, চারপাশ থমথম করছে।

তারপর এল প্রলয়দেবতার ভয়ঙ্কর সানাই।

বিস্ফোরিত হয়েছে নিউক্লিয়ার বোমা!

সাদা বজ্রপাতের মত আকাশ থেকে নেমে এল পোলার আইল্যাণ্ডের উপর রাশান আইসিবিএম, গতি ছিল ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার।

মিসাইলের লেজের জ্বলজ্বলে আগুন ও ধূসর ধোঁয়া দেখবার জন্য বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড পেয়েছে মুগ্ধ রাফিয়ান আর্মির অবশিষ্ট তস্কর। তখনই বুঝে গেছে ওটা আসলে কী। জেনে গেছে, আর রেহাই নেই, মৃত্যু নিয়ে এসেছে ওই মিসাইল।

তখনই ডেটোনেট করল আইসিবিএম।

হাজারটা বজ্রপাতের মত আলো ঝিকিয়ে উঠল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক ভয়াবহ আওয়াজ— বাইরের দিকে ছড়িয়ে গেল ব্লাস্ট ওয়েভ, গিলে ফেলল গোটা দ্বীপকে।

শকওয়েভের ধাক্কায় উপড়ে গিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হলো পোলার আইল্যাণ্ডের বিশালাকার দুই ভেণ্ট। কাত হয়ে পড়তে শুরু করেছিল সসার মাথায় নিয়ে মেইন টাওয়ার, কিন্তু মাঝপথে চুরচুর হয়ে ভয়ঙ্কর তপ্ত হাওয়া ও থারমোনিউক্লিয়ার অগ্নিশিখায় মিলিয়ে গেল। ওই প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণে উপকূলের কয়েকটা ক্লিফ এবং ওগুলোর বুকের মস্ত সব পাথর নামল সাগরে। উঁচু ক্লিফের মাথা

থেকে কাত হয়ে উপসাগরে পড়ল কেবল কার টার্মিনাল।

লেলিহান আগুনে পুড়তে লাগল সবকিছু। দ্বীপের সব স্থাপনা ও সমস্ত মানুষ মিলিয়ে গেল বাতাসে।

আকাশে উঠতে লাগল মস্ত এক কালো রঙের ব্যাঙের ছাতা।

আগের সেই রাশান বেস পোলার আইল্যাণ্ড আর রইল না।

উধাও হয়েছে রাফিয়ান আর্মির সবাই।

অ্যাসিড আইলেটের গভীরে, জমিনের তলের বাঙ্কারে বিকট এক আওয়াজ শুনল রানা ও অন্য তিনজন। বুক কেঁপে গেল ওদের।

থরথর করে কাঁপতে লাগল চারপাশের দেয়াল, তবে ভেঙে পড়ল না। দপ্ করে নিভে গিয়েও আবারও জ্বলে উঠল বাতি। এখনও কাজ করছে জেনারেটার।

কিছুক্ষণ পর থেমে গেল কম্পন ও আওয়াজ। পরস্পরের দিকে চাইল ওরা।

'এবার, মিস্টার রানা?' বেসুরো কণ্ঠে বলল পবন।

দেয়ালের পুরনো কমিউনিকেশন কন্সোলের উপর চোখ পড়ল রানার। ওটার কাছে চলে গেল। কন্সোলের সঙ্গে জেনারেটারের সংযোগ আছে। কাজও করছে ঠিকভাবে।

'আমেরিকানদের রেডিয়ো করব,' বলল রানা। 'তারপর অপেক্ষা করতে হবে। আশা করি তারা সরিয়ে নেবে আমাদেরকে।'

ওদের প্রতীক্ষা বেশি দিনের জন্য নয়।

এরেকস্ন এয়ার স্টেশনের লিসেনিং পোস্ট রানার বার্তা পাওয়ার পর আবারও যোগাযোগ করেছে হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে।

ওদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক তিনদিন পর হাজির হবে ম্যাটাক সাবমেরিন ইউএসএস সিল।

এই নীরব সময়ে অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করবার রইল না

ওদের। সতর্কভাবে অল্প অল্প করে তৃষ্ণা মেটাল ওরা। বন্ধুর পেটে রাখা এমআরই গেল চারজনের পেটে।

বারবার নিশাত ও ডিফেখনের কথা মনে পড়ল রানার। ওরাই ঠেকিয়ে দিয়েছিল মেগাট্রেনের মিসাইল। তারপর কী হলো? আহত হয়েছিল? মারা পড়েছিল? রানার মন জানতে চাইল, আসলে কী হয়েছিল আপা ও ডিফেখনের?

যদি বেঁচেও থাকত, রাশান নিউক আসবার পর বাঁচবার আর কোনও উপায় ওদের ছিল না।

আপা সবসময় বলত, 'আমি যেন লড়াই করতে করতে মরতে পারি।'

তাই পেয়েছে সে।

তৃতীয় দিন চুপ করে বসে আছে রানা বাঙ্কারে, বিড়বিড় করে বলল, 'বিদায়, আপা, সত্যিকারের একজন ভাল বন্ধু। ভাল হতো শেষ সময়ে একসঙ্গে লড়তে লড়তে দু'জন বিদায় নিলে। কখনও ভুলব না আপনাকে, আপা।'

এর কিছুক্ষণ পর উপসাগরের বরফঠাণ্ডা জল-সমতলে মাথা তুলল সাবমেরিন ইউএসএস সিল।

একেবারে পুড়ে কালো হয়েছে পোলার আইল্যাণ্ড। আর্কটিকে বেখাপ্পা কোনও মরুভূমি যেন।

নিউক্লিয়ার বোমার প্রাথমিক বিস্ফোরণে কংকাল হয়েছে অ্যাসিড দ্বীপের সমস্ত স্থাপনা। একটা জানালারও কাঁচ নেই। চুরচুর হয়েছে সব ছাত। সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে কংকাশন ওয়েভ। একের পর এক ভ্যাট ও ট্যাঙ্ক এখন পড়ে আছে খোলা আকাশের নীচে।

সাবমেরিন সিল থেকে পুরো বায়োহ্যাযার্ড সুট পরে দ্বীপে নামল তিনজন ক্রু। তাদের সঙ্গে রইল চারটে প্রোটেকটিভ সুট ও একটা স্ট্রেচার।

সময় লাগল, কিন্তু শেষপর্যন্ত বায়োহ্যাযার্ড সুট পরিয়ে

সবাইকে সরিয়ে নেয়া হলো সাবমেরিনে।

সবার শেষে জলযানে ঢুকেছে রানা, একহাতে ভাঙা বন্ধু। ওর সামনে হাঁটছে পবন ও ফারিয়া। দুই ক্রু স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল শ্যারনকে। বাঙ্কারে অপেক্ষা করবার সময় নিয়মিত শ্যারনের ক্ষত ড্রেস করেছে রানা। অবশ্য এখন অনেক আধুনিক চিকিৎসা পাবে। মেডিকেল যন্ত্রপাতিসহ হাসপাতাল রয়েছে সাবমেরিনে, ওখানে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের রেডিয়েশন লিক হওয়া ক্রুদের চিকিৎসা দেয়া হয়।

স্বাভাবিক জীবনে যাওয়ার উপায় নেই, রানা-পবন-ফারিয়াকে যেতে হবে রেডিয়েশন-প্রুফ চেম্বারে। ভালভাবে গোসল করবার পর দেখা হবে রেসিডুয়াল রেডিয়েশন আছে কি না।

কোয়ারান্টাইন চেম্বারে যাওয়ার পথে শ্যারনকে তুলে দেয়া হয়েছে এক মেডিকেল অফিসারের হাতে। তখনই সিল করা মেডিকেল এরিয়া থেকে আবছা চিৎকার শুনতে পেয়েছে রানা। মনে হলো যেন: 'স্যর! ...ভাই!'

ওই ওয়ার্ডে উঁকি দিয়ে চমকে গেল রানা।

বেডে উঠে বসেছে নিশাত সুলতানা। ঘনঘন হাত নাড়ছে।

'স্যর! বেঁচে থেকে বাঁচিয়ে দিলেন আমাকে! কী যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম!'

নিশাতের বেডের পাশের বেডে শুয়ে আছে পিয়েখে ডিফেখন, বাহুতে টিউব ও ড্রিপ। কোমায় চলে গেছে। পাশের হার্ট রেট মনিটরে দেখা যাচ্ছে দুর্বলভাবে চলছে হৃৎপিণ্ড। মানুষটা বেঁচে আছে, তবে মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করছে।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে রানা, তারপরও খুবই খুশি হয়ে হাসল। ওর পাশে হাঁ করে চেয়ে আছে পবন।

নিশাতকে বলল রানা, 'বারবার রেডিয়োতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছি। কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি। ট্রেনে কী

হয়েছিল, আপা? আর আণবিক বোমা থেকে রক্ষা পেলেন কী করে?'

আন্তরিক হাসল নিশাত সুলতানা। 'আপনি হলে যা করতেন, তা-ই করেছি, স্যর। পুরো গতি তুলে নেমে গেছি ট্রেন নিয়ে সাবমেরিন ডকের পানিতে! তুমুল লড়াই হয়েছিল তার আগে, আর তখন গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হলো আমাদের ফ্রেঞ্চ বন্ধু। কিন্তু যথেষ্ট সময় করে দিয়েছিল, আর তারপর তো পানিতেই গিয়ে পড়ল ট্রেন। ডিফেখনকে নিয়ে নেমে পড়লাম বড় রেলগাড়ির ছাত থেকে। ওটা তো তলিয়ে গেল, কিন্তু আমরা পড়লাম প্রায় ডুবে থাকা ফ্রেইটারের বো-র কাছে। তখনই দেখলাম ওই রাশান সাবমারসিবল।

'দু'জনই আমরা আহত, কিন্তু ডিফেখন গুরুতরভাবে— ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে উঠলাম সাবমারসিবলের পেটে। খুঁজে বের করতে চাইলাম শুকনো কিছু, যেটা দিয়ে বুনোর ক্ষতগুলো মুছব।'

নিশাতের পাশের বেডে চোখ গেল রানার। শুয়ে আছে ডিফেখন। ছয়বার গুলি লেগেছে। একটা বুকে। এ ধরনের ক্ষত মৃত্যু নিয়ে আসে, যদি না হেমোস্ট্যাটিক, ব্লাড ক্লটিং এজেন্ট সেলক্স জেল বা কুইকক্লট স্পঞ্জ ব্যবহার হয়।

রানা জানে, ওসব ছিল না নিশাত বা ডিফেখনের কাছে।

'রক্ত পড়া থামালেন কী করে?'

আন্তরিক হাসল নিশাত। থুতনি দিয়ে পবনকে দেখিয়ে দিল। 'এই ছোকরার গুণে। ভাগ্যিস কখনও কখনও টেকনোলজির কথা শুনি। একদিন ক্যাম্পে পবন বলছিল আমাদের নতুন এমআরই রেশনের কথা। ওয়াটার ফিলট্রেশন পিল আসলে সিটোস্যান-বেযড। আর সিটোস্যান দিয়েই তৈরি করা হয় সেলক্স জেল। আর এসব এমআরই-র ভিতর তেলাপোকার গু-র মত খেতে একটা জেল আছে, ওই জেলি আসলে জেলেটিন। ভাবলাম, আমি যদি

ফিলট্রেশন পিলের সঙ্গে পানি আর জেলি গুলে নিই, তা হলে পাওয়া উচিত সেলক্সের মত কিছু। কাজেই এমআরই বের করলাম, ব্যবহারও করলাম। ভারী একটা জেল তৈরি হলো। বুনোর বড় ক্ষতগুলোতে লাগিয়ে দিলাম। সত্যিই আটকে গেল জিনিসটা, রক্ত আর বেরোতে পারল না। কাজটা নিখুঁত হলো না হয়তো, কিন্তু বুজে তো দিতে পারলাম ক্ষত। সাবমারসিবলের ভেতর ফার্স্ট-এইড কিট ছিল। ওখান থেকে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিলাম ক্ষত। জানি না কতদিন টিকবে ওই জেল আর ব্যাণ্ডেজ, তবে টিকেই গেল। তারপর আমাদেরকে তুলে নিল এই সাবমেরিন।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

'আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, আপা,' বলল পবন। 'রেশন প্যাক থেকে তৈরি করেছেন ক্লটিং জেল।'

'তুমি জানো না ছোকরা, আমি ম্যাকগাইভার!' হাসল নিশাত

'ওই ডক থেকে বেরোলেন কী করে?' জানতে চাইল রানা 'আমি যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম রেডিয়োতে।'

'আপনার সব কথা শুনেছি, কিন্তু গুলি উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমার মাইক্রোফোন। আর ডিফেখনেরটা ছোটাছুটির ভেতর পড়ে গিয়েছিল। বোধহয় পানিতে পড়ার সময়। খুবই জোরে পানিতে পড়েছিলাম। শুনছিলাম সবই, কিন্তু ট্র্যান্সমিট করতে পারছিলাম না। বলেছিলেন: দ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে, নইলে মরব আমরা। তখনই বুঝলাম, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে এবার। কাজেই ব্যবহার করলাম সাবমারসিবল, চলে গেলাম পানির অনেক গভীরে। সরে গেলাম পোলার আইল্যাণ্ড থেকে বহু দূরে। মির সাবমারসিবল ভালই কাজ করছিল, কিন্তু ভাঙা ছিল ওটার রেডিয়ো। বাধ্য হয়ে কয়েক দিন ধরে অ্যাকটিভ সোনার ব্যবহার করে পিং-পিং আওয়াজ করেছি। তারপর এল এই সাবমেরিন।'

'ওর অবস্থা এখন কেমন?' পিয়েখেকে দেখাল রানা।

'ক্রিটিকাল অবস্থা। জোর করে কোমায় পাঠিয়ে দিয়েছে ডাক্তার। আমাকে বলেছে, আবার জ্ঞান না-ও ফিরতে পারে।'

'এবার কোয়ারান্টাইনে গিয়ে ভালভাবে গোসল করতে হবে,' বলল রানা। 'পরে দেখা হবে আপনার সঙ্গে, আপা।'

তখনই নিশাতের পাশের বেডে এনে রাখা হলো শ্যারনকে।

'পরে দেখা হবে, শ্যারন,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল মেয়েটি। নিচু স্বরে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ... রানা... সবকিছুর জন্যে।'

বত্রিশ

ওভাল অফিস।

হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন ডি.সি.।

উনিশ জুলাই।

রাত আটটা।

এইমাত্র কোট পরিহিত মাসুদ রানার গলায় বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য একটি বিশেষ মেডেল পরিয়ে দিলেন ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

তাঁর বামপাশে দাঁড়িয়ে আছেন নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিল্টন। ডানদিকে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। তাঁর কথায় আমেরিকান মেডেল নিতে রাজি হয়েছে রানা। এবং প্রেসিডেন্টের অনুরোধে এবং বিমানের টিকেট ও ভিসা পাঠিয়ে দেয়ায় এ দেশে এসেছেন রাহাত খান। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ্যামিল্টনের অনুরোধে তাঁর বাড়িতে উঠবেন ঠিক করেছেন।

রানার পাশেই নিশাত সুলতানা, তাকেও মেডেল পরিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট।

ওদের সঙ্গে রয়েছে আরও কয়েকজন সিভিলিয়ান: কেভিন কনলন, রিনা গর্ডন, পবন হায়দার ও ফারিয়া আহমেদ। আরও রয়েছে নীল কোট পরা একটি রুপালি রোবট। ওটা দাঁড়িয়ে আছে পবনের পাশে। ওর নীচের অংশ মেরামত করে দিয়েছে কুয়াশা।

মেডেল দেয়ার অনুষ্ঠানে সবার শেষে ছোট্ট একটা সোনার মেডেল দেয়া হলো রোবট বন্ধুকেও।

'অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' ভদ্রলোককে একদম চমকে দিল বন্ধু প্রেসিডেন্টেরই কণ্ঠে কথা বলে।

'আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কী করছেন?' এক এইডের দিকে চেয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই অন্যরা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু রানাকে থাকতে বললেন প্রেসিডেন্ট।

'একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, মিস্টার রানা।' ইন্টারকম তুলে কার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করলেন তিনি। 'জেনি, অ্যাম্বাসেডারকে পাঠিয়ে দাও, প্লিয।'

ওভাল অফিসের একটা সাইড ডোর খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল তিনজন। তাদের একজনকে চেনে না রানা।

এ ভদ্রলোককে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ বলে মনে হলো রানার। ব্যাকব্রাশ করেছেন রুপালি চুল। খাড়া নাকের ডগায় চশমা। পরনে দামি সুট।

অন্য দু'জন সাধারণ পোশাকে।

শ্যারন ফ্যেনুয়্যা ও পিয়েখে ডিফেখন।

শ্যারনকে সম্পূর্ণ সুস্থ লাগছে। টেইলর করা স্কার্ট-সুট পরনে। মেকআপ নিখুঁত। কাঁধে এলিয়ে আছে কালো চুল। এই অনুষ্ঠানের জন্য খাটো করেছে।

দাড়ি ছেঁটেছে ডিফেখন। চেহারায় খুবই অস্বস্তি। কোট পরতে অভ্যস্ত নয়। একটা হাত এখনও ঝুলছে স্লিঙে।

'মিস্টার রানা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'পরিচয় করিয়ে দিই ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার জন্য নিযুক্ত ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসেডার মোসিউ ফ্রাঁসোয়া দো সারকোজি।'

রানা খেয়াল করল, ফর্মাল মেথড ব্যবহার করে ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তফাৎ করেছেন। সাধারণত দু'জনের ভিতর গুরুত্বপূর্ণ লোকটির নামই আগে বলা হয়। এখানে তা করা হয়নি। রানাকে ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসেডারের চেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন।

'মোসিউ,' আস্তে করে মাথা দোলালেন তিনি, রানার সঙ্গে করমর্দন করলেন। 'আমার কোনও ভুল না হয়ে থাকলে মেজর শ্যাখন ফ্যেনুয়্যা আর ক্যাপ্টেন পিয়েখে ডিফেখন আপনার পরিচিত।'

আস্তে করে ওদের দু'জনের উদ্দেশে মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ, চিনি। ওদের দেখে ভাল লাগছে।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'মিস্টার রানা, আপনার জন্যে জরুরি বার্তা এনেছেন অ্যাম্বাসেডার, ওটা পাঠিয়েছেন ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট।'

টানটান হয়ে দাঁড়ালেন অ্যাম্বাসেডার। 'মিস্টার রানা,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্স আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। মেজর ফ্যেনুয়্যা এবং ক্যাপ্টেন ডিফেখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন, আপনার কারণে রক্ষা পেয়েছে কয়েকটি দেশ। তাদের ভিতর ফ্রান্সও রয়েছে। কাজেই আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে আপনাকে জানাতে: আর সব দেশের মত ফ্রান্সও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার উপর থেকে মৃত্যু-পরোয়ানা তুলে নিয়েছে দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্স।'

চুপ করে আছে রানা।

ওর দিকে চেয়ে হাসছে শ্যারন। সবক'টা দাঁত বের করে ওকে দেখছে বুনো।

আর ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে খুবই খুশি মনে হচ্ছে।

প্রেসিডেনশিয়াল বক্তৃতা শেষে রুযভেল্ট রুমে বুফেতে দেয়া হলো কেক ও কফি। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রেসিডেন্টকে রোবট বন্ধুর নানা সুবিধা ব্যাখ্যা করে বলল পবন, পাশে থাকল ফারিয়া। সবাই পরিষ্কার বুঝল, দু'জন দু'জনের প্রেমে পড়েছে।

নিশাতের সঙ্গে আমেরিকায় এসেছেন ওর বাবা, ঘুরে ঘুরে দেখছেন হোয়াইট হাউস। তাঁকে বগলদাবা করেছে পিয়েখে ডিফেখন।

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে রানা, নিশাত, তার বাবা, শ্যারন, পবন, ফারিয়া ও ডিফেখন ঠিক করেছে, তিনদিনের জন্য থাকবে হোয়াইট হাউসের অতিথি কোয়ার্টারে।

কফির কাপ নিয়ে শ্যারনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রানা, ওর সামনে চলে এল নিশাত। জানতে চাইল, 'স্যর, শেষপর্যন্ত কি পাওয়া গেল সিআইএ-র সেই উইলিয়াম থ্রাশারকে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'পরে কখনও হয়তো দেখা হবে তার সঙ্গে। কিন্তু চিনব না। শুনেছি সিআইএ-র বড়কর্তা জানিয়েছেন, লাশ পাওয়া গিয়েছিল থ্রাশারের। মারা পড়েছে।'

'কিন্তু কথাটা আসলে মিথ্যা?' আনমনে বলল নিশাত।

'উইলিয়াম থ্রাশার সিআইএ-র সেরা স্টার। পঁয়ত্রিশ বছর আগে পোলার আইল্যাণ্ডের অ্যাটমোসফেরিক ডিভাইসের পুরো পরিকল্পনা তৈরি করেছিল সে। সবই ঠিক ছিল, মাঝে থেকে বাধা দিয়েছি আমরা। আমার ধারণা, আবারও দেশে ফিরেছে সে। নতুন চেহারা নিয়ে কাজ করছে ওই একই অফিসে, তার বসের ছত্রছায়ায়।'

নিশাত আবারও চলে গেল ওর বাবাকে খুঁজে বের করতে। শ্যারন গেল কেক আনতে।

তখনই এসে রানার কাঁধে টোকা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিস্টার রানা, সামান্য কথা আছে, আসুন।'

তাঁকে অনুসরণ করে মস্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। নীচ তলায় নেমে সিচুয়েশন রুমে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট।

ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইন্টেলিজেন্স সংগঠনের বড়কর্তারা। তাঁদের ভিতর রয়েছেন ডিআইএ ও সিআইএ-র দুই ডিরেক্টর।

'মিস্টার রানা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এবার নিজ কানে শুনুন কী হয়েছিল।'

সিআইএ-র ডিরেক্টর রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত গম্ভীর। রানাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন, তারপর বললেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট। মিস্টার রানা। আমরা অনেক খুঁজে শেষে পেয়েছি উইলিয়াম থ্রাশারের লাশ। দুই সপ্তাহ আগে। ওটা পাওয়া গেছে নরওয়েজিয়ান এক ট্রলারে। লাশ ভাসছিল আর্কটিক সাগরে। পানির নীচে ডুব দেয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় তার সাবমারসিবলের অক্সিজেন সাপ্লাই। শ্বাস আটকে মারা গেছে।'

সরাসরি ভদ্রলোকের চোখে চোখ রাখল রানা। 'শুনে খুবই খুশি হলাম, ডিরেক্টর। অনেক ধন্যবাদ।'

কেউ কিছুই বলছে না। খুকখুক করে কাশলেন প্রেসিডেন্ট।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবারও রুযভেল্ট রুমে ফিরল রানা, চলে গেল শ্যারনের পাশে। আগেই ঠিক হয়ে আছে, ডেটিঙে যাবে ওরা পটোম্যাক নদীর তীরের এক নিরালা রেস্টুরেন্টে।

চোখে চোখে কথা হলো দু'জনের। চট্ করে একবার ঘরের দূরে দেখল রানা। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিল্টনের সঙ্গে বসে আলাপ করছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।

কারও চোখে না পড়েই এক মিনিটের ভিতর ঘর থেকে উধাও

হলো দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট ও ডিজিএসই এজেন্ট শ্যারন।

রাত বারোটার সময় হোয়াইট হাউসে ফিরল ওরা, বিদায় নিয়ে চলে গেল যার যার ঘরে। চমৎকার কেটেছে সময়।

নীল ডিম লাইট্ জ্বেলে চেস্ট অভ ড্রয়ারের সামনে থামল রানা, পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়বে এবার। কিন্তু ওর চোখ পড়ল ড্রেসারের মাথায় পুরনো একটা সানগ্লাসের উপর!

ওটার এক কাঁচে ছোরা দিয়ে খোদাই করা একটা বৃত্ত, ভিতরে বড় অক্ষরে লেখা: **R. A.**

রাফিয়ান আর্মির সিম্বল!

নির্যাতনের এক পর্যায়ে ওর কাছ থেকে ওটা কেড়ে নিয়েছিল সিআইএ সিনিয়ার এজেন্ট উইলিয়াম থ্রাশার।

সানগ্লাসের সঙ্গে কোনও নোট বা চিঠি নেই।

অস্বস্তি নিয়ে প্রায়ান্ধকার ঘরের চারপাশে চাইল রানা।

আর তখনই খুট করে খুলে গেল ঘরের দরজা!

ঝট্ করে ওয়ালথার পি.পি.কে. বের করল রানা, পরক্ষণে থেমে গেল।

নিঃশব্দে যে ঘরে ঢুকেছে, সে পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

চপল পায়ে এগিয়ে আসছে।

শ্যারন!

হোলস্টারে পিস্তল ফিরল রানার।

ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অপরূপা।

অস্ফুট স্বরে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কী যেন বলল, একটু ফাঁক হলো ভেজা দুই টসটসে ঠোঁট। উঁচু করে ধরেছে নিজের চাঁদের মত মুখ। চোখে কীসের ব্যাকুলতা।

এক সেকেণ্ড পর নামল রানার নিষ্ঠুর ঠোঁট শ্যারনের তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

জাপানি টাইকুন

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্যারিসের এক অকশন হাউস থেকে পুরনো
এক ডায়েরি কিনেই মস্ত বিপদে পড়ল মাসুদ রানা।
সশস্ত্র তিনজন খুনি ধাওয়া করল ওকে,
কেড়ে নেবার চেষ্টা করল ডায়েরিটা। কিন্তু কেন?

পাঠক, এ-প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য রানার সঙ্গে পানামার
গহীন জঙ্গলে ছুটে যেতে হবে আপনাকে, যেখানে রয়েছে
ছয়শো বছরের পুরনো ইনকা-গুপ্তধনের ভাণ্ডার।
ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র চলছে সেই গুপ্তধনকে ঘিরে,
আর আড়াল থেকে তাতে কলকাঠি নাড়ছেন
প্রতিহিংসাপরায়ণ, অর্ধোন্মাদ এক জাপানি ধনকুবের।
ভাবছেন আবারও ট্রেজার হান্টের গল্প শোনাতে চলেছি?
উঁহুঁ, এ-কাহিনি তারচেয়ে অনেক... অনেক জটিল।
শুধু এটুকু জেনে রাখুন, এবারের অ্যাসাইনমেন্ট
রানার ক্যারিয়ারের কঠিনতম অ্যাসাইনমেন্টগুলোর একটি।
বিশ্বাস করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন, স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ alochonabibhag@gmail.com

শফিক

ধানমণ্ডি, ঢাকা।

কাজীদা,

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, আচ্ছা, মাসুদ রানার 'টাইম বম্' বইয়ের ৬ নং পৃষ্ঠায় পত্রিকা পড়ার বিষয়ে জানিয়েছেন বা বলেছেন, 'যেন এসব না জানলেই নয়।' তা হলে কি আপনি পত্রিকা পড়ার বিরোধী?

❋ না, ভাই। তবে রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, খ্যাতিমানদের কেলেঙ্কারি, খুন-জখম-দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর খবর আমার ভাল লাগে না। আপনার?

মোঃ আসিফুজ্জামান আসিফ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিনোদপুর, মতিহার, রাজশাহী।

প্রিয় কাজীদা,

আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রইল। আমার মুগ্ধতা প্রকাশ করবার ভাষা জানা নেই। তবুও দু'তিন কথা লিখছি মনের তাগিদে। মাসুদ রানার সাথে পরিচয়ের এগারো বছর হতে চলল। আজকের এই তথাকথিত 'আধুনিক' যুগে যেখানে সম্পর্ক (হোক না যে-কোনও সম্পর্ক) টিকিয়ে রাখা মুশকিল, সেখানে একটা নির্দিষ্ট বইয়ের নির্দিষ্ট একটা চরিত্রের সাথে এই যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠল, তা সম্ভব হয়েছে আপনার জাদুকরী হাতের স্পর্শের কারণে। প্রার্থনা করি, যেন আরও অনেক দিন সৃষ্টিকর্তা আপনাকে মাসুদ রানার মাধ্যমে আমাদের আনন্দদানের সুযোগ দেন। সবশেষে মাসুদ রানাকে যুগোপযোগী করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

দোয়া করবেন যেন মাসুদ রানার মত স্বার্থত্যাগী, সাহসী হতে পারি।

দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, মানুষকে ভালবাসতে পারি।

❋ অন্তরের অন্তস্তল থেকে মন খুলে দোয়া করছি।

এ.বি. এম তামিম, মোবা: ০১৮৩২২৪৯০০০

আসমা ভবন, সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

আসসালামুআলাইকুম, কাজীদা,

কেমন আছেন? একটি বিশেষ সংবাদ: কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগে মাসুদ রানার এক দারুণ ভক্ত আছে। এক বছর আগে সেবা প্রকাশনীর বদৌলতে তার সাথে আমার পরিচয় হয়। তার নাম মাসুদ আরা সানি। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম মাসুদ রানা সানি! আমরা দু'জন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। বিয়ে যদি হয় তা হলে আমাদের 'কাজী'ও ঠিক করা আছে। বলুন তো, তাঁর নাম কী?!

ও বলে, কাজীদা তোমার চিঠিগুলোর অনেক মজা করে উত্তর দেয়। জবাবে আমি বলি, কাজীদার উত্তর-দক্ষিণ সব সুন্দর। ও আপনার দারুণ ভক্ত। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। পার্শিয়ান ট্রেজার-এর পরই বাউন্টি হান্টার্স পেয়ে অনেক ভাল লাগল। অনেক ধন্যবাদ, দাদা।

আচ্ছা, কাজীদা, আপনি কি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন? এতদিন এক ধরনের স্বপ্ন দেখতাম—আমি উড়তে পারি, ডানা লাগে না, শুধু ইচ্ছে হলেই উড়ে যেতে পারি, লাফিয়ে লাফিয়ে এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং-এর ছাদে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। বাউন্টি হান্টার্স পড়ার পর থেকে স্বপ্নে দেখছি কে যেন আমার গর্দান নিয়ে যাচ্ছে, এরকম। মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ বুঝি ঘরে ওৎ পেতে আছে, এই বুঝি পেছন থেকে গর্দানটা দু'ভাগ করল। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি। নতুন বইয়ের আশায় রইলাম।

বি: দ্র: বাউন্টি হান্টার্স-১-এর ১৬২ পৃষ্ঠায় হ্যারিস এক্স, টেরেন্স-এর নাম মূল লিস্টে আছে হ্যারিস, টেরেন্স এক্স। এরকম কয়েকটি ভিন্নতা পেয়েছি।

❋ ওটা হয়েছে যেভাবে আমাদের মোহাম্মদ এরশাদ হোসাইন হয়েছেন হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সম্ভবত সেই একই ভাবে।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু

বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩

ওহ, পাগলই হয়ে যাব বোধ হয়! আর এর জন্য দায়ী থাকবেন কাজীদা, আপনি। 'কিল-মাস্টার' নামক চমৎকার বইটি উপহার দেবার পর নিলেন ঝাড়া দুই মাসের দীর্ঘ বিরতি। এরপর জুলাই মাসে ছাড়লেন 'মৃত্যুর টিকেট'। বুঝতেই পারছেন, মৃত্যুর টিকেট কেটে রানা-সোহানার যেমন কিচ্ছু হয়নি, তেমনি আমিও বহাল তবিয়তেই আছি! বুঝলেন, এর সবই হচ্ছে তেলেসমাতি! আপনার লীলা!

আপনাকে ধন্যবাদ নয়, আপনাকে আমার ভালবাসা।

❋ আপনাকেও।